যঈফ আত্-তিরমিযী

[প্রথম খণ্ড]

তাহকীক

মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী

অনুবাদ ও সম্পাদনায় ঃ

হুসাইন বিন সোহরাব (অনার্স হাদীস)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনা সৌদী আরব

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলীলুর রহমান
লিসান্স, মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

ضعيف سنن الترمذي

(الجزء الأول)

للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي

المتوفى سنة ٢٧٩هـ رحمه الله

تحقيق :

محمد ناصر الدين الألباني

য‘ঈফ
সুনান আত্-তিরমিযী
[প্রথম খণ্ড]

মূল

ইমাম হাফিয মুহাম্মাদ ইবনু ‘ঈসা সাওরাহ

আত্-তিরমিযী (রহিমাহুমুল্লাহ)

মৃত্যু ঃ ২৭৯ হিজরী

তাহক্বীক্ব

মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী

(আবূ আব্দুর রহমান)

অনুবাদ ও সম্পাদনায়

হুসাইন বিন সোহ্‌রাব

হাদীস বিভাগ- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্, সৌদী আরব।

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান

মুমতায শারী‘আহ্ বিভাগ- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্, সৌদী আরব।

সাবেক শিক্ষক- উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ইনিস্টিটিউট,

জামঈয়াতু ইহ্ইয়া ইত্তুরাস আল-ইসলামী, আল-কুয়েত।

বর্তমান মুদার্‌রিস- মাদ্‌রাসাহ্ মুহাম্মাদীয়্যাহ্ আরাবীয়্যাহ্, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

যʽঈফ

সুনান আত্-তিরমিযী

মূল ঃ ইমাম হাফিয মুহাম্মাদ ইবনু ʽঈসা সাওরাহ্ আত্-তিরমিযী (রাহঃ)
তাহ্ক্বীক্ব ঃ মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (আবূ আব্দুর রহমান)
অনুবাদ ও সম্পাদনায় ঃ হুসাইন বিন সোহ্‌রাব
শাইখ মোঃ ʽঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান

প্রকাশনায়

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী
৩৮, নর্থ সাউথ রোড, বংশাল
ঢাকা- ১১০০, ফোনঃ ৭১১৪২৩৮
মোবাইল ঃ ০১৯১৫-৭০৬৩২৩

কম্পিউটার কম্পোজ

আল-মাদানী কম্পিউটার সেন্টার
৩৮, নর্থ সাউথ রোড, বংশাল
ঢাকা- ১১০০, ফোনঃ ৭১১৪২৩৮
মোবাইল ঃ ০১৯১৫-৭০৬৩২৩

দ্বিতীয় সংস্করণ

জুলাই ঃ ২০১০ ইংরেজী
জৈষ্ঠ্য ঃ ১৪১৭ বাংলা
জামাদীউস সানী ঃ ১৪৩১ হিজরী

মুদ্রণে

হেরা প্রিন্টার্স
৩০/২, হেমন্দ্র দাস লেন, ঢাকা-১১০০।

মূল্যঃ ১৮১/= টাকা মাত্র

Published by **Hossain Al-Madani Prokashoni**
Dhaka, Bangladesh. 2rd Edition : July- 2010
Price : Tk-181/=. U.S.$: 6
ISBN NO. 984-605-068-2

সম্পাদক মণ্ডলি

بسم الله الر حمن الر حيم

হুসাইন বিন সোহ্রাব সাহেবের কথা–

সকল প্রশংসা একমাত্র মহান রাব্বুল 'আলামীনের জন্য এবং দরূদ ও সালাম মহানাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।

পবিত্র কুরআন মাজীদের পরেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখনিঃসৃত বাণী বা হাদীস গ্রন্থ মুসলমানদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী সংগ্রহ ও সংকলনে মুসলিম মনীষীগণ অপরিসীম মেধা ও শ্রমের স্বাক্ষর রেখেছেন। শুধুমাত্র ইসলামের ইতিহাসে নয়, মানব জাতির ইতিহাসেও হাদীস সংকলন করতে যেয়ে মুসলিম মনীষীরা যে ধরনের পরিশ্রম, যাচাই-বাছাই পদ্ধতি ও মেধার উজ্জ্বল সাক্ষর রেখেছেন তা অনন্য অসাধারণ।

কিন্তু একথা সত্যি যে, হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারে মুসলিম মনীষীরা যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও পরবর্তী সময়ে হাদীসের মধ্যে ভেজাল ও বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে।

হাদীস য'ঈফ ও জাল হওয়ার ব্যাপারে আমাদের নিজস্ব কোন মন্তব্য নেই। এ ব্যাপারে যারা বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃত তাদের লেখাগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হলো মাত্র। তাছাড়া এরূপ জটিল বিষয়ে আমাদের মত অতি সামান্য শিক্ষিত লোকদের হাত দেয়া ধৃষ্টতা বৈকি।

উলামায়ি কিরামগণ হাদীসশাস্ত্রকে বিভিন্নভাবে ভাগ করেন। এ ভাগ করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অত্যন্ত ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হাদীসগুলো সহীহ, য'ঈফ, জাল ইত্যাদি অভিধায় চিহ্নিত করা হয়। তারা এ সমস্ত য'ঈফ-জাল ইত্যাদি হাদীসগুলো বুঝবার কেবলমাত্র কারণ বর্ণনা করেননি বরং পরবর্তী সময়ের উলামায়ি কিরামগণ এ সমস্ত হাদীসগুলো গ্রন্থ আকারে সংকলন করে আমাদেরকে সাবধান করেছেন।

এ সম্পর্কে আলোচিত গ্রন্থ লেখক বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শাইখ 'আল্লামাহ্ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহঃ) হাদীসকে সহীহ, য'ঈফ বা জালরূপে চিহ্নিত করার বিষয়ে ছিলেন পারদর্শী, তাই সমস্ত মুহাদ্দিসগণের কাছেই তিনি ছিলেন স্বীকৃত। হাদীস অশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তিনি প্রতিটি ত্রুটিপূর্ণ হাদীসের

বিশ্লেষণ ও কারণ বর্ণনা করেছেন। তার বিশ্লেষণ বা তাহ্ক্বীক্বের আলোকে হাদীস য'ঈফ বা বাতিল হওয়ার কারণ স্পষ্টভাবে জানা যায়। সাধারণ লোক, এমনকি ধর্মের বহু 'আলিম য'ঈফ ও জাল হাদীসের পূর্ণ জ্ঞান না থাকায় বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হচ্ছেন। ইসলাম আগমনের পর বিভিন্ন সময়ে কিছু নতুন আমল ইসলামের ভিতর ঢুকে পড়ে। ভ্রান্ত লোকেরা এসব 'আমালকে গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ দেয়ার জন্য য'ঈফ ও জাল হাদীসের আশ্রয় গ্রহণ করে। এরপর মুসলিম সমাজে য'ঈফ ও জাল হাদীস সহজেই বিস্তার লাভ করে। এদিকে সাধারণ মুসলিমরা য'ঈফ ও জাল হাদীসসমূহকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী বা 'আমাল মনে করে নিত্য নতুন বিদ'আত আশ্রয়ী আমল করতে থাকে। এমতাবস্থায় মুসলিম সমাজের জনসাধারণের ঈমান ও আক্বীদাহ্ রক্ষা করার জন্যই য'ঈফ জাল ইত্যাদির হাদীস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন যুগে সে প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে মুসলিম মনীষীরা লোক সমাজে প্রচলিত হাদীস পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন কিতাব রচনা করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় শাইখ 'আল্লামাহ্ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহ্ঃ) য'ঈফ ও জাল হাদীসের এক বিশাল গ্রন্থ রচনা করেছেন।

বিদায় হাজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উম্মাতকে সাবধান করে বলেছিলেন–

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله

"আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতদিন পর্যন্ত তোমরা এ দু'টিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই বিভ্রান্ত হবে না। (এক) আল্লাহর কিতাব (দুই) তার রাসূলের সুন্নাত।" (মুওয়াত্তা মালিক)

উপরিউক্ত হাদীস থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয়– ইসলামে হাদীসের গুরুত্ব অনেক। সহীহ্ হাদীস ছাড়া আল-কুরআনের যথার্থ আবেদন বুঝা যেমন অসম্ভব তেমনই মুসলিম জীবনের পূর্ণ রূপায়ণ অভাবনীয় ও অকল্পনীয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্ণ আনুগত্য ব্যতিরেকে অর্থাৎ– সহীহ্ হাদীসের পূর্ণ ও শর্তহীন অনুসরণ ছাড়া কেউই সত্যিকার মুসলিম বা নাবীর যথার্থ উম্মাত হতে পারে না।

হাদীস শাস্ত্রবিদগণ তাদের সংকলনে হাদীস নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুশৃঙ্খলিত নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। সিহাহ সিত্তার রচয়িতাগণ সহীহ্ হাদীসকে য'ঈফ হাদীস থেকে পৃথক করার ব্যাপারে সীমাহীন সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু বুখারী, মুসলিম বাদে সুনানে 'আরবা'আর রচয়িতাগণ যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন না করায় বেশ কিছু য'ঈফ হাদীস তিরমিযীতেও ঢুকে পড়ে।

'আল্লামাহ্ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহ্ঃ) তিরমিযী গ্রন্থ থেকে য'ঈফ হাদীসসমূহ পৃথক করে য'ঈফ সুনান আত্-তিরমিযী প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম নর-নারীগণের সুবিধার্থে সে য'ঈফ সুনান আত্-তিরমিযী বঙ্গানুবাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করি। কিন্তু তিরমিযী'র মতো একটি বহুল প্রচলিত গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ ও সাবলীল অনুবাদ প্রকাশ করা খুব সহজসাধ্য কাজ নয়। এ ব্যাপারে আমাকে সার্বিক সহযোগিতা দিতে এগিয়ে এসেছেন আমার অকৃত্রিম বন্ধু জনাব শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান।

আমার বন্ধু শাইখ মোঃ 'ঈসা বর্তমানে অধ্যাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত থেকেও উক্ত য'ঈফ সুনান আত্-তিরমিযীর অনুবাদে আমাকে সাহায্য করার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের যে খিদমাত করেছেন সেজন্য মুসলমান বাংলা ভাষাভাষী মাত্রই তার কাছে ঋণী থাকবে। আল্লাহ তার পরিশ্রমকে ক্ববূল করুন এবং ইহকাল ও পরকালে তাকে শান্তি দান করুন –আমীন ॥

আমি আশা পোষণ করছি– কিতাবটি মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে মূল্যায়ন হবে।

নির্ভুল ছাপার চেষ্টা করলেও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। প্রুফ সংশোধনে সময় দিতে না পারায় আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

পাঠকবৃন্দের চোখে যে কোন ধরনের ভুল ধরা পড়লে আমাকে তা সংশোধনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ্– পরবর্তী সংস্করণে ভুল-ভ্রান্তি শুদ্ধ করে প্রকাশ করতে চেষ্টা করব।

পরিশেষে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের নিকটে প্রার্থনা– হে আল্লাহ! তুমি আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে ক্ববূল কর এবং আমাকে এরূপ আরো বেশি বেশি খিদমাত করার তাওফীক্ব দান কর –আমীন ॥

খাদিম

হুসাইন বিন সোহ্‌রাব (হাফেয হোসেন)

بسم الله الر حمن الر حيم

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমানের মন্তব্য-

প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি এ নিখিল বিশ্বের একমাত্র নিয়ন্তা। দরূদ ও সালাম সর্বশেষ ও মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি। শান্তির ধারা বর্ষিত হোক তাঁর সহচরবৃন্দ ও তাদের উপর যারা তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারী।

শারী'আতের মূল উৎস হচ্ছে কুরআন। আর কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হলো হাদীস। মুসলমানের আইন, নিয়ম-কানুন, 'আমাল ইত্যাদি ওয়াহীভিত্তিক হওয়ায় অন্যান্য ধর্মের নিয়মের সাথে এর কোন মিল নেই। মানব রচিত নিয়মে সংশোধনের সুযোগ থাকলেও ওয়াহীভিত্তিক নিয়ম-বিধানে পরিবর্তনের কোন অবকাশ নেই। এরূপ ধারণা করা যাবে না যে, বিধানতো সেকেলের বা যুগোপযোগী নয়। আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে যে সম্পর্কে কথা বলা হচ্ছে সে সমস্ত বিষয়ের উপর ১৪শত বছর পূর্বেই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিভিন্ন কারণেই ইসলামের মধ্যে নানা ধরনের বিদ'আতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তন্মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সুগভীর ষড়যন্ত্র। ইসলামের শত্রুরা যখন মুসলমানদের সাথে সম্মুখ সমরে পেরে উঠছিল না তখন তারা ইসলামের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। তারই অংশ হিসেবে ইয়াহূদী ও খৃস্টান কুচক্রীরা সম্মিলিত হয়ে পরিকল্পিতভাবে মাঠে নামে। ফলে কিছু ইয়াহূদী ও খৃস্টান বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণের ভাব দেখিয়ে মুসলমানদের মাঝে তারা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের অনুপ্রবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়। এজন্য তারা সাধারণ মুসলিম জনগণকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশে নিজেদের কথার মধ্যে "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন" এ কথাটি সংযোগ করে হাদীস বলে চালিয়ে দেয়। এভাবে মুসলিম সমাজে জাল য'ঈফ হাদীসের প্রচলন ঘটে। একইভাবে প্রসার

ঘটতে থাকে বিভিন্ন প্রকার বিদ'আত ও কুসংস্কারের। পরবর্তীকালে ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী হাদীস বিশারদগণ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এ ষড়যন্ত্রের হাত হতে উদ্ধারের জন্য হাদীস যাচাই-বাছাইয়ের কাজে মনোনিবেশ করেন এবং সহীহ্ হাদীসগুলোকে জাল ও য'ঈফ হাদীস হতে পৃথক করতে সক্ষম হন। এরই ধারাবাহিকতায় বিংশ শতাব্দীর স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শাইখ মুহাম্মাদ নাসীরুদ্দীন আলবানী বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থের হাদীসগুলোকে যাচাই-বাছাই করে সহীহ্ ও য'ঈফ হাদীসগুলোকে পৃথক করেন। তন্মধ্যে সুনানে আরবা'আহ্ অন্যতম। এ সুনানে আরবা'আহ্-এর একটি গ্রন্থ সুনানে আত্-তিরমিযী।

বাংলা ভাষী মুসলিম ভাই-বোনগণ যাতে নিজেদেরকে বিদ'আতের হাত হতে রক্ষা করতে পারেন এ লক্ষ্যে হাফিয হুসাইন য'ঈফ সুনান আত্-তিরমিযী গ্রন্থটি বঙ্গানুবাদ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তার এ মহৎ কাজে সহযোগীতা করার জন্য আমাকে আহ্বান জানান। নানাবিধ ব্যস্ততা সত্ত্বেও বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনুবাদের কাজে হাত দেই। সাধ্যমত সহজ ও সরল ভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। গ্রন্থটি সাধারণ ও বিশেষ পাঠকদের উপকারে আসবে বলে আমি আশা করি।

গ্রন্থটি স্বল্পতম সময়ে প্রকাশ ও কম্পোজ প্রস্তুত করার ব্যাপারে যতটা সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল কোন কোন সময় তা হয়নি। তবুও এ অনুবাদ গ্রন্থটি সম্পন্ন ও প্রকাশ করার জন্য হুসাইন বিন সোহ্রাব সাহেবকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মুবারাকবাদ জানাচ্ছি। আশা করি পাঠক সমাজ য'ঈফ সুনান আত্-তিরমিযীকে সাদরে গ্রহণ করবে।

অবশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে আকুল ফরিয়াদ, তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর সহীহ্ সুন্নাতের উপর অবিচল রাখেন। ক্বিয়ামাত দিবসে তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীদের দলভুক্ত করেন –আমীন

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহী-ম

য'ঈফ সুনান আত্-তিরমিযী'র

ভূমিকা

প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ, সহচরবৃন্দ এবং তাঁদের উপর যাঁরা তাঁদের অনুসরণ করতে থাকবেন কিয়ামাত পর্যন্ত।

অতঃপর সুনানে তিরমিযী গ্রন্থের তাহকীক এবং এর মধ্যে নিহিত সহীহ্ ও য'ঈফ হাদীসগুলো পৃথক করার যে দায়িত্ব রিয়াদস্থ মাকতাবাতুত তারবিয়্যাহ আল-'আরাবী'র পক্ষ থেকে আমার উপর অর্পিত হয়েছিল তা আমি ১৪০৬ হিজরী সনের ১০ যুলকা'আদাহ্ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা সমাপ্ত করেছি।

আর এতে আমি সে পন্থাই অবলম্বন করেছি, যে পন্থা অবলম্বন করেছিলাম সুনানে ইবনু মাজাহ্'র তাহ্ক্বীক্ব করার ক্ষেত্রে। এখানে আমি সেসব পরিভাষাই ব্যবহার করেছি, যেসব পরিভাষা সেটাতে ব্যবহার করেছি। আর তা আমি ইবনু মাজাহ্'র ভূমিকায় উল্লেখ করেছি। তাই একই জিনিস পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এ ভূমিকাতে কিছু বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার নিমিত্তে আলোকপাত করছি।

প্রথমত : পাঠকবৃন্দ অনেক হাদীসের শেষে দেখতে পাবেন হাদীসের স্তর বা মর্যাদা বর্ণনার ক্ষেত্রে বিষয়টিকে আমি ইবনু মাজাহ্'র বরাত দিয়েছি। যেমনটি আমি এ গ্রন্থের পঞ্চম নং হাদীসের ক্ষেত্রে বলেছি- সহীহ্ ইবনু মাজাহ্ ২৯৮ নং হাদীস।

আমি এরূপ করেছি সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশে। সময় বাঁচানোর জন্য ও একই বিষয় বার-বার উল্লেখ করা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য। কেননা আপনি যদি ইবনু মাজাহ্তে উল্লিখিত নাম্বারযুক্ত হাদীসটি খোঁজ করেন তাহলে দেখতে পাবেন, সেখানে লিখা আছে "সহীহ্" ইরওয়াহ ৪১ নং সহীহ্ আবূ দাউদ ৩নং আর-রওজ ৭৬ নং। এ বরাত দ্বারা আমি নিজেকে অনুরূপ কথা পুনরুল্লেখ করা থেকে রক্ষা করেছি। কোন কোন ক্ষেত্রে এ ধরনের উদ্ধৃতি

দীর্ঘ, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা সংক্ষিপ্ত তাহ্‌ক্বীক্বকৃত হাদীসের মূল গ্রন্থের আধিক্য বা স্বল্পতার ফলে।

দ্বিতীয়ত ঃ পাঠকবৃন্দ দেখতে পাবেন যে, কোন কোন হাদীস একেবারেই তাখরীজ করা হয়নি। শুধুমাত্র সেটার মর্যাদা উল্লেখ করেছি। কারণ ঐ হাদীসগুলো আমি ঐ গ্রন্থসমূহে পাইনি। আবার কখনো কখনো এক হাদীস অন্য একটি হাদীসের অংশ হিসেবে পাওয়া গেছে। কিন্তু সুনানে তিরমিযীর ঐ হাদীসগুলোর সনদ সম্পর্কে হুকুম লাগানো প্রয়োজন ছিল। সুনানে ইবনু মাজাহ এ ধরনের হাদীসের ক্ষেত্রেও আমি এমনটিই করেছি। আর ঐ হাদীসগুলোর মর্যাদা আমি এভাবে বর্ণনা করেছি–

১– সনদ সহীহ্ অথবা হাসান;

২– সনদ দুর্বল;

আর এ দুটি স্পষ্ট ও সহজবোধ্য;

৩– সহীহ্ অথবা হাসান।

অর্থাৎ– তিরমিযী বহির্ভূত কোন শাহিদ বা মুতাবি দ্বারা সহীহ্। কোন কোন সময় এভাবেও বলি "সেটার পূর্বেরটা দ্বারা" অর্থাৎ– পূর্বের শাহিদ বা মুতাবি দ্বারা সহীহ্।

আবার কোন সময় বলি– সহীহ্; দেখুন ওর পূর্বেরটা। অর্থাৎ– পূর্বের হাদীসেই এর তাখরীজ করা হয়েছে।

তৃতীয়ত ঃ অল্প কিছু হাদীস এমনও রয়েছে যে, ইমাম তিরমিযী সেটার সনদ বর্ণনা করেছেন কিন্তু তার মতন পূর্বের হাদীসের বরাত দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, 'মিসলুহু' যেমন ৬২ নং হাদীসটি। অথবা তিনি বলেন– 'নাহ্‌বুহু' যেমন ২২৬ নং হাদীস। এ ধরনের হাদীসের ক্ষেত্রে আমি কোন হুকুম লাগাইনি। তার শেষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমি কিছু লিখিনি পূর্ববর্তী হাদীসের হুকুমই যথেষ্ট মনে করে। কেননা আলোচনার বিষয়ই হচ্ছে হাদীসের মতন। সেটার সনদ নয়। কিন্তু যেখানে সেটার মতনের মর্যাদা জানা একান্তই জরুরী সেখানে তা উল্লেখ করেছি।

চতুর্থত ঃ সুনানে তিরমিযীর পাঠকবৃন্দ অবগত আছেন যে, "কুতুবুস্ সিত্তাহ" এর মধ্যে ইমাম তিরমিযী'র বাচনভঙ্গী অন্যান্য লেখকদের চাইতে ভিন্ন। তন্মধ্যে একটি এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি হাদীস বর্ণনা করার পর বলেছেন, সহীহ্ অথবা হাসান বা যঈফ। যা তাঁর গ্রন্থের একটি সৌন্দর্য। যদি তাঁর এ সহীহ্করণের ক্ষেত্রে তাসাহুল অর্থাৎ– নম্রতা না থাকতো যে বিষয়ে তিনি হাদীস বিশারদগণের নিকট প্রসিদ্ধ। আমার অনেক গ্রন্থেই বিষয়টির প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর এজন্যই আমি এক্ষেত্রে তার অনুসরণ করিনি। বরং আমি হুকুম বর্ণনা করি আমার অনুসন্ধান ও গবেষণা আমাকে যে জ্ঞান দান করে তারই ভিত্তিতে। এজন্যই লেখকের অনেক দুর্বল হুকুম লাগানো হাদীসকেও সহীহ্ অথবা হাসানের স্তরে উন্নত করতে সক্ষম হয়েছি। আর এর প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই। যেমন সুনানে তিরমিযী গ্রন্থে কিতাবুত তাহারাতে নিম্নবর্তী নম্বরযুক্ত হাদীসগুলো– ১৪, ১৭, ৫৫, ৮৬, ১১৩, ১১৮, ১২৬, ১৩৫, ১৩৯। অন্যান্য অধ্যায়ে এরূপ আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে। আমি যা উল্লেখ করলাম উদাহরণের জন্য এটাই যথেষ্ট। আর এর মাধ্যমেই সেটার যঈফ হাদীসের নিসবাত নেমে (দূর হয়ে) গেছে। আর প্রশংসামাত্রই একমাত্র আল্লাহর।

আর যে হাদীসগুলোকে তিনি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন, আমি অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা-সমালোচনা দ্বারা এবং মুতাবি ও শাহিদগুলো অনুসন্ধানের মাধ্যমে সেটাকে সহীহ্'র মর্যাদায় উন্নীত করেছি। আপনি সেগুলো ঐভাবেই বর্ণনা করুন এতে কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ চাহে তো পাঠকগণ অনেক অধ্যায়েই এরূপ দেখতে পাবেন। কিন্তু এ হাদীসগুলোর বিপরীতে আরো কতগুলো হাদীস রয়েছে যেগুলোকে লেখক (ইমাম তিরমিযী) শক্তিশালী বলে মন্তব্য করেছেন। আমার সমালোচনায় ঐ হাদীসগুলো দুর্বল সনদের। যা দূর করার কোন কিছু নেই। বরং কিছু হাদীস রয়েছে যা মাওযূ' বা জাল। শুধুমাত্র কিতাবুত্ তাহারাতে ও কিতাবুস্ সালাতে বর্ণিত নিম্নবর্তী নম্বরযুক্ত হাদীসগুলো– ১২৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৫৫, ১৭১ (এ হাদীসগুলো মাওযূ') ১৭৯, ১৮৪, ২৩৩, ২৪৪, ২৫১, ২৬৮, ৩১১, ৩২০, ৩৫৭, ৩৬৬, ৩৮০, ৩৯৬, ৪১১, ৪৮০, ৪৮৮, ৪৯৪, ৫৩৪, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৬৭, ৫৮৩, ৬১৬।

ইমাম তিরমিযী (রাহ্ঃ) তাঁর অভ্যাসগতভাবেই হাদীস বর্ণনা করার সময় বলে থাকেন– "এ অধ্যায়ে 'আলী, যায়িদ ইবনু আরকাম, জাবির ও ইবনু মাস'উদ (রাযিঃ) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন সময় হাদীসকে সাহাবীর উপর মু'আল্লাক করে থাকেন, সেটার সনদ বর্ণনা করেন না। এ ধরনের এবং এর পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতির হাদীসগুলো আমি তাখরীজের গুরুত্ব দেইনি। কেননা ওগুলোর তাখরীজের জন্য অনেক দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। বর্তমানে আমি যে কাজে ব্যস্ত তাতে ঐ কাজ করার জন্য সময় যথেষ্ট নয়।

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী ঃ ইমাম তিরমিযী রচিত হাদীসের গ্রন্থটি 'আলিম সমাজের নিকট দু'টি নামে প্রসিদ্ধ–

এক. জামিউত্ তিরমিযী

দুই. সুনানুত তিরমিযী।

গ্রন্থটি প্রথম নামেই অধিক প্রসিদ্ধ। সাময়ানী, মিজ্জি, যাহাবী এবং আসক্বালানীর মতো প্রসিদ্ধ হাফিযগণ সেটাকে প্রথম নামেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কিছু কিছু লেখক প্রথম নাম জামি এর সাথে সহীহ্ শব্দটি যুক্ত করে সেটাকে আল-জামিউস্ সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কাতিব জালাবী তার রচিত গ্রন্থ "কাশফুজ্ জুনুনে" এ নামে উল্লেখ করেছেন "সহীহুল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম" বলার পর। বুখারী ও মুসলিম এরই উপযুক্ত শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করার জন্য। কিন্তু তিরমিযী এর ব্যতিক্রম। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আল্লামাহ আহমাদ শাকিরের মতো ব্যক্তিও তার অনুকরণে সুনানে তিরমিযীকে আল-জামিউস্ সহীহ্ নাম দিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। এ সত্ত্বেও যে, তিনি এ গ্রন্থের জ্ঞানগর্ভ অতুলনীয় তাহ্ক্বীক্ব করেছেন এবং তার অনেক হাদীসের সমালোচনা করেছেন। এর কোন কোন হাদীসকে য'ঈফ বলে সাব্যস্ত করেছেন। অতঃপর কিতাব প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশে কোন কোন প্রকাশক তার অনুকরণ করেছে। যেমনটি করেছে বৈরুতস্থ "দারুল ফিকর"।

আমার দৃষ্টিতে বিভিন্ন কারণেই এমনটি করা অনুচিত ঃ

১ম কারণ ঃ এটা হাদীস শাস্ত্রের হাফিযগণের রীতি বিরুদ্ধ "যেমনটি আমি সবেমাত্র উল্লেখ করেছি" এবং তাদের সাক্ষ্যের খেলাফ। যার বর্ণনা অচিরেই আসবে।

২য় কারণ ঃ হাফিয ইবনু কাসীর তাঁর "ইখতিসারু 'উলুমুল হাদীস" গ্রন্থের ৩২ পৃষ্ঠায় বলেছেন- "হাকিম আবূ আব্দিল্লাহ এবং আলখাতীব বাগদাদী তিরমিযী'র কিতাবকে আল-জামিউস্ সহীহ্ নামকরণ করেছেন। এটা তাদের গাফলতি। কেননা এ গ্রন্থে অনেক মুনকার হাদীস রয়েছে।

৩য় কারণ ঃ লেখকের রচনাশৈলীই এরূপ নামকরণকে অস্বীকৃতি জানায়। কেননা তিনি সেটাতে অনেক হাদীসকে স্পষ্টভাবেই সহীহ না হওয়ার কথা বলেছেন এবং সেটার ত্রুটিও উল্লেখ করেছেন কখনো সেটার বর্ণনাকারীকে দুর্বল বলে, আবার কখনো সেটার সনদ ইজতিরাব বলে, আবার কখনো মুরসাল বলে। যেমনটি পাঠকগণ তার গ্রন্থে দেখতে পাবেন। আর এটা ছিল তাঁর কিতাব রচনার পদ্ধতির বাস্তবায়ন। যা তিনি কিতাবুল ইলালে বর্ণনা করেছেন। যা তার কিতাব তিরমিযীর শেষে রয়েছে। যার সারসংক্ষেপ এই-

"এ কিতাব জামে'তে আমি হাদীসের যে সমস্ত ত্রুটি বর্ণনা করেছি তা মানুষের উপকারের আশায়ই করেছি। আর আমি অনেক ইমামকেই সনদের রাবী সম্পর্কে সমালোচনা করতে এবং দুর্বলতা প্রকাশ করতে দেখেছি।"

৪র্থ কারণ ঃ জামিউত্ তিরমিযী নামের এ দিকটি গ্রন্থের বাস্তবতার দিক থেকে উপযোগী অন্য যে কোন নামের চেয়ে। কেননা তিনি এতে অনেক উপকারী ও জ্ঞানের বিষয় একত্রিত করেছেন। যা তাঁর উস্তাদ ইমাম বুখারীর জামিউস্ সহীহ্ বা অন্য কোন হাদীস গ্রন্থের মধ্যে নেই। এ দিকে ইঙ্গিত করেই হাফিয যাহাবী তার গ্রন্থ সিয়ারে 'আলামীন নুবালার ৩/২৭৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন, জামি এর মধ্যে উপকারী জ্ঞান, স্থায়ী উপকার, মাস্আলার মূল রয়েছে। যা ইসলামী নিয়মাবলীর একটি মূল বিষয়। যদি সেটাতে ঐ হাদীসসমূহ না থাকতো যা ভিত্তিহীন বা মাওযূ' আর তা অধিকাংশই ফাযায়িলের ক্ষেত্রে।

ইমাম আবূ বাক্‌র ইবনুল 'আরাবী তার রচিত তিরমিযী ভাষ্য গ্রন্থের শুরুতে বিষয়টিকে আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, তাতে (তিরমিযীতে) চৌদ্দ প্রকার জ্ঞান রয়েছে। যা 'আমালের অধিক নিকটবর্তী ও নিরাপদও বটে।

সনদ বর্ণনা করেছেন, সহীহ্ ও য'ঈফ বর্ণনা করেছেন, একই বিভিন্ন তুরুক বর্ণনা করেছেন, রাবীর দোষ-গুণ বর্ণনা করেছেন, রাবীর নাম ও উপনাম উল্লেখ করেছেন, যোগসূত্রতা ও বিচ্ছিন্নতা বর্ণনা করেছেন, যা 'আমালযোগ্য বা 'আমাল হয়ে আসছে তা বর্ণনা করেছেন আর যা পরিত্যক্ত সেটাও।

হাদীস গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে উলামাদের মতভেদ বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসের ব্যাখ্যায় তাদের মতভেদ উল্লেখ করেছেন। এ 'ইল্‌মসমূহ প্রত্যেকটিই তার অধ্যায়ে একটি মূল বিষয়। তার অংশ যে একক। ঐ গ্রন্থের পাঠক যেন সর্বদাই একটি স্বচ্ছ বাগানে, সুসজ্জিত ও সমন্বিত জ্ঞান-ভাণ্ডারে বিচরণ করে। আর এটা এমন বিষয় যা স্থায়ী জ্ঞান, অধিক পরিপক্কতা এবং সদা সর্বদা চিন্তা গবেষণা ব্যতীত ব্যাপকতা লাভ করে না।

যদি বলা হয় যে, আপনি যা উল্লেখ করেছেন তা তাহযীবুত্ তাহযীব গ্রন্থে ইমাম তিরমিযীর জীবনীতে যা এসেছে তার বিপরীত। কারণ মানসুর খালিদী বলেন, "আবূ 'ঈসা (তিরমিযী) বলেছেন আমি এ কিতাব (আল-মুসনাদ আল-সহীহ্) রচনা করার পর হিযায, খুরাসান ও 'ইরাকের উলামাদের নিকট পেশ করেছি। তাঁরা এতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।"

আমি বলবো ঃ "না তা কক্ষনও নয়" এর কারণ অনেক। তার বর্ণনা এই–

প্রথম ঃ "মুসনাদ সহীহ্" কথাটি যে ইমাম তিরমিযীর নিজের নয় তা অত্যন্ত স্পষ্ট। এটা কোন বর্ণনাকারীর ব্যাখ্যা মাত্র। আর সম্ভবতঃ ঐ ব্যাখ্যাকারী মানসুর খালিদী। আর ব্যাপারটি যদি তাই হয়, তাহলে এ কথার কোন মূল্যই নেই। কেননা সর্বোত্তম অবস্থায় তার এ কথাটি ইমাম হাকিম এবং খাতীব বাগদাদীর ন্যায় ধরা হতে পারে যদি খালিদী ঐ দু'জনের মতো বিশ্বস্ত হন। এ সত্ত্বেও ইমাম ইবনু কাসীর তাদের ঐ কথাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যেরূপ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর এটা কিভাবে সম্ভব তিনি (খালিদী) তো ধ্বংসপ্রাপ্ত।

দ্বিতীয় ঃ তাহযীবের বর্ণনাটি তাজকিরাহ ও সিয়ারু 'আলামীন নুবালা' এর বর্ণনার বিপরীত। কারণ ঐ দু'টি গ্রন্থে তিরমিযীকে 'জামি' বলেছেন মুসনাদ সহীহ্ বলেননি। তাছাড়া খালিদীর বর্ণনায় মুসনাদ শব্দটি আরেকটি ভুল শব্দ। মুসনাদ গ্রন্থ ফিকহের মতো অধ্যায়ে রচিত হয় না যা মুহাদ্দিসগণের নিকট সুপরিচিত।

তৃতীয় ঃ দু'টি কারণে এ উক্তিকে ইমাম তিরমিযীর উক্তি বলে গণ্য করা ঠিক নয়। কারণ বর্ণনাকারী ত্রুটি যুক্ত। আর তিনি হচ্ছেন মানসূর ইবনু 'আব্দিল্লাহ আবূ আলী আল-খালিদী। তাকে সকলেই ঘৃণার চোখে দেখতে একমত। (১) আল-খাতীব তার তারীখে বাগদাদ গ্রন্থের ১৩/৮৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন, তিনি অনেকের নিকট থেকে গারীব ও মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। (২) আবূ 'সাদ্ ইদরীসী বলেছেন, 'তিনি মিথ্যুক তার কথার উপর নির্ভর করা যায় না' এটা খাতীব বর্ণনা করেছেন। (৩) সামা'আনী আনসাব গ্রন্থে বলেছেন, 'আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি লেখার সময় হাদীসের মধ্যে জাল হাদীস ঢুকিয়ে দিতেন।" (৪) ইবনু আসীর লুবাব গ্রন্থে বলেছেন-'আবূ 'আব্দুল্লাহ আল-হাকিম তার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তার সমকালীন, আর তিনি সিকাহ নন। আমি বলবো যে, লুবাব গ্রন্থটি সাম'আনীর 'আনসাব' গ্রন্থেরই সংক্ষেপ। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ইস্তিদরাক করেছেন। আর এটাই ইসতিদরাকের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা আনসাবেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে, তিনি সিকাহ নন এ কথা বাদে। আর এটা স্পষ্ট যে, ইউরোপীয় সংস্করণ থেকে এ কথাটি বাদ পরে গেছে। (৫) যদিও ঐ বর্ণনাটি এ ত্রুটিযুক্ত রাবীর বর্ণনা থেকে নিরাপত্তা লাভ করে তথাপি সেটা তিনি ও ইমাম তিরমিযীর মাঝে বিচ্ছিন্নতার ত্রুটি মুক্ত নয়। কারণ তাদের উভয়ের মাঝে ব্যবধান অনেক। খালিদী মৃত্যুবরণ করেছেন ৪০২ হিজরীতে ইমাম তিরমিযী মৃত্যুবরণ করেছেন ২৭৬ হিজরী সালে, দু'জনের মৃত্যুর মাঝের ব্যবধান ১২৬ বছর। সুতরাং দু'জনের মাঝে দুই বা ততোধিক বরাত রয়েছে। এদিক থেকেও বর্ণনাটি মু'যাল।

চতুর্থ ঃ ঐ বর্ণনার পূর্ণরূপ এ রকম যা ইমাম যাহাবীর গ্রন্থে এ শব্দে রয়েছে. "যার ঘরে এ গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে অর্থাৎ- "আল-জামি" যেন তার

ঘরে নাবী কথা বলছেন"। আর এ ধরনের বর্ণনা ইমাম তিরমিযীর না হওয়ার ধারণাকেই শক্তিশালী করে।

কারণ এতে তাঁর গ্রন্থের প্রশংসার আধিক্য রয়েছে। আর এ ধরনের উক্তি তাঁর থেকে হওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। কেননা তিনি স্বয়ং জানেন যে, এ গ্রন্থে এমনও দুর্বল ও মুনকার হাদীস রয়েছে যা বিশ্লেষণ ব্যতীত বর্ণনা করা অবৈধ– যার ফলে তিনি তা বর্ণনা করেছেন। যা না করলে তার গ্রন্থটি ত্রুটিযুক্ত হয়ে যেত। যা তাঁর নির্মলতাকে ময়লাযুক্ত করে দিতো।

এটা পরিতাপের বিষয় যে, এ কিতাবের অনেক মুহাক্কিক ও মুয়াল্লিক এ দিকে দৃষ্টি দেননি যে, এ ধরনের কথা সনদ ও মতন উভয় দিক থেকেই বাতিল।

যদি তিরমিযীর জামি সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলা বৈধ হয় আর আপনি অবগত আছেন যে, ঐ কিতাবে কত ভিত্তিহীন হাদীস রয়েছে যা লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন, তাহলে লোকেরা বুখারী ও মুসলিমের কিতাব 'জামি সহীহ্' সম্পর্কে কি বলবেন? আর তারা উভয়েই শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করার ইচ্ছাই করেছেন।

আমার ভয় হয় যে, কোন ব্যক্তি বলে ফেলতে পারেন, তার ঘরে নাবী আছেন তিনিই কথা বলছেন। যদি কেউ এ ধরনের বলে বুখারী ও মুসলিমের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে জামি তিরমিযী সম্পর্কে। আর এ ধরনের কথা বলে সেটাকে সহীহাইনের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন অথবা সহীহাইনের প্রতি অবিচার করেছেন, আর এ উভয় কথাই তিক্ত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের কথা সম্পর্কে অন্ততঃপক্ষে এটা বলা যায় যে, এতে কোন কল্যাণ নেই। আর নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে সে যেন ভাল কথা বলে অথবা নীরব থাকে।" (বুখারী, মুসলিম, আত্-তিরমিযী হাঃ ২০৫০)

পূর্বের বর্ণনা দ্বারা যা প্রকাশ পেল তাতে এটা জানা গেল যে, সহীহাইন এবং সুনানে আরবা'আকে একত্রে সিহাহ সিত্তাহ্ বলা ভুল। কেননা সুনানের লেখকগণ শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। তিরমিযীও তাদের একজন। হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ তা বর্ণনা করেছেন।

যেমন, ইবনু সারাহ, ইবনু কাসীর, আল-‘ইরাকী আরো অনেকে। ‘আল্লামাহ্ সুয়ূতী তাঁর আলফিয়াহ গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন, আবূ দাউদ যতটুকু পেরেছেন মজবুত সনদের বর্ণনা করেছেন অতঃপর যেখানে য‘ঈফ ব্যতীত অন্য কিছু পাননি সেখানে তিনি য‘ঈফও বর্ণনা করেছেন। নাসায়ী তাদের একজন যারা য‘ঈফ হাদীস বর্ণনা না করার ক্ষেত্রে একমত হননি। অন্যরা ইবনু মাযাহ্কেও এর সাথে শামিল করেছেন। আর যারা এদেরকে সহীহ্ বর্ণনাকারীদের সাথে একত্র করেছেন তাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। যারা তাদের ক্ষেত্রে সহীহ্ শব্দ প্রয়োগ করেছেন তারা বিষয়টিকে হালকা করে দেখেছেন। দারিমী এবং মুনতাকাও এদেরই অন্তর্ভুক্ত। অবশেষে বলবো, আশা করি জামি আত্-তিরমিযী’র হাদীসগুলোকে সহীহ্ থেকে য‘ঈফ পৃথক করতে সক্ষম হয়েছি। যেমনটি ইতোপূর্বে ইবনু মাযাহ্’র ক্ষেত্রে করেছি। আল্লাহ যেন আমার এ প্রচেষ্টাকে সুন্দরভাবে গ্রহণ করেন এবং আমাকে ও যাঁদের উৎসাহে এ কাজ করেছি তাঁদের সবাইকে উত্তম পুরস্কার দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি শ্রবণকারী ও উত্তরদানকারী।

“হে আল্লাহ! প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই, তোমার কাছেই ক্ষমা চাই আর-তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।”

লেখক

মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী
(আবূ আব্দুর রহমান)

‘আম্মান, রোববার, রাত্রি।
২০ জিলকাদ ১৪০৬ হিজরী

সূচীপত্র

١- كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ

٩ـ كتاب النكاح عن رسول الله ﷺ

١٠ - كتاب الرضاع

٢٦- كتاب الطب عن رسول الله ﷺ

ইমাম আবূ হানীফা (রাহঃ) বলেন ঃ

إذا صح الحديث فهو مذهبى.

যখন কোন হাদীস সহীহ সাব্যস্ত হবে, ঐ সহীহ হাদীসই আমার মাযহাব।

–রাদ্দুল মুহতার, ১ম খণ্ড ৪৬২ পৃষ্ঠা

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١- كِتَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ১ঃ পবিত্রতা

٧) بَابُ مَا جَاءَ : مِنَ الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ উল্লিখিত ব্যাপারে অনুমতি সম্পর্কে

١٠. وَقَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَبُوْلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. **ضعيف الإسناد.**

১০। ইবনু লাহীআ আবূ যুবাইরের সূত্রে, তিনি জাবিরের সূত্রে এবং তিনি আবূ কাতাদার সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি (কাতাদা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিবলার দিকে ফিরে পেশাব করতে দেখেছেন। **সনদ দুর্বল**

কুতাইবা আমাদের কাছে এ তথ্য পরিবেশন করেছেন। ইবনু লাহীআর হাদীসের চেয়ে জাবিরের হাদীস অধিকতর সহীহ। হাদীস বিশারদদের মতে, ইবনু লাহীআ দুর্বল রাবী। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান ও অন্যরা তাঁকে স্মরণশক্তিতে দুর্বল বলে সাব্যস্ত করেছেন।

٨) بَابُ مَا جَاءَ : فِي النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ দাঁড়িয়ে পেশাব করা নিষেধ

١٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبُوْلُ

قَائِمًا، فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا. قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَبُرَيْدَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ، **صحيح : «ابن ماجه» ‹٣٠٧›.**

১২। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যে লোক বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন, তার কথা তোমরা বিশ্বাস কর না। তিনি সব সময় বসেই পেশাব করতেন।

সহীহ। ইবনু মাজাহ- (৩০৭)

এ অনুচ্ছেদে উমার ও বুরাইদা (রাঃ)-এর হাদীস রয়েছে। আবূ ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আইশার হাদীস অধিকতর হাসান ও সবচাইতে সহীহ। উমারের বর্ণিত হাদীস হল ঃ

١٢/١. وَحَدِيثُ عُمَرَ، إِنَّمَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ : رَآنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا، فَقَالَ : «يَا عُمَرُ! لَا تَبُلْ قَائِمًا»، فَمَا بُلْتُ قَائِمًا- بَعْدُ-.

ضعيف : «ابن ماجه» ‹٣٠٨›، «سلسلة الأحاديث الضعيفة» ‹٩٣٤›.

১২/১। উমার (রাঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখেন। তিনি বলেন ঃ হে উমার! দাঁড়িয়ে পেশাব কর না। (উমার বলেন,) তারপর আমি আর কখনও দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি।"

যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩০৮) সিলসিলাহ আহাদীস যঈফাহ (৯৩৪)

আবূ ঈসা বলেন ঃ শুধুমাত্র আব্দুল কারীম ইবনুল মুখারিক এই হাদীসটিকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আর তিনি মুহাদ্দিসদের মতে যঈফ। আইয়ুব সাখতিয়ানী তাঁকে যঈফ বলেছেন এবং তাঁর সমালোচনা করেছেন। অপর এক বর্ণনায় ইবনু

উমার হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উমার (রাঃ) বলেছেন, "আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর কখনও দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি"।

এ হাদীসটি আবদুল কারীমের বর্ণিত হাদীস হতে অধিক সহীহ। এ অনুচ্ছেদে বুরাইদার হাদীস অরক্ষিত। দাঁড়িয়ে পেশাব করা নিষিদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য হল, এটা প্রচলিত নিয়ম বিরোধী, তবে হারাম নয়।

"আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ তোমার দাঁড়িয়ে পেশাব করাটা একটা যুলুম ও বেয়াদবী।"

١٧) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ গোসলখানায় পেশাব করা মাকরূহ

٢١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى مَرْدُوَيْهِ، قَالَا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يَبُوْلَ الرَّجُلُ فِيْ مُسْتَحَمِّهِ، وَقَالَ : «إِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ». **صحيح : إلا الشطر الثاني منه : «ابن ماجه» (٣٠٤).**

২১। আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যক্তিকে নিজের গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ (মানুষের মনে) বেশিরভাগ ওয়াসওয়াসা তা হতেই সৃষ্টি হয়।

প্রথম অংশ সহীহ, দ্বিতীয় অংশ যঈফ। ইবনু মাজাহ– (৩০৪)

এ অনুচ্ছেদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ ঈসা বলেন, এটা গারীব হাদীস। শুধু আশআস ইবনু আবদুল্লাহ এটাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন। তাকে অন্ধ আশআস বলা হয়। এক দল মনীষী গোসলখানায় পেশাব করা মাকরূহ বলেছেন। তাদের মতে, এর দ্বারা মানুষের সন্দেহপ্রবণতা সৃষ্টি হয়। অপর দলের

মতে, তার অনুমতি আছে। এদের মধ্যে ইবনু সীরীন অন্যতম। কেউ তাঁকে প্রশ্ন করল, লোকেরা বলাবলি করছে, 'বেশিরভাগ সন্দেহপ্রবণতা এখান হতেই সৃষ্টি হয়' এটা কেমন করে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আল্লাহ আমাদের প্রভু, তাঁর কোন শারীক নেই। ইবনুল মুবারাকের মতে, যদি গোসলখানার পানি গড়িয়ে যায় তাহলে সেখানে পেশাব করার অনুমতি আছে।

আবূ ঈসা বলেন ঃ আহমাদ ইবনু আবদাহ আল-আমেলী হিব্বানের সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারকের এই অভিমত বর্ণনা করেছেন।

٣٥) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْوُضُوْءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ ওযূর অঙ্গগুলো এক, দুই অথবা তিনবার ধোয়া প্রসঙ্গে

٤٥. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ : حَدَّثَكَ جَابِرٌ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا؟ قَالَ : نَعَمْ. **ضعيف** : «ابن ماجه» (٤١٠).

৪৫। সাবিত ইবনু আবূ সাফিয়্যা (রাহঃ) বলেন, আমি আবূ জা'ফরকে বললাম, জাবির (রাঃ) কি আপনাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূর অঙ্গগুলো একবার, দুইবার বা তিনবার করে ধুয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৪১০)**

٣٦) بَابُ مَا جَاءَ : فِيمَنْ يَتَوَضَّأُ بَعْضَ وُضُوْئِهِ مَرَّتَيْنِ، وَبَعْضَهُ ثَلَاثًا

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ যে ব্যক্তি কোন অঙ্গ দু'বার এবং কোন অঙ্গ তিনবার ধোয়

٤٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ،

فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ. **صَحِيحُ الْإِسْنَادِ : وَقَوْلُهُ فِي الرِّجْلَيْنِ : «مَرَّتَيْنِ» شَاذٌّ، «صَحِيحُ أَبِي دَاوُدَ» (١٠٩).**

৪৭। আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ওযূ করলেন। তিনি তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন, দুই হাত দু'বার করে ধুলেন, মাথা মাসিহ করলেন এবং উভয় পা দু'বার করে ধুলেন। **সনদ সহীহ, তবে পা দু'বার ধুলেন, অংশটি শায, সহীহ আবূ দাউদ (১০৯)**

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। এ ছাড়াও কায়েকটি হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন অঙ্গ একবার এবং কোন অঙ্গ তিনবার ধুয়েছেন।"

এর পরিপ্রেক্ষিতে কিছু আলিম অনুমতি দিয়েছেন যে, কেউ যদি ওযূর সময় কোন অঙ্গ দু'বার, কোন অঙ্গ তিনবার এবং কোন অঙ্গ একবার ধোয় তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই।

٣٨) بَابُ مَا جَاءَ : فِي النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদঃ ৩৮ ॥ ওযূর শেষে পরিধানের কাপড়ে পানি ছিটানো

٥٠. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ السَّلِيمِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «جَاءَنِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ».

ضَعِيفٌ : «ابْنُ مَاجَه» (٤٦٣).

৫০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জিবরীল (আঃ) আমার কাছে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যখন আপনি ওযূ করেন, (পরিধেয় বস্ত্রে) পানি ছিটিয়ে দিন।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (৪৬৩)

আবূ ঈসা বলেন, এটা গারীব হাদীস। আমি মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছি, হাসান ইবনু আলী একজন প্রত্যাখ্যাত (মুনকার) রাবী। এ অনুচ্ছেদে আবুল হাকাম ইবনু সুফিয়ান, ইবনু আব্বাস, যাইদ ইবনু হারিছা ও আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও আছে। কিছু হাদীস বিশারদ বলেছেন, সুফিয়ান ইবনু হাকাম অথবা হাকাম ইবনু সুফিয়ান এ হাদীসের সনদে গরমিল (ইযতিরাব) করেছেন।

٤٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِي التَّمَنْدُلِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ ৪০ ॥ ওযূর পর রুমাল ব্যবহার করা

٥٣. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ، عَنْ أَبِيْ مُعَاذٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوْءِ.

ضَعِيْفُ الْإِسْنَادِ.

৫৩। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি বস্ত্রখণ্ড ছিল। ওযূ করার পর এটা দিয়ে তিনি (ওযূর অঙ্গসমূহ) মুছে নিতেন। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি শক্তিশালী নয়। এ অনুচ্ছেদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি। কেননা এ হাদীসের এক রাবী আবূ মুআয সম্পর্কে লোকেরা বলেন, ইনি হলেন সুলাইমান ইবনু আরকাম। ইনি মুহাদ্দিসদের বিচারে দুর্বল রাবী।

এ অনুচ্ছেদে মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে।

٥٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ غَنْمٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ، مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ. **ضَعِيْفُ الْإِسْنَادِ.**

৫৪। মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি– তিনি ওযূ করে তাঁর কাপড়ের কিনারা দিয়ে মুখমণ্ডল মুছে ফেলতেন। সনদ দুর্বল

আবূ ঈসা বলেন, এটা গারীব হাদীস এবং এর সনদ দুর্বল। এ হাদীসের রাবী রিশদীন ইবনু সাদ ও আবদুর রাহমান ইবনু যিয়াদ ইবনু আনউম হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল।

কিছু সাহাবী ও তাদের পরবর্তী কালের একদল বিদ্বান ওযূর পরে রুমাল ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। যারা ওযূর অঙ্গ মোছা মাকরূহ মনে করেন তাদের মতে ওযূর পানি ওজন দেওয়া হয়। অতএব এটা মুছে ফেলা ঠিক নয়। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ও যুহরী হতে এ মত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম যুহরী বলেন, ওযূর পর রুমাল ব্যবহার করা মাকরূহ। কেননা ওযূর পানিকেও ওজন করা হবে।

٤٣) بَابُ مَا جَاءَ: فِيْ كَرَاهِيَةِ الْإِسْرَافِ فِي الْوُضُوْءِ بِالْمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩ ॥ ওযূর মধ্যে পানির অপচয় মাকরূহ

٥٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِنَّ لِلْوُضُوْءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ : الْوَلَهَانُ، فَاتَّقُوْا وَسْوَاسَ الْمَاءِ». **ضَعِيْفُ الْإِسْنَادِ** : **«ابْنُ مَاجَه»** ‹٤٢١›.

৫৭। উবাই ইবনু কাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ওযূর সময় (সন্দেহপ্রবণতা সৃষ্টি করার জন্যই) একটি শাইতান রয়েছে। তার নাম 'ওয়ালাহান' বলে কথিত। অতএব ওযূর সময় পানি ব্যবহারে ওয়াসওয়াসা হতে সতর্ক থাক।

সনদ দুর্বল, ইবনু মাজাহ (৪২১)

এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনু আমর ও আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাঃ)-এর হাদীসও রয়েছে। আবূ ঈসা বলেন, উবাই ইবনু কাব (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি গারীব। হাদীস বিশারদদের মতে এর সনদ মজবুত নয়। কেননা খারিজাহ ছাড়া আর কেউ এ হাদীসকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। কিছু সূত্রে এটাকে (হাদীসটিকে) হাসান বাসরীর কথা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। হাদীস বিশারদদের নিকট খারিজাহ তত সবল রাবী নন। ইবনুল মুবারাক তাঁকে দুর্বল রাবী মনে করেছেন।

٤٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْوُضُوْءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪ ॥ প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের জন্য নতুনভাবে ওযূ করা

٥٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسٍ : فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ أَنْتُمْ؟ قَالَ : كُنَّا نَتَوَضَّأُ وُضُوْءًا وَاحِدًا. **ضَعِيفٌ** : «صَحِيحُ أَبِيْ دَاوُدَ» تَحْتَ حَدِيثِ (١٦٣).

৫৮। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের জন্য নতুন ওযূ করতেন, তিনি পবিত্র (ওযূ) থাকলেও করতেন এবং অপবিত্র (ওযূহীন) থাকলেও

করতেন। হুমাইদ বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, আপনারা কি করেন? তিনি বললেন, আমরা একই ওযূতে কাজ সারি।

যঈফ, সহীহ আবূ দাউদ (১৬৩)

আবূ ঈসা বলেন, এই সূত্রে আনাসের বর্ণিত হাদীস হাসান গারীব। এ পর্যায়ে আমর ইবনু আমির হতে আনাসের সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি হাদীস বিশারদদের নিকট অতিপরিচিত। কিছু মনীষীর মতে, প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুনকরে ওযূ করা মুস্তাহাব, তবে ওয়াজিব নয়।

٥٩. وَقَدْ رُوِيَ فِيْ حَدِيْثٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ». **ضَعِيْفٌ** : «ابْنُ مَاجَه» (٥١٢).

৫৯। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ওযূ থাকা সত্ত্বেও ওযূ করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ১০টি নেকী লিখবেন। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৫১২)**

٥٧) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْوُضُوْءِ مِنَ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭ ॥ ঘুমালে ওযূ ভেঙ্গে যায় বা নতুন করে ওযূ করা ফরয হয়ে যায়

٧٧. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى- كُوْفِيٌّ-، وَهَنَّادٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ- الْمَعْنَى وَاحِدٌ-، قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلَائِيُّ، عَنْ أَبِيْ خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ، حَتَّى غَطَّ- أَوْ نَفَخَ-، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّكَ قَدْ نِمْتَ؟! قَالَ : «إِنَّ الْوُضُوْءَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا، فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ، اسْتَرْخَتْ

مَفَاصِلُهُ». ضَعِيفٌ : «ضَعِيفُ أَبِي دَاوُدَ» ‹٢٥›، «الْمِشْكَاةُ» ‹٣١٨›.

৭৬। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিজদারত অবস্থায় ঘুমাতে দেখলেন। এমনকি তিনি নাক ডাকলেন, তারপর তিনি নামাযরত অবস্থায়ই দাঁড়ালেন। (নামায শেষে) আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যে ঘুমালেন? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি শুয়ে ঘুমায় শুধু তার জন্যই ওযূ করা ওয়াজিব। কেননা যখন কেউ শুয়ে ঘুমায় তখন তার শরীরের বন্ধনসমূহ শিথিল হয়ে যায়। **যঈফ, যঈফ আবূ দাউদ (২৫), মিশকাত (৩১৮)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ আবূ খালিদের নাম ইয়াযিদ ইবনু আব্দুর রহমান।

এ অনুচ্ছেদে আইশা, ইবনু মাসউদ ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও আছে।

٦٥) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْوُضُوْءِ بِالنَّبِيْذِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫ ॥ নাবীয দিয়ে ওযূ করা

٨٨. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : سَأَلَنِي النَّبِيُّ ﷺ : «مَا فِيْ إِدَاوَتِكَ؟»، فَقُلْتُ : نَبِيذٌ، فَقَالَ : «تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ، وَمَاءٌ طَهُورٌ»، قَالَ : فَتَوَضَّأَ مِنْهُ. ضَعِيفٌ : «ابْنُ مَاجَه» ‹٣٨٤›.

৮৮। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমার পাত্রে কি আছে? আমি বললাম, নাবীয (খেজুর দ্বারা তৈরী শরবত)। তিনি বললেন ঃ খেজুর পবিত্র এবং পানিও পবিত্র। ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, তারপর তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা দিয়ে ওযূ করলেন। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩৮৪)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি শুধু আবূ যাইদ হতে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে। অথচ আবূ যাইদ হাদীস বিশারদদের নিকট অপরিচিত ব্যক্তি। এ বর্ণনাটি ছাড়া আর কোথাও তাঁর বর্ণনা জানা যায়নি। কিছু বিদ্বান বলেন, খেজুর ভিজানো পানি (নাবীয) দিয়ে ওযূ করা জয়িয। সুফিয়ান সাওরী ও অন্যরা এ মত দিয়েছেন। শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের মতে খেজুর ভিজানো পানি দিয়ে ওযূ হবে না। ইসহাক বলেন, যদি পানি পাওয়া না যায় তাহলে নাবীয দিয়ে ওযূ করবে, তারপর তায়াম্মুম করে নেয়াই আমার নিকট পছন্দনীয়। আবূ ঈসা বলেন, যারা বলেন নাবীয দিয়ে ওযূ না করা উচিৎ, তাদের এ মত কুরআনের বাণীর সাথে সামঞ্জস্যশীল কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "যদি তোমরা পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর" –সূরা নিসা ঃ ৪৩

আর নাবীয তো পানি নয়, অতএব এটা দ্বারা ওযূ করা জায়িয নয়।

٧٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ

অনুচ্ছেদঃ ৭২ ॥ মোজার উপরের দিক ও নীচের দিক মাসিহ করা

٩٧. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ : أَخْبَرَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ. **ضعيف** : «ابن ماجه» (٥٥٠).

৯৭। মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার উপরের অংশ মাসিহ করেছেন এবং নীচের অংশও মাসিহ করেছেন। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৫৫০)**

আবূ ঈসা বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক সাহাবা এবং তাবিঈদের এটাই সিদ্ধান্ত যে, মোজার উপর ও নীচের দিক মাসিহ করতে হবে। ইমাম মালিক, শাফিঈ এবং ইসহাকেরও এই মত।

এই হাদীসটি ত্রুটি যুক্ত। ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম ব্যতীত অন্য কেহই সাওর ইবনু ইয়াযীদের দিকে এর সম্পৃক্ততা বর্ণনা করেন নাই। আবূ ঈসা বলেন ঃ আবূ যুরআহ্ এবং ইসমাঈলকে এই হাদীস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করায় তারা বলেন ঃ হাদীসটি সহীহ্ নয়। কেননা ইবনুল মুবারক হাদীসটি সাওর হতে রাজা ইবনু হাইওয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি মুগীরার সচীব হতে মুরসাল ভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি উহাতে মুগীরার নাম উল্লেখ করেননি।

٧٨) بَابُ مَا جَاءَ : أَنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮ ॥ প্রতিটি চুলের নীচে নাপাকি রয়েছে।

١٠٦. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَ».

ضَعِيفٌ : «ابْنُ مَاجَه» ‹٥٩٧›.

১০৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রতিটি চুলের নীচে নাপাকি আছে। অতএব চুলগুলো ভাল করে ধৌত কর এবং শরীর ভাল করে পরিষ্কার কর।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (৫৯৭)

এ অনুচ্ছেদে আলী ও আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনাকৃত হাদীসও আছে। আবূ ঈসা বলেন, হারিস ইবনু ওয়াজীহ (রঃ)-এর হাদীসটি গারীব। কেননা রাবী হারিস ইবনুল ওয়াজীহ অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। এ বর্ণনাটি শুধু তাঁর মাধ্যমেই আমাদের নিকটে পৌছেছে। আরো কিছু ইমাম তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আর তিনি এককভাবে মালিক ইবনু দীনার হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হারিস ইবনু ওয়াজীহকে ইবনু ওয়াজবাহ্ও বলা হয়।

٨١) بَابُ مَا جَاءَ : أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮১ ॥ বীর্যপাতের ফলে গোসল ওয়াজিব হয়

١١٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ. عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْاِحْتِلَامِ.

صَحِيحٌ : دُونَ قَوْلِهِ : «فِي الْاِحْتِلَامِ»، وَهُوَ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ مَوْقُوفٌ.

১১২। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ "বীর্যপাত হলেই গোসল ওয়াজিব" এ হুকুম ইহতিলামের (স্বপ্নদোষের) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। **(ইহতিলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; এ অংশটুকুর সনদ দুর্বল। আর সেটা মাওকূফ। হাদীসের বাকী অংশ সহীহ্।)**

আবূ 'ঈসা বলেন, আমি জারূদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ আমি ওয়াকী'কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি শুধু শারীকের নিকট এ হাদীসটি পেয়েছি। আবুল জাহ্হাফের নাম দাঊদ ইবনু আবূ 'আওফ। সুফইয়ান সাওরী বলেন ঃ আবুল জাহ্হাফ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি একজন অতিপরিচিত বিশ্বস্ত লোক ছিলেন। এ অনুচ্ছেদে 'উসমান ইবনু 'আফফান, 'আলী ইবনু আবী তালিব, যুবাইর, তালহা, আবূ আইয়ূব ও আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ) হতে হাদীস বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ বলেন ঃ 'বীর্যপাতের ফলেই গোসল ওয়াজিব হয়।' **(সহীহ্, ইবনু মাযাহ্ ৬০৬-৬০৭)**

٩١) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الرَّجُلِ يَسْتَدْفِئُ بِالْمَرْأَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯১ ॥ গোসলের পর শরীর গরম করার জন্য স্ত্রীর শরীরের সাথে লেগে যাওয়া

١٢٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حُرَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : رُبَّمَا اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ

جَاءَ، فَاسْتَدْفَأَ بِيْ، فَضَمَمْتُهُ إِلَيَّ، وَلَمْ أَغْتَسِلْ. ضَعِيفٌ : «ابْنُ مَاجَه» (٥٨٠).

১২৩। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কখনও নাপাকির গোসল করে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরতেন শরীর গরম করার জন্য। আমি তাঁকে আমার সাথে জড়িয়ে নিতাম (ঠান্ডা দূর করার জন্য)। অথচ আমি তখনও নাপাকির গোসল করিনি। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৫৮০)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদে কোন ত্রুটি নেই। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাবিঈদের মতে, কোন ব্যক্তি নাপাকির গোসল করে এসে নাপাক স্ত্রীকে জড়িয়ে নিয়ে শরীর গরম করলে এবং তার সাথে ঐ অবস্থায় ঘুমিয়ে গেলে কোন দোষ নেই। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও এইমত দিয়েছেন।

٩٨) بَابُ مَا جَاءَ: فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ أَنَّهُمَا لَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৮ ॥ নাপাক ব্যক্তি ও ঋতুবতী নারী কুরআন তিলাওয়াত করবে না।

١٣١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «لَا تَقْرَأِ الْحَائِضُ، وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْآنِ». مُنْكَرٌ : «ابْنُ مَاجَه» (٥٩٥).

১৩১। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঋতুবতী নারী ও নাপাক ব্যক্তি (যার উপর গোসল ফরয) কুরআনের কোন অংশ তিলাওয়াত করবে না।

মুনকার, ইবনু মাজাহ (৫৯৫)

এ অনুচ্ছেদে 'আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণনাকৃত হাদীসও আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি ইসমা'ঈল ইবনু 'আইয়াশ একটি মাত্র সনদ সূত্রেই বর্ণনা করেছেন যে, নাপাক ব্যক্তি ও হায়িযগ্রস্তা নারী কুরআন তিলাওয়াত করবে না। এ সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে আমরা উপরোক্ত হাদীস জানতে পারিনি। বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাবিঈ এটাই বলেছেন। তাদের পরবর্তীগণ যেমন, সুফইয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফি'ঈ, আহমাদ ও ইসহাক বলেন ঃ নাপাক ও হায়িয অবস্থায় কুরআনের কোন অংশ তিলাওয়াত করবে না; কিন্তু কোন আয়াতের অংশবিশেষ অথবা শব্দ ইত্যাদি পাঠ করতে পারবে। তাঁরা নাপাক ব্যক্তি ও হায়িযগ্রস্তা নারীকে তাসবীহ–তাহলীল (সুবহানাল্লাহ, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ ইত্যাদি) পড়ার অনুমতি দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল (বুখারী)-কে বলতে শুনেছি, এ হাদীসের এক রাবী ইসমা'ঈল ইবনু 'আইয়াশ, হিজায ও ইরাকবাসীদের হতে অস্বীকৃত (মুনকার) হাদীসগুলো বর্ণনা করে থাকে। ইমাম বুখারী তাদের সূত্রে বর্ণিত তার এ ধরনের একক বর্ণনাগুলোকে য'ঈফ বলতে চান। তিনি আরো বলেছেন, সিরীয়াবাসীদের নিকট হতে বর্ণিত ইসমা'ঈল ইবনু 'আইয়াশের হাদীসগুলো শক্তিশালী। আহমাদ ইবনু হাম্বাল বলেছেন ঃ ইসমা'ঈল ইবনু 'আইয়াশ বাকিয়ার তুলনায় অনেক ভাল। কেননা বাকিয়া সিকাহ রাবীদের বরাতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আহমাদ ইবনু হাসান আমাকে এ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, আমি আহমাদ ইবনু হাম্বালকে এ কথা বলতে শুনেছি।

١٠٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْكَفَّارَةِ فِيْ ذٰلِكَ.

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৩ ॥ ঋতুবতীর সাথে সহবাসের কাফফারা

١٣٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ : "يَتَصَدَّقُ

بِنِصْفِ دِيْنَارٍ". ضَعِيْفٌ بِهٰذَا اللَّفْظِ : "ضَعِيْفُ أَبِي دَاوُدَ" (٤٢). والصَّحِيْحُ بِلَفْظِ : "دِيْنَارًا أَوْ نَصْفِ دِيْنَارٍ" : "صَحِيْحُ أَبِي دَاوُدَ" (٢٥٦)، "اِبْنُ مَاجَه" (٦٤٠).

১৩৬। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে হায়িয চলাকালীন সময়ে সহবাস করে তার সম্পর্কে নাবী ﷺ বলেছেন ঃ "সে অর্ধ দীনার সাদাকা করবে"।

[হাদীসে বর্ণিত অর্ধ দীনার এ শব্দে হাদীসটি য'ঈফ, য'ঈফ আবূ দাউদ (৪২),। "এক দীনার বা অর্ধ দীনার"-এ শব্দে হাদীসটি সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ- (২৫৬), ইবনু মাজাহ- (৬৪০)।]

١٣٧. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ، فَدِيْنَارٌ، وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ، فَنِصْفُ دِيْنَارٍ". ضَعِيْفٌ : وَالصَّحِيْحُ عَنْهُ بِهٰذَا التَّفْصِيْلِ مَوْقُوْفٌ : "صَحِيْحُ أَبِي دَاوُدَ" (٢٥٨).

১৩৭। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ বলেন ঃ যখন রক্ত লাল থাকে তখন (সহবাস করলে) এক দীনার, আর যখন রক্ত পীতবর্ণ ধারণ করে তখন অর্ধ দীনার।

(য'ঈফ, এ বিশ্লেষণ সহীহ্ সনদে মাওকূফ, সহীহ্ আবূ দাউদ ২৫৮)

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ 'ঋতুবতীর সাথে সহবাস করার কাফফারা' সম্পর্কিত হাদীস ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ)-এর সূত্রে দুইভাবে অর্থাৎ- 'মাওকূফ এবং মারফূ' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। কিছু বিশেষজ্ঞ কাফফারা আদায়ের পক্ষে মত দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক এ মতের সমর্থক। ইবনুল মুবারাক বলেন, সহবাসকারীকে কোন কাফফারা দিতে হবে না, বরং সে আল্লাহ তা'আলার নিকটে তাওবাহ্ করবে। কিছু তাবিঈও তাঁর অনুরূপ মত দিয়েছেন। সা'ঈদ ইবনু জুবাইর ও ইবরাহীম নাখ'ঈও তাদের অন্তর্ভুক্ত। আর এটাই অধিকাংশ 'আলিমদের মত।

١١٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِي التَّيَمُّمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১০ ॥ তায়াম্মুম সম্পর্কিত হাদীস

١٤٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ؟ فَقَالَ : إِنَّ اللّٰهَ قَالَ فِيْ كِتَابِهِ حِيْنَ ذَكَرَ الْوُضُوْءَ : {فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}، وَقَالَ فِي التَّيَمُّمِ : {فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ}، وَقَالَ : {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا}، فَكَانَتِ السُّنَّةُ فِي الْقَطْعِ الْكَفَّيْنِ، إِنَّمَا هُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ- يَعْنِي : التَّيَمُّمَ-. **ضَعِيْفُ الْإِسْنَادِ.**

১৪৫। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তাঁকে তায়াম্মুম প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ওযূর বিধান উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহান গ্রন্থে বলেছেন ঃ "তোমাদের মুখমণ্ডল ও দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত কর" (সূরা মাইদা ঃ ৬)। তিনি তায়াম্মুম প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "(মাটির ওপর হাত মেরে তা দিয়ে) নিজেদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসিহ করে নাও" (সূরা মাইদা ঃ ৬)। তিনি (চোরের শাস্তি প্রসঙ্গে) বলেছেনঃ "চোর পুরুষ হোক আর নারী– উভয়ের হাত কেটে দাও" (সূরা মাইদা ঃ ৩৮)। আর চোরের হাত কাটার সুন্নাত তরীকা হল 'হাতের কব্জি পর্যন্ত কাটা।' এ হতে জানা গেল হাত বলতে হাতের কব্জি পর্যন্তই বুঝায়। এজন্য তায়াম্মুমে মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসিহ করতে হবে। সনদ দুর্বল।

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

١١١) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا

অনুচ্ছেদ ঃ ১১১ ॥ নাপাক না হলে যে কোন অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে

١٤٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالاَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا. **ضَعِيْفٌ** : «اِبْنُ مَاجَه» ‹٥٩٤›، «الْإِرْوَاءُ» ‹١٩٢، ٤٨٥›.

১৪৬। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, শরীর নাপাক না হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সর্বাবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করাতেন।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (৫৯৪) ইরওয়া (১৯২, ৪৮৫)

আবূ ঈসা বলেন, আলী (রাঃ)-এর এই হাদীসটি হাসান সহীহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাবিঈনের মতে কোন লোক বিনা ওযূতে মুখস্থ কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে; কিন্তু কুরআন স্পর্শ করে তিলাওয়াত করতে হলে ওযূ করা প্রয়োজন। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এই মতের সমর্থক।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٢ - كِتَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ
অধ্যায় ২ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত সালাত

٦) بَابُ مَا جَاءَ : فِي التَّعْجِيْلِ بِالظُّهْرِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ যুহরের নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা

١٥٥. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ تَعْجِيْلاً لِلظُّهْرِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَلاَ مِنْ أَبِيْ بَكْرٍ، وَلاَ مِنْ عُمَرَ. **ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ.**

১৫৫। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বাকার ও উমার (রাঃ)-এর তুলনায় অন্য কাউকে আমি যুহরের নামায তাড়াতাড়ি আদায় করতে দেখিনি (ওয়াক্ত শুরু হলেই তাঁরা নামায আদায় করে নিতেন)। **সনদ দুর্বল।**

এ অনুচ্ছেদে জাবির ইবনু আবদিল্লাহ, খাব্বাব, আবূ বারযা, ইবনু মাসউদ, যাইদ ইবনু সাবিত, আনাস ও জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস রয়েছে। আবূ ঈসা বলেন, আইশা (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান। সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের পরবর্তী বিদ্বানগণ আওয়াল (প্রথম) ওয়াক্তে নামায আদায় করা পছন্দ করেছেন। আলী ইবনুল মাদানী বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ বলেছেন, হাকীম ইবনু জুবাইর (রাহঃ) ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস,

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ .

"প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি মানুষের নিকট প্রার্থনা করে।"

বর্ণনা করার প্রেক্ষিতে শু'বাহ্ তাঁর (হাকীমের) সমালোচনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুঈন বলেন, সুফইয়ান এবং যায়িদাহ্ তাঁর (হাকীম) নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুঈন তাঁর (হাকীম) বর্ণিত হাদীসে কোন ত্রুটি আছে বলে মনে করেন না। মুহাম্মাদ (বুখারী) বলেন ঃ 'যুহরের নামায আওয়াল ওয়াক্তে আদায় করা' সম্পর্কিত আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসটি হাকীম ইবনু জুবাইর সা'ঈদ ইবনু জুবাইরের সূত্রেও বর্ণনা করেছেন।

١٥) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْوَقْتِ الْأَوَّلِ مِنَ الْفَضْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ প্রথম ওয়াক্তের ফাযীলাত

١٧١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ : «يَا عَلِيُّ! ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا : الصَّلَاةُ إِذَا آنَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْأً». ضَعِيفٌ : «الْمِشْكَاةُ» ‹٦٠٥›.

১৭১। 'আলী ইবনু আবূ তালিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ তাঁকে বললেন ঃ হে 'আলী! তিনটি ব্যাপারে দেরি করো না ঃ 'নামায'–যখন তার ওয়াক্ত আসে, 'জানাযা'–যখন উপস্থিত হয় এবং 'বিবাহযোগ্য নারী' যখন তুমি তার উপযুক্ত (পাত্র) পাও। **(য'ঈফ, মিশকাত ৬০৫)**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব।

١٧٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ،

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ، وَالْوَقْتُ الْآخِرُ عَفْوُ اللّٰهِ».

مَوْضُوْعٌ : «الْإِرْوَاءُ» <٢٥٩>، «الْمِشْكَاةُ» <٦٠٦>.

১৭২। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নামাযের প্রথম সময়ে রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ, আর শেষ সময়ে রয়েছে মার্জনা লাভের সুযোগ।

(মাওযূ', ইরওয়া ২৫৯, মিশকাত ৬০৬)

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এই হাদীসটি গারীব। ইবনু 'আব্বাসও নাবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এ অনুচ্ছেদে 'আলী, ইবনু 'উমার, আয়িশাহ্ ও ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ উম্মু ফারওয়া (রাযিঃ)-এর হাদীসটি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার আল-'উমারী ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেননি। অথচ তিনি ('আবদুল্লাহ) হাদীস বিশারদদের মতে শক্তিশালী রাবী নন, যদিও তিনি সত্যবাদী। তাদের মতে তিনি এ হাদীসের সনদে গোলমাল করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ তাঁর স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন।

٢٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদঃ ২৩ ॥ 'আসরের নামাযের পর অন্য নামায আদায় প্রসঙ্গে

١٨٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : إِنَّمَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، لِأَنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ، فَشَغَلَهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا. **ضَعِيْفُ الْإِسْنَادِ، وَقَوْلُهُ : «ثُمَّ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا» :مُنْكَرٌ.**

১৮৪। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামাযের পর দুই রাক'আত নামায আদায় করলেন। কেননা তাঁর নিকট কিছু সম্পদ এসেছিল, তিনি তা বিলি করতে ব্যস্ত ছিলেন এবং যুহরের (ফরযের) পরের দুই রাক'আত আদায়ের সুযোগ পাননি। এই দুই রাক'আতই তিনি আসরের নামাযের পর আদায় করলেন। তারপর তিনি কখনো তার পুণসজ্ঘটন করেননি।

সনদ দুর্বল। তারপর তিনি কখনও পুণসজ্ঘটন করেননি, অংশটুকু মুনকার

এ অনুচ্ছেদে আইশা, উম্মু সালামা, মাইমূনা ও আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও আছে। আবূ ঈসা বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি হাসান। একাধিক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আসরের পর দুই রাক'আত নামায আদায় করেছিলেন। এই হাদীসটি আসরের পর নামায সম্পর্কিত নেতিবাচক হাদীস পরিপন্থী। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসটি বেশী সহীহ, যাতে তিনি বলেছেন ঃ তারপর তিনি তার পুণসজ্ঘটন করেননি। ইবনু আব্বাসের হাদীসের অনুরূপ হাদীস যাইদ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে। এ অনুচ্ছেদে আইশা (রাঃ)-এর বেশ কয়েকটি বর্ণনা আছে। একটি বর্ণনা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামাযের পর তাঁর ঘরে গেলেই তিনি দুই রাক'আত নামায আদায় করতেন।

আইশা (রাঃ)-এর দ্বিতীয় হাদীসটি উম্মু সালামা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত, এতে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এবং ফযরের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

এ বিষয়ে বিদ্বানগণের অধিকাংশই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, মক্কা মুআযযমায় বাইতুল্লাহ তাওয়াফের পর আসরের পর হতে সূর্য ডুবা পর্যন্ত এবং ফযরের পর হতে সূর্য উঠা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নামায আদায় করা এই নিষেধাজ্ঞার আওতা বহির্ভূত রাখা হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফের পর উল্লেখিত সময়ে নামায আদায়ের অনুমতি দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাদের পরবর্তীগণ (মাক্কাতে) উল্লেখিত সময়ে নামায আদায়ের অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও এ অভিমত দিয়েছেন। সাহাবাদের অপর দল ও তাদের পরবর্তীগণ ফজরের পর এবং 'আসরের পর মক্কাতেও নামায আদায় করা মাকরূহ বলেছেন। সুফইয়ান সাওরী, মালিক ইবনু আনাস এবং কিছু কুফাবাসী এ মত সমর্থন করেছেন।

٢٦) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ দুই ওয়াক্তের নামায এক সাথে আদায় করা

١٨٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَقَدْ أَتَى بَابًا مِّنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ». **ضَعِيْفٌ جِدًّا : «التَّعْلِيْقُ الرَّغِيْبُ» <١/١٩٨>، «الضَّعِيْفَةُ» <٤٥٨١>.**

১৮৮। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন অজুহাত ছাড়াই যে ব্যক্তি দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করে সে কাবীরা গুনাহের স্তরসমূহের মধ্যে একটি স্তরে পৌঁছে যায়। **খুবই দুর্বল। তা'লীকুর রাগীব (১/১৯৮), যঈফাহ্ (৪৫৮১)**

আবূ ঈসা বলেনঃ হাদীস বিশারদদের বিচারে হানাশ, উপনাম আবূ 'আলী আল-রাহবী, নাম হুসাইন ইবনু কাইস একজন দুর্বল রাবী। ইমাম আহমাদ ও অন্যরা তাঁকে দুর্বল মনে করেছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে সফর ও 'আরাফাতের ময়দান ছাড়া দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করা যাবে না। কিছু তাবিঈ রুগ্ন ব্যক্তিকে দুই ওয়াক্তের নামায একত্র করার অনুমতি দিয়েছেন। আহমাদ ও ইসহাক এ মত গ্রহণ করেছেন। কিছু বিশেষজ্ঞ

বৃষ্টির কারণে দুই নামায একত্রে আদায় করা যেতে পারে বলে মত দিয়েছেন। শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও অনুরূপ কথা বলেছেন। কিন্তু শাফিঈ রুগ্ন ব্যক্তিকে দুই নামায একত্রে আদায়ের অনুমতি দেননি।

٣٠) بَابُ مَا جَاءَ : أَنَّ الْإِقَامَةَ مَثْنَى مَثْنَى

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ ইকামাতের শব্দগুলো দুইবার বলা প্রসঙ্গে

١٩٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ : كَانَ أَذَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَفْعًا شَفْعًا، فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ. **ضَعِيْفُ الْإِسْنَادِ.**

১৯৪। আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযান ও ইকামাতের বাক্যগুলো জোড়ায় জোড়ায় ছিল (দুই দুইবার বলা হত)। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদের হাদীসটি ওয়াকী বর্ণনা করেছেন আ'মাশ হতে তিনি আমর ইবনু মুররাহ হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা হতে, তিনি বলেছেন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ (রাঃ) আযান স্বপ্নে দেখেছেন। আর শুবা বর্ণনা করেছেন আমর ইবনু মুররাহ হতে তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদ হতে যে, তিনি আযান স্বপ্নে দেখেছেন। প্রথম বর্ণনাটির চেয়ে পরবর্তী বর্ণনাগুলো বেশী সহীহ। আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা আব্দুল্লাহ ইবনু যায়িদ হতে হাদীস শুনেন নাই। কতক বিদ্বান বলেছেন, আযান ও ইকামাতের শব্দগুলো দুই দুইবার বলতে হবে। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক ও কুফাবাসীগণ এই মতেরই সমর্থক। আবূ ঈসা বলেন ঃ ইবনু আবী লাইলা হলেন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান ইবনু আবী লাইলা। তিনি কুফার কাজী ছিলেন। তিনি তার পিতার নিকট কোন হাদীস শুনেন নাই। তিনি এক লোকের বরাতে তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

٣١) بَابُ مَا جَاءَ : فِي التَّرَسُّلِ فِي الْأَذَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ আযানের শব্দগুলো থেমে থেমে স্পষ্টভাবে বলা

١٩٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ : حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ- هُوَ صَاحِبُ السِّقَاءِ-، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ : «يَا بِلَالُ! إِذَا أَذَّنْتَ، فَتَرَسَّلْ فِيْ أَذَانِكَ، وَإِذَا أَقَمْتَ، فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَلَا تَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِي». **ضَعِيْفٌ جِدًّا : «الْإِرْوَاءُ» (٢٢٨)، لٰكِنَّ قَوْلَهُ : «وَلَا تَقُوْمُوْا» صَحِيْحٌ وَيَأْتِيْ (٥١٢).**

১৯৫। জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রাঃ)-কে বললেন ঃ হে বিলাল! যখন তুমি আযান দিবে, ধীরস্থিরভাবে ও দীর্ঘস্বরে আযান দিবে এবং যখন ইকামাত দিবে তাড়াতাড়ি ও অনুচ্চস্বরে ইকামাত দিবে। তোমার আযান ও ইকামাতের মাঝখানে এতটুকু সময় ফুরসত দিবে যেন খাবার গ্রহণকারী তার খাবার হতে, পানকারী তার পান হতে এবং পেশাব-পায়খানারত ব্যক্তি তার পায়খানা-পেশাব হতে অবসর হতে পারে। তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত নামাযে দাঁড়াবে না।

খুবই দুর্বল। ইরওয়া (২২৮), হাদীসের বর্ণিত, তোমরা দাঁড়াইওনা অংশটুকু সহীহ। যাহা ৫১২ নং হাদীসেরও অংশ

١٩٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ........ نَحْوَهُ. **انْظُرْ مَا قَبْلَهُ.**

১৯৬। আবদ ইবনু হুমাইদ বর্ণনা করেছেন, তিনি ইউনুস ইবনু মুহাম্মাদ হতে তিনি আব্দুল মুনয়িম হতে..... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

দেখুন পূর্বের হাদীস

আবূ ঈসা বলেন ঃ জাবিরের এই হাদীসটি এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে আমরা জানতে পারিনি। যা আব্দুল মুনয়িম কর্তৃক বর্ণিত। আর এই সনদ সূত্র অপরিচিত। আব্দুল মুনয়িম বাসরার অধিবাসী একজন রাবী।

٣٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِي التَّثْوِيْبِ فِي الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদঃ ৩৩ ॥ ফযরের নামাযের ওয়াক্তে তাসবীব করা প্রসঙ্গে

١٩٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْرَائِيْلَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَىٰ، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَا تُثَوِّبَنَّ فِيْ شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ، إِلَّا فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ». **ضَعِيْفٌ : «اِبْنُ مَاجَه» (٧١٥).**

১৯৮। বিলাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ ফযরের নামায ছাড়া অন্য কোন নামাযে 'তাসবীব' করো না। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৭১৫)**

এ অনুচ্ছেদে আবূ মাহযুরা (রাঃ) হতে বর্ণনাকৃত হাদীসও আছে। আবূ ঈসা বলেন, আমরা শুধু আবূ ইসরাঈলের সূত্রে বিলাল (রাঃ)-এর হাদীসটি জানতে পেরেছি। অথচ আবূ ইসরাঈল হাকামের নিকট এ হাদীসটি কখনও শুনেননি। বরং তিনি হাসান ইবনু উমারার মাধ্যমে হাকামের নিকট হতে এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন। আবূ ইসরাঈলের নাম ইসমাঈল ইবনু আবূ ইসহাক। তিনি হাদীস বিশারদদের মতে নির্ভরযোগ্য রাবী নন।

তাসবীব শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মাঝে মতপার্থক্য আছে। ইবনুল মুবারাক ও আহমাদের মতে, ফযরের আযানের 'আসসালাতু

খাইরুম মিনান্ নাওম' বাক্যটিকে তাসবীব বলা হয়। ইসহাকের মতে, আযানের পর যদি লোকেরা আসতে দেরি করে তবে আযান ও ইকামাতের মাঝখানে 'ক্বাদ কামাতিস্ সালাহ, হাইয়া'আলাস্ সালাহ্ ও হাইয়া'আলাল ফালাহ' বলে লোকদের ডাকার নাম হল তাসবীব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর লোকেরা এটা নতুনভাবে চালু করেছে বিধায় ইসহাকের উল্লেখিত এ তাসবীবকে'আলিমগণ মাকরূহ বলেছেন।

ইবনুল মুবারাক ও আহমাদ তাসবীবের (উপরের উল্লেখিত) যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেটাই নির্ভুল এবং সহীহ। ফজরের আযানে এ তাসবীব করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে একেই তাসবীব বলা হয়। আর 'আলিমগণ এ তাসবীবকেই পছন্দ করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি ভোরের নামাযের সময় 'আস্-সালাতু খাইরুম মিনান্ নাওম' বলে (লোকদের) ডাকতেন। মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর সাথে কোন এক মাসজিদে গেলাম। সেখানে আগেই আযান হয়ে গেছে। আমরা নামায আদায়ের উদ্দেশে সেখানে গিয়েছিলাম, এমন সময় মুয়াযযিন তাসবীব শুরু করে দিল। তা শুনা মাত্রই ইবনু'উমার (রাঃ) এ বলতে বলতে মাসজিদ হতে বের হয়ে আসলেন ঃ "এ বিদ'আতীর কাছ থেকে চলে আস।" তিনি সেখানে নামায আদায় করলেন না। পরবর্তী সময়ে লোকেরা যে তাসবীব আবিষ্কার করেছে, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) এটাকে খুবই মন্দ জানতেন।

٣٤) بَابُ مَا جَاءَ : أَنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ যে আযান দিয়েছে সে ইক্বামাত দিবে

১৯৯. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ ابْنِ أَنْعُمٍ الْأَفْرِيْقِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ، قَالَ : أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أُؤَذِّنَ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَأَذَّنْتُ، فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيْمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ

أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ، فَهُوَ يُقِيمُ». ضَعِيفٌ : «ابْنُ مَاجَه» ‏.‹٧١٧›

১৯৯। যিয়াদ ইবনু হারিস আস-সুদাঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ফজরের নামাযের আযান দিতে বললেন। আমি আযান দিলাম। বিলাল (রাঃ) ইকামাত দিতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "সুদাঈ আযান দিয়েছে, আর যে আযান দিবে ইকামাতও সে-ই দিবে"। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৭১৭)**

এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'উমার (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে, আবূ 'ঈসা বলেনঃ যিয়াদের হাদীসটি আমরা ইফরিকীর হাদীসের মাধ্যমেই জানতে পারি। অথচ ইফরিকী হাদীস বিশারদদের মতে দুর্বল রাবী। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ ও অন্যরা তাঁকে দুর্বল মনে করেছেন। আহমাদ বলেছেন, আমি ইফরিকীর হাদীস লিখি না। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈলকে দেখেছি তিনি তাঁকে মজবুত রাবী বলে সমর্থন করেছেন এবং তিনি বলেছেন, ইফরিকী একজন প্রিয়ভাজন রাবী।

বেশিরভাগ 'আলিমদের মত হল, যে আযান দিবে সে-ই ইক্বামাত দিবে।

٣٥) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ كَرَاهِيَةِ الْأَذَانِ بِغَيْرِ وُضُوْءٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ বিনা ওযূতে আযান দে য়া মাকরূহ

٢٠٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ يَحْيَى الصَّدَفِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ». ضَعِيفٌ : «الْإِرْوَاءُ» ‹٢٢٢›.

২০০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ বিনা ওযূতে কেউ যেন আযান না দেয়। যঈফ, ইরওয়া (২২২)

٢٠١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُوْنُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ : قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : لاَ يُنَادِي بِالصَّلاَةِ إِلاَّ مُتَوَضِّئٌ. **ضَعِيْفٌ : الْمَصْدَرُ نَفْسُهُ.**

২০১। ইবনু শিহাব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন, বিনা ওযূতে কেউ যেন নামাযের আযান না দেয়। **যঈফ, প্রাগুক্ত**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি পূর্বের হাদীস হতে বেশী সহীহ। ইবনু ওয়াহ্‌ব- আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর হাদীসটি মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেননি। এটা ওয়ালীদ ইবনু মুসলিমের হাদীসের চেয়ে বেশি সহীহ। যুহরী কখনও আবূ হুরাইরার নিকট হাদীস শুনেননি।

বিনা ওযূতে আযান দেওয়া উচিত কি-না সে সম্পর্কে আলিমদের মাঝে মতের অমিল আছে। ইমাম শাফিঈ এবং ইসহাক এটাকে মাকরূহ বলেছেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক ও আহমাদ বিনা ওযূতে আযান দেবার অনুমতি দিয়েছেন।

٤٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ فَضْلِ الْأَذَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০ ॥ আযান দেওয়ার ফাযীলাত

٢٠٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ تُمَيْلَةَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ حَمْزَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا، كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ». **ضَعِيْفٌ** : «ابْنُ مَاجَه» ‹٧٢٧›.

২০৬। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি নেকীর আকাঙ্ক্ষায় একাধারে সাত বছর আযান দেবে তার জন্য জাহান্নামের আগুন হতে নাজাত নির্ধারিত আছে। যঈফ, ইবনু মাজাহ (৭২৭)

এ অনুচ্ছেদে ইবনু মাসউদ, সাওবান, মুআবিয়া, আনাস, আবূ হুরাইরা ও আবূ সাঈদ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু 'আব্বাসের হাদীসটি গারীব। আবূ তুমাইলা এর নাম ইয়াহইয়া ইবনু ওয়াযিহ, আবূ হামযার নাম মুহাম্মাদ ইবনু মাইমূন। হাদীসের একজন রাবী জাবির ইবনু ইয়াযীদকে মুহাদ্দিসগণ হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ ও আবদুর রহমান ইবনু মাহদী তাকে পরিত্যাগ করেছেন। আবূ ঈসা বলেন, আমি জারূদের সূত্রে এবং তিনি ওয়াকীর সূত্রে শুনেছেন, যদি জাবির আল-জুফী না হত তাহলে কূফাবাসীরা (আবূ হানীফা ও তাঁর মতানুসারীগণ) হাদীসবিহীন অবস্থায় এবং যদি হাম্মাদ না হতেন তাহলে ফিক্হবিহীন অবস্থায় থাকতেন।

٥٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِيمَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ فَلَا يُجِيبُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০ ॥ যে ব্যক্তি আযান শুনেও মাসজিদে আসে না

٢١٨. قَالَ مُجَاهِدٌ : وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، لَا يَشْهَدُ جُمُعَةً وَلَا جَمَاعَةً؟ قَالَ : هُوَ فِي النَّارِ. قَالَ : حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ. **ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ.**

২১৮। মুজাহিদ বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল, সে দিনভর রোযা রাখে এবং রাতভর নামায আদায় করে, কিন্তু জুমু'আ ও জামা'আতে উপস্থিত হয় না। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী।

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হান্নাদ মুহারেবী হতে তিনি লাইস হতে তিনি মুজাহিদ হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। **সনদ দুর্বল**

মুজাহিদ এ হাদীসের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেন ঃ যে ব্যক্তি জামা'আতকে তুচ্ছ ও হালকাজ্ঞান করে এরূপ করবে সে জাহান্নামী হবে।

٦٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الرَّجُلِ يُصَلِّيْ مَعَ الرَّجُلَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০ ॥ তিন ব্যক্তির একসাথে নামায আদায় করা

٢٣٣. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ- قَالَ : أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كُنَّا ثَلاَثَةً، أَنْ يَتَقَدَّمَنَا أَحَدُنَا. **ضَعِيْفُ الْإِسْنَادِ.**

২৩৩। সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন ঃ আমরা যখন তিনজন এক সাথে নামায আদায় করি তখন আমাদের একজন যেন সামনে এগিয়ে যায় (ইমামতির জন্য)। **সনদ দূর্বল**

আবূ ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইবনু মাসউদ, জাবির এবং আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। সামুরার হাদীসটি হাসান গারীব। বিশেষজ্ঞ আলিমগণ বলেছেন, তিনজন লোক হলে দুইজন ইমামের পেছনে দাঁড়াবে। ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আলকামা ও আসওয়াদকে সাথে নিয়ে নামায আদায় করলেন, একজনকে তাঁর ডান পাশে এবং অপরজনকে তাঁর বাম পাশে দাঁড় করালেন। ইবনু মাসউদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কেও এরূপ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ ইসমাঈল ইবনু মুসলিমের স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন।

٦٥) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ نَشْرِ الْأَصَابِعِ عِنْدَ التَّكْبِيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫ ॥ তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক করা এবং ছড়িয়ে দেয়া

٢٣٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سِمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلاَةِ، نَشَرَ أَصَابِعَهُ. **ضَعِيْفٌ : «صِفَةُ الصَّلاَةِ» الْأَصْلُ، «التَّعْلِيْقُ عَلَى ابْنِ خُزَيْمَةَ» ‹٤٥٨›.**

২৩৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের জন্য তাকবীর তাহরীমা বলতেন তখন হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে ছড়িয়ে দিতেন।

যঈফ, তা'লীক আলা ইবনু খুযাইমাহ (৪৫৮)

আবূ ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরার হাদীসটি হাসান। এ হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এক বর্ণনায় শব্দগুলো নিম্নরূপ-

"আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে প্রবেশ করতেন, তখন উভয় হাত খাড়া করে (আঙ্গুল ফাঁক করে) উত্তোলন করতেন।"

(তিরমিযী বলেন,) শেষোক্ত বর্ণনাটি ইয়াহইয়া ইবনু ইয়ামানের বর্ণনার চেয়ে বেশি সহীহ। ইবনুল ইয়ামান এ হাদীসের রিওয়ায়াতে ভুল করেছেন।

٦٨) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ تَرْكِ الْجَهْرِ بِـ{بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ}

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮ ॥ "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" সশব্দে না পাঠ করা প্রসঙ্গে

٢٤٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ : سَمِعَنِيْ أَبِيْ وَأَنَا فِي الصَّلاَةِ أَقُوْلُ : {بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ}، فَقَالَ لِيْ : أَيْ بُنَيَّ! مُحْدَثٌ، إِيَّاكَ وَالْحَدَثَ! قَالَ : وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ أَبْغَضَ إِلَيْهِ الْحَدَثُ فِي الْإِسْلاَمِ- يَعْنِيْ

: مِنْهُ-، قَالَ : وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَمَعَ عُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا، فَلَا تَقُلْهَا إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ، فَقُلْ : {اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ}. **ضَعِيفٌ : «ابْنُ مَاجَه» ‹٨١٥›.**

২৪৪। ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার পিতা (আবদুল্লাহ) আমাকে নামাযের মধ্যে শব্দ করে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করতে শুনলেন। তিনি বললেন, হে বৎস! এটা তো বিদ'আত; বিদ'আত হতে সাবধান হও। তারপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের চেয়ে অন্য কাউকে ইসলামে বিদ'আতের প্রচলন করার প্রতি এত বেশী ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করতে দেখিনি। তিনি আরো বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বাকার (রাঃ), উমার (রাঃ) ও উসমান (রাঃ)-এর সাথে নামায আদায় করেছি। কিন্তু তাদের কাউকে বিসমিল্লাহ সশব্দে পাঠ করতে শুনিনি। অতএব তুমিও সশব্দে পাঠ কর না। যখন তুমি নামায আদায় করবে তখন 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" এর মাধ্যমে কিরা'আত শুরু করবে।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (৮১৫)

আবূ ঈসা বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফালের হাদীসটি হাসান। বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ সাহাবা (রাঃ) এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন (তাসমিয়া চুপে চুপে পাঠ করেছেন)। আবূ বাকার, উমার, উসমান ও আলী (রাঃ) তাদের অন্যতম। বেশিরভাগ তাবিঈ এই মতের অনুসারী। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, আহমাদ ও ইসহাক এ মত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, তাসমিয়া জোরে পাঠ করবে না, বরং আস্তে পাঠ করবে।

٦٩) بَابُ مَنْ رَأَى الْجَهْرَ بِـ {بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ}

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯ ॥ "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" সশব্দে পাঠ করা

٢٤٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ

سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}. **ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ.**

২৪৫। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' দিয়ে নামায শুরু করতেন। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ খুব একটা শক্তিশালী নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন আবূ হুরাইরা, ইবনু উমার, ইবনু আব্বাস ও ইবনু যুবাইর (রাঃ)। তাবিঈদের একদল এই মত গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন, সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরার মত বিসমিল্লাহও সশব্দে পাঠ করতে হবে। ইমাম শাফিঈ এই মত সমর্থন করেছেন। ইসমাঈল ইবনু হাম্মাদ তিনি ইবনু আবূ সুলাইমান এবং আবূ খালিদের নাম হুরমুয তিনি কুফী।

٧٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِي التَّأْمِينِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২ ॥ 'আমীন' বলা প্রসঙ্গে

٢٤٨. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ : {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، فَقَالَ : «آمِينَ»، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ. **صَحِيحٌ** : «ابْنُ مَاجَه» (٨٥٥).

২৪৮। ওয়াইল ইবনু হুজর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে "গাইরিল মাগযূবি

আলাইহিম অলায-যআল্লীন' পাঠ করতে এবং 'আমীন' বলতে শুনেছি। আমীন বলতে গিয়ে তিনি নিজের কণ্ঠস্বর দীর্ঘ ও উচ্চ করলেন।

সহীহ্। ইবনু মাজাহ- (৮৫৫)

এ অনুচ্ছেদে আলী ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। ওয়াইল ইবনু হুজর (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবা, তাবিঈন ও তাদের পরবর্তীগণ 'আমীন' সশব্দে বলার পক্ষে মত দিয়েছেন এবং নিঃশব্দে বলতে নিষেধ করেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এই মত গ্রহণ করেছেন। শুবা এ হাদীসটি সালামা ইবনু কুহাইলের সূত্রে তিনি হুজরের সূত্রে, তিনি আলকামার সূত্রে, তিনি তাঁর পিতা ওয়াইলের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম অলায-যআল্লীন' পাঠ করলেন, অতঃপর নীচু স্বরে 'আমীন' বললেন। **এই বর্ণনাটি শাজ, সহীহ আবূ দাউদ (৮৬৩)**

আবূ ঈসা বলেন, আমি মুহাম্মাদকে (বুখারীকে) বলতে শুনেছি, এ বিষয়ে শুবার হাদীসের তুলনায় সুফিয়ানের হাদীস বেশি সহীহ। কেননা শুবা এ হাদীসের কয়েকটি স্থানে ভুল করেছেন।

যেমন তিনি বলেছেন হুজর আবুল আনবাস অথচ হবে হুজর ইবনু আনবাস দ্বিতীয়তঃ তিনি আলকামার নাম বাড়িয়ে বলেছেন, অথচ তিনি হাদীসের রাবী নন।

এখানে সনদ হবে হুজর ইবনু আনবাস তিনি ওয়াইল ইবনু হুজর হতে তৃতীয়তঃ তিনি বর্ণনা করেছেন তিনি নিচু স্বরে আমিন বললেন অথচ হবে তিনি কণ্ঠস্বর দীর্ঘ করেছেন।

আবূ ঈসা বলেন, আমি আবূ যুরআকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, সুফিয়ানের হাদীসটি বেশি সহীহ। আল-আলা ইবনু সালিহ আল-আসাদী সালামা ইবনু কুহাইল হতে সুফিয়ানের বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِي السَّكْتَتَيْنِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪ ॥ দুই বিরতিস্থান

٢٥١. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ : سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَأَنْكَرَ ذٰلِكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَقَالَ : حَفِظْنَا سَكْتَةً، فَكَتَبْنَا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِالْمَدِيْنَةِ، فَكَتَبَ أُبَيٌّ، أَنْ حَفِظَ سَمُرَةُ، قَالَ سَعِيْدٌ : فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ : مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ؟ قَالَ : إِذَا دَخَلَ فِيْ صَلاَتِهِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذٰلِكَ : وَإِذَا قَرَأَ : {وَلاَ الضَّالِّيْنَ}. قَالَ : وَكَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، أَنْ يَسْكُتَ، حَتَّى يَتَرَادَّ إِلَيْهِ نَفَسُهُ. **ضَعِيْفٌ** : «ابْنُ مَاجَه» (٨٤٤، ٨٤٥).

২৫১। সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে দু'টি বিরতিস্থান মুখস্থ করে নিয়েছি। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) এতে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, আমি একটি মাত্র বিরতিস্থান মুখস্থ করেছি। (সামুরা বলেন, এর মীমাংসার জন্য) আমরা মাদীনায় উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-এর কাছে পত্র লিখলাম। তিনি উত্তরে লিখে জানালেন, সামুরাই সঠিকভাবে মুখস্থ রেখেছে। সাঈদ বলেন, আমরা কাতাদাকে প্রশ্ন করলাম, বিরতি দুটো কোন্ কোন্ জায়গায়? তিনি বলেন, যখন তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাযে প্রবেশ করতেন (তাকবীরে তাহরীমা বাঁধার পর) এবং যখন কিরা'আত শেষ করতেন। পরে তিনি (কাতাদা) বললেন, যখন তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'অলায-যআল্লীন' পাঠ করতেন। রাবী বলেন, কিরা'আত পাঠের পর তিনি ভালভাবে নিঃশ্বাস নেয়া পর্যন্ত বিরতি দেওয়া খুবই পছন্দ করতেন।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (৮৪৪, ৮৪৫)

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ সামুরার হাদীসটি হাসান। কিছু বিশেষজ্ঞ আলিম নামায শুরু করার পর এবং কিরা'আত শেষ করার পর ইমামের জন্য বিরতি দেওয়াকে মুস্তাহাব বলেছেন। ইমাম আহমাদ, ইসহাক ও আমাদের (তিরমিযীর) সঙ্গীরা এ মতের সমর্থক।

٨٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ التَّسْبِيْحِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮২ ॥ রুকূ-সিজদার তাসবীহ

٢٦١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيْدَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ، فَقَالَ فِيْ رُكُوْعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعُهُ، وَذٰلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ، فَقَالَ فِيْ سُجُوْدِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ سُجُوْدُهُ، وَذٰلِكَ أَدْنَاهُ». **ضَعِيْفٌ : «ابْنُ مَاجَه» (٨٩٠).**

২৬১। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রুকূ করবে তখন রুকূতে তিনবার "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম" (আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি) বলবে। তাহলে তার রুকূ পূর্ণ হবে। আর এটা হল সর্বনিম্ন পরিমাণ। যখন সে সিজদা করবে তখন সিজদায় তিনবার 'সুবহানা রব্বিয়াল আলা' বলবে। তাহলে তার সিজদা পূর্ণ হবে। আর এটা হল সর্বনিম্ন পরিমাণ। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৮৯০)**

এ অনুচ্ছেদে হুযাইফা ও উকবা ইবনু আমির (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর হাদীসের সনদ মুত্তাসিল নয় (অর্থাৎ এটা সনদসূত্র কর্তিত হাদীস)। কেননা ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর সাথে আওন ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু উতবার দেখা হয়নি।

বিশেষজ্ঞ আলিমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাঁরা রুকূ ও সিজদায় তিন তাসবীহ–এর কম না বলাই মুস্তাহাব বলেছেন। ইবনুল

মুবারাক বলেছেন, আমি ইমামের জন্য পাঁচ বার তাসবীহ্ বলা মুস্তাহাব মনে করি। এতে মুক্তাদী ধীরেসুস্থে তিন তাসবীহ পাঠ করে নিতে পারবে। ইসহাক ইবনু ইবরাহীমও অনুরূপ কথা বলেছেন।

٨٧) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৭ ॥ সিজদার সময় হাঁটুদুটি রাখার পর দুই হাত রাখতে হবে

٢٦٨. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنِ مُنِيْرٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ، يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ، رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. ضَعِيْفٌ : «اِبْنُ مَاجَه» ‹٨٨٢›.

২৬৮। ওয়াইল ইবনু হুজর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি– তিনি যখন সিজদা করতেন তখন মাটিতে হাত রাখার আগে হাঁটু রাখতেন এবং যখন তিনি (সিজদা হতে) উঠতেন তখন হাঁটু উঠানোর আগে হাত উঠাতেন।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (৮৮২)

হাসান ইবনু আলী তাঁর হাদীসে উল্লেখ করেছেন, ইয়াযীদ ইবনু হারূন বলেছেন। আসিমের নিকট হতে শারীক শুধু এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। শারীক ছাড়া আর কেউ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

বেশিরভাগ মনীষীই এ হাদীসের উপর আমল করেছেন এবং বলেছেন, সিজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে প্রথমে হাঁটু ও পরে হাত রাখতে হবে এবং উঠার সময় আগে হাত ও পরে হাঁটু তুলতে হবে।

হাম্মাম আসিমের নিকট হতে এ হাদীস মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাতে ওয়াইল ইবনু হুজরের নাম উল্লেখ করেননি।

٩٧) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ كَرَاهِيَةِ الْإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৭ ॥ দুই সিজদার মাঝখানে ইক্‌আ করা মাকরূহ

٢٨٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَىٰ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «يَا عَلِيُّ! أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِيْ، لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ». ضَعِيْفٌ : «ابْنُ مَاجَه» ‹٨٩٤، ٨٩٥›.

২৮২। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আলী! আমি নিজের জন্য যা ভাল মনে করি তোমার জন্যও তা হিত মনে করি এবং আমার নিজের জন্য যা অপছন্দ করি তোমার জন্যও তা অপছন্দ করি। তুমি দুই সিজদার মাঝখানে ইক্‌আ রীতিতে বস না। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৮৯৪, ৮৯৫)।**

আবূ ঈসা বলেন ঃ আলী (রাঃ) বর্ণিত এই হাদীসটি শুধু মাত্র আবূ ইসহাক হতে হারিসের সূত্রে জানতে পেরেছি।

কোন কোন জ্ঞানী এ হাদীসের রাবী হারিসকে যঈফ বলেছেন। বেশিরভাগ বিদ্বান এ হাদীসের উপর আমল করেছেন এবং ইক্‌আ পদ্ধতিতে বসা মাকরূহ বলেছেন। এ অনুচ্ছেদে আইশা, আনাস আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইক্‌আ হল দুই হাতের উপর ভর করে বসা– অনুবাদক

١٠٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْاِعْتِمَادِ فِي السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০০ ॥ সিজদার সময় কিছুতে ভর দেওয়া

٢٨٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : اشْتَكَىٰ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ إِذَا تَفَرَّجُوا، فَقَالَ : «اسْتَعِينُوا بِالرُّكَبِ». ضَعِيفٌ : «ضَعِيفُ أَبِي دَاوُدَ» ‹١٦٠›.

২৮৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ তাঁর নিকট অভিযোগ করলেন ঃ যখন তারা সিজদায় যান তখন কনুই পৃথক রাখতে তাদের খুব অসুবিধা হয়। তিনি বললেন ঃ হাঁটুর সাথে কনুই ঠেকিয়ে সাহায্য নাও।

যঈফ, যঈফ আবূ দাউদ (১৬০)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এ হাদীসটি আমরা আবূ সালিহের সনদ পরম্পরায় লাইসের মাধ্যমে ইবনু আজলানের সূত্রেই শুধু জানতে পেরেছি। নুমান ইবনু আবূ আইয়াশও এরকম হাদীস বর্ণনা করেছেন। লাইসের বর্ণনার চাইতে এই বর্ণনা বেশী সহীহ্।

١٠٢) بَابٌ مِّنْهُ- أَيْضًا

অনুচ্ছেদ ঃ ১০২ ॥ একই বিষয়

٢٨٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَىٰ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ إِلْيَاسَ، عَنْ صَالِحٍ- مَوْلَى التَّوْأَمَةِ-، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ صُدُورِ قَدَمَيْهِ. ضَعِيفٌ : «الإِرْوَاءُ» ‹٣٦٢›.

২৮৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে (সিজদা হতে সরাসরি) নিজের পায়ের তালুতে (ভরদিয়ে) দাঁড়িয়ে যেতেন। **যঈফ, ইরওয়া (৩৬২)**

আবূ ঈসা বলেন, বিদ্বানগণ আবূ হুরাইরা বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করেছেন। তাঁরা নামাযের মধ্যে (সিজদা হতে সরাসরি) পায়ের পাতার উপর দাঁড়ানোই মনঃপূত করেছেন। হাদীস বিশারদদের মতে খালিদ ইবনু আইয়াশ একজন যঈফ রাবী।

তাকে খালিদ ইবনু ইয়াসও বলা হয়। আর সালিহ তিনি হলেন

সালিহ ইবনু আবূ সালিহ। আবূ সালিহ এর নাম নাবহান, তিনি মদীনার অধিবাসী।

١١١) بَابُ مَا جَاءَ : أَنَّ حَذْفَ السَّلَامِ سُنَّةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১১ ॥ সালাম খুব লম্বা করে টানবে না, এটাই সুন্নাত

٢٩٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَهِقْلُ ابْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ. ضَعِيفٌ ; «ضَعِيفُ أَبِي دَاوُدَ» ‹١٧٩›.

২৯৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সালামের মধ্যে হযফ করা সুন্নাত। **যঈফ, যঈফ আবূ দাউদ (১৭৯)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আলী ইবনু হুজর বলেন, ইবনুল মুবারাক বলেছেন, ‘হযফের’ তাৎপর্য হল, সালাম খুব লম্বা করে না টেনে বরং স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা। বিশেষজ্ঞগণ এ নিয়মকে মুসতাহাব বলেছেন। ইবরাহীম নাখঈ বলেছেন, তাকবীর এবং সালাম অধিকক্ষণ টানবে না।

রাবী হিকল সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি ইমাম আওযায়ীর সচীব ছিলেন।

١٢٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২০ ॥ ইমামের পিছনে কিরা‘আত পাঠ করা

٣١١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الصُّبْحَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : «إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ؟!»، قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللّٰهِ!

إِنِّي وَاللهِ!، قَالَ : «فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» ضَعِيفٌ : «ضَعِيفُ أَبِي دَاوُدَ» (١٤٦).

৩১১। উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে (ফযরের) নামায আদায় করলেন। কিন্তু কিরা'আত পাঠ তাঁর নিকট একটু শক্ত ঠেকল। তিনি নামায শেষে বললেন, আমার মনে হয় তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে কিরা'আত পাঠ কর। রাবী বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর শপথ! হ্যাঁ আমরা পাঠ করে থাকি। তিনি বললেন ঃ সূরা ফাতিহা ছাড়া (ইমামের পিছনে) অন্য কোন কিরা'আত পাঠ করবে না। কেননা যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না তার নামায হয় না।

যঈফ। যঈফ আবূ দাউদ– (১৪৬)

এ অনুচ্ছেদে আইশা, আবূ হুরাইরা, আনাস, আবূ কাতাদা ও আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ উবাদাহ বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

"এ হাদীসটি ইমাম যুহরী (রহঃ) মাহমূদ ইবনু রাবী হতে, তিনি উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাঃ)-এর সূত্রে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি তার নামায হয়নি।"

(সহীহ্। ইবনু মাযাহ্ ৮৩৭, বুখারী ও মুসলিম)

এ বর্ণনাটি পূর্ববর্তী বর্ণনা হতে বেশি সহীহ্। ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করার ব্যাপারে বেশির ভাগ সাহাবা ও তাবিঈন এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। মালিক ইবনু আনাস, ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকও এ মত ব্যক্ত করেছেন যে, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে।

١٢٥) بَابُ مَا جَاءَ : فِي فَضْلِ بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৫ ॥ মাসজিদ নির্মাণের ফাযীলাত

٣١٩. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا

صَغِيْرًا كَانَ أَوْ كَبِيْرًا، بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ». ضَعِيْفٌ : «التَّعْلِيْقُ الرَّغِيْبُ» (١/١١٧).

৩১৯। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সুপ্রসন্নতা অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি মাসজিদ তৈরী করে চাই তা ছোট হোক বা বড়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করেন। **যঈফ, তা'লীকুর রাগীব (১/১১৭)**

এ হাদীসটি কুতাইবা তিনি নুহু ইবনু কাইস হতে তিনি আব্দুর রহমান হতে তিনি যিয়াদ আন-নুসাইরী হতে তিনি আনাস (রাঃ) হতে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন।

١٢٦) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَتَّخِذَ عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِدًا

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৬ ॥ কবরের উপর মাসজিদ তৈরী করা মাকরূহ

٣٢٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ، وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ. ضَعِيْفٌ : «ابْنُ مَاجَه» (١٥٧٥)، وصح بلفظ : «زوارات»، دون : «السرج».

৩২০। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতকারিণীদের, কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণকারীদের এবং কবরে বাতি জ্বালানো ব্যক্তিদের অভিসম্পাত করেছেন। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (১৫৭৫) অধিক যিয়ারতকারীনী এই অর্থে এবং বাতি জ্বালানো বাদে হাদীসটি সহীহ**

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা ও আইশা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ ঈসা বলেন ঃ ইবনু আব্বাসের হাদীসটি হাসান। রাবী আবূ সালিহ আবূ তালিবের কন্যা উম্মু হানির আযাদকৃত গোলাম, তার নাম বাযান বা বাযাম।

١٣٧) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الصَّلاَةِ فِي الْحِيْطَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৭ ॥ বাগানের মধ্যে নামায আদায় করা

٣٣٤. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ أَبِيْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَحِبُّ الصَّلاَةَ فِي الْحِيْطَانِ. **ضَعِيْفٌ : «الضَّعِيْفَة»** ‹٤٢٧٠›

৩৩৪। মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাগানের মধ্যে নামায আদায় করা পছন্দ করতেন।

যঈফ, যঈফাহ (৪২৭০)

আবূ ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি গারীব। কেননা আমরা এ হাদীসটি শুধু হাসান ইবনু আবূ জাফরের সূত্রেই জানতে পেরেছি। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ ও অন্যান্যরা হাসান ইবনু আবূ জাফরকে যঈফ বলেছেন।

রাবী আবূ যুবাইরের নাম মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ইবনু তাদরুস। আবূ তুফাইলের নাম আমির ইবনু ওয়াসিলাহ।

١٤٦) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ كَرَاهِيَةِ مَا يُصَلَّىٰ إِلَيْهِ وَفِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৬ ॥ কোথায় এবং কিসের দিকে ফিরে নামায আদায় করা মাকরূহ

٣٤٦. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيْرَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُصَلَّىٰ فِيْ سَبْعَةِ مَوَاطِنَ : فِيْ الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ، وَفِي الْحَمَّامِ، وَفِيْ مَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللّٰهِ. **ضعيف : «ابن ماجه»** ‹٧٤٦›.

৩৪৬। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি জায়গায় নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন ঃ ময়লা রাখার স্থানে, কসাইখানায়, কবরস্থানে, পথিমধ্যে, গোসলখানায়, উট (পশু)-শালায় এবং বাইতুল্লাহর (কাবা ঘরের) ছাদে। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৭৪৬)**

٣٤٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيْرَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ......... نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. **ضعيف : انظر ما قبله.**

৩৪৭। আলী ইবনু হুজর স্বীয় সনদে ইবনু উমার (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে উপরের হাদীসের মতই হাদীস বর্ণনা করেছেন। **যঈফ, দেখুন পূর্বের হাদীস**

এ অনুচ্ছেদে আবূ মারসাদ, জাবির ও আনাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, ইবনু উমারের হাদীসের সনদ খুব একটা শক্তিশালী নয়। যাইদ ইবনু জাবীরার স্মরণশক্তির সমালোচনা করা হয়েছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ যাইদ ইবনু জুবাইর আল-কুফী যাইদ ইবনু জাবীরার তুলনায় অধিক বিশ্বস্ত ও অধিক বয়স্ক। আর তিনি ইবনু উমার হতে হাদীস শুনেছেন। লাইস ইবনু সা'দ-আবদুল্লাহ ইবনু উমার আল-উমারীর সনদ পরম্পরায় ইবনু উমারের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। দাউদের হাদীস নাফি' হতে তিনি ইবনু উমার হতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনাটি লাইসের বর্ণনার চেয়ে অধিক সহীহ। কিছু হাদীস বিশারদ আল-উমারীর স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন, তার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল। সমালোচকদের মধ্যে ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান অন্যতম।

١٥٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِيمَنْ زَارَ قَوْمًا لَا يُصَلِّي بِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫২ ॥ কোন সম্প্রদায়ের সাথে দেখা-সাক্ষাত করতে গিয়ে তাদের ইমাম হওয়া উচিৎ নয়

٣٥٦. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَهَنَّادٌ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيْدَ الْعَطَّارِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ-

رَجُلٍ مِنْهُمْ-، قَالَ : كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا فِيْ مُصَلاَّنَا يَتَحَدَّثُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ يَوْمًا، فَقُلْنَا لَهُ : تَقَدَّمْ، فَقَالَ : لِيَتَقَدَّمْ بَعْضُكُمْ، حَتَّى أُحَدِّثَكُمْ لِمَ لاَ أَتَقَدَّمُ؟ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : «مَنْ زَارَ قَوْمًا، فَلاَ يَؤُمَّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ». **صحيح دون قصة مالك : «صحيح أبي داود» (٦٠٩).**

৩৫৬। আবূ আতীয়া (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি বলল, মালিক ইবনু হুয়াইরিস (রাঃ) আমাদের নামাযের জায়গায় (মাসজিদে) এসে আমাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন। একদিন নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল। আমরা তাঁকে বললাম, সামনে যান (ইমামতি করুন)। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ সামনে যাক। আমি সামনে না যাওয়ার কারণ তোমাদের বলব। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি কোন কাওমের সাথে দেখা করতে গিয়ে সে যেন তাদের ইমামতি না করে, বরং তাদের মধ্যেরই কেউ যেন ইমামতি করে। সহীহ্। মালিকের ঘটনা উল্লেখ ব্যতীত। সহীহ্ আবূ দাঊদ- (৬০৯)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ সাহাবা ও অন্যান্যরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাঁরা বলেছেন, ইমামতি করার ব্যাপারে বাড়িওয়ালাই সাক্ষাতপ্রার্থীর চেয়ে বেশী হকদার। কিছু মনীষী বলেছেন, বাড়ির মালিকের অনুমতি সাপেক্ষে মেহমানের ইমাম হওয়াতে কোন অপরাধ নেই। ইমাম ইসহাক কঠোরতার সাথে বলেছেন, বাড়িওয়ালা অনুমতি দিলেও মেহমানের ইমামতি করা উচিত নয়। ঠিক তেমনিভাবে মাসজিদেও ইমামতি করবে না, বরং তাদেরই কেউ ইমামতি করবে।

١٥٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخُصَّ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদঃ ১৫৩॥ ইমামের কেবল নিজের জন্য দু'আ করা মাকরূহ

٣٥٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ : حَدَّثَنِي

حَبِيْبُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ الْحِمْصِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : «لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلاَ يَؤُمَّ قَوْمًا، فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوْنَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ. وَلاَ يَقُوْمُ إِلَى الصَّلاَةِ وَهُوَ حَقِنٌ». **الجملة الأخيرة منه سنة صحيحة : «ابن ماجه» ‹٦١٧›.**

৩৫৭। সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বাড়ির মালিকের অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তির পক্ষেই তার ঘরের মধ্যে তাকানো জায়িয নয়। যদি সে তাকায়, তবে সে যেন বিনা অনুমতিতেই তার ঘরে ঢুকলো। কোন ব্যক্তির পক্ষেই এটা শোভনীয় নয় যে, সে লোকদের ইমামতি করে এবং তাদেরকে বাদ দিয়ে শুধু নিজের জন্য দু'আ করে। যদি সে এমনটি করে তবে সে যেন শঠতা (বিশ্বাসভংগ) করল। প্রাকৃতিক প্রয়োজনের বেগ নিয়েও কেউ যেন নামাযে না দাঁড়ায়। **হাদীসের শেষ অংশ "প্রাকৃতিক প্রয়োজনের বেগ নিয়েও কেউ যেন নামাযে না দাঁড়ায়" সহীহ। ইবনু মাজাহ (৬১৭)**

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা ও আবূ উমামা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। উল্লেখিত হাদীসটি আলাদা আলাদাভাবে আবূ উমামা ও আবূ হুরাইরা (রাঃ)-ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে বর্ণনা করেছেন। তবে সাওবানের বর্ণনাসূত্রটি খুব বেশি মজবুত এবং বিখ্যাত।

١٥٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِيمَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ

অনুচ্ছেদঃ ১৫৪ ॥ লোকদের অসন্তোষ সত্ত্বেও তাদের ইমামতি করা

٣٥٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةً : رَجُلٌ أَمَّ

قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَرَجُلٌ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، ثُمَّ لَمْ يُجِبْ. **ضعيف الإسناد جداً.**

৩৫৮। হাসান (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন। তারা হল ঃ যে ব্যক্তি মুক্তাদীদের অপছন্দ সত্ত্বেও তাদের ইমামতি করে; যে নারী স্বামীর বিরাগ নিয়ে রাত কাটায় এবং যে ব্যক্তি 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' শুনেও তাতে সাড়া দেয় না (জামা'আতে উপস্থিত হয় না)। **সনদ খুবই দুর্বল**

এ অনুচ্ছেদে ইবনু আব্বাস, তালহা, আবদুল্লাহ ইবনু আমর ও আবূ উমামা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ আনাসের হাদীসটি সহীহ্ নয়। কেননা এটি হাসানের সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে মুরসাল হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া ইমাম আহমাদ এ হাদীসের অধঃস্তন রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিমের সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন, তিনি হাদীসশাস্ত্রে যঈফ এবং তাঁর স্মরণশক্তি মোটেই ধারালো নয়।

একদল বিশেষজ্ঞ বলেছেন, লোকেরা যদি ইমামকে খারাপ জানে তবে তাদের ইমামতি করা তার জন্য মাকরূহ। কিন্তু ইমাম যদি যালিম না হয় তবে যারা তাকে খারাপ জানে তারা গুনাহগার হবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন, যদি এক, দুই অথবা তিনজন লোক তাকে খারাপ জানে তবে তার ইমামতি করাতে কোন অপরাধ নেই। হ্যাঁ যদি বেশীরভাগ মুক্তাদী তাকে খারাপ জানে তবে তাদের ইমামতি করা তাঁর জন্য শ্রেয় হবে না।

١٥٨) بَابُ مَا جَاءَ: فِيْ مِقْدَارِ الْقُعُوْدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫৮ ॥ প্রথম দুই রাক'আতের পর বসার পরিমাণ

٣٦٦. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ- هُوَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : أَخْبَرَنَا سَعْدُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ، كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ. قَالَ شُعْبَةُ : ثُمَّ حَرَّكَ سَعْدٌ شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ، فَأَقُوْلُ : حَتَّى يَقُوْمَ؟ فَيَقُوْلُ : حَتَّى يَقُوْمَ. **ضعيف** :

«المشكاة» ‹٩١٥›، و «ضعيف أبي داود» ‹١٧٧›.

৩৬৬। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রথম দুই রাক'আত আদায় করার পর বসতেন, তখন মনে হত যেন গরম পাথরের উপর বসেছেন (অল্প সময় বসতেন)। শুবা বলেন, সা'দ কিছু বলে ঠোঁট নাড়ছিলেন [অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু পাঠ করতেন]। আমি তখন বললাম, তারপর তিনি উঠে যেতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ তিনি তারপর উঠে যেতেন।

যঈফ, মিশকাত (৯১৫), যঈফ আবূ দাঊদ (১৭৭)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। কিন্তু আবূ উবায়দাহ তার পিতার নিকট হাদীস শুনেন নাই। আলিমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাঁরা এ পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন, কোন লোক প্রথম দুই রাকআতের পরের বৈঠক যেন লম্বা না করে এবং তাশাহ্হুদের পর অন্য কিছু না পড়ে। তাঁরা আরো বলেছেন, তাশাহ্হুদের পর বেশী কিছু পড়লে দুটি সাহু সিজদা করা ওয়াজিব হবে। শাবী ও অন্যান্যরা এমনই বলেছেন।

٣٧٩. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمنِ الْمَخْزُوْمِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ؛ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى؛ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ. «**ضعيف**: ابن ماجه» ‹١٠٢٧›

৩৭৯। আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে যেন তার সামনের কাঁকর না মোছে। কেননা তখন 'রাহমাত' তার সামনে থাকে। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (১০২৭)**

١٦٨) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬৮ ॥ নামাযের মধ্যে (মাটিতে) ফুঁ দেওয়া মাকরূহ

٣٨١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ : أَخْبَرَنَا مَيْمُوْنٌ أَبُوْ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ- مَوْلَىٰ طَلْحَةَ-، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : رَأَى النَّبِيُّ ﷺ غُلاَمًا لَنَا- يُقَالُ لَهُ : أَفْلَحُ-، إِذَا سَجَدَ نَفَخَ، فَقَالَ : «يَا أَفْلَحُ! تَرِّبْ وَجْهَكَ». **ضعيف : «التعليق الرغيب» (١٩٣/١)، «المشكاة» (١٠٠٢)، «الضعيفة» (٥٤٨٥).**

৩৮১। উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আফলাহ নামের যুবককে দেখলেন, সে যখন সিজদায় যায় তখন ফুঁ দিয়ে ধুলা সরায়। তিনি বললেন ঃ হে আফলাহ! তোমার চেহারায় ধুলাবালি লাগাও।

যঈফ, তালীকুর রাগীব (১/১৯৩), মিশকাত (১০০২), যঈফাহ (৫৪৮৫)

আহমাদ ইবনু মানী বলেন, আব্বাদ ইবনু আওয়াম (রাঃ) নামাযের মধ্যে ফুঁ দেয়া মাকরূহ মনে করতেন। তিনি বলেছেন, এরূপ করলে নামায অবশ্য নষ্ট হবে না। আহমাদ ইবনু মানী বলেন ঃ আমি এই অভিমত সমর্থন করি।

অপর এক বর্ণনায় এ যুবকের নাম 'রাবাহ' বলে উল্লেখ আছে।

٣٨٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَيْمُوْنٍ - أَبِيْ حَمْزَةَ - ... بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ،

৩৮২। আহমাদ ইবনু আবদা আয-যাব্বী হতে, তিনি হাম্মাদ ইবনু যাইদ হতে, তিনি মাইমূন হতে..... উক্ত সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় গোলামের নাম রাবাহ উল্লেখিত হয়েছে।

আবূ ঈসা বলেন ঃ উম্মু সালামার হাদীসের সনদ তেমন একটা সুবিধাজনক নয়। মাইমুন-আবূ হামাযাকে কিছু বিশেষজ্ঞ দুর্বল বলেছেন। নামাযের মধ্যে ফুঁ দেয়া প্রসঙ্গে আলিমদের মধ্যে মতের অমিল আছে।

একদল বলেছেন, নামাযের মধ্যে ফুঁ দিলে আবার নামায আদায় করতে হবে। সুফিয়ান সাওরী ও কুফাবাসীগণ এ মত ব্যক্ত করেছেন। অপর দল বলেছেন, এটা মাকরূহ, তবে এতে নামায নষ্ট হবে না। আহমাদ ও ইসহাক একথা বলেছেন।

١٧١. بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّخَشُّعِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭১ ॥ নামাযে বিনয় হওয়া

٣٨٥. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ ـــ ابْنِ الْعَمْيَاءِ ـ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى؛ تَشَهَّدُ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَخَشَّعُ، وَتَضَرَّعُ، وَتَمَسْكَنُ، وَتَذَرَّعُ، وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ، يَقُوْلُ: تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلاً بِبُطُوْنِهِمَا وَجْهَكَ وَتَقُوْلُ: يَا رَبِّ! يَارَبِّ! وَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ؛ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا. **ضعيف: ابن ماجه ‹١٣٢٥›.**

৩৮৫। ফযল ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামায দুই দুই রাক'আত; প্রতি দুই রাক'আত পর তাশাহ্হুদ পাঠ করতে হবে; নামাযীকে বিনয়ী হতে হবে, মিনতির সাথে প্রার্থনা করতে হবে; কপর্দকহীন হতে হবে। কোন কিছুকে ওয়াসীলা করে চাইতে হবে। এ অবস্থায় তোমার প্রতিপালকের দরবারে নিজের দু'হাত তুলবে, হাতের তালু তোমার চেহারার দিকে থাকবে, তারপর বলবে, হে প্রভু, হে প্রতিপালক। যে ব্যক্তি এমনটি না করবে তার নামায এরূপ এবং এরূপ হবে।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (১৩২৫)

আবূ ঈসা বলেন ঃ ইবনুল মুবারাক ছাড়া অন্যান্য রাবীগণ হাদীসের শেষের অংশ এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ যে ব্যক্তি এরূপ (বিনয়-নম্রতা অবলম্বন) করল না তার নামায পূর্ণাঙ্গ হল না।

আবূ ঈসা বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারীকে বলতে শুনেছি, শুবা এ হাদীসটি আবদে রব্বিহি ইবনু সাঈদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি কয়েকটি জায়গায় ভুল করেছেন। তিনি বলেছেন, আনাস ইবনু আবী আনাস হতে প্রকৃত পক্ষে তা হবে ইমরান ইবনু আবী আনাস, তিনি বলেছেন আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস হতে প্রকৃত পক্ষে তা হবে আব্দুল্লাহ ইবনু নাফি হতে তিনি রাবীয়া ইবনুল হারিস হতে। শুবা বলেছেন আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস হতে তিনি মুত্তালিব হতে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। প্রকৃত পক্ষে তা হবে রাবীয়া ইবনুল হারিস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব হতে, তিনি ফাযল ইবনুল আব্বাস হতে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। মুহাম্মাদ (বুখারী) বলেছেন, শুবার বর্ণিত হাদীসের চেয়ে লাইসের বর্ণনাটি বেশি সহীহ।

١٧٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ فِيْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭৮॥ ভুলের সিজদার পর তাশাহ্হুদ পাঠ করা

٣٩٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا؛ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ». **شَاذٌّ بِذِكْرِ التَّشَهُّدِ: «الإرواء» (٤٠٣)، «ضعيف أبي داود» (١٩٣)، «المشكاة» (١٠١٩).**

৩৯৫। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নামায আদায় করালেন। তিনি ভুল করলেন, তারপর দুটি সিজদা করলেন, তারপর তাশাহ্হুদ পাঠ করলেন, তারপর সালাম ফিরালেন। **তাশাহ্হুদের উল্লেখ্ সহ বর্ণনাটি শাজ, ইরওয়া (৪০৩), যঈফ আবূ দাঊদ (১৯৩), মিশকাত (১০১৯)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান গারীব। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন

অন্যান্য হাদীস আবূ কিলাবার চাচা আবুল মুহাল্লাব হতে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি এ হাদীসটি খালিদ আল-হাযযা হতে, তিনি কিলাবা হতে তিনি আবুল মুহাল্লাব হতে বর্ণনা করেছেন। আবুল মুহাল্লাব-এর নাম আব্দুর রহমান। তাকে মুয়াবিয়া ইবনু আমরও বলা হয়। আব্দুল ওয়াহ্হাব আস সাকাফী হুশাইম ও অন্যান্যরা এ হাদীসটি খালিদ আল-হায্যা হতে তিনি আবূ কিলাবা হতে পূর্ণটাই বর্ণনা করেছেন। ইমরান ইবনু হুসাইনের অপর বর্ণনায় আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের তৃতীয় রাক'আতে সালাম ফিরালেন। এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো, তার নাম ছিল খিরবাক।

সিজদা সাহুর পর তাশাহ্হুদ পাঠের ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতের অমিল আছে। একদল বলেছেন, সিজদা করার পর তাশাহ্হুদ পাঠ করবে, তারপর সালাম ফিরাবে। অপর দল বলেছেন, সিজদা সাহুর পর তাশাহ্হুদ নেই, সালামও নেই। সালাম ফিরানোর পূর্বে সিজদা করলে তাশাহ্হুদ পাঠ করবে না। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক এই মতের সমর্থক। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, সালাম ফিরানোর পূর্বে সিজদা সাহু করলে তাশাহ্হুদ পাঠ করবে না।

١٨٦. بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮৬ ॥ তাশাহ্হুদ পাঠের পর ওযূ ভঙ্গ হলে

٤٠٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمُلَقَّبُ مَرْدُوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ رَافِعٍ، وَبَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ أَخْبَرَاهُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَحْدَثَ - يَعْنِي - الرَّجُلَ، وَقَدْ جَلَسَ فِيْ آخِرِ صَلَاتِهِ - قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ -؛ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ». ضعيف: ضعيف أبي داود «٢٦ و١٨١».

৪০৮। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি

নামাযের শেষে (তাশাহ্হুদের জন্য) বসে সালাম ফিরানোর পূর্বে বাতকর্ম করে তবে তার নামায জায়িয হবে (নতুন করে আদায় করতে হবে না)।

যঈফ, আবূ দাউদ (২৬, ১৮১)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসের সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। এর বর্ণনাকারীগণ তাদের বর্ণনায় গরমিল করেছেন। এ হাদীসের ভিত্তিতে একদল মনীষী বলেছেন ঃ তাশাহ্হুদ পাঠের পরিমাণ সময় বসার পর এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে বাতকর্ম হলে নামায পূর্ণ হয়ে যাবে। অপর একদল মনীষী বলেছেন ঃ যদি তাশাহ্হুদ ও সালাম ফিরানোর পূর্বে বাতকর্ম হয় তবে আবার নামায আদায় করতে হবে। ইমাম শাফিঈ একথা বলেছেন। ইমাম আহমাদ বলেছেন, যদি তাশাহ্হুদ পাঠ না করে সালাম ফিরানো হয় তবে নামায হয়ে যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "নামাযের সমাপ্তি ঘোষণা হল সালাম।" আর তাশাহ্হুদ এমন কোন জরুরী বিষয় নয়। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহ্হুদ না পাঠ করেই দ্বিতীয় রাক'আত থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং নামায পূর্ণ করলেন। ইসহাক ইবনু ইবরাহীম বলেছেন, তাশাহ্হুদ পাঠের পর এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে (বাতকর্ম হলে) নামায জায়িয হবে। তিনি ইবনু মাসঊদের হাদীসকে তাঁর মতের সমর্থনে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দেওয়ার সময় বললেন ঃ

إِذَا فَرَغْتَ مِنْ هٰذَا فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ.

"যখন তুমি এটা পাঠ করে অবসর হলে, তখন তোমার দায়িত্ব শেষ হল।"

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসের এক রাবী আবদুর রহমান ইবনু যিয়াদকে হাদীসবিশারদগণ দুর্বল বলেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ ও আহমাদ ইবনু হাম্বল তাদের মধ্যে আছেন।

١٩٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِي التَّسْبِيحِ فِيْ أَدْبَارِ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯০ ॥ নামাযের পর তাসবীহ পাঠ করা

٤١٠. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ

الْبَصْرِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيْرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ الأَغْنِيَاءَ يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ، وَلَهُمْ أَمْوَالٌ، يُعْتِقُوْنَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ؟! قَالَ : «فَإِذَا صَلَّيْتُمْ، فَقُوْلُوْا : سُبْحَانَ اللّٰهِ ثَلاَثاً وَّثَلاَثِيْنَ مَرَّةً، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَلاَثاً وَّثَلاَثِيْنَ مَرَّةً، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ أَرْبَعاً وَّثَلاَثِيْنَ مَرَّةً، وَّلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّكُمْ تُدْرِكُوْنَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلاَ يَسْبِقُكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ». **ضعيف الإسناد : «التعليق الرغيب» (٢/٢٦٠)، والتهليل عشراً فيه منكر.**

৪১০। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, গরীব সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ধনীরা আমাদের মত নামায আদায় করে এবং রোযা রাখে। তাদের সম্পদ আছে, তারা দাস আযাদ করতে পারে এবং দান-খায়রাত করতে পারে। তিনি বললেন ঃ যখন তোমরা নামায আদায় করবে তখন (নামায শেষে) তেত্রিশ বার “সুবহানাল্লাহ’ তেত্রিশবার “আলহামদু লিল্লাহ,” চৌত্রিশ বার “আল্লাহু আকবার” এবং দশবার “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্” পাঠ করবে। যারা (সাওয়াবের ক্ষেত্রে) তোমাদেরকে ছাড়িয়ে গেছে এর দ্বারা তোমরা তাদেরকে ধরে ফেলতে পারবে। আর যারা তোমাদের পিছে পড়ে আছে তারা তোমাদেরকে ধরতে পারবে না। **সনদ দুর্বল, তালীকুর রাগীব (২/২৬০), তাহলীলের অংশটুকু মুনকার**

এ অনুচ্ছেদে কা’ব ইবনু উজরা, আনাস, আবদুল্লাহ ইবনু আমর, যাইদ ইবনু সাবিত, আবূ দারদা, ইবনু উমার আবূ যার, আবূ হুরাইরা ও মুগীরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ ইবনু আব্বাসের হাদীসটি হাসান গারীব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ দুটি বৈশিষ্ট্য যে মুসলমানের মধ্যে পাওয়া যাবে সে জান্নাতে যাবে। তার একটি হল, প্রতি ওয়াক্তের নামাযের পর দশবার “সুবহানাল্লাহ,” দশবার

"আলহামদু লিল্লাহ" এবং চৌত্রিশ বার "আল্লাহু আকবার" পাঠ করা। দ্বিতীয়টি হল, শোয়ার সময় তেত্রিশবার "সুবহানাল্লাহ", তেত্রিশবার "আলহামদু লিল্লাহ" এবং চৌত্রিশবার "আল্লাহু আকবার" পাঠ করা।

١٩١. بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي الطِّيْنِ وَالْمَطَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯১ ॥ বৃষ্টি ও কাদার কারণে পশু (যানবাহনে)-র উপর নামায আদায় প্রসঙ্গে

٤١١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَىٰ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ الرَّمَّاحِ الْبَلْخِيُّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ يَعْلَىٰ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَسِيرٍ، فَانْتَهَوْا إِلَىٰ مَضِيقٍ، وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ؛ فَمُطِرُوا السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَالْبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَأَذَّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - وَهُوَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ -، وَأَقَامَ، - أَوْ أَقَامَ فَتَقَدَّمَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ يُومِئُ إِيمَاءً؛ يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ». **ضعيف الإسناد.**

৪১১। 'আম্‌র ইবনু 'উসমান ইবনু ইয়ালা ইবনু মুররাহ্ (রাযিঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। একবার তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফরে ছিলেন। তারা একটি সংকীর্ণ স্থান গিয়ে পৌঁছালো। নামাযের ওয়াক্ত এসে গেল। উপর থেকে আকাশ বৃষ্টিবর্ষণ করছিল এবং নীচে ছিল কর্দমাক্ত মাটি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্তুযান থেকে আযান দিলেন এবং ইক্বামাত বললেন অথবা শুধু ইক্বামাত দিলেন। তিনি আপন সওয়ারীসহ সামনে আগালেন এবং তাদের নামায আদায় করালেন। তিনি ইশারায় রুকূ' সিজদা করলেন এবং রুকূ'র চেয়ে সিজদায় বেশি ঝুঁকলেন। (সনদ দুর্বল)

আবূ ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি গারীব। কেননা এক পর্যায়ে উমার ইবনু রিমাহ আল-বলখী একা বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তাঁর নিকট হতে অনেকেই বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 'তিনি পানি কাদার সময় বাহনের পিঠে নামায আদায় করেছেন।'

বিশেষজ্ঞগণ বাহনের পিঠে বসে নামায আদায় করা জায়িয বলেছেন। ইমাম আহমাদ এবং ইসহাকও একই রকম কথা বলেছেন।

٢٠٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ التَّطَوُّعِ سِتِّ رَكْعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০৯ ॥ মাগরিবের পর ছয় রাক'আত নফল নামায আদায়ের ফাযীলাত

٤٣٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ - يَعْنِيْ: مُحَمَّدَ بْنَ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيَّ -: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِيْ خَثْعَمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ - لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ -؛ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً». ضعيف جدا: «ابن ماجه» ‹١١٦٧›

৪৩৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাক'আত নামায আদায় করলে এবং তার মাঝখানে কোন অশালীন কথা না বললে তাকে এর বিনিময়ে বার বছরের ইবাদাতের সমান সাওয়াব দেয়া হবে। **অত্যন্ত দুর্বল, ইবনু মাজাহ (১১৬৭)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মাগরিবের পর বিশ রাক'আত নামায আদায় করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করেন।

আবূ ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরার হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র যাইদ ইবনু হুবাব হতে উমার ইবনু আবূ খাসআমের সূত্রেই এ হাদীসটি জানতে পেরেছি। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি, উমার ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আবূ খাসআম একজন প্রত্যাখ্যাত রাবী। হাদীসশাস্ত্রে তিনি খুবই দুর্বল।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٣) كِتَابُ صَلَاةِ الْوِتْرِ
অধ্যায় ৩ ঃ বিতর নামায

٧) باب ما جاء في الوتر بثلاث
অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ বিতরের নামায তিন রাক‘আত

٤٦٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ، يَقْرَأُ فِيْهِنَّ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِّنَ الْمُفَصَّلِ، يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ سُوَرٍ آخِرُهُنَّ: (قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ) ضعيف جدا: «المشكاة» ‹١٢٨١›

৪৬০। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাক‘আত বিতরের নামায আদায় করতেন। তিনি এতে মুফাস্‌সাল সূরাসমূহের নয়টি সূরা পাঠ করতেন, প্রতি রাক‘আতে তিনটি করে সূরা পাঠ করতেন, এর মধ্যে সর্বশেষ সূরা ছিল “কুল হুয়াল্লাহু আহাদ”। **অত্যন্ত দুর্বল, মিশকাত (১২৮১)**

এ অনুচ্ছেদে ইমরান ইবনু হুসাইন, আইশা, ইবনু আব্বাস, আবূ আইউব, আবদুর রহমান ইবনু আবযা উবাই ইবনু কা‘ব প্রমুখ সাহাবী হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও অন্যরা তিন রাক‘আত বিতর আদায়ের পক্ষে মত দিয়েছেন। সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, তুমি চাইলে বিতরের নামায পাঁচ, তিন বা এক রাক‘আতও আদায় করতে পার। তিনি আরো বলেছেন, আমি তিন রাক‘আত বিতর পড়া পছন্দ করি। ইবনুল মুবারাক ও কুফাবাসীগণের অভিমতও ইহাই। মুহাম্মাদ ইবনু

সীরীন বলেছেন, তাঁরা (নিজেরা) পাঁচ রাক'আতও আদায় করতেন, তিন রাক'আতও আদায় করতেন এবং এক রাক'আতও আদায় করতেন। তাঁরা এর প্রতিটিকেই উত্তম মনে করেছেন।

١٥) باب ما جاء : في صلاة الضحى

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ চাশতের নামায

٤٧٣. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُوْسَى بْنُ فُلَانِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمِّهِ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بَنَى اللهُ لَه قَصْرًا مِّنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ». **ضعيف : «ابن ماجه» (١٣٨٠).**

৪৭৩। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পূর্বাহ্নের বার রাক'আত নামায আদায় করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি সোনার প্রাসাদ তৈরী করেন। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (১৩৮০)**

এ অনুচ্ছেদে উম্মু হানী, আবূ হুরাইরা, নুআইম ইবনু হাম্মার, আবূ যার, আইশা, আবূ উমামা, উতবা ইবনু আবদ সুলামী, ইবনু আবী আওফা, আবূ সাঈদ, যাইদ ইবনু আরকাম ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ আনাসের হাদীসটি গারীব। শুধুমাত্র উল্লেখিত সূত্রেই এ হাদীসটি আমরা জানতে পেরেছি।

٤٧٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ نَهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِيْ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى، غُفِرَ لَه ذُنُوبُه، وَإِنْ

كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». **ضعيف : «المشكاة» (١٣١٨).**

৪৭৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পূর্বাহ্নের জোড়া নামাযের নিয়মিত হিফাযাত করে, তাঁর গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, তা সমুদ্রের ফেনার সমান হলেও। **যঈফ, মিশকাত (১৩১৮)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ ওয়াকী, নাযার ইবনু শুমাইল এবং আরও অনেকে এই হাদীসটি নাহ্হাস ইবনু ক্বাহম হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমরা তাকে এই হাদীস ছাড়া চিনতে পারিনি।

٤٧٧. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؛ حَتَّى نَقُولَ لَا يَدَعُ، وَيَدَعُهَا؛ حَتَّى نَقُولَ لَا يُصَلِّي». **ضعيف: «الإرواء» (٤٦٠)**

৪৭৭। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত পূর্বাহ্নের নামায আদায় করতেন, এমনকি আমরা বলাবলি করতাম, তিনি কখনও এ নামায ছাড়বেন না। তিনি আবার কখনও এমনভাবে এ নামায ছেড়ে দিতেন, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি হয়ত আর কখনও তা আদায় করবেন না। **যঈফ, ইরওয়া (৪৬০)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ প্রয়োজন পূরণের নামায (সালাতুল হাজাত)

٤٧٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ الْبَغْدَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ

ابْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ. وَحَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ مُنِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَكْرٍ، عَنْ فَائِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللّٰهِ حَاجَةٌ - أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِّنْ بَنِي آدَمَ -: فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللّٰهِ، وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لِيَقُلْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ! رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ؛ أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، [أَسْأَلُكَ أَلَّا] تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا - يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ -». **ضعيف جدا: «ابن ماجه»**

‹١٣٨٤›

৪৭৯। আবদুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির আল্লাহ তা'আলার কাছে অথবা কোন আদম সন্তানের কাছে কোন প্রয়োজন রয়েছে সে যেন প্রথমে উত্তমরূপে ওযূ করে, তারপর দুই রাক'আত নামায আদায় করে, তারপর আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করে, তারপর এ দু'আ পাঠ করে ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ..... আরহামার রাহিমীন"।

অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি ধৈর্যশীল ও মহামহিম। মহান আরশের মালিক আল্লাহ তা'আলা খুবই পবিত্র। সকল প্রশংসা সারা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য। (হে আল্লাহ!) আমি তোমার নিকট তোমার রাহমাত লাভের উপায়সমূহ, তোমার ক্ষমা লাভের কঠিন ওয়াদা, প্রত্যেক ভাল কাজের ঐশ্বর্য এবং সকল খারাপ কাজ

হতে নিরাপত্তা চাইছি। হে মহা অনুগ্রহকারী! আমার প্রতিটি অপরাধ ক্ষমা কর, আমার প্রতিটি দুশ্চিন্তা দূর করে দাও এবং যে প্রয়োজন ও চাহিদা তোমার সন্তোষ লাভের কারণ হয় তা পরিপূর্ণ করে দাও।"

অত্যন্ত দুর্বল, ইবনু মাজাহ (১৩৮৪)

আবূ ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি গারীব। এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কেননা এ হাদীসের এক রাবী ফাইদ ইবনু আবদুর রহমান হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। ফাইদের উপনাম আবুল ওয়ারকা।

٤٨٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ـ بُنْدَارٌ ـ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ كَيْسَانَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً». **ضعيف:**

«التعليق الرغيب» (٢/٢٨٠)

৪৮৪। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামাতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি হবে যে আমার প্রতি বেশি পরিমাণে দরূদ পাঠ করেছে।

যঈফ, তা'লীকুর রাগীব (২/২৮০)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আরও বর্ণিত আছে, তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরূদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশটি রাহমাত বর্ষণ করেন এবং তার জন্য দশটি সাওয়াব লিখে দেন।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٤- كِتَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
অধ্যায় ৪ ঃ জুমু'আর নামায

٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِيْ تُرْجَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ
অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ জুমু'আর দিনে যে সময়ে দু'আ ক্ববূল হওয়ার আশা করা যায়

٤٩٠. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللهُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا؛ إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهُ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ ؟ قَالَ: «حِيْنَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى انْصِرَافٍ مِّنْهَا». **ضعيف جدا: «ابن ماجه» ‹١٣٨٤›**

৪৯০। আমর ইবনু আওফ (রাঃ) হতে পর্যায় ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জুমু'আর দিনের মধ্যে একটি বিশেষ সময় আছে। এ সময়ে বান্দাহ আল্লাহ তা'আলার নিকট যা চায় আল্লাহ তা'আলা তাকে তা দান করেন। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ সময়টি কখন? তিনি বললেন ঃ যখন নামায শুরু হয় তখন হতে তা শেষ হওয়া পর্যন্ত।

খুবই দুর্বল, ইবনু মাজাহ (১৩৮৪)

এ অনুচ্ছেদে আবূ মূসা, আবূ যার, সালমান, আবদুল্লাহ ইবনু সালাম, আবূ লুবাবা ও সা'দ ইবনু উবাদা এবং আবূ উমামা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ আমর ইবনু আওফের হাদীসটি হাসান এবং গারীব।

٥٠١. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَدُّويَهِ قَالاَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ابْنُ دُكَيْنٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ثُوَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ قُبَاءَ، عَنْ أَبِيهِ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْهَدَ الْجُمُعَةَ مِنْ قُبَاءَ» **ضعيف الإسناد.**

৫০১। জনৈক সাহাবী হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুবা পল্লী হতে জুমু'আর নামাযে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। **এই হাদীসটির সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি আমরা কেবল উল্লেখিত সনদেই জানতে পেরেছি। এ অনুচ্ছেদে সহীহ্ সনদ সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীস নেই। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "এমন ব্যক্তির উপরও জুমু'আ ওয়াজিব যে নামায আদায় করে রাতের প্রথম দিকেই নিজ পরিবারে পৌঁছে যেতে পারে।"

এটাও যঈফ হাদীস। কেননা এ হাদীসের এক রাবী আবদুল্লাহ ইবনু সাঈদ আল-মাকবূরী হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল কাত্তান তাকে দুর্বল বলেছেন। জুমু'আর নামায কার উপর ওয়াজিব তা নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতের অমিল আছে। কেউ কেউ বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর নামায আদায় করে রাতের মধ্যেই ঘরে পৌঁছে যেতে পারে তার উপর জুমু'আ ওয়াজিব। অন্য একদল মনীষী বলেছেন, যতদূর আযানের শব্দ পৌঁছে ততদূর পর্যন্ত লোকদের উপর জুমু'আ ওয়াজিব।

ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এই মত দিয়েছেন।

٥٠٢. سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ، كُنَّا عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فَذَكَرُوا عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ ؟ فَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ فِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ فَقُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَحْمَدُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُعَارِكُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ» قَالَ فَغَضِبَ عَلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ لِيْ: اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ. ضعيف جدا: «المشكاة» ‹١٣٧٦›

৫০২। আমি (তিরমিযী) আহমাদ ইবনু হাসানকে বলতে শুনেছি ঃ আমরা আহমাদ ইবনু হাম্বলের নিকট উপস্থিত ছিলাম। কার উপর জুমু'আ ওয়াজিব এ নিয়ে আলোচনা জমে উঠল। আহমাদ ইবনু হাম্বল এ বিষয়ের উপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীস উল্লেখ করেননি। আহমাদ ইবনু হাসান বলেন, আমি আহমাদ ইবনু হাম্বলকে বললাম, আবূ হুরাইরা (রাঃ) এ প্রসঙ্গে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস! আমি বললাম, হ্যাঁ। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি রাত হতে হতে বাড়ি পৌঁছতে পারবে তাঁর উপরও জুমু'আ ওয়াজিব।" এ হাদীস শুনে আহমাদ ইবনু হাম্বল আমার উপর রেগে গেলেন এবং বললেন, তোমার আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চাও, তোমার আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চাও। **খুবই দুর্বল, মিশকাত (১৩৭৬)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ আহমাদ ইবনু হাম্বল একথা এজন্যই বলেছেন, তিনি এ হাদীসকে গণায়ই ধরেন না। কেননা তার সনদ দুর্বল।

١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ التَّخَطِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ জুমু'আর দিন লোকদের ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়া মাকরূহ

٥١٣. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ

ﷺ «مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ - يَوْمَ الْجُمُعَةِ -: اتَّخَذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ».

ضعيف: «ابن ماجه» (١١١٦).

৫১৩। সাহাল ইবনু মুআয ইবনু আনাস (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (মুয়ায রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জুমু'আর দিন (নামাযের সময়) যে ব্যক্তি লোকের ঘাড় টপকিয়ে (কাতার ভেদ করে) সামনে যাবার চেষ্টা করল সে যেন (এই কাজ টিকে) জাহান্নামের পুল (সাঁকো) বানাল।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (১১১৬)

এ অনুচ্ছেদে জাবির (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। কেবল রিশদীন ইবনু সা'দের সূত্রেই আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। বিশেষজ্ঞগণ এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে লোকদের ঘাড় টপকিয়ে কোন ব্যক্তির সামনে যাওয়া মাকরূহ বলেছেন এবং কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন।

এ হাদীসের রাবী রিশদীন ইবনু সা'দকে কিছু হাদীস বিশারদ স্মরণশক্তির দিক হতে দুর্বল বলেছেন।

٢١. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ مِنَ الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ মিম্বার থেকে নেমে ইমামের কথা বলা

٥١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكَلَّمُ بِالْحَاجَةِ إِذَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ». **شاذ: «ابن ماجه» (١١١٧)**

৫১৭। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিম্বার হতে নামতেন তখন প্রয়োজনবোধে কথা বলতেন। **শাজ, ইবনু মাজাহ (১১১৭)**

আমি (তিরমিযী) এ হাদীসটি কেবলমাত্র জারীর ইবনু হাযিমের

সূত্রে জানতে পেরেছি। আমি মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছি, জারীর ইবনু হাযিম এ হাদীসে সংশয়ে পড়ে গেছেন। আনাসের সূত্রে সাবিত যে বর্ণনা করেছেন সেটাই সহীহ্। তাতে আছে ঃ "নামাযের জন্য ইকামাত দেওয়া হল। এমন সময় এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত ধরে কথা বলতে থাকল। এমনকি লোকেরা নিদ্রার আবেশে আচ্ছন্ন হতে লাগল।"

মুহাম্মাদ বলেন, আসলে হাদীস হল এটি। কখনও কখনও জারীর ইবনু হাযিম অনুমানে লিপ্ত হন কিন্তু তিনি সত্যবাদী। যেমন এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"নামাযের জন্য ইকামাত হয়ে গেলেও আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা নামাযে দাঁড়াবে না।"

জারীরের বর্ণিত সনদের পরিপ্রেক্ষিতে এ হাদীসটি ভুল কিন্তু অন্য সনদে সহীহ্ হাদীস। তিনি রাবীদের সনদ বর্ণনায় ত্রুটি করে ফেলেন। যেমন হাদীসটি সাবিত আল- বুনানী আবূ কাতাদা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু জারীর সংশয়ের বশবর্তী হয়ে আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত বলেছেন।

٢٨) بَابُ مَا جَاءَ : فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ জুমু'আর দিন সফর করা

৫২৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي سَرِيَّةٍ، فَوَافَقَ ذٰلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَغَدَا أَصْحَابُهُ، فَقَالَ : أَتَخَلَّفُ فَأُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ، فَلَمَّا صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ رَآهُ، فَقَالَ : «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْدُوَ مَعَ أَصْحَابِكَ؟!»، فَقَالَ : أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ، ثُمَّ أَلْحَقَهُمْ، قَالَ : «لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا، مَا أَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ». **ضعيف الإسناد.**

৫২৭। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাঃ)-কে একটি সৈন্য বাহিনীর সাথে পাঠালেন। ঘটনাক্রমে তা ছিল জুমু'আর দিন। তাঁর সংগীরা সকাল বেলা রাওয়ানা হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, আমি পিছনে থেকে যেতে চাই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করব, তারপর তাদের সাথে মিলিত হব। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখে ফেললেন। তিনি তাঁকে বললেন সকাল বেলা তোমার সঙ্গীদের সাথে একত্রে যেতে কোন্ জিনিস তোমাকে বাধা দিল? তিনি বললেন, আমি আপনার সাথে নামায আদায় করার ইচ্ছা করেছি, তারপর তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হব। তিনি বললেন ঃ দুনিয়ার সমস্ত কিছু ব্যয় করলেও তুমি সকাল বেলায় চলে যাওয়া দলের সমান ফাযীলাত ও মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এটা গারীব হাদীস। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র উল্লেখিত সনদেই জেনেছি। শুবা বলেছেন, হাকাম মিকসামের নিকট মাত্র পাঁচটি হাদীস শুনেছেন। শুবা হাদীসগুলো গণনা করেছেন কিন্তু তার মধ্যে উল্লেখিত হাদীসটি নেই। সম্ভবত হাকাম এ হাদীসটি মিকসামের নিকট শুনেননি।

জুমু'আর দিন সফর প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতের অমিল আছে। একদল বলেছেন, যদি নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত না হয় তবে জুমু'আর দিন সফরে বের হওয়ায় কোন সমস্যা নেই। অপর একদল বলেছেন, শুক্রবার সকাল হওয়ার পর জুমু'আর নামায আদায়ের আগে সফরে বের হবে না।

٢٩) بَابُ مَا جَاءَ : فِي السِّوَاكِ وَالطِّيْبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদঃ ২৯ ॥ জুমু'আর দিন মিসওয়াক করা ও সুগন্ধি লাগানো

٥٢٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلْيَمَسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طِيْبِ أَهْلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَالْمَاءُ لَهُ طِيْبٌ». **ضعيف : «المشكاة»** ‹١٤٠٠›.

৫২৮। বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানদের কর্তব্য হল, তারা যেন জুমু'আর দিন গোসল করে। তাদের প্রত্যেকে যেন নিজ পরিবারে সুগন্ধি থাকলে তা ব্যবহার করে। তা না পাওয়া গেলে গোসলের পানিই তার জন্য সুগন্ধি। **যঈফ, মিশকাত (১৪০০)**

এ অনুচ্ছেদে আবূ সাঈদ ও একজন আনসারী (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীস হাসান। উল্লেখিত হাদীসটি হুশাইম ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ হতে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হুশাইমের এ বর্ণনাটি পূর্ববর্তী ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীমের বর্ণনার চেয়ে বেশী উত্তম। কেননা পূর্ববর্তী সনদের রাবী ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীমকে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলা হয়েছে।

٤١) بَابُ مَا جَاءَ : فِي التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ সফরে নফল নামায আদায় করা

٥٥٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي بُسْرَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ : صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا، فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ. **ضعيف : «ضعيف أبي داود»** ‹٢٢٢›.

৫৫০। বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আঠার মাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী ছিলাম। আমি তাঁকে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যুহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে দু' রাক'আত (সুন্নাত) নামায ছেড়ে দিতে দেখিনি। **যঈফ, যঈফ আবূ দাউদ (২২২)**

এ অনুচ্ছেদে ইবনু উমার (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমি মুহাম্মাদকে (ইমাম বুখারীকে) এ হাদীস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমি এটা লাইস ইবনু সা'দের সূত্রেই জেনেছি এবং তিনি আবূ বুসরার নাম বলতে পারেননি, তবে তাঁকে উত্তম ধারণা করেছেন।

ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে নামাযের পূর্বে বা পরে সুন্নাত বা নফল নামায আদায় করতেন না। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সফরে নফল নামায আদায় করতেন। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আলিমদের মধ্যে মত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

একদল সাহাবার মত হল, সফরে নফল নামায আদায় করবে। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক এই মতের পক্ষে। অপর একদল বিশেষজ্ঞ বলেছেন, সফরে ফরয নামাযের আগে বা পরে কোন নফল নামায নেই। যে লোক নফল নামায আদায় করল না সে সম্মতি ও ফুরসতের সুযোগ গ্রহণ করল। আর যদি কেউ নফল আদায় করে তবে সে ফাযীলাত লাভ করল। বেশিরভাগ বিদ্বানের মতে সফরে নফল এবং সুন্নাত নামায আদায় করাই ভাল।

٥٥١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. **ضعيف الإسناد منكر المتن لمخالفته لحديثه المتقدم ‹٥٣٦› وغيره.**

৫৫১। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে যুহরের নামায দুই রাক'আত আদায় করেছি। এরপর আরো দুই রাক'আত আদায় করেছি। **সনদ দুর্বল। তার বর্ণিত পূর্ববর্তী ৫৩৬ নং হাদীসের বিরোধী হওয়ার ফলে মতন ও মুনকার**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এটি হাসান হাদীস। ইবনু আবী লাইলা আতিয়্যাহ এবং নাফি এর সূত্রে ইবনু উমার হতে বর্ণনা করেছেন।

٥٥٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ- يَعْنِيْ : الْكُوفِيَّ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، وَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا، وَالْمَغْرِبَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءً، ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ لَا تَنْقُصُ فِي الْحَضَرِ وَلَا فِي السَّفَرِ، هِيَ وِتْرُ النَّهَارِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. **ضعيف الإسناد منكر المتن : انظر ما قبله.**

৫৫২। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নিজ এলাকায় থাকার সময় এবং সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করেছি। বাড়িতে থাকার সময় তাঁর সাথে যুহরের (ফরয) নামায চার রাক'আত আদায় করেছি। অতঃপর দুই রাক'আত (সুন্নাত) আদায় করেছি। সফরে তাঁর সাথে যুহরের (ফরয) নামায দুই রাক'আত আদায় করেছি। অতঃপর দুই রাক'আত (সুন্নাত) নামায আদায় করেছি। আসরের (ফরয) নামায দুই রাক'আত আদায় করেছি। তারপর তিনি আর কোন নামায আদায় করেননি। মাগরিবের (ফরয) নামায সফরে ও বাসস্থানে সমানভাবে তিন রাক'আত আদায় করেছি। এটা সফরে ও বাসস্থানে কম হয় না। আর এটাই হল দিনের বিতরের (বেজোর) নামায। তারপর দুই রাক'আত (সুন্নাত) আদায় করেছি। **সনদ দুর্বল, মতন মুনকার। দেখুন পূর্বের হাদীস**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এটি হাসান হাদীস। আমি মুহাম্মাদকে বলতে

শুনেছি, ইবনু আবী লাইলার বর্ণনাগুলোর মধ্যে এই বর্ণনাটিই আমার নিকট বেশি সুন্দর। তবে আমি তার কোন হাদীস বর্ণনা করিনা।

٤٥) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ صِفَةِ الْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫ ॥ গ্রহণের নামাযের কিরা'আতের ধরন

٥٦٢. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عِبَادٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ : صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ فِيْ كُسُوْفٍ، لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا. **ضعيف** : «ابن ماجه» <١٢٦٤>.

৫৬২। সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সূর্যগ্রহণের নামায আদায় করালেন। কিন্তু আমরা তাঁর (কিরা'আত পাঠের) কোন আওয়াজ শুনতে পাইনি। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (১২৬৪)**

এ অনুচ্ছেদে আইশা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ সামুরার হাদীসটি হাসান, সহীহ্। একদল আলিম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করার কথা বলেছেন। ইমাম শাফিঈর এটাই মত (নিঃশব্দে কিরা'আত পাঠ করবে)।

٤٧) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ سُجُوْدِ الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭ ॥ কুরআনের সিজদাসমূহ

٥٦٨. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِيْ هِلاَلٍ، عَنْ عُمَرَ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ : سَجَدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً، مِنْهَا الَّتِيْ فِي النَّجْمِ. **ضعيف** : «ابن ماجه» <١٠٥٥>.

৫৬৮। আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (কুরআনে) এগারটি সিজদা করেছি যার মধ্যে সূরা নাজমের সিজদাটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (১০৫৫)

٥٦٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عُمَرَ- وَهُوَ ابْنِ حَيَّانَ الدِّمَشْقِيُّ-، قَالَ : سَمِعْتُ مُخْبِرًا يُخْبِرُ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .... نَحْوَهُ بِلَفْظِهِ.

ضعيف : المصدر نفسه.

৫৬৯। আবূ দারদা (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ....পূর্বোক্ত হাদীসের মতো। **যঈফ, প্রাগুক্ত**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি পূর্ব বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহবের হাদীস হতে বেশী সহীহ। তিনি আরও বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে আলী, ইবনু আব্বাস আবূ হুরাইরাহ, ইবনু মাসঊদ যাইদ ইবনু সাবিত এবং আমর ইবনু আস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি আরও বলেনঃ আবূ দারদার এ হাদীসটি গারীব। এটি আমরা কেবল উমার ইবনু হায়্যান আদ-দিমাশকীর বরাতে সাঈদ ইবনু আবূ হিলাল হতেই জেনেছি।

٦٠) بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০ ॥ নামাযরত অবস্থায় এদিক সেদিক তাকান

٥٨٩. حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ : قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَا بُنَيَّ!

إِيَّاكَ وَالْاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الْاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ، فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الْفَرِيْضَةِ». ضعيف : «التعليقات الجياد» «التعليق الرغيب» (١/١٩١)، «المشكاة» (٩٩٧).

৫৮৯। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হে প্রিয় বৎস সাবধান! নামাযের মধ্যে কখনো এদিক-সেদিক দেখবে না। কেননা নামাযরত অবস্থায় এদিক-সেদিক তাকানো সর্বনাশ ডেকে আনে। যদি তাকানোর খুবই দরকার হয় তবে নফল নামাযে তাকাও, ফরয নামাযে নয়।

যঈফ, তা'লিকাতুল জিয়াদ, তা'লিকুর রাগীব- (১/১৯১), মিশকাত- (৯৯৭)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٧٨) بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الرُّخْصَةِ لِلْجُنُبِ فِي الْأَكْلِ، وَالنَّوْمِ إِذَا تَوَضَّأَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮ ॥ নাপাক অবস্থায় ওযূ করে পানাহার ও ঘুমানোর অনুমতি

٦١٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَمَّارٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ، أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. ضعيف : «ضعيف أبي داود» (٢٨).

৬১৩। আম্মার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপবিত্র ব্যক্তিকে নামাযের ওযূর মতো ওযূ করে খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমানোর সম্মতি দিয়েছেন।যঈফ, যঈফ আবূ দাঊদ (২৮)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٥- كِتَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ

অধ্যায় ৫ ঃ যাকাত

٢) بَابُ مَا جَاءَ : إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ যখন তুমি যাকাত আদায় করে ফেললে, তোমার উপর আরোপিত ফরজ আদায় করলে

٦١٨. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ». ضعيف : «ابن ماجه» ‹١٧٨٨›.

৬১৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তুমি তোমার ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করে ফেললে, তুমি তোমার কর্তব্যভার পালন করলে।

যঈফ ইবনু মাজাহ (১৭৮৮)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি যাকাত নিয়ে আলোচনা করলে এক লোক বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ ব্যতীতও কি আমার কিছু করার আছে? তিনি বলেন ঃ না, তবে বাড়তি (দান-খাইরাত) করতে পার। ইবনু হুজাইরার নাম আব্দুর রহমান ইবনু হুজাইরাহ্ আল-মিসরী।

١١) بَابُ مَا جَاءَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ جِزْيَةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ মুসলমানদের উপর জিয্ইয়া ধার্য হয় না

٦٣٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ : حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ قَابُوْسَ بْنِ أَبِيْ ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِيْ أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ جِزْيَةٌ». **ضعيف : «الإرواء» (١٢٤٤)، «الضعيفة» (٤٣٧٩).**

৬৩৩। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একই লোকালয়ে (আরবে) দু'টি কিবলার সুযোগ নেই এবং মুসলমানদের ওপর কোন জিয্ইয়া নেই। **যঈফ, ইরওয়া (১২৪৪), যঈফ (৪৩৭৯)**

٦٣٤. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ قَابُوْسَ....... بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. **ضعيف، الجامع الصغير (٢٠٥٠) المشكاة (٤٠٣٩)**

আবূ কুরাইবও এই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

যঈফ, জামে সাগীর (২০৫০), মিশকাত (৪০৩৯)

এ অনুচ্ছেদে সাঈদ ইবনু যাইদ ও হারব ইবনু উবাইদুল্লাহর দাদা হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, কাবূস ইবনু আবূ যাবিয়ান তাঁর পিতার সূত্রে এ হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সকল ফিক্হবিদ এ হাদীসের ভিত্তিতে একমত হয়ে বলেছেন, কোন নাসারা (খ্রীস্টান) মুসলমান হলে তার ওপর নির্ধারিত জিয্ইয়া মাওকূফ হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ "মুসলমানদের ওপর উশরের জিয্ইয়া নেই"–এর অর্থ হচ্ছে ঃ ব্যক্তির ওপর নির্ধারিত জিয্ইয়া। এ হাদীস হতে এটাও বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি বলেছেন ঃ উশর (জিয্ইয়া) শুধু ইয়াহূদী ও নাসারাদের ওপর আরোপিত হবে, মুসলমানদের ওপর কোন উশর ধার্য হবে না।

١٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ অলংকার ও গহনাপত্রের যাকাত

٦٣٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، وَفِيْ أَيْدِيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا : «أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟!»، قَالَتَا : لاَ، قَالَ : فَقَالَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللّٰهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟»، قَالَتَا : لاَ، قَالَ : «فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ». **حسن بغير هذا اللفظ : «الإرواء» ‹٢٩٦/٣›، «المشكاة» ‹١٨٠٩›، «صحيح أبي داود» ‹١٣٩٦›.**

৬৩৭। আমর ইবনু শুআইব (রাহঃ) হতে পালাক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে। দুইজন মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসে। তাদের দু'জনের হাতে স্বর্ণের বালা ছিল। তিনি তাদের উভয়কে প্রশ্ন করেন ঃ তোমরা কি এর যাকাত দাও? তারা বলল, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা কি এটা মনঃপূত কর যে, আল্লাহ তা'আলা (কিয়ামাতের দিন) তোমাদের আগুনের দু'টি বালা পরিয়ে দিবেন? তারা বলল, না। তিনি বলেন ঃ তবে তোমরা এর যাকাত দাও। **অন্য শব্দে হাদীসটি হাসান। ইরওয়া ৩/২৯৬, মিশকাত (১৮০৯), সহীহ আবূ দাউদ (১৩৯৬)**

আবূ ঈসা বলেন, মুসান্না ইবনুস সাব্বাহ ও ইবনু লাহীআও আমর ইবনু শুআইবের নিকট হতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা দু'জনেই হাদীস শাস্ত্রে যঈফ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে এ সম্পর্কে সহীহ সনদে কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। (কিন্তু ইমাম আবূ দাঊদ এ হাদীসটি অপর একটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যাতে কোন খুঁত নেই)।

١٥) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ ইয়াতীমের সম্পদের যাকাত

٦٤١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ : «أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ». **ضعيف** : «الإرواء» <٧٨٨>.

৬৪১। আমর ইবনু শুআইব (রাহঃ) হতে পালাক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন ঃ শুনো! যে লোক কোন সম্পদশালী ইয়াতীমের তত্ত্বাবধায়ক হয়েছে, সে যেন তা ব্যবসায়ে খাটায় এবং ফেলে না রাখে। তা না হলে যাকাতে সেগুলো নিঃশেষ হয়ে যাবে।

যঈফ, ইরওয়া (৭৮৮)

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি শুধু উল্লেখিত সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর সনদ সম্পর্কে সমালোচনা আছে। কেননা মুসান্না ইবনুস সাব্বাহকে হাদীস শাস্ত্রে যঈফ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেহ কেহ হাদীসটি আমর ইবনু শুয়াইব হতে এই ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব ভাষণ দিলেন পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

ইয়াতীমের মালে যাকাত নির্ধারিত হবে কি না এই প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতের অমিল আছে। কিছু সাহাবী, যেমন উমার, আলী, আইশা ও ইবনু উমার (রাঃ) ইয়াতীমের মালে যাকাত নির্ধারিত হবে বলে মত দিয়েছেন। ইমাম মালিক শাফিঈ আহমাদ ও ইসহাকের মত এটাই। অপর একদল বিদ্বান বলেছেন, ইয়াতীমের সম্পদে যাকাত নির্ধারিত হবে না। সুফিয়ান সাওরী ও আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের এই মত। রাবী আমর ইবনু শুআইব-মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আমর

ইবনুল আসের ছেলে। তিনি তাঁর দাদা আবদুল্লাহ ইবনু আমরের নিকট হাদীস শুনেছেন। কিন্তু ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ (রাহঃ) আমর ইবনু শুআইবের হাদীসের সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন, তার হাদীস আমাদের মতে যঈফ। যারাই তাকে যঈফ বলেছেন– তার কারণ উল্লেখ করেছেন, তিনি তার দাদা আবদুল্লাহ ইবনু আমরের খসড়া হতে হাদীস বর্ণনা করেন। অপরদিকে বেশীরভাগ হাদীস বিশারদ তাঁর বর্ণিত হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং একে প্রামাণ্য বলে গণ্য করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন ইমাম আহমাদ, ইসহাক ও অন্যান্যরা।

١٧) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْخَرْصِ

অনুচ্ছেদঃ ১৭ ॥ আন্দাজ করে গাছের ফলের পরিমাণ নির্ধারণ করা

٦٤٣. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ : أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ يَقُولُ : جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا، فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ : «إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ». **ضعيف : «ضعيف أبي داود» ‹٢٨١›، «الضعيفة» ‹٢٥٥٦›.**

৬৪৩। আবদুর রহমান ইবনু মাসঊদ (রাহঃ) বলেন, সাহল ইবনু আবূ হাসমা (রাঃ) আমাদের এক মজলিসে হাযির হয়ে বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ যখন তোমরা কোন ফলের পরিমাণ আন্দাজ কর তখন (সে অনুযায়ী যাকাত) নিয়ে নাও। তা (আন্দাজে নির্দ্ধারিত মোট পরিমাণ) হতে তিনভাগের এক অংশ বাদ দাও। যদি তিনভাগের এক অংশ না বাদ দাও তবে অন্তত চারভাগের এক অংশ বাদ দাও। **যঈফ, যঈফ আবূ দাঊদ (২৮১)**

এ অনুচ্ছেদে আইশা, আত্তাব ইবনু উসাইদ ও ইবনু আব্বাস (রাঃ)

হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেছেন, বেশিরভাগ আলিম এ হাদীস অনুসারে আমল করার পক্ষপাতী। ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাক এই হাদীসের সমর্থক। অনুমান করার তাৎপর্য হল, খেজুর অথবা আঙ্গুর পাকার সময় হলে রাষ্ট্রপ্রধান (অথবা তার প্রতিনিধি) একজন ফল বিশেষজ্ঞকে উৎপাদিত ফল আন্দাজ করার জন্য পাঠাবেন। তিনি অনুমান করে বলবেন, গাছের খেজুর বা আঙ্গুর শুকানোর পরে কতটুকু হতে পারে। সেই অনুযায়ী তিনি উশরের পরিমাণ ঠিক করবেন। একইভাবে অন্যান্য ফলের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। ফল আন্দাজ করে বাগান মালিকের হিফাযাতে ছেড়ে দেবে। তারপর ফল পেকে শুকানোর পর আগের নির্ধারিত দশ ভাগের এক অংশ উশর নিবে। একদল আলিম হাদীসের এই মর্মার্থ বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফিঈ, মালিক, আহ্‌মাদ ও ইসহাক একই রকম ব্যাখ্যাই করেছেন।

٦٤٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمْرٍو مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَذَّاءُ الْمَدَنِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُوْمَهُمْ وَثِمَارَهُمْ. وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ....... أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِيْ زَكَاةِ الْكُرُوْمِ : «إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيْبًا، كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا». **ضعيف : «الإرواء» ‹٨٠٧›، «ضعيف أبي داود» ‹٢٨٠›.**

৬৪৪। আত্তাব ইবনু উসাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিদের নিকটে তাদের আঙ্গুর এবং অন্যান্য ফল আন্দাজ (পরিমাণ নির্ধারণ) করার জন্য লোক পাঠাতেন। একই সনদে এও বর্ণিত আছে ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙ্গুরের যাকাত প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ যেভাবে (গাছে থাকতেই) খেজুর আন্দাজ করা হয় ঠিক সেভাবে আঙ্গুরও আন্দাজ করা হবে। তারপর

যেভাবে খেজুরের যাকাত শুকনো খেজুর দিয়ে আদায় করা হয় সেভাবে আঙ্গুরের ক্ষেত্রেও কিশমিশ দিতে হবে।

যঈফ, ইরওয়া (৮০৭), যঈফ আবূ দাঊদ (২৮০)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। ইবনু জুরাইজ এ হাদীসটি ইবনু শিহাবের সূত্রে, তিনি উরওয়ার সূত্রে এবং তিনি আইশা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আমি মুহাম্মাদকে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ইবনু জুরাইজের হাদীস সুরক্ষিত নয়, বরং আত্তাবের হাদীসই অনেক বেশী সহীহ।

٢١) بَابُ مَا جَاءَ : أَنَّ الصَّدَقَةَ تُؤْخَذُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ فَتُرَدُّ فِي الْفُقَرَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ ধনীদের নিকট হতে যাকাত আদায় করে দরিদ্রদের মধ্যে বিলি করা

٦٤٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا، فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَائِنَا، وَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا، فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا. **ضعيف الإسناد.**

৬৪৯। আওন ইবনু আবূ জুহাইফা (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (আবূ জুহাইফা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (নিযুক্ত) যাকাত আদায়কারী আমাদের নিকটে আসলেন। তিনি আমাদের মালদারদের নিকট হতে যাকাত নিয়ে আমাদের দরিদ্রদের মাঝে বিলি করলেন। এ সময় আমি ইয়াতীম বালক ছিলাম। তিনি আমাকে তা হতে একটি হৃষ্টপুষ্ট মাদী উট দিলেন। সনদ দুর্বল

এ অনুচ্ছেদে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আবূ জুহাইফার হাদীসটি হাসান। ইমাম শাফিঈ এবং অন্যরা এই রকমই মত দিয়েছেন।

٢٣) بَابُ مَا جَاءَ : مَنْ لاَ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ যাকাতের মাল যাদের জন্য বৈধ নয়

٦٥٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ- وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ، فَأَخَذَ بِطَرَفِ رِدَائِهِ، فَسَأَلَهُ إِيَّاهُ، فَأَعْطَاهُ، وَذَهَبَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ حُرِّمَتِ الْمَسْأَلَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ، إِلاَّ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ، كَانَ خُمُوشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ». **ضعيف : «الإرواء»** ‹٣/٣٨٤›.

৬৫৩। হুবশী ইবনু জুনাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বিদায় হাজ্জের সময় বলতে শুনেছি। তিনি তখন 'আরাফার মাইদানে ছিলেন। এক বিদুঈন এসে তাঁর চাদরের পার্শ্ব ধরে তাঁর নিকটে কিছু চাইলো। তিনি তাকে কিছু দিলেন। লোকটি চলে গেল। এ সময়ই ভিক্ষারূপ পেশা নিষিদ্ধ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ধনী লোকের জন্য এবং সুস্থ সুগঠিত শরীরের অধিকারী সচল ব্যক্তির জন্য (অপরের নিকট) ভিক্ষা করা জায়িয নয়, তবে সর্বনাশা অভাবে পরেছে এমন ব্যক্তি এবং অপমানকর কর্জে জর্জরিত ব্যক্তির জন্য জায়িয। যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ বাড়ানোর উদ্দেশে অপরের নিকটে ভিক্ষা চায়, কিয়ামাতের দিন তার চেহারায় এর ক্ষতচিহ্ন হবে এবং সে জাহান্নামের উত্তপ্ত পাথর খাবে। অতএব যার ইচ্ছা হয় (ভিক্ষা) কম করুক আর যার ইচ্ছা হয় বেশী করুক। **যঈফ, ইরওয়া (৩/৩৮৪)**

٦٥٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ بْنِ سُلَيْمَانَ......... نَحْوَهُ. **انظرما قبله.**

৬৫৪। মাহমূদ ইবনু গাইলান ইয়াহইয়া ইবনু আদাম এর সূত্রে আব্দুর রহীম ইবনু সুলাইমান হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ ঈসা বলেন, এই সূত্রে হাদীসটি গারীব।

٢٦) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যাকাত দেয়া

٦٥٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، يُبَلِّغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ : «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا، فَالْمَاءُ، فَإِنَّهُ طَهُوْرٌ». **ضعيف : والصحيح من فعله صلى الله عليه وسلم : «ابن ماجه» (١٦٩٩).**

৬৫৮। সালমান ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ইফতার করে, সে যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে। যেহেতু এতে বারকাত আছে। সে যদি খেজুর না পায় তবে যেন পানি দ্বারা ইফতার করে। যেহেতু পানি হল পবিত্র। **যঈফ, সহীহ হল তাঁর স্বীয় কর্ম। ইবনু মাজাহ, (১৬৯৯)**

তিনি আরো বলেছেন ঃ দরিদ্রদের প্রতি দান-খাইরাত করা দান হিসেবেই গণ্য হয়; কিন্তু আত্মীয়-স্বজনকে দান করলে তা দান করাও হয় এবং আত্মীয়তাও রক্ষা করা হয় (তাই সাওয়াবও দ্বিগুণ)।

সহীহ, ইবনু মাজাহ (১৮৪৪)

এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের স্ত্রী যাইনাব, জাবির ও আবূ

হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, সালমান ইবনু আমিরের হাদীসটি হাসান। সুফিয়ান সাওরী আসিম হতে, তিনি হাফসা বিনতু সীরীন হতে তিনি রিবাব হতে তিনি সালমান ইবনু আমির হতে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর শুবা আসিম হতে তিনি হাফসা বিনতু সীরীন হতে তিনি সালমান ইবনু আমির হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তার এই বর্ণনায় তিনি রিবাবের উল্লেখ করেন নাই। সুফিয়ান সাওরী এবং ইবনু উআইনার বর্ণনাটি বেশী সহীহ। ইবনু আউন এবং হিশাম ইবনু হাস্‌সান হাফসা হতে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٧) بَابُ مَا جَاءَ : أَنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ যাকাত ছাড়াও সম্পদে আরো প্রাপ্য আছে

٦٥٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَدُّويَهْ : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ : سَأَلْتُ- أَوْ سُئِلَ- النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ : «إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ»، ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ، الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ : {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} الآية. **ضعيف : «ابن ماجه» ‹١٧٨٩›.**

৬৫৯। ফাতিমা বিনতু কাইস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি অথবা (রাবীর সন্দেহে) অন্য কেউ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাকাত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনি বলেন ঃ অবশ্যই যাকাত ছাড়াও (ধনীর) মালে আরো প্রাপ্য আছে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা বাকারার এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ "তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে শুধু এটাই সাওয়াবের কাজ নয়, বরং সাওয়াব আছে– কোন ব্যক্তি আল্লাহ, আখিরাত, ফিরিশতা, কিতাব ও নাবীদের প্রতি ঈমান আনলে এবং তাঁর ভালবাসায় আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, পথিক-মুসাফির, ভিক্ষুক ও ক্রীতদাসদের মুক্ত করার

উদ্দেশ্যে নিজের সম্পদ খরচ করলে, নামায কায়িম করলে, যাকাত আদায় করলে এবং ওয়াদা করে তা রক্ষা করলে, দুর্ভিক্ষ, প্রতিকূল অবস্থা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় ধৈর্য ধরলে। এরাই প্রকৃত সত্যবাদী আর এরাই প্রকৃত মুত্তাকী"। (সূরা ঃ বাকারা – ১৭৭) যঈফ, ইবনু মাজাহ (১৭৮৯)

٦٦٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ، عَنْ شَرِيْكٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ». **ضعيف أيضاً.**

৬৬০। ফাতিমা বিনতু কাইস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাকাত ছাড়াও (সম্পদশালীর) সম্পদে অবশ্যই আরো প্রাপ্য আছে। **অনুরূপ যঈফ**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ খুব একটা (মজবুত) নয়। আবূ হামযা মায়মূন আল-আ'ওয়ার একজন দুর্বল রাবী। বায়ান ও ইসমাঈল ইবনু সালিম উল্লেখিত হাদীস শাবী (রাহঃ) হতে তাঁর বিবৃতিরূপে বর্ণনা করেছেন এবং এটাই বেশী সহীহ।

٢٨) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ فَضْلِ الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ দান-খাইরাতের মর্যাদা

٦٦٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ، وَيَأْخُذُهَا بِيَمِيْنِهِ، فَيُرَبِّيْهَا لِأَحَدِكُمْ، كَمَا يُرَبِّيْ أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ، حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيْرُ مِثْلَ أُحُدٍ». وَتَصْدِيْقُ ذٰلِكَ فِيْ كِتَابِ اللهِ – عَزَّوَجَلَّ : {أَلَمْ يَعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ هُوَ

يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ} وَ {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ}. منكر بزيادة «وتصديق ذلك» : «الإرواء» (٣٩٤/٣)، «التعليق الرغيب» (١٩/٢).

৬৬২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা দান-খাইরাত ক্ববূল করেন এবং তা ডান হাতে গ্রহণ করেন। সেগুলো প্রতিপালন করে তিনি তোমাদের কারো জন্য বাড়াতে থাকেন, যেভাবে তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বাচ্চা লালন-পালন করে বড় করতে থাকে। (এ দানের) এক একটি গ্রাস বাড়তে বাড়তে উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ হয়ে যায়। এর প্রমাণে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবে আছে ঃ তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা ক্ববূল করেন এবং তাদের দান গ্রহণ করেন" (সূরা ঃ তাওবা– ১০৪)। "আল্লাহ তা'আলা সুদকে নির্মূল করেন এবং দান-খাইরাত বাড়িয়ে দেন" (সূরা ঃ বাকারা– ২৭৬) **হাদীসের বর্ধিত অংশ এর প্রমাণে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব রয়েছে......। মুনকার। ইরওয়া (৩/৩৯৪), তা'লীকুর রাগীব (২/১৯)**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আ'য়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর সূত্রেও নাবী ﷺ হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অনেক বিদ্বানগণই এ হাদীস বা এর অনুরূপ বর্ণনা যাতে আল্লাহ্র গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, যেমন আল্লাহ প্রত্যেক রাত্রে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন, এ বর্ণনাগুলো সহীহ সাব্যস্ত আছে। ঐগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এমন বলা যাবে না যে, এটা কিভাবে ? এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিদ্বানগণের অভিমত। জাহমিয়াহ সম্প্রদায় এ ধরনের বর্ণনাগুলো অস্বীকার করে। আর বলে, এতে সাদৃশ্য সাব্যস্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অনেক জায়গায় হাত, শ্রবণ এবং দৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। জাহমিয়াহগণ তার অপব্যাখ্যা করে বলেছে হাত অর্থ শক্তি। ইসহাক ইবনু ইবরাহীম বলেন ঃ সাদৃশ্য তখন সাব্যস্ত হবে যখন বলা হবে অমুক হাতের মত হাত, অমুক শ্রবণের মত শ্রবণ। কিন্তু যদি বলে, হাত, শ্রবণ ও দৃষ্টি তা সৃষ্টির শ্রবণের মত নয় তবে সাদৃশ্য সাবস্ত হবে না। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তার সাদৃশ্য কিছুই নেই। তিনি শ্রবণকারী ও দ্রষ্টা।"

٦٦٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ : أَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ : «شَعْبَانُ، لِتَعْظِيمِ رَمَضَانَ»، قِيلَ : فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : «صَدَقَةٌ فِي رَمَضَانَ». **ضعيف : «الإرواء» (٨٨٩).**

৬৬৩। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হল, রামাযানের রোযার পর কোন রোযা সবচাইতে বেশী মর্যাদা সম্পন্ন? তিনি বলেন ঃ রামাযানের সম্মানার্থে শা'বানের রোযা। প্রশ্নকারী আবার বলল, কোন্ (সময়ের) দান-খাইরাত সবচাইতে বেশী মর্যাদা সম্পন্ন? তিনি বললেন ঃ রামাযান মাসের দান-খাইরাত। **যঈফ, ইরওয়া (৮৮৯)**

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি গারীব। সাদাকা ইবনু মূসা হাদীস বিশারদদের মতে খুব একটা নির্ভরযোগ্য রাবী নন।

٦٦٤. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْخَزَّازُ الْبَصْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَتَدْفَعُ عَنْ مِيتَةِ السُّوءِ». **صحيح : «الشطر الأول منه : «الإرواء» (٨٨٥)، «الصحيحة» (١٩٠٨).**

৬৬৪। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দান-খাইরাত আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি কমিয়ে দেয় এবং অপমানজনক মৃত্যু রোধ করে।

হাদীসের প্রথমাংশ সহীহ, ইরওয়া (৮৮৫), সাহীহাহ (১৯০৮)

আবূ ঈসা বলেন ঃ উল্লেখিত সূত্রে হাদীসটি গারীব।

٣٥) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ সদাকাতুল ফিতর (ফিতরা)

٦٧٤. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوْحٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُنَادِيًا فِيْ فِجَاجِ مَكَّةَ : أَلاَ إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيْرٍ : مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ سِوَاهُ صَاعٌ مِّنْ طَعَامٍ. **ضعيف الإسناد.**

৬৭৪। আমর ইবনু শুআইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার অলিতেগলিতে লোক পাঠিয়ে ঘোষণা করলেন ঃ জেনে রাখ! প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষ, আযাদ-গোলাম, ছোট অথবা বড় সকলের ওপর ফিতরা ওয়াজিব। এর পরিমাণ হল, (মাথাপিছু) দুই মুদ্দ গম অথবা এটা ছাড়া এক সা' পরিমাণ অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। উমার ইবনু হারুন হাদীসটি ইবনু জুরাইজ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি আমর ইবনু শুয়াইবের স্থলে আব্বাস ইবনু মীনার নাম উল্লেখ করেছেন। জারুদও উমার ইবনু হারুন হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٦ـ كِتَابُ الصِّيَامِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৬ ঃ সিয়াম (রোযা)

٧) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الصَّوْمِ بِالشَّهَادَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রোযা রাখা

٦٩١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ، قَالَ : «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ؟ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ؟»، قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : «يَا بِلَالُ! أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا». **ضعيف : «ابن ماجه» ‹١٦٥٢›.**

৬৯১। ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, কোন এক বিদুঈন ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বলল, আমি (রামাযানের) নতুন চাঁদ দেখেছি। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই? তুমি কি আরো সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ হে বিলাল! লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দাও তারা যেন আগামীকাল হতে রোযা রাখে। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (১৬৫২)**

অন্য একটি সূত্রেও একই রকম হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবূ ঈসা বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের সনদে মতের অমিল আছে।

সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ এটিকে সিমাক ইবনু হারব, ইকরিমার সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ আলিম এই হাদীস অনুযায়ী আমল করার কথা বলেছেন। তাঁরা বলেন, রোযার ব্যাপারে এক ব্যক্তির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রোযা রাখা যাবে। ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহ্মাদ ও কূফাবাসীদের এই মত। ইসহাক বলেন, দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য ব্যতীত রোযা রাখা যাবে না। তবে রোযা ভেঙ্গে ফেলার ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতের অমিল নেই যে, এই ব্যাপারে দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য আবশ্যিক।

١٠) بَابُ مَا جَاءَ : مَا يُسْتَحَبُّ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ যা দিয়ে ইফ্তার করা মুস্তাহাব

٦٩٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ وَجَدَ تَمْرًا، فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَا، فَلْيُفْطِرْ عَلَىٰ مَاءٍ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ». **ضعيف : «ابن ماجه» ‹١٦٩٩›.**

৬৯৪। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (ইফতারের সময়) খেজুর পায় সে যেন তা দিয়ে ইফ্তার করে। আর যে ব্যক্তি তা না পায় সে যেন পানি দিয়ে ইফ্তার করে। যেহেতু পানি পবিত্র বা পবিত্রকারী। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (১৬৯৯)**

এই অনুচ্ছেদে সালমান ইবনু আমির (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি শুবার সূত্রে সাঈদ ইবনু আমির ছাড়া অন্য কেউ এরকম বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। এই হাদীসটি মাহফূয (নির্ভরযোগ্য) নয়। আবদুল আযীয ইবনু সুহাইব-আনাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসাবে এটির কোন ভিত্তি আছে বলে আমাদের জানা নেই। শুবার শাগরিদ্গণ এই হাদীস শুবা হতে তিনি আসিম

আল-আহওয়াল হতে তিনি হাফসা বিনতি সীরীন হতে তিনি রাবাব হতে তিনি সালমান ইবনু আমির হতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। সাঈদ ইবনু আমিরের রিওয়াতের তুলনায় এটি বেশী সহীহ্। তারপর তারা শুবা, আসিম, হাফসা বিনতি সীরীন, সালমান ইবনু আমিরের সনদেও এটি বর্ণনা করেছেন। এতে শুবা রাবাব-এর নাম উল্লেখ করেননি। সুফিয়ান সাওরী, ইবনু উআইনা প্রমুখ রাবী আসিম আল-আহওয়াল, হাফসা বিনতি সীরীন, রাবাব, সালমান ইবনু আমির হতে এই বর্ণনাটিই সহীহ। রাবাব হলেন উম্মুর রায়িহ।

٦٩٥. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ. (ح) وَحَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ : أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ- زَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ-، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُوْرٌ».

ضعيف أيضاً.

৬৯৫। সালমান ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ইফ্‌তার করে তখন সে যেন খেজুর দিয়ে ইফ্‌তার করে। ইবনু উআইনার বর্ণনায় আরো আছে ঃ এতে বারকাত রয়েছে। কেউ যদি তা না পায় তবে সে যেন পানি দিয়ে ইফ্‌তার করে। কেননা পানি পবিত্র বা পবিত্রকারী।

এ বর্ণনাটিও যঈফ

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ تَعْجِيْلِ الْإِفْطَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ তাড়াতাড়ি ইফ্তার করা

٧٠٠. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «قَالَ اللّٰهُ –عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِيْ إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا». **ضعيف : «المشكاة» (١٩٨٩)، «التعليق الرغيب» (٢/٩٥)، «التعليقات الجياد».**

৭০০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমার বান্দাদের মাঝে যারা তাড়াতাড়ি ইফ্তার করে তারাই আমার বেশী প্রিয়। **যঈফ, মিশকাত (১৯৮৯), তা'লীকুর রাগীব (২/৯৫), তা'লীকুল জিয়াদ**

٧٠١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَأَبُو الْمُغِيْرَةِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ......... بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. **ضعيف انظر ما قبله.**

৭০১। আব্দুল্লাহ ইব্‌নু আবদুর রহমান.... আওযাঈ হতে উপরোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান গারীব। (য'ঈফঃ দেখুন পূর্বের হাদীস)

٢٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الرُّخْصَةِ لِلْمُحَارِبِ فِي الْإِفْطَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের রোযা ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি আছে

٧١٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حُيَيَّةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ فِيْ

السَّفَرِ؟ فَحَدَّثَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ غَزْوَتَيْنِ : يَوْمَ بَدْرٍ، وَالْفَتْحِ، فَأَفْطَرْنَا فِيْهِمَا. **ضعيف الإسناد.**

৭১৪। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তাকে সফরে রোযা রাখা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রামাযান মাসে দু'টি যুদ্ধ করেছি– বদর ও মক্কা বিজয় যুদ্ধ। এ সময় আমরা রোযা ভেঙ্গে ফেলেছি। **সনদ দুর্বল**

এই অনুচ্ছেদে আবূ সাঈদ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, উপরোক্ত হাদীসটি শুধুমাত্র এই সূত্রেই আমরা জেনেছি। আর আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক যুদ্ধে রোযা ভেঙ্গে ফেলার হুকুম করেছিলেন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতেও এরকমই বর্ণিত আছে যে, তিনি শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার সময় রোযা না রাখার সম্মতি (রুখসাত) দিয়েছেন। কোন কোন আলিমেরও এই মত।

٢٣) بَابُ مَا جَاءَ : مِنَ الْكَفَّارَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ রোযার কাফ্ফারা

٧١٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ، فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا». **ضعيف : «ابن ماجه» (١٧٥٧).**

৭১৮। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এক মাসের রোযা অসম্পন্ন রেখে মৃত্যু বরণ করে তার পক্ষ হতে প্রতিদিনের রোযার জন্য একজন করে মিস্কীনকে যেন খাওয়ানো হয়। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (১৭৫৭)**

আবূ ঈসা বলেন, শুধুমাত্র এই সনদেই আমরা ইবনু উমার (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি মারফূ হিসেবে অবগত হয়েছি। ইবনু উমার (রাঃ)-এর উক্তি হিসাবে মাওকূফরূপে বর্ণনাটিই সহীহ্। মৃতের পক্ষ হতে জীবিতরা রোযা রাখতে পারবে কি না এই প্রসঙ্গে আলিমগণের মাঝে মতের অমিল আছে। একদল আলিম বলেছেন, মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে রোযা রাখা যায়। আহ্মাদ ও ইসহাকের এই মত। তারা বলেন, মৃত ব্যক্তির ওপর যদি মানতের রোযা অসম্পন্ন থাকে তবে তার পক্ষ হতে সেই রোযা রাখা যাবে। আর যদি তার দায়িত্বে রামাযান মাসের রোযা বাকি থাকে তবে তার পক্ষ থেকে মিসকীনদের খাওয়াতে হবে। ইমাম মালিক, সুফিয়ান ও শাফিঈ বলেন, একজন অন্য জনের পক্ষ হতে রোযা রাখতে পারবে না। আশআস হলেন সাওয়ারের পুত্র এবং মুহাম্মাদ হলেন আবদুর রহমান ইবনু আবী লাইলার পুত্র।

٢٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الصَّائِمِ يَذْرَعُهُ الْقَيْءُ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ রোযাদার ব্যক্তি বমি করলে

٧١٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «ثَلَاثٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ : الْحِجَامَةُ، وَالْقَيْءُ، وَالْاِحْتِلَامُ». ضعيف : «تخريج حقيقة الصيام» (٢١-٢٢)، «ضعيف أبي داود» (٤٠٩).

৭১৯। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি জিনিষ রোযাদারের রোযা ভঙ্গ করে না ঃ রক্তমোক্ষণ, বমি ও স্বপ্নদোষ।

যঈফ, তাখরীজ হাকীকাতুস্ সিয়াম (২১-২২), যঈফ আবূ দাঊদ (৪০৯)

আবূ ঈসা বলেন, আবূ সাঈদ খুদরীর হাদীসটি নির্ভরযোগ্য নয়। আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম, আবদুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ প্রমুখ এই হাদীসটিকে যাইদ ইবনু আসলাম হতে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

এতে তারা আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ করেননি। আবদুর রহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। আমি আবূ দাউদ সিজযীকে বলতে শুনেছি, আমি আহমাদ ইবনু হাম্বলকে আবদুর রহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, তার ভাই আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ সম্পর্কে কোন সমস্যা নেই। মুহাম্মাদ (বুখারী)-কে আলী ইবনু আবদুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম নির্ভরযোগ্য রাবী, কিন্তু আবদুর রহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম দুর্বল রাবী। মুহাম্মাদ আরও বলেন, আমি তার হতে কিছুই বর্ণনা করি না।

٢٧) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْإِفْطَارِ مُتَعَمِّداً

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ নিজের ইচ্ছায় রোযা ভেঙ্গে ফেললে

٧٢٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِّنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَإِنْ صَامَهُ». ضعيف : «ابن ماجه» ‹١٦٧٢›.

৭২৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন অজুহাত বা রোগ ছাড়া রামাযান মাসের একটি রোযা ভেঙ্গে ফেলে, তার পুরো জিন্দেগীর রোযা দিয়েও এর ক্ষতিপূরণ হবে না। যদিও সে জীবনভর রোযা রাখে। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (১৬৭২)**

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরার হাদীসটি আমরা শুধু মাত্র উপরোক্ত সূত্রেই অবগত হয়েছি। আমি মুহাম্মাদ বুখারীকে বলতে শুনেছি, আবুল মুতাওবিস-এর নাম ইয়াযীদ এবং পিতার নাম মুতাওবিস। এই হাদীস ব্যতীত তার সূত্রে বর্ণিত অন্য কোন হাদীস আছে কি না তা আমাদের জানা নেই।

٢٩) بَابُ مَا جَاءَ : فِي السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ রোযাদারের মিস্ওয়াক করা

٧٢٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ- مَا لَا أُحْصِي- يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ. ضعيف : «الإرواء» ‹٦٨›.

৭২৫। আমির ইবনু রাবীআ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রোযা থাকা অবস্থায় অসংখ্যবার মিস্ওয়াক করতে দেখেছি। **যঈফ, ইরওয়া (৬৮)**

এই অনুচ্ছেদে আইশা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আমির ইবনু রাবীআর হাদীসটি হাসান। এই হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ বলেন, রোযাদারের মিস্ওয়াক করায় কোন সমস্যা নেই। তবে একদল আলিম কাঁচা ডাল দিয়ে এবং দিনের শেষাংশে মিস্ওয়াক করা অপছন্দ করেছেন। ইমাম শাফিঈ দিনের যে কোন অংশে মিসওয়াক করাতে কোন সমস্যা মনে করেন না। ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক দিনের শেষাংশে মিস্ওয়াক করা মাকরূহ মনে করেন।

٣٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ রোযা থাকা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করা

٧٢٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاتِكَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : اشْتَكَتْ عَيْنِي، أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ : «نَعَمْ». **ضعيف الإسناد.**

৭২৬। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বলল, আমার চোখ ব্যথা করে। আমি রোযা থাকা অবস্থায় তাতে সুরমা লাগাতে পারি কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। **সনদ দুর্বল**

এই অনুচ্ছেদে আবূ রাফি (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আনাসের হাদীসের সনদ খুব একটা মজবুত নয়। এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সহীহ্ কিছু বর্ণিত নেই। আবূ আতিকা একজন দুর্বল রাবী। রোযা থাকা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার প্রসঙ্গে আলিমগণের মধ্যে মতের অমিল আছে। সুফিয়ান, ইবনুল মুবারাক, আহ্‌মাদ ও ইসহাকের মতে রোযা থাকা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করা মাকরূহ। ইমাম শাফিঈর মতে তা ব্যবহারের সম্মতি আছে ।

٣٦) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ إِيْجَابِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ (নফল) রোযা ভেঙ্গে ফেললে তার কাযা করা অপরিহার্য

٧٣٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ، فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَبَدَرَتْنِيْ إِلَيْهِ حَفْصَةُ- وَكَانَتْ ابْنَةَ أَبِيْهَا-، فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ، فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ؟ قَالَ : «اقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ». ضعيف : «ضعيف أبي داود» ‹٤٢٣›.

৭৩৫। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি ও হাফসা (রাঃ) দু'জনেই রোযা (নফল) ছিলাম। আমাদের সামনে খাবার আসলো এবং সে খাবারের প্রতি আমাদের লোভ জাগলো। তাই আমরা তা খেয়ে ফেললাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন। হাফ্সা (রাঃ) আমার আগেই তাঁর নিকটে গেলেন। আর তিনি

ছিলেন পিতার কন্যা। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা দু'জন রোযা ছিলাম। আমাদের সামনে লোভজনক খাবার আসলে আমরা তা খেয়ে ফেললাম। তিনি বলেন ঃ তোমরা দু'জনে এর বদলে আর একদিন রোযা রেখে নিও। **যঈফ, যঈফ আবূ দাউদ (৪২৩)**

আবূ ঈসা বলেন, সালিহ্ ইবনু আবুল আখযার ও মুহাম্মাদ ইবনু আবূ হাফসা তাদের এই হাদীসটিকে যুহরী, উরওয়া, আইশা (রাঃ)-এর সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন। মালিক ইবনু আনাস, মা'মার, উবাইদুল্লাহ্ ইবনু উমার, যিয়াদ ইবনু সা'দ প্রমুখ যুহরীর সূত্রে আইশা (রাঃ)-এর নিকট হতে এই হাদীসটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এতে তাঁরা উরওয়ার নাম উল্লেখ করেননি। এই সনদ সূত্রটিই অনেক বেশী সহীহ্। যেহেতু ইবনু জুরাইজ বলেন, আমি যুহরীকে প্রশ্ন করলাম ঃ আপনার নিকট আইশা (রাঃ)-এর বরাতে উরওয়া কিছু বর্ণনা করেছেন কি? তিনি বললেন, এই হাদীস প্রসঙ্গে আমি উরওয়ার নিকটে কিছু শুনিনি। তবে সুলাইমান ইবনু আবদুল মালিকের শাসনামলে (৭১৫-৭১৭ খৃঃ) কিছু সংখ্যক ব্যক্তির মাধ্যমে আইশা (রাঃ)-এর সূত্রে আমি এটি শ্রবণ করেছি। ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ আমাদের নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন আলী ইবনু ঈসা রাওহ ইবনু উবাদার সূত্রে ইবনু জুরাইজ হতে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও তাবিঈ এই হাদীস অনুযায়ী আমল করার পক্ষে অভিমত দিয়েছেন। অর্থাৎ নফল রোযা ভেঙ্গে ফেললে তার কাযা আদায় করতে হবে। ইমাম মালিকের ফতোয়াও তাই।

٣٩) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ মধ্য শা'বান রাতের ফাযীলাত

٧٣٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً، فَخَرَجْتُ، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، فَقَالَ :

«أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُهُ؟!»، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ : «إِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَجَلَّ- يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ». **ضعيف : «ابن ماجه» ‹١٣٨٩›.**

৭৩৯। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হারিয়ে ফেললাম (বিছানায় পেলাম না)। আমি (তাঁর সন্ধানে) বের হলাম। এসে দেখলাম তিনি বাকী কবরস্তানে আছেন। তিনি বলেন ঃ তুমি কি ভয় করছ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তোমার প্রতি কোন অবিচার করবেন? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি অনুমান করলাম আপনি আপনার অন্য কোন বিবির নিকটে গিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মধ্য শা'বানে (১৫ তারিখের রাতে) দুনিয়ার কাছের আকাশে অবতীর্ণ হন। তারপর কালব গোত্রের বক্‌রী পালের লোমের চেয়েও বেশী সংখ্যক লোককে তিনি মাফ করে দেন। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (১৩৮৯)**

এই অনুচ্ছেদে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, হাজ্জাজের বরাতে এই সূত্রটি ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে আইশা (রাঃ)-এর হাদীসটি প্রসঙ্গে আমরা কিছুই অবগত নই। আমি মুহাম্মাদ আল-বুখারীকে উল্লেখিত হাদীসকে দুর্বল বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, রাবী ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু আবূ কাসীর উরওয়া (রহঃ) হতে কোন হাদীস শুনেননি। মুহাম্মাদ আল-বুখারী আরও বলেন, এমনিভাবে হাজ্জাজও ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু আবূ কাসীরের নিকট হতে কিছুই শুনেননি।

٤٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০ ॥ মুহার্‌রাম মাসের রোযা

٧٤١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : سَأَلَهُ

رَجُلٌ، فَقَالَ : أَيَّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ لَهُ : مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَسْأَلُ عَنْ هٰذَا، إِلَّا رَجُلًا سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَيَّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ : «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصُمِ الْمُحَرَّمَ، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللّٰهِ، فِيْهِ يَوْمٌ تَابَ فِيْهِ عَلَىٰ قَوْمٍ، وَيَتُوبُ فِيْهِ عَلَىٰ قَوْمٍ آخَرِيْنَ».

ضعيف : «التعليق الرغيب» (٧٧/٢).

৭৪১। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করল, রামাযান মাসের পর কোন্ মাসের রোযা রাখতে আপনি আমাকে আদেশ করেন? তিনি তাকে বললেন, এই বিষয়ে আমি কাউকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রশ্ন করতে শুনিনি। তবে হ্যাঁ এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বসা ছিলাম। এই সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! রামাযান মাসের পর আর কোন্ মাসের রোযা পালনে আপনি আমাকে আদেশ করেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রামাযান মাসের পর তুমি যদি আরো রোযা রাখতে ইচ্ছুক হও তবে মুহার্‌রামের রোযা রাখ। যেহেতু এটা আল্লাহ্ তা'আলার মাস। এই মাসে এমন একটি দিবস আছে যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা এক গোত্রের তাওবা কবূল করেছিলেন এবং তিনি আরোও অনেক গোত্রের তাওবাও এই দিনে কবূল করবেন। **যঈফ, তা'লীকুর রাগীব (২/৭৭)**

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব।

٤٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪ ॥ সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা রাখা প্রসঙ্গে

٧٤٦. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ

هِشَامٍ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالأَحَدَ وَالْاِثْنَيْنِ، وَمِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ الثُّلاَثَاءَ وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيْسَ. **ضعيف : «تخريج المشكاة» ‹٢٠٥٩- التحقيق الثاني›**

৭৪৬। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাসের শনি, রবি ও সোমবার রোযা রাখতেন এবং অপর মাসের মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। **যঈফ, তাখরীজুল মিশকাত, তাহকীক ছানী (২০৫৯)**

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। আবদুর রহমান ইবনু মাহ্দী এই হাদীসটি সুফিয়ান (রাহঃ) হতে (মাওকূফ হিসেবে) বর্ণনা করেছেন, তবে মারফূ করেননি।

٤٥) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ صَوْمِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَالْخَمِيْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫ ॥ বুধবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা রাখা প্রসঙ্গে

٧٤٨. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرَيْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوَيْهِ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى : أَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَلْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : سَأَلْتُ- أَوْ سُئِلَ- رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ؟ فَقَالَ : «إِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِيْ يَلِيْهِ، وَكُلَّ أَرْبِعَاءٍ وَخَمِيْسٍ، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ وَأَفْطَرْتَ». **ضعيف : «ضعيف أبي داود» ‹٤٢٠›.**

৭৪৮। উবাইদুল্লাহ্ ইবনু মুসলিম আল-কুরাশী (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুরো বছর রোযা রাখা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম বা

তাঁকে প্রশ্ন করা হল। তিনি বলেন ঃ তোমার উপর অবশ্যই তোমার পরিবারের অধিকার আছে। অতএব তুমি রামাযান ও এর পরের মাস (শাওয়ালের ছয়টি নফল রোযা) এবং প্রতি বুধ ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখ। এই পদ্ধতি মানলে তুমি যেন পুরো বছরই রোযা রাখলে এবং রোযা ভেঙ্গে ফেলার সুযোগ পেলে। **যঈফ, যঈফ আবূ দাউদ (৪২০)**

এ অনুচ্ছেদে আইশা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, মুসলিম আল-কুরাশীর হাদীসটি গারীব। কেউ কেউ এটিকে হারূন ইবনু সালমান হতে তিনি মুসলিম ইবনু উবাইদুল্লাহ্ হতে তিনি তার পিতা উবাইদুল্লাহ্ (রাহঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٥٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْعَمَلِ فِيْ أَيَّامِ الْعَشْرِ

অনুচ্ছেদঃ ৫২ ॥ যিলহাজ্জ মাসের দশ দিনের সৎকাজের ফাযীলাত

٧٥٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا مَسْعُوْدُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنْ نَهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَه فِيْهَا، مِنْ عَشْرِ ذِيْ الْحِجَّةِ، يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ». **ضعيف : «ابن ماجه» ‹١٧٢٨›.**

৭৫৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন কোন দিন নেই যে দিনগুলোর (নফল) ইবাদাত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যিলহাজ্জ মাসের দশ দিনের ইবাদাত হতে বেশী প্রিয়। এই দশ দিনের প্রতিটি রোযা এক বছরের রোযার সমকক্ষ এবং এর প্রতিটি রাতের ইবাদাত কাদ্‌রের রাতের ইবাদাতের সমকক্ষ। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (১৭২৮)**

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি গারীব। শুধু উল্লেখিত সূত্রেই আমরা হাদীসটি জেনেছি। আমি মুহাম্মাদ আল-বুখারীকে এই হাদীস প্রসঙ্গে প্রশ্ন

করলে তিনিও এই সূত্র ব্যতীত অনুরূপ কিছু বলতে পারেননি। তিনি বলেন, কাতাদা হতে সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব (রাহঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উল্লিখিত হাদীসের কিছু অংশ মুরসাল হিসেবে বর্ণিত আছে। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌নু সাঈদ (রাহঃ) নাহ্‌হাস ইবনু কাহ্‌ম-এর স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন।

٦١) بَابُ مَا جَاءَ : مِنَ الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১ ॥ এই বিষয়ে অনুমতি প্রসঙ্গে

٧٧٥. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ. **صحيح : بلفظ : «واحتجم وهو صائم» : خ، «ابن ماجه» ‹١٦٨٢›.**

৭৭৫। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম ও রোযা অবস্থায় রক্তক্ষরণ করিয়েছেন। **রোযা অবস্থায় তিনি রক্তক্ষরণ করিয়েছেন এই শব্দে হাদীসটি সহীহ। বুখারী, ইবনু মাজাহ (১৬৮২)**

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি সহীহ। ওহাইব ও আব্দুল ওয়ারেসের বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীম আইউবের সূত্রে, তিনি ইকরামার সূত্রে এই হাদীস মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি এখানে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ করেননি।

٧٧٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ فِيْمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ. **منكر بهذا اللفظ : المصدر نفسه.**

৭৭৭। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা ও মদীনার মাঝখানে ইহ্‌রাম ও রোযা অবস্থায় রক্তক্ষরণ করিয়েছেন। **এই শব্দের হাদীসটি মুনকার। প্রাগুক্ত**

এই অনুচ্ছেদে আবূ সাঈদ, জাবির ও আনাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও তাবিঈ এই হাদীস অনুসারে অভিমত দিয়েছেন যে, রোযাব্রত অবস্থায় রক্তক্ষরণ (শিঙ্গা লাগানো) করানোতে কোন সমস্যা নেই। সুফিয়ান সাওরী, মালিক ইবনু আনাস ও শাফিঈ (রাহঃ)-এর একই মত।

٦٧) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ فَضْلِ الصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭ ॥ রোযাদারের সামনে খাবার খেলে তার (রোযাদারের) ফাযীলাত

٧٨٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ لَيْلَى، عَنْ مَوْلاَتِهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «الصَّائِمُ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ الْمَفَاطِيْرُ، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ». **ضعيف : «ابن ماجه» ‹١٧٤٨›.**

৭৮৪। লাইলা (রাহঃ) হতে তাঁর আযাদকারিনী মহিলা (উম্মু উমারা)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রোযাদার ব্যক্তির সামনে বেরোযদার লোকেরা যদি খাবার খায় তাহলে ফেরেশতাগণ তার (রোযাদারের) জন্য দু'আ করেন।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (১৭৪৮)

আবূ ঈসা বলেন, শুবা এই হাদীসটি হাবীব ইবনু যাইদ..... তাঁর পিতামহী উম্মু উমারা (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন।

٧٨٥. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ : سَمِعْتُ مَوْلاَةً لَنَا- يُقَالُ لَهَا : لَيْلَى- تُحَدِّثُ،

عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيَّةِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا، فَقَالَ : «كُلِي»، فَقَالَتْ : إِنِّي صَائِمَةٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرُغُوا- وَرُبَّمَا قَالَ : حَتَّى يَشْبَعُوا-». **ضعيف : المصدر نفسه.**

৭৮৫। হাবীব ইবনু যাইদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদের আযাদকৃত দাসী লায়লাকে উম্মু উমারা বিনতু কা'ব আল-আনসারিয়্যা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সময় তার বাড়িতে আসেন। তখন তিনি তাঁর সামনে খাবার আনলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমিও খাও। তিনি বলেন, আমি (নফল) রোযা রেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রোযাদার ব্যক্তির সামনে বেরোযদার লোকেরা যদি খায় তাহলে ফেরেশতাগণ তার (রোযাদারের) জন্য দু'আ করেন। রাবী কোন কোন সময় "হাত্তা ইয়াফরুগূ" (খাওয়া শেষ না করা পর্যন্ত)-এর জায়গায় "হাত্তা ইয়াশবাউ" (পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত) শব্দ বর্ণনা করেছেন।

যঈফ, প্রাগুক্ত

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ। এই হাদীসটি শারীকের হাদীসের চাইতে অধিক সহীহ।

٧٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مَوْلَاةٍ لَهُمْ- يُقَالُ لَهَا : لَيْلَى-، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.......... نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ : «حَتَّى يَفْرُغُوا- أَوْ يَشْبَعُوا-». **ضعيف أيضاً.**

৭৮৬। উম্মু উমারা বিনতি কা'ব (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একই রকম হাদীস বর্ণিত আছে। তবে

এই বর্ণনায় "হাত্তা ইয়াফরুগ্ আও ইয়াশবাউ" শব্দাবলীর উল্লেখ নেই। (পূর্বের হাদীসের ন্যায়)। **এটিও যঈফ**

আবূ ঈসা বলেন, উম্মু উমারা (রাঃ) হলেন হাবীব ইবনু যাইদ আল-আনসারী (রাহঃ)-এর পিতামহী।

٧٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِيمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ، فَلَا يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০ ॥ কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের মেহমান হলে তাদের অনুমতি ব্যতীত (নফল) রোযা রাখবে না

٧٨٩. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ وَاقِدٍ الْكُوفِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ، فَلَا يَصُومَنَّ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ».

ضعيف جداً : «ابن ماجه» ‹١٧٦٣›.

৭৮৯। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কেউ কোন সম্প্রদায়ের অতিথি হলে সে যেন তাদের সম্মতি ছাড়া নফল রোযা না রাখে।

খুবই দুর্বল, ইবনু মাজাহ (১৭৬৩)

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি মুনকার। কোন নির্ভযোগ্য রাবী হিশাম ইবনু উরওয়া হতে এই হাদীসটি রিওয়াত করেছেন বলে আমরা অবগত নই। মূসা ইবনু দাউদ, আবূ বাকর মাদানী হতে তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া-তৎপিতা উরওয়া হতে তিনি আইশা (রাঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একই রকম এক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই রিওয়াতটিও যঈফ। আবূ বাক্র বিশেষজ্ঞদের মতে দুর্বল। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে আবূ বাক্র আল-মাদানী উপনামের যে রাবী হাদীস রিওয়াত করেছেন তার নাম আল-ফাযল ইবনু মুবাশশির। তিনি এই আবূ বাক্র আল-মাদানী হতে বেশী বিশ্বস্ত ও অগ্রগণ্য।

٧٧) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ تُحْفَةِ الصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭ ॥ রোযাদারের জন্য উপহার

٨٠١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيْفٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ مَأْمُوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «تُحْفَةُ الصَّائِمِ : الدُّهْنُ وَالْمِجْمَرُ». موضوع : الضعيفة (١٦٦٠).

৮০১। হাসান ইবনু আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রোযাদারের জন্য তোহফা হল তৈল ও লোবান জাতীয় সুগন্ধি। মাওযূ, যঈফা (১৬৬০)

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি গারীব, এর সনদ খুবএকটা মজবুত নয়। সা'দ ইবনু তারীফ ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এই প্রসঙ্গে আমরা জানি না। সা'দকে দুর্বল রাবী বলা হয়েছে। উমাইর ইবনু মামূনকে উমাইর ইবনু মামূমও বলা হয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٧-كِتَابُ الْحَجِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৭ : হাজ্জ

٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِي التَّغْلِيْظِ فِيْ تَرْكِ الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ : ৩ ॥ হাজ্জ পরিত্যাগ করা প্রসঙ্গে কঠোর হুঁশিয়ারি

٨١٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ : حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ- مَوْلَى رَبِيْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ الْبَاهِلِيِّ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ مَلَكَ زَادًا وَّرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللّٰهِ، وَلَمْ يَحُجَّ، فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَّمُوتَ يَهُوْدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، وَذٰلِكَ أَنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ فِيْ كِتَابِهِ {وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا}». **ضعيف** :

«المشكاة» (٢٥٢١)، «التعليق الرغيب» (٢/١٣٤).

৮১২। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার ঘর পর্যন্ত পৌছার মত সম্বল ও বাহনের অধিকারী হওয়ার পরও যদি হাজ্জ না করে তবে সে ইয়াহূদী হয়ে মারা যাক বা নাসারা হয়ে মারা যাক তাতে (আল্লাহ্ তা'আলার) কোন ভাবনা নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে বলেন : "মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাবার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশে ঐ ঘরের হাজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য"। (সূরা : আল-ইমরান - ৯৭)। যঈফ, মিশকাত (২৫২১)। তা'লীকুর রাগীব (২/১৩৪)

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি গারীব। এ সূত্র ব্যতীত এটি

প্রসঙ্গে আমরা কিছু জানি না। এটির সনদ প্রসঙ্গে সমালোচনা আছে। হিলাল ইবনু আবদুল্লাহ্ অপরিচিত লোক এবং হারিসকে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলা হয়েছে।

٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِيْجَابِ الْحَجِّ بِالزَّادِ، وَالرَّاحِلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ পাথেয় ও বাহন থাকলে হাজ্জ ফরয হয়

٨١٣. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَزِيْدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا يُوْجِبُ الْحَجَّ؟ قَالَ : «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ». **ضعيف جداً : «ابن ماجه» ‹٢٨٩٦›.**

৮১৩। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিসে হাজ্জ ওয়াজিব হয়? তিনি বললেন ঃ সম্বল ও বাহন (থাকলে)।

খুবই দুর্বল, ইবনু মাজাহ (২৮৯৬)

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান। আলিমগণ এই হাদীসের আলোকে বলেন, কোন ব্যক্তি সম্বল ও বাহন সংগ্রহে সক্ষম হলেই তার উপর হাজ্জ ফরয হয়। ইবরাহীম ইবনু ইয়াযীদ আল-খুওযী আল-মক্কীর স্মৃতিশক্তি প্রশ্নবিদ্ধ।

٥) بَابُ مَا جَاءَ كَمْ فُرِضَ الْحَجُّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ কতবার হাজ্জ করা ফরয?

٨١٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ {وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ

سَبِيْلاً}، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَفِيْ كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ، فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فِيْ كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ : «لاَ، وَلَوْ قُلْتُ : نَعَمْ، لَوَجَبَتْ»، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ {يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَسْأَلُوْا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}. **ضعيف** :

«ابن ماجه» ‹٢٨٨٤›.

৮১৪। আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ 'মানুষের মধ্যে যার সেখানে গমনের ক্ষমতা আছে আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণে ঐ ঘরের হাজ্জ করা তার অপরিহার্যভাবে করণীয়,' তখন সাহাবীগণ বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! প্রতি বছরই কি?' তিনি নীরব হয়ে রইলেন। তারা আবার বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! প্রতি বছরই কি?' তিনি বললেন ঃ 'না। আমি যদি বলতাম হ্যাঁ, তবে তোমাদের উপর তা (প্রতি বছর) ফরয হয়ে যেত।' তারপর আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ "হে মু'মিনগণ! তোমরা এমন বিষয়ে প্রশ্ন কর না যা জাহির হলে তোমরা দুঃখিত হবে।" (সূরাঃ মাইদা -১০১)

যঈফ, ইবনু মাজাহ (২৮৮৪)

এই অনুচ্ছেদে ইবনু আব্বাস ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আলী বর্ণিত হাদীসটি হাসান গারীব। আবুল বাখ্‌তারীর নাম সাঈদ ইবনু আবূ ইমরান। ইনি হলেন সাঈদ ইবনু ফাইরোয।

٩) بَابُ مَا جَاءَ مَتَىٰ أَحْرَمَ النَّبِيُّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখন ইহ্‌রাম বাঁধেন?

٨١٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهَلَّ فِيْ دُبُرِ الصَّلاَةِ. **ضعيف : «ضعيف أبي داود» ‹٣١٢›.**

৮১৯। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ নামাযের পর ইহ্রামের তাকবীর উচ্চারণ করেছেন। **(য'ঈফ, য'ঈফ আবূ দাঊদ ৩১২)**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আবদুস্ সালাম ইবনু হার্ব ব্যতীত আর কেউ এটি বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। (ইহ্রামের) নামাযের পর ইহ্রাম বাঁধা 'আলিমগণ মুস্তাহাব বলেছেন।

١٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ إِفْرَادِ الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ ইফরাদ হাজ্জ

٨٢٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُصْعَبٍ- قِرَاءَةً-، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ.

شاذ : «ابن ماجه» (٢٩٦٤) ق.

৮২০। 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইফরাদ হাজ্জ করেছেন। **(শাজ, ইবনু মাযাহ্ ২৯৬৪, বুখারী ও মুসলিম)**

এ অনুচ্ছেদে জাবির ও ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

একদল 'আলিম এ হাদীস মুতাবিক 'আমাল করার কথা বলেছেন। ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইফরাদ হাজ্জ করেছেন এবং আবূ বাক্র, 'উমার ও 'উসমান (রাযিঃ)-ও ইফরাদ হাজ্জ করেছেন। (সনদ সহীহ, কিন্তু তা শাজ, দেখুন পরবর্তী হাদীস বিশেষ করে ৮২৩ নং হাদীস।)

١٢) بَاب مَا جَاءَ : فِي التَّمَتُّعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ তামাত্তু' হাজ্জ

٨٢٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ. **ضعيف الإسناد.**

৮২২। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বাক্র, উমার ও উসমান (রাঃ) তামাত্তু হাজ্জ করেছেন। মুআবিয়া (রাঃ)-ই সর্বপ্রথম তা করতে নিষেধ করেন। **সনদ দুর্বল**

٨٢٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ : أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَالضَّحَاكَ بْنَ قَيْسٍ- وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ-، فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ : لاَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ إِلاَّ مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ، فَقَالَ سَعْدٌ : بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي! فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ : فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ نَهَى عَنْ ذٰلِكَ؟! فَقَالَ سَعْدٌ : قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ. **ضعيف الإسناد.**

৮২৩। মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ্ ইবনু হারিস ইবনু নাওফাল (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি হাজ্জের সাথে উমরা একত্র করে তামাত্তু হাজ্জ প্রসঙ্গে সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস ও যাহ্হাক ইবনু কাইস (রাঃ)-কে আলোচনা করতে শুনেছেন। যাহ্হাক ইবনু কাইস (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ প্রসঙ্গে জ্ঞানহীন ব্যক্তি ছাড়া কেউ এটা করতে পারে না। সা'দ (রাঃ) বললেন, হে ভাতিজা! তুমি বড় অপ্রীতিকর কথা বললে। যাহ্হাক বললেন, উমার ইব্নুল খাত্তাব (রাঃ) তো এটা করতে মানা করেছেন। সা'দ (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেছেন এবং আমরাও তাঁর সাথে তা করেছি। **সনদ দুর্বল**

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ এই হাদীসটি সহীহ্।

١٧) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ مَوَاقِيْتِ الْإِحْرَامِ لِأَهْلِ الْآفَاقِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ বিভিন্ন এলাকার লোকদের ইহ্রাম বাঁধার জায়গা (মীকাত)

٨٣٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيْقَ. منكر : «الإرواء» ‹١٠٠٢›، «ضعيف أبي داود» ‹٣٠٦›، والصحيح : «ذات عرق».

৮৩২। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ব এলাকার লোকদের জন্য আকীক নামক জায়গাকে মীকাত হিসেবে স্থির করেছেন। মুনকার; **ইরওয়া (১০০২), যঈফ আবূ দাউদ (৩০৬), সহীহ হল যাতু ইরক**

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইনি হলেন আবূ জাফর।

٢١) بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ ইহ্রামধারী ব্যক্তি যে প্রাণী হত্যা করতে পারে

٨٣٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ : السَّبُعَ الْعَادِيَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُوْرَ، وَالْفَأْرَةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْغُرَابَ».

ضعيف : «ابن ماجه» ‹٣٠٨٩›.

৮৩৮। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইহ্রামধারী ব্যক্তি আক্রমণকারী হিংস্র জীব, হিংস্র কুকুর, ইঁদুর, বিছা, চিল ও কাক হত্যা করতে পারে।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩০৮৯)

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। আলিমগণ এই হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাঁরা বলেন, ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি আক্রমণকারী হিংস্র জীব হত্যা করতে পারে। সুফিয়ান সাওরী ও শাফিঈ এই অভিমত দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ (রাহঃ) আরও বলেন, যে কোন হিংস্র জীব, যদি তা মানুষ বা তার পশুর উপর আক্রমণ করে তবে সেটিকে ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি হত্যা করতে পারে।

٢٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ كَرَاهِيَةِ تَزْوِيْجِ الْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির বিয়ে করা মাকরূহ

٨٤١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ، قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ حَلَالٌ، وَبَنٰى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُوْلَ فِيْمَا بَيْنَهُمَا. **ضعيف : «الإرواء» ‹١٨٤٩›، لكن الشطر الأول منه صحيح عن الطريق الآتية ‹٨٨٧› : م.**

৮৪১। আবূ রাফি (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ইহ্‌রামমুক্ত অবস্থায় মায়মূনা (রাঃ)-কে বিয়ে করেন এবং ইহ্‌রামমুক্ত অবস্থায়ই তাঁর সাথে বিবাহরজনী যাপন করেন। আমি ছিলাম তাঁদের দু'জনের মধ্যকার দূত (ঘটক)।

যঈফ, ইরওয়া (১৮৪৯), হাদীসের প্রথম অংশ সহীহ যাহা ৮৮৭ নং হাদীসের অংশ

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। হাম্মাদ ইবনু যাইদ-মাতার আল-ওয়ার্‌রাক হতে তিনি রাবীআ (রাহঃ)-এর সূত্র ব্যতীত অন্য কেউ এটিকে মুসনাদ হিসেবে রিওয়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ)-রাবীআ হতে তিনি সুলাইমান ইবনু ইয়াসারের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাইমূনা (রাঃ)-কে হালাল (ইহ্‌রামমুক্ত) অবস্থায় বিয়ে করেছেন। মালিক এই রিওয়াত 'মুরসাল' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এটিকে সুলাইমান ইবনু বিলালও রাবীআ হতে এটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইয়াযীদ ইবনু আসাম্ম হতে মাইমূনাহ্ (রাযিঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হালাল অবস্থায় আমাকে বিয়ে করেছেন। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইয়াযীদ ইবনু আসাম্ম (রাহঃ) মাইমূনাহ্ (রাযিঃ)-এর বোনের ছেলে।

٢٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ ইহরাম অবস্থায় বিয়ের অনুমতি প্রসঙ্গে

٨٤٢. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيِّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. **شاذ : «ابن ماجه» <١٩٦٥> ق.**

৮৪২। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের ইহ্রাম অবস্থায় মাইমূনাহ্ (রাযিঃ)-কে বিয়ে করেন।

(শাজ, ইবনু মাযাহ্ ১৯৬৫, বুখারী ও মুসলিম)

এ অনুচ্ছেদে আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্। একদল 'আলিম এ হাদীস অনুসারে 'আমালের (ইহ্রাম অবস্থায় বিয়ে করা বৈধ হওয়ার) অভিমত গ্রহণ করেছেন। সুফইয়ান সাওরী ও কূফাবাসী 'আলিমদের অভিমতও অনুরূপ।

٨٤٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. **شاذ : انظر ما قبله.**

৮৪৩। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের ইহ্রাম অবস্থায় মাইমূনাহ্ (রাযিঃ)-কে বিয়ে করেছেন।

(শাজ, দেখুন পূর্বের হাদীস)

٨٤٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارُ، عَنْ

عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. **شاذ : انظر ما قبله.**

৮৪৪ । ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ইহ্‌রাম অবস্থায় মাইমূনা (রাঃ)-কে বিয়ে করেছেন। **শাজ, দেখুন পূর্বের হাদীস**

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ। রাবী আবুশ্‌ শা'সা-এর নাম জাবির ইবনু যাইদ। মাইমূনা (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ইহ্‌রাম অবস্থায় না ইহ্‌রামমুক্ত অবস্থায় বিয়ে করেছেন, এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আলিমগণের মাঝে মতদ্বৈততার কারণ এটা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মক্কার পথে বিয়ে করেছিলেন। তাই কেউ কেউ বলেন, তিনি মাইমূনা (রাঃ)-কে নিজের ইহ্‌রামমুক্ত অবস্থায়ই বিয়ে করেছেন। কিন্তু এই বিয়ের বিষয়টি তাঁর ইহ্‌রাম বাঁধার পরে প্রকাশিত হয়। এরপর মক্কার পথে 'সারিফ' নামক জায়গায় তিনি ইহ্‌রামমুক্ত অবস্থায় তাঁর সাথে বিবাহরজনী যাপন করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাইমূনা (রাঃ)-এর যেখানে বিবাহরজনী হয়েছিল পরবর্তীতে সেই 'সারিফ' নামক জায়গাতেই তিনি (মাইমুনা) মারা যান এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

٢٥) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ أَكْلِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদঃ ২৫ ॥ ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির শিকারের গোশত খাওয়া প্রসঙ্গে

٨٤٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، مَا لَمْ تَصِيْدُوهُ، أَوْ يُصَدْ لَكُمْ».

ضعيف : «المشكاة» ‹٢٧٠٠– التحقيق الثاني›.

৮৪৬। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইহ্রাম অবস্থায়ও স্থলভাগের শিকারকৃত প্রাণীর গোশ্ত তোমাদের জন্য বৈধ, যদি না তোমরা নিজেরা তা শিকার করে থাক বা তোমাদের উদ্দেশে তা শিকার করা হয়।

যঈফ, মিশকাত, তাহক্বীক্ব ছানী (২৭০০)

এ অনুচ্ছেদে আবূ ক্বাতাদা ও তালহা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি একটি বিস্তারিত বর্ণনা। মুত্তালিব জাবির (রাঃ)-এর হাদীস শুনেছেন কি-না তা আমাদের জানা নেই। একদল 'আলিমের মতে যদি মুহরিম ব্যক্তি নিজে শিকার না করে বা তার উদ্দেশে শিকার না করা হয় তবে তার জন্য এর গোশ্ত খাওয়াতে কোন সমস্যা নেই। ইমাম শাফিঈ (রাহঃ) বলেন, এ অনুচ্ছেদে যতগুলো হাদীস বর্ণিত আছে তার মধ্যে এটি সবচেয়ে উত্তম এবং খুব বেশী যুক্তিসম্মত। এ হাদীস অনুযায়ী 'আমল করতে হবে। ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক (রাহঃ)-এরও উক্ত অভিমত।

٢٧) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ صَيْدِ الْبَحْرِ لِلْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ মুহ্রিমের জন্য সমুদ্রের শিকার বৈধ

٨٥٠. حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَاسْتَقْبَلَنَا رِجْلٌ مِّنْ جَرَادٍ، فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُ بِسِيَاطِنَا وَعِصِيِّنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «كُلُوهُ، فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ». **ضعيف : «ابن ماجه»** (٣٢٢٢).

৮৫০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হাজ্জ অথবা 'উমরাহ্ করতে বের হলাম। আমাদের সামনে এক ঝাঁক পঙ্গপাল এসে পড়ল। আমরা আমাদের চাবুক ও ছড়ি দিয়ে এগুলো মারতে শুরু

করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা তোমরা খেতে পার। কারণ এটা জলজ শিকারের অন্তর্ভুক্ত। যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩২২২)

আবূ 'ঈসা বলেনঃ এ হাদীসটি গারীব। আবুল মুহায্যিম ব্যতীত এটিকে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে আর কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আবুল মুহায্যিমের নাম ইয়াযীদ ইবনু সুফিয়ান। শু'বা তার সমালোচনা করেছেন। একদল 'আলিম মুহ্‌রিমের জন্য পঙ্গপাল শিকার করা এবং তা খাওয়ার সম্মতি দিয়েছেন। অন্য একদল 'আলিম বলেছেন, তা শিকার করলে বা খেলে মুহ্‌রিমের উপর সাদাকা (দম) নির্ধারিত হবে।

٢٩) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْاِغْتِسَالِ لِدُخُوْلِ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ মক্কায় যাওয়ার উদ্দেশে গোসল করা

٨٥٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الْبَلْخِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ لِدُخُوْلِهِ مَكَّةَ بِفَخٍّ. **ضعيف الإسناد جداً : لكن رواه الشيخان دون ذكر «فخ» : «صحيح أبي داود» ‹١٦٢٩›.**

৮৫২। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফে যাওয়ার উদ্দেশে ফাখ নামক জায়গাতে গোসল করেন। **সনদ খুবই দুর্বল। ফাখ শব্দ উল্লেখ না করে বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সহীহ আবূ দাঊদ (১২২৯)**

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সুরক্ষিত নয়। মক্কা মুকাররমায় যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করতেন মর্মে বর্ণিত ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে নাফি'-এর হাদীসটি বেশী সহীহ্‌। ইমাম শাফিঈ (রাহঃ) মক্কায় যাওয়ার জন্য গোসল করা মুস্তাহাব বলেছেন। রাবী আবদুর রহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। আহ্‌মাদ ইবনু হাম্বল, আলী ইবনুল মাদীনী প্রমুখ তাকে যঈফ বলেছেন। তার সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এ হাদীসটি মারফূ' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে কি-না তা আমাদের জানা নেই।

٣٢) بَابُ مَا جَاءَ: فِيْ كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ বাইতুল্লাহ্ শরীফ দেখে হাত তোলা মাকরূহ

٨٥٥. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ : «أَيَرْفَعُ الرَّجُلُ يَدَيْهِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ؟ فَقَالَ : حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، أَفَكُنَّا نَفْعَلُهُ؟! **ضعيف : «ضعيف أبي داود» ‹٣٢٦›، «المشكاة» ‹٢٥٧٤- التحقيق الثاني›.**

৮৫৫। মুহাজির আল-মাক্কী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হল ঃ কোন ব্যক্তি বাইতুল্লাহ্ শরীফ দেখে তার উভয় হাত তুলবে কি-না। তিনি বললেন, আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হাজ্জ করেছি, কিন্তু তখন কি আমরা তা করেছি? **যঈফ, যঈফ আবূ দাউদ (৩২৬), মিশকাত তাহকীক ছানী (২৫৭৪)**

আবূ ঈসা বলেন, বাইতুল্লাহ্ দেখে হাত তোলা বিষয়ের এই হাদীসটি শুবা হতে আবূ কাযাআর সূত্রেই আমরা জেনেছি। আবূ কাযাআর নাম সুওয়াইদ ইবনু হুজাইর।

٤١) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ فَضْلِ الطَّوَافِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ তাওয়াফের ফাযীলাত

٨٦٦. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيدِبْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسِينَ مَرَّةً، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». **ضعيف : «الضعيفة» ‹٥١٠٢›.**

৮৬৬। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক পঞ্চাশ বার বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে সে তার মায়ের গর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের মত পাপ মুক্ত হয়ে যাবে। **যঈফ, যঈফা (৫১০২)**

এই অনুচ্ছেদে আনাস ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি গারীব। আমি মুহাম্মাদ (বুখারী)-কে এই হাদীস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এটি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে তাঁর উক্তি হিসেবে বর্ণিত হয়ে থাকে।

٤٥) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ دُخُوْلِ الْكَعْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫ ॥ কাবা শরীফের অভ্যন্তরে যাওয়া

٨٧٣. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِيْ، وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ، طَيِّبُ النَّفْسِ، فَرَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ حَزِيْنٌ، فَقُلْتُ لَهُ؟ فَقَالَ : «إِنِّيْ دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ، وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ، إِنِّيْ أَخَافُ أَنْ أَكُونَ أَتْعَبْتُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِيْ!». **ضعيف : «ابن ماجه» (٣٠٦٤).**

৮৭৩। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট হতে অচঞ্চল চোখে ও প্রফুল্ল মনে চলে গেলেন কিন্তু (কিছুক্ষণ পর) ফিরে আসলেন চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায়। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমি কাবার ভেতরে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার মন বলছিল আমি যদি এরূপ না করতাম (তবে সেটাই ভাল ছিল)। আমার ভয় হচ্ছে আমার পরে আমার উম্মাতদেরকে যন্ত্রণায় ফেললাম কি-না। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩০৬৪)**

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٥١) بَابُ مَا جَاءَ : أَنَّ مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১ ॥ যে ব্যক্তি মিনার যে জায়গাতে আগে পৌঁছবে সেটিই হবে তার অবস্থানস্থল

٨٨١. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالاَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلاَ نَبْنِي لَكَ بَيْتًا يُظِلُّكَ بِمِنًى؟! قَالَ : «لاَ، مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ». **ضعيف** : «ابن ماجه» ‹٣٠٠٦›.

৮৮১। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা মিনায় আপনার জন্য কি একটা ঘর বানিয়ে দিব যা আপনাকে ছায়া দিবে? তিনি বললেন ঃ না। যে ব্যক্তি মিনায় যে জায়গাতে আগে পৌঁছবে সেটিই হবে তার অবস্থানস্থল।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩০০৬)

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٦٤) بَابُ مَا جَاءَ : كَيْفَ تُرْمَى الْجِمَارُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪ ॥ কিভাবে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করতে হবে

٩٠٢. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، لإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ». **ضعيف** : «المشكاة» ‹٢٦٢٤›، «ضعيف أبي داود» ‹٣٢٨›.

৯০২। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার যিকির প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই জামরায় কংকর ছুড়া এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করার নিয়ম রাখা হয়েছে। **যঈফ, মিশকাত (২৬২৪), যঈফ আবূ দাউদ (৩২৮)**

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٦٨) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮ ॥ (কুরবাণীর পশু ক্রয় প্রসঙ্গে)

٩٠٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ. **ضعيف الإسناد : «ابن ماجه» ‹٣١٠٢› خ موقوفاً.**

৯০৭। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুদাইদ নামক জায়গা হতে তাঁর কুরবানীর পশু কেনেন। **সনদ দুর্বল, ইবনু মাজাহ (৩১০২)। বুখারী বর্ণনা করেছেন মাওকূফ ভাবে**

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি গারীব। ইয়াহ্ইয়া ইবনুল ইয়ামানের সূত্রেই শুধু উপরোক্ত হাদীস প্রসঙ্গে জানা যায়। নাফি (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইবনু উমার (রাঃ) কুদাইদ হতে তা কেনেন। আবূ ঈসা বলেন, এই রিওয়াত অনেক বেশী সহীহ্।

٧٥) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ كَرَاهِيَةِ الْحَلْقِ لِلنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫ ॥ মহিলাদের মাথা মুণ্ডন করা মাকরূহ

٩١٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ

عَلِيٍّ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. **ضعيف : «المشكاة» ‹٢٦٥٣- التحقيق الثاني›، «الضعيفة» ‹٦٧٨›.**

৯১৪। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে তাদের মাথা কামিয়ে ফেলতে মানা করেছেন। **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (২৬৫৩)। যঈফ (৬৭৮)**

٩١٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ خِلَاسٍ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ. **انظر ما قبله.**

৯১৫। মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার আবূ দাউদ হতে তিনি হাম্মাম হতে তিনি খিলাস হতে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের মতই বর্ণিত আছে। কিন্তু এই সূত্রে আলী (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ নেই। আবূ ঈসা বলেন, আলী (রাঃ) বর্ণিত এই হাদীসটিতে অস্থিরতা আছে। এই হাদীসটি হাম্মাদ হতে কাতাদার সূত্রে আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে বিদ্বানগণের মতে মহিলাদের মাথা কামাতে হবে না তাদের মাথার চুল ছাটতে হবে।

٧٩) بَابُ مَا جَاءَ : مَتَى تُقْطَعُ التَّلْبِيَةُ فِي الْعُمْرَةِ

অনুচ্ছেদঃ ৭৯॥ উমরার ক্ষেত্রে তালবিয়া পাঠ কখন বন্ধ করতে হবে

٩١٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ : أَنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ. **ضعيف : «الإرواء» ‹١٠٩٩›، «ضعيف أبي داود» ‹٣١٦›، والصحيح موقوف على ابن عباس.**

৯১৯। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরার বেলায় হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা মাত্র তালবিয়া পাঠ বন্ধ করতেন।

যঈফ, ইরওয়া (১০৯৯), যঈফ আবূ দাউদ (৩১৬) বর্ণনাটি ইবনু আব্বাসের নিজস্ব কথা আর ইহাই সহীহ

এই অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত

আছে। আবূ ঈসা বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্। বেশিরভাগ আলিম এই হাদীস অনুসারে বলেছেন, উমরা পালনকারী হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ না করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে না। কোন কোন আলিম বলেন, মক্কার জনপদের সীমায় পৌঁছেই তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিবে। (তিরমিযী বলেন) তবে উক্ত হাদীস অনুযায়ীই আমল করতে হবে। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকের এই অভিমত।

٨٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ بِاللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮০ ॥ রাতের বেলা তাওয়াফে যিয়ারাত করা

٩٢٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ. شاذ : «ابن ماجه» ‹٣٠٥٩›.

৯২০। ইবনু আব্বাস ও আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফে যিয়ারাতরাত পর্যন্ত বিলম্ব করেছেন। **শাজ, ইবনু মাজাহ (৩০৫৯)**

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ্। একদল বিশেষজ্ঞ আলিম রাত অবধি দেরি করে তাওয়াফে যিয়ারাত করার সম্মতি দিয়েছেন। আরেক দল আলিম কুরবানীর দিন তা করা মুস্তাহাব বলেছেন। অন্য একদল আলিম মিনায় থাকতে শেষ দিন পর্যন্ত তা দেরি করার সম্মতি প্রকাশ করেছেন।

٨٤) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৪ ॥ (শিশুদের হাজ্জ)

٩٢٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ نُمَيْرٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : كُنَّا إِذَا

حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَكُنَّا نُلَبِّيْ عَنِ النِّسَاءِ، وَنَرْمِيْ عَنِ الصِّبْيَانِ.

ضعيف : «ابن ماجه» (٣٠٣٨).

৯২৭। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যখন হাজ্জ করতাম তখন মেয়েদের পক্ষ হতে তালবিয়া পাঠ করতাম এবং বালকদের পক্ষ হতে রমী (কঙ্কর নিক্ষেপ) করতাম। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩০৩৮)**

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি গারীব। শুধু উপরোক্ত সূত্রেই এটি আমরা জেনেছি। এই প্রসঙ্গে আলিমগণ একমত যে, মেয়েরা নিজেদের তালবিয়া পাঠ করবে। তাদের হয়ে অন্য কেউ তালবিয়া পাঠ করলে তা হবে না। তবে তাদের উচ্চ কণ্ঠে তালবিয়া পাঠ করা মাকরূহ।

٨٨) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ لاَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৮ ॥ উমরা ওয়াজিব কি না ?

٩٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ : أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ : «لاَ، وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ».

ضعيف الإسناد.

৯৩১। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো উমরা করা কি ওয়াজিব? তিনি বললেন ঃ না, তবে তোমরা উমরা করলে তা অতিশয় ভাল। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ্। কোন কোন আলিমের মতে উমরা ওয়াজিব নয়। এ কথাও বলা হত যে, হাজ্জ হলো দু'টি। কুরবানীর দিন হলো বড় হাজ্জ এবং উমরা হলো ছোট হাজ্জ। ইমাম শাফিঈ বলেন, উমরা হলো সুন্নাত (প্রতিষ্ঠিত ইবাদাত)। আমার জানামতে তা ছেড়ে দেয়ার সুযোগ কেউ দেননি। এটি নফল হওয়া প্রসঙ্গেও কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এটি নফল বলে যে হাদীস বর্ণিত আছে তা যঈফ, তা

দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা জেনেছি যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) উমরা পালন ওয়াজিব মনে করতেন। আবূ ঈসা বলেন, এর পুরোটাই ইমাম শাফিঈর বক্তব্য।

١٠١) بَابُ مَا جَاءَ : مَنْ حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০১ ॥ হাজ্জ বা উমরা পালনকারীর শেষ আমল যেন বাইতুল্লায় সম্পর্কযুক্ত হয়

٩٤٦. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : «مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ، أَوِ اعْتَمَرَ، فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ». **منكر بهذا اللفظ- صح معناه دون قوله: «أو اعتمر» : «صحيح أبي داود» <١٧٤٩>، «الضعيفة» <٤٥٨٥>.**

৯৪৬। হারিস ইবনু আবদুল্লাহ্ ইবনু আওস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি এই ঘরের হাজ্জ বা উমরা করবে তার শেষ কাজ যেন বাইতুল্লায় সম্পর্কযুক্ত হয়। **এই বর্ণনাটি মুনকার, তবে "উমরা করবে" এই শব্দ ব্যতীত হাদীসের অর্থ সহীহ, সহীহ আবূ দাউদ (১৭৪৯), যঈফা (৪৫৮৫)**

উমার (রাঃ) তখন তাকে (হারিস ইবনু আবদুল্লাহ্কে) বলেন, তোমার শরম হওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে তুমি এই বিষয়টি শুনেছ অথচ আজো আমাদেরকে তা জানাওনি।

এই অনুচ্ছেদে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, হারিস ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আওস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি গারীব। হাজ্জাজ ইবনু আরতাহ হতেও একাধিক রাবী একইরকম বর্ণনা করেছেন। এই সনদের কোন কোন অংশে হাজ্জাজের উল্টো বর্ণনা করা হয়েছে।

١١٤) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৪ ॥ (ইহ্‌রাম অবস্থায় তৈল ব্যবহার করা)

٩٦٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، غَيْرَ الْمُقَتَّتِ. **ضعيف الإسناد.**

৯৬২। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্‌রাম অবস্থায় সুগন্ধিহীন তেল ব্যবহার করতেন।
সনদ দুর্বল

আবূ ঈসা বলেন, 'মুকাত্তাত' অর্থ সুগন্ধযুক্ত। তিনি আরও বলেন, এই হাদীসটি গারীব। ফারকাদ আস-সাবাখী হতে সাঈদ ইবনু জুবাইর-এর সূত্রেই শুধু মাত্র আমরা এই হাদীস প্রসঙ্গে জেনেছি। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু সাঈদ (রাহঃ) ফারকাদ আস-সাবাখীর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তার বরাতে লোকেরা হাদীস বর্ণনা করেছে।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٨- كِتَابُ الْجَنَائِزِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৮ ঃ জানাযা

٨) بَابُ مَا جَاءَ : فِي التَّشْدِيْدِ عِنْدَ الْمَوْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ মৃত্যুকষ্ট প্রসঙ্গে

٩٧٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُوْسَى بْنِ سَرْجِسَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِالْمَوْتِ، وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيْهِ مَاءٌ، وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ يَقُوْلُ : «اَللّٰهُمَّ! أَعِنِّي عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ- أَوْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ-». ضعيف : «ابن ماجه» ‹١٦٢٣›.

৯৭৮। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখেছি একটি পানি ভর্তি বাটি তাঁর সামনে রাখা ছিল। তিনি সেই বাটিতে তাঁর হাত প্রবেশ করাচ্ছিলেন এবং পানি দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল মলছিলেন আর বলছিলেন ঃ "হে আল্লাহ্! মৃত্যুকষ্ট ও মৃত্যুযন্ত্রণা হ্রাসে আমায় সহায়তা করুন।" **যঈফ, ইবনু মাজাহ (১৬২৩)**

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٩٨٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ: حَدَّثَنَا حُسَامُ بْنُ الْمِصَكِّ: حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللّٰهِ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ

تَخْرُجُ رَشْحًا، وَلَا أُحِبُّ مَوْتًا كَمَوْتِ الْحِمَارِ، قِيلَ: وَمَا مَوْتُ الْحِمَارِ؟ قَالَ: «مَوْتُ الْفَجْأَةِ». ضعيف جدا:العلل المتناهية «١٤٨٨»

৯৮০। আলকামা (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, অবশ্যই মু'মিনের আত্মা (মৃত্যুর সময়) ঘামের সাথে বের হয়, আমি গাধার মত মৃত্যুকে পছন্দ করি না, তাকে প্রশ্ন করা হল, গাধার মত মৃত্যু কি ? তিনি বললেন ঃ হঠাৎ মৃত্যু। **অত্যন্ত দুর্বল। আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ (১৪৮৮)**

٩) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ (যার আমলনামায় প্রথমে ও শেষে ভাল কাজ পাওয়া যাবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে)

٩٨١. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَبِيُّ، عَنْ تَمَّامِ بْنِ نَجِيحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ حَافِظَيْنِ رَفَعَا إِلَى اللَّهِ مَا حَفِظَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، فَيَجِدُ اللَّهُ فِي أَوَّلِ الصَّحِيفَةِ، وَفِي آخِرِ الصَّحِيفَةِ خَيْرًا؛ إِلَّا قَالَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي مَا بَيْنَ طَرَفَيِ الصَّحِيفَةِ». **ضعيف جدا:** «الضعيفة» «٢٢٣٩»

৯৮১। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দার আমল নামা লিপিবদ্ধকারী দু'জন ফিরিশ্তা দিবারাত্রির যখনই আমল নামা নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে, আর আল্লাহ তা'আলা আমল নামার প্রথমে ও শেষে কল্যাণ (দেখতে) পান তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তোমাদেরকে এই

কথার উপর সাক্ষি রাখছি যে, আমার বান্দার আমল নামার মাঝখানে যা আছে তা আমি ক্ষমা করে দিলাম। অত্যন্ত দুর্বল, যঈফা (২২৩৯)

١٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ كَرَاهِيَةِ النَّعْيِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ ফলাও করে মৃত্যুসংবাদ প্রচার করা মাকরূহ

٩٨٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ : حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، وَهَارُوْنُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ، فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ»، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : وَالنَّعْيُ : أَذَانٌ بِالْمَيِّتِ. **ضعيف : «تخريج إصلاح المساجد» ‹١٠٨›.**

৯৮৪। আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাবধান! তোমরা মৃত্যুর খবর ঘোষণা থেকে নিবৃত্ত থাক। যেহেতু এটা জাহিলী যুগের কাজ। আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, 'নাঈ' শব্দের অর্থ মৃত্যুর খবর ঢালাও করে ঘোষণা করা।

যঈফ, তাখরীজু ইসলাহিল মাসাজিদ (১০৮)

এই অনুচ্ছেদে হুযাইফা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٩٨٥. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُومِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ الْوَلِيْدِ الْعَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ........ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ : وَالنَّعْيُ : أَذَانٌ بِالْمَيِّتِ. **ضعيف.**

৯৮৫। সাঈদ ইবনু আব্দুর রহমান আল-মাখযূমী আব্দুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ হতে তিনি সুফিয়ান সাওরী হতে তিনি আবূ হামযাহ হতে তিনি আল-কামা হতে তিনি আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে একই রকম হাদীস বর্ণনা

করেছেন। তবে তা মারফূরূপে বর্ণনা করা হয়নি এবং তাতে 'আন-নাইউ আযানুন বিলমায়্যিত" এই কথারও উল্লেখ নেই। **যঈফ**

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হামযা হতে আনবাসার রিওয়ায়াতের তুলনায় এই রিওয়ায়াতটি অনেক বেশী সহীহ্। আবূ হামযার নাম মাইমূন আল-আওয়ার। হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মতে তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী নন। আবূ ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি গারীব। একদল আলিম 'নাঈ' মাকরূহ বলেছেন। তাদের মতে 'নাঈ' হল লোকদের মাঝে এই বলে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যে, অমুক ব্যক্তি মারা গেছে। অতএব তারা যেন তার জানাযায় উপস্থিত হয়। কিছু আলিম বলেছেন, মৃতের ভাই-বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনকে তার মৃত্যুর সংবাদ দেয়াতে কোন অপরাধ নেই। ইবরাহীম নাখঈ বলেন, আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুসংবাদ দেয়াতে কোন সমস্যা নেই।

٢٧) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْمَشْيِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ জানাযার পিছে পিছে যাওয়া

١٠١١. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى- إِمَامِ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ-، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَشْيِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ؟ قَالَ : «مَا دُونَ الْخَبَبِ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا، عَجِلْتُمُوهُ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا، فَلَا يُبْعَدُ إِلَّا أَهْلُ النَّارِ، الْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تَتْبَعُ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ تَقَدَّمَهَا». **ضعيف** :

«ابن ماجه» (١٤٨٤).

১০১১। আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাযার পিছে পিছে যাওয়া প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনি বলেন ঃ দৌড়ের চেয়ে কিছুটা ধীরে চলবে। যদি সে ভাল ব্যক্তি হয় তাহলে তোমরা তাকে তাড়াতাড়ি তার জায়গায় পৌঁছে দিলে। সে মন্দ ব্যক্তি হলে তাড়াতাড়ি এক জাহান্নামীকে বিতাড়িত করা হল। লাশের অনুসরণ করা হয়। লাশ

কারো অনুসরণ করে না। যে ব্যক্তি লাশের আগে আগে চলে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (১৪৮৪)**

আবূ ‘ঈসা বলেনঃ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি আমরা শুধু উপরোক্ত সূত্রেই জেনেছি। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী আবূ মাযিদ বর্ণিত এ হাদীসটিকে তার কারণে যঈফ বলেছেন। ইয়াহ্ইয়াকে আবূ মাযিদ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি মন্তব্য করেন, একটি পাখি উড়ে এসে আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছে (রাবী অপরিচিত)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর ‘আলিম এ হাদীস অনুসারে ‘আমল করেছেন। তাদের মতে জানাযার পিছে পিছে যাওয়াই অতিশয় ভাল। ইমাম সাওরী ও ইসহাক (রাহঃ)-এর এ অভিমত।

আবূ মাযিদ একজন অখ্যাত ও অপরিচিত রাবী। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) সূত্রে তার দু'টি হাদীস বর্ণিত আছে। তাইমুল্লাহ গোত্রের ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিশ্বস্ত রাবী। তার উপনাম আবুল হারিস। তাকে ইয়াহ্ইয়া আল-জাবির এবং ইয়াহ্ইয়া আল-মুজবিরও বলা হয়। তিনি ছিলেন কূফার বাসিন্দা। শুবা, সুফিয়ান সাওরী, আবুল আহওয়াস ও সুফিয়ান ইবনু ‘উয়াইনা তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٨) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ كَرَاهِيَةِ الرُّكُوبِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদঃ ২৮ ॥ সওয়ার হয়ে জানাযার পিছে পিছে চলা মাকরূহ

١٠١٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جَنَازَةٍ، فَرَأَىٰ نَاسًا رُكْبَانًا، فَقَالَ : «أَلَا تَسْتَحْيُونَ؟! إِنَّ مَلَائِكَةَ اللّٰهِ عَلَىٰ أَقْدَامِهِمْ، وَأَنْتُمْ عَلَىٰ ظُهُورِ الدَّوَابِّ!». **ضعيف : «ابن ماجه» (١٤٨٠).**

১০১২। সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একটি জানাযায় উপস্থিত হওয়ার উদ্দেশে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সাথে বের হলাম। তিনি কিছু ব্যক্তিকে আরোহী অবস্থায় দেখে বললেন ঃ তোমাদের কি শরম নেই? আল্লাহ্ তা'আলার ফিরিশতাগণ পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন আর তোমরা পশুর পিঠে সাওয়ার হয়ে যাচ্ছো! **যঈফ, ইবনু মাজাহ (১৪৮০)**

এই অনুচ্ছেদে মুগীরা ইবনু শুবা ও জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, সাওবান (রাঃ)-এর হাদীসটি মাওকূফরূপেও বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ (রাহঃ) বলেন, মাওকূফ বর্ণনাটিই অনেক বেশী সহীহ।

٣٢) باب آخر

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ (জানাযায় শারীক হওয়া)

١٠١٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْأَعْوَرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ، وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ، وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، وَيُجِيْبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ، وَكَانَ يَوْمَ بَنِيْ قُرَيْظَةَ عَلَىٰ حِمَارٍ مَخْطُوْمٍ بِحَبْلٍ مِنْ لِيْفٍ، عَلَيْهِ إِكَافٌ مِنْ لِيْفٍ. **ضعيف : «ابن ماجه» (٤١٧٨).**

১০১৭। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থকে দেখতে যেতেন, জানাযায় উপস্থিত হতেন, গাধার পিঠে সাওয়ার হতেন এবং কেনা গোলামের দাওয়াতও কবূল করতেন। বানূ কুরাইযার (যুদ্ধের) দিন তিনি একটি গাধার পিঠে সাওয়ার ছিলেন। এর লাগাম ও গদি ছিল খেজুর গাছের বাকলের তৈরী। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৪১৭৮)**

আবূ ঈসা বলেন, আমরা এ হাদীসটি শুধু মুসলিম হতে আনাস (রাঃ) সূত্রেই জেনেছি। কিন্তু মুসলিম আল-আওয়ার হাদীস শাস্ত্রে যঈফ। তার পিতার নাম কাইসান আল-মুলাঈ। তার সম্পর্কে সমালোচনা করা হয়েছে। শুবা এবং সুফিয়ান মুলাঈ তার নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٤) بَابٌ آخَرُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ (মৃত ব্যক্তির উত্তম গুণ বর্ণনা করা)

١٠١٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ أَنَسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «اذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ، وَكُفُّوْا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ». **ضعيف : «المشكاة»** ‹١٦٧٨›، «الروض النضير» ‹٤٨٢›.

১০১৯। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মৃত লোকদের ভালো দিকগুলো আলোচনা কর এবং তাদের খারাপ দিকগুলো আলোচনা থেকে ক্ষান্ত হও। **যঈফ, মিশকাত (১৬৭৮), রাওযুন্ নাযীর (৪৮২)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমি মুহাম্মাদ (বুখারী)-কে বলতে শুনেছি যে, ইমরান ইবনু আনাস আল-মাক্কী একজন উপেক্ষিত রাবী অর্থাৎ তার বর্ণিত হাদীস অগ্রাহ্য। কোন কোন রাবী এ হাদীসটি আতা হতে আইশা (রাঃ) সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। ইমরান ইবনু আবী আনাস আল-মিসরী এই ইমরান ইবনু আনাস আল-মাক্কীর তুলনায় বেশী উল্লেখযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য।

٤٧) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭ ॥ কবরের উপর জানাযা আদায় করা

١٠٣٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ، وَالنَّبِيُّ ﷺ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ، صَلَّى عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَى لِذٰلِكَ شَهْرٌ.

ضعيف : «الإرواء» ‹١٨٣/٣، ١٨٦›.

১০৩৮। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, সা'দ

(রাঃ)-এর আম্মা ইন্তিকাল করেন। এ সময় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাযির ছিলেন না। তিনি (সফর হতে) প্রত্যাবর্তন করে তার জানাযার নামায আদায় করেন। ইতিমধ্যে (মৃত্যুর পর) একমাস চলে গিয়েছিল। **যঈফ, ইরওয়া (৩/১৮৩, ১৮৬)**

٥٠) بَابٌ آخَرُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০ (জানাযা বহন করা প্রসঙ্গে)

١٠٤١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمُهَزِّمِ، قَالَ : صَحِبْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَشْرَ سِنِيْنَ، سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً، وَحَمَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا». **ضعيف : «المشكاة» (١٦٧٠).**

১০৪১। আব্বাস ইবনু মানসূর (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি আবুল মুহায্যিমকে বলতে শুনেছি ঃ আমি দশ বছর ধরে আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সান্নিধ্যে ছিলাম। আমি তাকে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি লাশের পিছে পিছে গেল এবং তা তিনবার বহন করল সে মৃত ব্যক্তির প্রতি তার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পালন করল। **যঈফ, মিশকাত (১৬৭০)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। কিছু রাবী এ হাদীসটি উল্লেখিত সনদ সূত্রে মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেননি। আবুল মুহায্যিমের নাম ইয়াযীদ, পিতার নাম সুফিয়ান। শুবা (রাহঃ) তাকে যঈফ বলেছেন।

٥٩) بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯ ॥ কবরস্থানে প্রবেশ করে যা বলতে হবে

١٠٥٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، عَنْ أَبِي

كُدَيْنَةَ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِقُبُورِ الْمَدِيْنَةِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ : «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ! يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ». **ضعيف** : «المشكاة» (١٧٦٥).

১০৫৩। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদীনার গোরস্তানের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি কবরবাসীদের দিকে মুখ করে বললেন ঃ 'আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহ্লাল কুবূর, ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়ালাকুম আনতুম সালাফুনা ওয়া নাহ্নু বিল আসার।" যঈফ, মিশকাত (১৭৬৫)

এ অনুচ্ছেদে বুরাইদা ও আইশা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ ইবনু আব্বাস বর্ণিত এ হাদীসটি হাসান গারীব। আবূ কুদাইনার নাম ইয়াহ্ইয়া, পিতার নাম মুহাল্লাব। আর আবূ যাব্ইয়ানের নাম হুসাইন, পিতার নাম জুনদুব।

(٦١) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১ (মৃত ব্যক্তিকে মৃত্যু স্থলে কবর দেওয়া প্রসঙ্গে)

١٠٥٥. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ : تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِحُبْشِيٍّ، قَالَ : فَحُمِلَ إِلَى مَكَّةَ، فَدُفِنَ فِيهَا ، فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ، أَتَتْ قَبْرَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ :

وَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَذِيْمَةَ حِقْبَةً — مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ : لَنْ يَتَصَدَّعَا

فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا، كَأَنِّي وَمَالِكًا — لِطُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعًا

ثُمَّ قَالَتْ : وَاللّٰهِ لَوْ حَضَرْتُكَ، مَا دُفِنْتَ إِلَّا حَيْثُ مُتَّ، وَلَوْ شَهِدْتُكَ

مَا زُرْتُكَ. ضعيف : «المشكاة» <١٧١٨>.

১০৫৫। আবদুল্লাহ ইবনু আবূ মুলাইকা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আবদুর রহমান ইবনু আবূ বাক্‌র (রাঃ) হুবশী নামক স্থানে মারা গেলেন। পরে তাকে মক্কায় এনে এখানে কবর দেয়া হল। আইশা (রাঃ) মক্কায় এসে (ভাই) আবদুর রহমান ইবনু আবূ বাক্‌রের কবর যিয়ারাতে গেলেন। তিনি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

"আমরা দু'জন জাযীমার দুই সহচর
দীর্ঘকাল কাটিয়েছি একসাথে
এমনকি বলা হত আমরা কখনো বিচ্ছিন্ন হব না
কিন্তু যখন পৃথক হলাম আমি মালিকের থেকে
মনে হচ্ছে এক রাতও কাটাইনি একসাথে।"

তারপর তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার কসম! আমি যদি হাযির থাকতাম তবে আপনার মউতের জায়গাতেই আপনাকে দাফন করা হত। আমি যদি আপনার দাফনের সময় হাযির থাকতাম, তবে আমি আপনার কবর যিয়ারাতে আসতাম না। **যঈফ, মিশকাত (১৭১৮)**

٦٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩ ॥ রাতে লাশ দাফন করা

١٠٥٧. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ، قَالاَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ قَبْرًا لَيْلاً، فَأُسْرِجَ لَهُ سِرَاجٌ، فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، وَقَالَ : «رَحِمَكَ اللَّهُ! إِنْ كُنْتَ لأَوَّاهًا تَلاَّءً لِلْقُرْآنِ»، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. ضعيف : «المشكاة» <١٧٠٦>، لكن موضع الشاهد منه حسن : «أحكام الجنائز» <١٤٢>.

১০৫৭। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা কবরে প্রবেশ করলেন। তাঁর জন্য একটি আলো জ্বালানো হল। তিনি কিবলার দিক হতে মৃতদেহ ধরলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ তা‘আলা তোমায় রাহাম করুন! তুমি ছিলে বেশী নরমদিলের এবং বেশী কুরআন তিলাওয়াতকারী। তিনি তার (নামাযে) চারবার ‘আল্লাহু আকবার’ বললেন। **যঈফ, মিশকাত (১৭০৬) তিনি রাত্রে কবরে প্রবেশ করলেন এ অংশটুকু হাসান, আহকামুল জানায়িয**

এ অনুচ্ছেদে জাবির ও ইয়াযীদ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইয়াযীদ (রাঃ) যাইদ ইবনু সাবিত (রাঃ)-এর অগ্রজ। আবূ ‘ঈসা বলেনঃ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি হাসান। একদল ‘আলিম এ হাদীস অনুযায়ী ‘আমল করেছেন। তারা বলেন, মৃতকে কিবলার দিক হতে কবরে নামাবে। আর একদল ‘আলিমের মতে পায়ের দিক হতে নামাতে হবে। বেশীরভাগ বিশেষজ্ঞ ‘আলিম রাতে মৃতদেহ দাফন করা জায়িয মনে করেন।

٦٥) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ ثَوَابِ مَنْ قَدَّمَ وَلَدًا

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫ ॥ যার শিশু সন্তান মারা যায় তার সাওয়াব

١٠٦١. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ- مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ-، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً، لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ، كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ»، قَالَ أَبُو ذَرٍّ : قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ؟ قَالَ : «وَاثْنَيْنِ»، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ- سَيِّدُ الْقُرَّاءِ : قَدَّمْتُ وَاحِدًا؟ قَالَ : «وَوَاحِدًا، وَلٰكِنْ إِنَّمَا ذَاكَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى». ضعيف : «ابن ماجه» ‹١٦٠٦›.

১০৬১। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি

বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তিনটি অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান (আল্লাহ্ তা'আলার কাছে) পাঠিয়েছে, তারা তার জন্য (জাহান্নামের বিরুদ্ধে) সুরক্ষিত কেল্লা হবে। আবূ যার (রাঃ) বললেন, আমি দু'টি সন্তান আগে পাঠিয়েছি। তিনি বললেন ঃ দু'টি পাঠালেও। কুরআন বিশেষজ্ঞদের নেতা উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বললেন, আমি একটি আগে পাঠিয়েছি? তিনি বললেন ঃ একটি পাঠালেও। কিন্তু এটা শুধু তার জন্য যে প্রথম চোটেই সহিষ্ণুতা অবলম্বন করেছে।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (১৬০৬)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আবূ উবাইদা (রাহঃ) তার পিতার কাছে হাদীস শুনেননি।

١٠٦٢. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَأَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ بَارِقٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ جَدِّيْ- أَبَا أُمِّي- سِمَاكَ بْنَ الْوَلِيْدِ الْحَنَفِيَّ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِي، أَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ : «وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَا مُوَفَّقَةُ!» قَالَتْ : فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ « فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِي، لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِي». **ضعيف : «التعليق الرغيب»** ‹٩٣/٣›، **«المشكاة»** ‹١٧٣٥›.

১০৬২। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে যার দু'টি মৃত সন্তান থাকবে, তাদের প্রতিদানে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আইশা (রাঃ) তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আপনার উম্মাতের মধ্যে যার একটি মৃত সন্তান থাকবে? তিনি বললেন ঃ হে কল্যাণময়ী! যার এমন একটি সন্তান থাকবে তাকেও। তিনি আবার

প্রশ্ন করলেন, আপনার উম্মাতের মধ্যে যার কোন অগ্রগামী সন্তান নেই? তিনি বললেন ঃ আমিই আমার উম্মাতের জন্য অগ্রগামী। কেননা আমার ইন্তেকালে তারা যে কষ্ট পাবে তেমন আর কারো ইন্তেকালে পাবে না।

যঈফ, তা'লীকুর রাগীব (৩/৯৩), মিশকাত (১৭৩৫)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। কেননা আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র আবদু রব্বিহি ইবনু বারিকের সূত্রেই জেনেছি। একাধিক মুহাদ্দিস তার নিকট হতে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আহ্মাদ ইবনু সাঈদ-হাব্বান ইবনু হিলাল হতে তিনি আবদে রব্বিহির সূত্রে উপরের হাদীসের মতই হাদীস বর্ণনা করেছেন। সিমাক ইবনুল ওয়ালীদ, তিনি হলেনআবূ যুমাইল হানাফী।

٧٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ أَجْرِ مَنْ عَزَّى مُصَابًا

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২ ॥ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেয়ার সাওয়াব

١٠٧٣. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيْسَى : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا- وَاللّٰهِ- مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَنْ عَزَّى مُصَابًا، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ». **ضعيف** : «ابن ماجه» (١٦٠٢).

১০৭৩। আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে, তাকেও দুর্দশাগ্রস্তের সমান বদলা দেয়া হয়।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (১৬০২)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। শুধু আলী ইবনু আসিমের সূত্রেই আমরা এ হাদীসটি মারফূ হিসেবে জেনেছি। কিছু রাবী মুহাম্মাদ ইবনু সূকার সূত্রে এটা মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, মারফূ হিসেবে নয়। কথিত আছে যে, আলী ইবনু আসিম এই হাদীসের জন্যে সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন। মুহাদ্দিসগণ তাকে দোষারোপ করেছেন।

٧٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ تَعْجِيْلِ الْجَنَازَةِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪ ॥ তাড়াতাড়ি জানাযার ব্যবস্থা করা

١٠٧٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ : «يَا عَلِيُّ! ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْأً». **ضعيف : «المشكاة» ‹١٤٨٦›.**

১০৭৫। আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ হে আলী! তিনটি কাজে দেরি করবে না। নামায– যখন ওয়াক্ত হয়ে যায়; জানাযা– যখন উপস্থিত হয় এবং বিধবা-যখন তার যোগ্য পাত্র পাওয়া যায় **।যঈফ, মিশকাত (১৪৮৬)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা এর সনদ পরস্পর সংযুক্ত আছে বলে মনে করি না।

٧٥) بَابٌ آخَرُ فِيْ فَضْلِ التَّعْزِيَةِ
অনুচ্ছেদঃ ৭৫ ॥ বিপদগ্রস্তের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের ফাযীলাত

١٠٧٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبُ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَتْنَا أُمُّ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُنْيَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِيْ بَرْزَةَ، عَنْ جَدِّهَا أَبِيْ بَرْزَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ عَزَّى ثَكْلَى، كُسِيَ بُرْدًا فِي الْجَنَّةِ». **ضعيف : «المشكاة» ‹١٧٣٨›.**

১০৭৬। আবূ বারযা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক সন্তানহারা মহিলাকে সমবেদনা জানায় তাকে জান্নাতে একটি কারুকার্য খচিত চাদর পরিয়ে দেয়া হবে। **যঈফ, মিশকাত (১৭৩৮)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব এবং এর সনদ মজবুত নয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহের নামে শুরু করছি

٩ـ كِتَابُ النِّكَاحِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

অধ্যায় ৯ ঃ বিবাহ

١) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ فَضْلِ التَّزْوِيْجِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ বিয়ে করার ফাযীলাত এবং এজন্য উৎসাহ দেয়া

١٠٨٠. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي الشِّمَالِ، عَنْ أَبِيْ أَيُّوبَ، قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ : الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ». **ضعيف : «المشكاة» (٣٨٢)، «الإرواء» (٧٥)، «الرد على الكتاني» (ص١٢).**

১০৮০। আবূ আয়্যুব আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ চারটি জিনিস নাবীদের চিরাচরিত সুন্নাত। লজ্জা-শরম, সুগন্ধি ব্যবহার, মিসওয়াক করা এবং বিয়ে করা। **যঈফ, মিশকাত (৩৮২), ইরওয়া (৭৫) আর রাদ্দুআলা আল-কাত্তানী পৃঃ ১২**

এ অনুচ্ছেদে উসমান, সাওবান, ইবনু মাসউদ, আইশা, আবদুল্লাহ ইবনু আমর, আবূ নাজীহ, জাবির ও আক্কাফ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আবূ আয়্যূব (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান গারীব। মাহ্মূদ ইবনু খিদাশ-আব্বাদ ইবনুল আওয়াম হতে তিনি আল-হাজ্জাজ হতে তিনি মাকহূল হতে তিনি আবুশ শিমাল হতে তিনি আবূ আয়্যুব (রাঃ), এর সূত্রেও উপরের হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত হাদীস হুশাইম, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ, আবূ মুআবিয়া ও অন্যরা হাজ্জাজ হতে তিনি মাকহূল হতে তিনি আবূ আয়্যূব (রাঃ), বর্ণনা করেছেন। কিন্তু

এই সনদে আবুশ শিমালের উল্লেখ নেই। হাফ্স ইবনু গিয়াস ও আব্বাদ ইবনুল আওয়ামের হাদীসটি অনেক বেশী সহীহ।

٦) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ إِعْلَانِ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ বিয়ের ঘোষণা দেয়া

١٠٨٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ مَيْمُوْنٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَعْلِنُوْا هٰذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوْهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ». **ضعيف : إلا الإعلان : «ابن ماجه» ‹١٨٩٥›.**

১০৮৯। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা বিয়ের ঘোষণা দিবে, বিয়ের কাজ মাসজিদে সম্পন্ন করবে এবং এতে ঢোল পিটাবে। **বিয়ের ঘোষণা দিবে এই অংশটি ব্যতীত হাদীসটি যঈফ। ইবনু মাজাহ (১৮৯৫)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। ঈসা ইবনু মাইমূন হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। তবে যে ঈসা ইবনু মাইমূন তাফসীর সম্পর্কে ইবনু আবূ নাজীহ হতে বর্ণনা করেছেন তিনি নির্ভরযোগ্য।

١٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْوَلِيْمَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ ওয়ালীমার (বিবাহ ভোজের) অনুষ্ঠান

١٠٩٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ : حَدَّثَنَا عَطَاءُ ابْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي

سُنَّةٌ، وطَعَامُ يومِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، ومَنْ سَمَّعَ، سَمَّعَ اللهُ بِهِ». ضعيف : «ابن ماجه» (١٩١٥).

১০৯৭। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিয়ের প্রথম দিনের ভোজের ব্যবস্থা করা আবশ্যকীয়, দ্বিতীয় দিনের ভোজের ব্যবস্থা করা সুন্নাত এবং তৃতীয় দিনের ভোজ হল নাম-ডাক ছড়ানোর উদ্দেশে। যে ব্যক্তি নাম-ডাক ছড়াতে চায়, (কিয়ামাতের দিন) আল্লাহ তা'আলা তাকে তদ্রূপ (অহংকারী ও মিথ্যুক হিসেবে) প্রকাশ করবেন।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (১৯১৫)

আবূ 'ঈসা বলেনঃ ইবনু মাসউদের হাদীসটি আমরা শুধু যিয়াদ ইবনু 'আবদুল্লাহ্র সূত্রেই মারফূ' হিসেবে জেনেছি। কিন্তু যিয়াদ বেশিরভাগ সময়ই গারীব ও মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) হাদীসগুলোই বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী (রাহঃ) মুহাম্মাদ ইবনু 'উক্বার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী বলেছেন, যিয়াদ সম্মানীত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও হাদীসে অনেক মিথ্যা বর্ণনা করে থাকেন।

١٥) بَابُ مَا جَاءَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ সাক্ষী ব্যতীত বিয়ে হতে পারে না

١١٠٣. حَدَّثَنَا يوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «الْبَغَايَا : اللَّاتِي يَنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ». ضعيف : «الإرواء» (١٨٦٢).

১১০৩। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যেসব নারী সাক্ষী ছাড়া নিজেদেরকে বিয়ে দেয় তারা ব্যভিচারিনী, যেনাকারিনী। যঈফ, ইরওয়া (১৮৬২)

ইউসুফ ইবনু হাম্মাদ বলেন, আবদুল আলা এ হাদীসটি কিতাবুত তাফসীরে মারফূ (রাসূলের কথা) হিসেবে এবং কিতাবুত তালাকে মাওকুফ (ইবনু আব্বাসের কথা) হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

١١٠٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ... نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وهذا أصح. انظر ما قبله.

১১০৪। কুতাইবা-গুনদার মুহাম্মাদ ইবনু জাফর হতে তিনি সাঈদ ইবনু আবী আরূবার সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের মতই হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই সূত্রে এটা মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেন নাই।

আর এটাই অধিক সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস

আবূ ঈসা বলেন, এটি একটি অরক্ষিত হাদীস। আবদুল আলা ব্যতীত অন্য কেউ এটাকে মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেননি। আব্দুল আ'লা-এর সূত্রে সাঈদ হতে এ হাদীসটি মাওকূফ হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে। সঠিক কথা হল, হাদীসের উল্লেখিত কথাগুলো (সাক্ষী ব্যতীত বিয়ে হয় না) ইবনু আব্বাসের। একাধিক রাবী এটাকে সাঈদ ইবনু আবী আরূবা হতেও মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে ইমরান ইবনু হুসাইন, আনাস ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও তাবিঈগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা সবাই বলেছেন, সাক্ষীর হাযিরা ব্যতীত বিয়ে হয় না। পূর্বকালের আলিমদের কেউই এ ব্যাপারে মতপার্থক্য করেননি। মুতাআখরীন আলিমগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। তাদের মতদ্বৈততা হয়েছে ঃ একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য দেয়ার পর অন্য একজন হাযির হয়ে সাক্ষ্য দিলে বিয়ে বৈধ হবে কি না এ বিষয় নিয়ে। কূফার বেশীরভাগ আলিম ও অন্যান্যের মতে, একই সময়ে দু'জন সাক্ষীর হাযিরা ছাড়া বিয়ের আক্দ অনুষ্ঠান জায়িয নয়। মাদীনার একদল আলিমের মতে ঃ একজন সাক্ষী চলে যাবার পর আর একজন সাক্ষী হাযির হলে বিয়ে জায়িয হবে, যদি তারা এর ঘোষণা দিয়ে থাকে। ইমাম মালিকেরও এই মত। মাদীনাবাসীদের বর্ণনামতে ইসহাকেরও এই মত। ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক বলেছেন, একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষ্যেও বিয়ের অনুষ্ঠান জায়িয।

١٩) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ দুই অভিভাবক (পৃথকভাবে) বিয়ে দিলে

١١١٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا». ضعيف : «الإرواء» ‹١٨٥٣›، «أحاديث البيوع».

১১১০। সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (সম-পর্যায়ের) দুইজন অভিভাবক কোন মেয়েকে (ভিন্ন দুই ব্যক্তির নিকট) বিয়ে দিলে প্রথম জনের বিয়ে বহাল হবে। কোন ব্যক্তি (একই মাল) দু'জন খরিদ্দারের নিকট বিক্রয় করলে তা প্রথম খরিদ্দারই পাবে।

যঈফ, ইরওয়া (১৮৫৩) বেচা কেনার হাদীস

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আলিমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। বিষয়টি নিয়ে তাদের মধ্যে কোন মতদ্বৈততা আছে বলে আমাদের জানা নেই। এক অভিভাবক অপর অভিভাবকের আগে কনেকে বিয়ে দিলে প্রথম অভিভাবকের বিয়ে বহাল হবে এবং দ্বিতীয় অভিভাবকের দেয়া বিয়ে বাতিল বলে বিবেচিত হবে। আর যদি দুইজন অভিভাবক একই সময় (দুইজনের কাছে) বিয়ে দেয় তবে উভয়ের প্রদত্ত বিয়ে বাতিল বলে বিবেচিত হবে। সুফিয়ান সাওরী, আহ্‌মাদ ও ইসহাক এই মত দিয়েছেন।

٢٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ মহিলাদের মোহরের বর্ণনা

١١١٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ

عُبَيْدِاللّٰهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللّٰهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ».قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: فَأَجَازَهُ. **ضعيف: «ابن ماجه» ‹١٨٨٨›**

১১১৩। আবদুল্লাহ ইবনু আমির ইবনু রাবীআ (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, ফাযারা গোত্রের এক মহিলা একজোড়া জুতার বদলে বিয়ে করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি একজোড়া জুতার বদলে তোমার জিন্দেগী ও সম্পদ সপে দিতে রাজী হয়ে গেলে? সে বলল, হ্যাঁ। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিয়ে অনুমোদন করলেন। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (১৮৮৮)**

এ অনুচ্ছেদে উমার, আবূ হুরাইরা, সাহল ইবনু সা'দ, আবূ সাঈদ, আনাস, আইশা, জাবির ও আবূ হাদরাদ আল-আসলামী (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আমির ইবনু রাবীয়া (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ। মোহরের পরিমাণ নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতের অমিল আছে। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন, যে পরিমাণ মোহরে উভয়ে রাজী হবে ততটুকুই মোহর হবে। মালিক ইবনু আনাস বলেছেন, সর্বনিম্ন পরিমাণ মোহর এক দীনারের এক-চতুর্থাংশের কম হতে পারবে না। কূফাবাসী একদল আলিম বলেছেন, সর্বনিম্ন পরিমাণ মোহর দশ দিরহাম।

٢٦. بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؛ هَلْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا، أَمْ لَا؟

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া স্ত্রীর কন্যাকে বিয়ে করা যায় কি-না?

١١١٧.حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا؛ فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا؛ فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ

نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ـ أَوْلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ـ؛ فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا».

ضعيف: «الإرواء» (١٨٧٩)

১১১৭। আমর ইবনু শুআইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন লোক কোন নারীকে বিয়ে করে তার সাথে সহবাস করলে তার সাথে ঐ নারীর মেয়ের বিয়ে বৈধ নয়। সে যদি তার সাথে সহবাস না করে থাকে তবে সে তার কন্যাকে বিয়ে করতে পারে। যে কোন লোক কোন নারীকে বিয়ে করার পর তার সাথে সহবাস করুক বা না করুক, তার মায়ের সাথে তার বিয়ে বৈধ নয়। **যঈফ, ইরওয়া (১৮৭৯)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সনদের দিক হতে সহীহ্ নয়। আমর ইবনু শুআইব (রাহঃ) হতে ইবনু লাহিয়া ও মুসান্না ইবনুস সাব্বাহ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীস শাস্ত্রে তারা উভয়ে যঈফ (দুর্বল)। বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ আলিম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা বলেছেন, কোন ব্যক্তি কোন নারীকে বিয়ে করার পর এবং সহবাস করার আগে তালাক দিলে তার কন্যাকে তার বিয়ে করা বৈধ। এ লোক তার কন্যাকে বিয়ে করার পর এবং সহবাস করার আগে তাকে তালাক দিলে তার মাকে নতুন করে বিয়ে করা তার জন্য বৈধ হবে না। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ "এবং তোমাদের স্ত্রীদের মায়েদেরকে" (বিয়ে করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়)।

ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকও এই মত দিয়েছেন।

١١٢٢. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ ـ أَخُو قَبِيصَةَ بْنِ عُقْبَةَ ـ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ؛ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ، فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ، فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ، وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ؛ حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الْآيَةُ: (إِلَّا

عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ)». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَىٰ هٰذَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ. منكر: «الإرواء» (١٩٠٣). «المشكاة» (٣١٥٨ - التحقيق الثاني)

১১২২। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, ইসলামের প্রথম যুগে মুতআ বিয়ের চর্চা ছিল। কোন ব্যক্তি কাজের উদ্দেশে কোন অপরিচিত লোকালয়ে গিয়ে পৌঁছত। সেখানে সে যত দিন থাকবে বলে মনে করত তত দিনের জন্য সে কোন নারীকে বিয়ে করত। সে তার মাল-পত্রের দেখাশুনা করত এবং তাকে রান্না করে দিত। অবশেষে যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ "যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে, নিজেদের স্ত্রীদের ব্যতীত এবং তাদের ডান হাত যাদের মালিক হয় সেসব মেয়েলোক ব্যতীত। এসব ক্ষেত্রে (লজ্জাস্থানের হিফাযাত না করা হলেও) তারা ভর্ৎসনা এবং তিরস্কারের যোগ্য নয়। এদের ব্যতীত অন্য কিছু চাইলে তারা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হবে"–সূরা মু'মিনূন ঃ ৫, ৬, ৭ এবং সূরা মাআরিজ ঃ ২৯, ৩০, ৩১। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ তারপর এ দু'টি ব্যতীত সব লজ্জাস্থানই হারাম হয়ে গেল। মুনকার, ইরওয়া (১৯০৩), মিশকাত তাহক্বীক্ব ছানী (৩১৫৮)

٤١. بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الضَّرَائِرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ স্ত্রীদের (সতীনদের) মধ্যে আচরণে সমতা রক্ষা করা

١١٤٠. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: «اللّٰهُمَّ هٰذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ». ضعيف: «ابن ماجه» (١٩٧١)

১১৪০। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিবিদের মাঝে খুবই ন্যায়সংগতভাবে পালা বন্টন করতেন। আর তিনি বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমার সামর্থ্য অনুযায়ী এই আমার পালা বন্টন। যে ব্যাপারে শুধু তোমারই পূর্ণ শক্তি আছে, আমার কোন শক্তি নেই, সেই ব্যাপারে আমাকে তিরস্কার কর না।"

যঈফ, ইবনু মাজাহ (১৯৭১)

আবূ ঈসা বলেছেন, আইশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি একাধিক রাবী হাম্মাদ ইবনু সালামা হতে উল্লিখিত সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কোন কোন বর্ণনায় আবূ কিলাবার সূত্রে এ হাদীসটি মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই বেশী সহীহ। "লা তালুম্‌নী ফীমা তামলিকু অলা আমলিকু"-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোন কোন আলিম বলেছেন ঃ আন্তরিক প্রেম-ভালোবাসার উপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই (এটা কম-বেশী হতে পারে)।

٤٢. بَابُ مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا

অনুচ্ছেদঃ ৪২ ॥ মুশরিক স্বামী-স্ত্রীর একজন ইসলাম গ্রহণ করলে

١١٤٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَهَنَّادٌ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ، وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ».

ضعيف: «ابن ماجه» ‹٢٠١٠›

১১৪২। আমর ইবনু শুআইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কন্যা যাইনাবকে পুনরায় মোহর নির্ধারণ করে এবং নতুন বিয়ের মাধ্যমে আবুল আস ইবনুর রাবীর নিকটে ফেরিয়ে দেন। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (২০১০)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে। বিদ্বানগণ এই হাদীসের মর্মানুযায়ী আমল করেছেন। কোন মহিলা যদি প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ইদ্দত পালনের সময়ই তার স্বামী

ইসলাম গ্রহণ করে তবে তার পূর্ব স্বামীর অধিকার অগ্রগণ্য। মালিক ইবনু আনাস, আল-আওযায়ী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক প্রমুখ ইমামগণের ইহাই অভিমত।

١١٤٤. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَجُلاً جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهَا كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي، فَرُدَّهَا عَلَيَّ؛ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ» هذا

حديث صحيح.

১১৪৪। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এক লোক মুসলমান হয়ে আসার পর তার স্ত্রীও মুসলমান হয়ে আসে। লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে আমার সাথে মুসলমান হয়েছে। অতএব আমার স্ত্রী আমাকে ফিরিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রী তাকে ফেরত দিলেন।

এ হাদীসটি সহীহ

ইয়াযীদ ইবনু হারূন মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের সূত্রে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাজ্জাজের সূত্রে আমর ইবনু শুয়াইব হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কন্যা যাইনাবকে নতুনভাবে মহরানা ধার্য্য করে নতুন বিয়ের মাধ্যমে আবুল আসের নিকট ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ইয়াযীদ ইবনু হারুন বলেছেন ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সনদের দিক হতে খুবই উত্তম, কিন্তু আমর ইবনু শুআইবের হাদীস অনুসারে আমল প্রচলিত আছে।

আমর ইবনু শুআইব এর হাদীসটি যঈফ;

ইরওয়া (১৯১৮)। যঈফ আবূ দাঊদ (৩৮৭)

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١٠- كِتَابُ الرِّضَاعِ

অধ্যায় ১০ ঃ শিশুর দুধপান

٦) بَابُ مَا جَاءَ مَا يُذْهِبُ مَذَمَّةَ الرِّضَاعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ দুধপানের বিনিময় কিভাবে শোধ করা যায়

١١٥٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرِّضَاعِ؟ فَقَالَ: «غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ». **ضعيف: «ضعيف أبي داود» (٣٥١)**

১১৫৩। হাজ্জাজ আসলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি যে দুধপান করেছি তার হাক্ব কিভাবে মিটাতে পারি? তিনি বলেন ঃ (দুধমাকে) একটি ক্রীতদাস অথবা একটি দাসী দান করে (এ দাবি মিটাতে পার)। **যঈফ, যঈফ আবূ দাঊদ (৩৫১)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ, হাতিম ইবনু ইসমাঈল, এবং আরও অনেকে হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি হাজ্জাজ ইবনু হাজ্জাজ হতে, তিনি তার পিতা হতে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। আর সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা বর্ণনা করেছেন হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি হাজ্জাজ ইবনু আবূ হাজ্জাজ হতে, তিনি তার পিতা হতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে ইবনু উয়াইনার সূত্রটি অরক্ষিত এবং হিশামের সূত্রটি সহীহ। হিশাম (রাহঃ) জাবির (রাঃ)-এর

দেখা পেয়েছেন। "আমি যে দুধপান করেছি তার হাক্ব কিভাবে চোকাতে পারি" এ কথার তাৎপর্য হল, আমার (দুধ) মা দুধ পান করানোর মাধ্যমে আমার যে সেবা করলেন এর বদলা আমি কিভাবে দিতে পারি? এর উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি তোমার দুধমাকে একটি ক্রীতদাস অথবা একটি দাসী দান করলে এর বিনিময় আদায় হবে। বর্ণিত আছে যে, আবুত তুফাইল (রাঃ) বলেন, এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসে ছিলাম। এক মহিলা এসে হাযির হলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য নিজের চাদর পেতে দিলেন এবং তিনি তার উপর বসলেন। এই মহিলা চলে গেলে বলা হল, এই মহিলাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুধপান করিয়েছেন।

٧) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْمَرْأَةِ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ সধবা মহিলাকে দাসত্বমুক্ত করা হলে

١١٥٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ حُرًّا، فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. شاذ بلفظ : «حرا»، والمحفوظ : «عبد» : «ابن ماجه» <٢٠٧٤>.

১১৫৫। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বারীরার স্বামী ছিল আযাদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (বারীরাকে) অধিকার প্রদান করলেন। "বারীরার স্বামী আযাদ ছিল" এই বর্ণনাটি শাজ। সংরক্ষিত বর্ণনা হল তিনি "দাস ছিলেন"। ইবনু মাজাহ (২০৭৪)

আবূ ঈসা বলেন ঃ আইশা (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান সহীহ। হিশাম ইবনু উরওয়া তার পিতার সূত্রে আইশা হতে বর্ণনা করেছেন বারীরার স্বামী ছিল দাস। ইকরিমা ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি বারীরার স্বামীকে দেখেছি, সে ছিল ক্রীতদাস, তাকে মুগীস নামে ডাকা হত। ইবনু উমার (রাঃ) হতেও একইরকম বর্ণিত হয়েছে।

একদল আলিম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। তারা বলেন, কোন দাসী কোন আযাদ ব্যক্তির বিবাহাধীনে থাকলে এই অবস্থায় তাকে দাসত্বমুক্ত করে দিলে সে (স্ত্রী) বিয়ে ঠিক রাখা বা না রাখার অধিকার পাবে না। হ্যাঁ তার স্বামী যদি গোলাম হয় এবং সে (স্ত্রী) দাসত্বমুক্ত হয় তবে সে অধিকার পাবে। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের মত এটাই।

একাধিক রাবী আমাশ হতে, তিনি ইবরাহীম হতে, তিনি আসওয়াদ হতে বর্ণনা করেছেন, আইশা (রাঃ) বলেন, "বারীরার স্বামী আযাদ ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থায় বারীরাকে (বিয়ে ঠিক রাখা বা না রাখার) অধিকার দেন।" আসওয়াদও বলেছেন, বারীরার স্বামী আযাদ ছিল। একদল বিশেষজ্ঞ তাবিঈ ও তাদের পরবর্তীগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলিমদের মত এটাই।

١١٦١. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ - أَبِي نَصْرٍ - عَنْ مُسَاوِرٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ؛ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ». ضعيف: «ابن ماجه» ‹١٨٥٤›

১১৬১। উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন নারী তার স্বামীকে খুশী রেখে মারা যায় সে জান্নাতে যাবে। যঈফ, ইবনু মাজাহ (১৮৫৪)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

١٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِيْ أَدْبَارِهِنَّ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ গুহ্যদ্বারে সহবাস করা নিষিদ্ধ

١١٦٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَهَنَّادٌ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ

طَلْقٍ قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! الرَّجُلُ مِنَّا يَكُوْنُ فِي الْفَلَاةِ، فَتَكُوْنُ مِنْهُ الرُّوَيْحَةُ، وَيَكُوْنُ فِي الْمَاءِ قِلَّةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ؛ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ». **ضعيف: «المشكاة» ‹٣١٤ و ١٠٠٦›**

১১৬৪। আলী ইবনু ত্বালক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, এক বিদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের মধ্যে কোন লোক মাঠেঘাটে বা জংগলে থাকে। এ অবস্থায় যদি তার পেট হতে বায়ু বের হয় এবং (তার নিকটে) সামান্য পানি থাকে (তবে সে কি করবে)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কারো বায়ু বের হলে সে যেন ওযূ করে। তোমরা নারীদের পশ্চাৎদ্বারে সহবাস কর না। আল্লাহ তা'আলা হাক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। **যঈফ, মিশকাত (৩১৪, ১০০৬)**

এ অনুচ্ছেদে উমার, খুযাইমা ইবনু সাবিত, ইবনু আব্বাস ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আলী ইবনু ত্বালক (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি হাসান। আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি, আলী ইবনু ত্বালকের বর্ণিত এই একটি মাত্র হাদীস ছাড়া তার সূত্রে বর্ণিত আর কোন হাদীস আছে কি-না তা আমি জানি না। এটি ত্বালক ইবনু আলী আস-সুহাইমীর হাদীসও নয়। তার মতে তিনি অন্য কোন সাহাবী হবেন। ওয়াকীও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন

١١٦٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا: أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مُسْلِمٍ - وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ -، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ». **ضعيف: «ضعيف أبي داود» ‹٢٦›.**

১১৬৬। আলী ইবনু ত্বালক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ বায়ু ত্যাগ করলে সে যেন ওযূ করে। তোমরা নারীদের গুহ্যদ্বারে সহবাস কর না। **যঈফ, যঈফ আবূ দাউদ (২৬)**

হাদীসে বর্ণিত রাবী আলী, ইনি হলেন আলী ইবনু ত্বালক্।

١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ خُرُوْجِ النِّسَاءِ فِي الزِّيْنَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ মহিলাদের সাজসজ্জা করে বাড়ির বাইরে যাতায়াত নিষেধ

١١٦٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ سَعْدٍ - وَكَانَتْ خَادِمًا لِلنَّبِيِّ ﷺ - قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي الزِّيْنَةِ فِيْ غَيْرِ أَهْلِهَا؛ كَمَثَلِ ظُلْمَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا نُوْرَ لَهَا».

ضعيف: «الضعيفة» (١٨٠٠)

১১৬৭। মাইমূনা বিনতু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদিমা (সেবিকা) ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্বামী ব্যতীত অন্য লোকের সামনে যে নারী সাজগোজ করে আকর্ষণীয় পোশাকে প্রকাশিত হয় সে কিয়ামাতের দিনের অন্ধকার সমতুল্য। সেদিন তার জন্য কোন আলোর ব্যবস্থা থাকবে না। **যঈফ, যঈফা (১৮০০)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি আমরা শুধুমাত্র মূসা ইবনু উবাইদার সূত্রেই জেনেছি। কিন্তু তাকে স্মরণশক্তির দিক হতে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলা হয়েছে, যদিও তিনি একজন সত্যবাদী লোক হিসেবে স্বীকৃত। এ হাদীসটি শুবা, সুফিয়ান ও অন্যরাও তার নিকট হতে বর্ণনা করেছেন, কোন কোন বর্ণনাকারী উক্ত হাদীসটি মূসা ইবনু উবাইদা হতেও বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তারা কেউই এটা মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেননি (মূসার উক্তি হিসাবেই বর্ণনা করেছেন)।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١١ـ كتاب الطلاق

অধ্যায় ১১ : তালাক্ব

٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ

অনুচ্ছেদ : ২ ॥ যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বায়িন তালাক দিয়েছে

١١٧٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ، فَقَالَ: «مَا أَرَدْتَ بِهَا» قُلْتُ: وَاحِدَةً، قَالَ: وَاللَّهِ، قُلْتُ: وَاللَّهِ، قَالَ: «فَهُوَ مَا أَرَدْتَ». ضعيف: «ابن ماجه» (٢٠٥١)

১১৭৭। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু রুকানা (রাঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (রুকানা) বলেন: আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আমার স্ত্রীকে কাটাছিঁড়া (বাত্তা শব্দে) তালাক দিয়েছি। তিনি প্রশ্ন করেন : এটা দ্বারা তোমার কি উদ্দেশ্য ছিল? আমি বললাম, এক তালাক। তিনি বললেন : আল্লাহ্ তা'আলার শপথ! আমি বললাম, আল্লাহ্ তা'আলার শপথ (সত্য বলছি)। তিনি বললেন : তোমার যা উদ্দেশ্য ছিল তাই হয়েছে। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (২০৫১)**

আবূ ‘ঈসা বলেন : আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র উল্লেখিত সূত্রেই জেনেছি। আমি এই হাদীস সম্পর্কে মুহাম্মাদ (বুখারী)-কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেন : এর সনদে অস্থিরতা আছে। ইবনু ‘আব্বাস হতে বর্ণিত আছে যে, রুকানা তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। নাবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও অপরাপর আলিমদের মধ্যে 'সোজাসুজি ও নিশ্চিত (বাত্তা) তালাক' নিয়ে মতপার্থক্য আছে। উমার (রাঃ) বাত্তা তালাককে এক তালাক গণ্য করেছেন কিন্তু আলী (রাঃ) এটাকে তিন তালাক গণ্য করেছেন। একদল বিশেষজ্ঞ আলিম বলেছেন, এটা তালাক প্রদানকারীর নিয়াতের উপর নির্ভর করবে। সে এক তালাকের নিয়াত করলে এক তালাক বলবৎ হবে, তিন তালাকের নিয়াত করলে তিন তালাক বলবৎ হবে এবং দুই তালাকের নিয়াত করলে এক তালাক বলবৎ হবে। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলিমদের এই মত। ইমাম মালিক বলেছেন, সে স্ত্রীর সাথে (বিয়ের পর) সহবাস করে থাকলে বাত্তা তালাকের মাধ্যমে তিন তালাকই বলবৎ হবে। ইমাম শাফিঈ বলেছেন, সে এক তালাকের নিয়াত করলে এক তালাক, দুই তালাকের নিয়াত করলে দুই তালাক এবং তিন তালাকের নিয়াত করলে তিন তালাকই বলবৎ হবে।

٣) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَمْرُكِ بِيَدِكِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ তোমার ব্যাপার তোমার হাতে

١١٧٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ أَحَدًا قَالَ فِيْ أَمْرُكِ بِيَدِكِ: إِنَّهَا ثَلَاثٌ إِلَّا الْحَسَنَ؟ فَقَالَ: لَا إِلَّا الْحَسَنَ. ثُمَّ قَالَ: اللّٰهُمَّ غَفْرًا إِلَّا مَا حَدَّثَنِيْ قَتَادَةُ، عَنْ كَثِيْرٍ - مَوْلَىٰ بَنِيْ سَمُرَةَ -، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ». قَالَ أَيُّوبُ: فَلَقِيْتُ كَثِيْرًا - مَوْلَىٰ بَنِيْ سَمُرَةَ - فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ فَرَجَعْتُ إِلَىٰ قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ نَسِيَ.

ضعيف: «ضعيف أبي داود» ‹٣٧٩›؛ لكنه عن الحسن قوله: صحيح.

১১৭৮। হাম্মাদ ইবনু যাইদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি আইউবকে প্রশ্ন করলাম, হাসান (বাসরী) ব্যতীত আরো

কোন ব্যক্তি "আমরুকে বিয়াদিকে" (তোমার ব্যাপার তোমার হাতে) কথাটিকে তিন তালাক বিবেচিত করেছেন বলে আপনার জানা আছে কি? তিনি বলেন, হাসান ব্যতীত আর কেউ এমনটি বলেছেন বলে আমার জানা নেই। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা মাফ করুন! কাতাদা আমাকে সামুরা গোত্রের মুক্ত ক্রীতদাস কাসীরের সূত্রে বলেছেন, তিনি আবূ সালামা হতে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ "(এরূপ বলায়) তিন (তালাক) বিবেচিত হবে"। আইউব বলেন, আমি কাসীরের সাথে দেখা করে তাকে এই হাদীস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি তা চিহ্নিত করতে পারেননি। আমি কাতাদার নিকটে এসে ব্যাপারটা তাকে জানালে তিনি বলেন, সে (কাসীর) ভুলে গেছে।

যঈফ, যঈফ আবূ দাউদ (৩৭৯) বিবৃতিটি হাসানের এটাই সহীহ।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধু সুলাইমান ইবনু হারব হতে হাম্মাদ ইবনু যাইদের সূত্রেই জেনেছি। আমি ইমাম বুখারীকে এ হাদীস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, সুলাইমান ইবনু হারব হাম্মাদ ইবনু যাইদের সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এটা আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে মাওকূফ হাদীস হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে এবং আবূ হুরাইরার এ হাদীস মারফূ হিসেবে জানা যায়নি। আলী ইবনু নাসর হাদীসের হাফিয ছিলেন।

(স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে) "তোমার ব্যাপার তোমার হাতে" তবে এর ফায়সালা কি হবে এ বিষয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিমদের মধ্যে মতের অমিল আছে। সাহাবীদের মাঝে উমার ও আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর মতে এতে এক তালাক বলবৎ হবে। একাধিক তাবিঈ ও তাদের পরবর্তীদেরও এই মত। অপর দিকে উসমান ইবনু আফফান ও যাইদ ইবনু সাবিত (রাঃ)-এর মতে স্ত্রী যা নির্ধারণ করবে তাই বলবৎ হবে (এক, দুই অথবা তিন তালাক যেটা গ্রহণ করবে তাই হবে)। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, স্বামী স্ত্রীর হাতে তার ব্যাপারটি ছেড়ে দেয়ার পর সে (স্ত্রী) নিজেকে তিন তালাক দিল। স্বামী এটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, আমি তাকে শুধু এক তালাকেরই অধিকার দিয়েছি। এ ক্ষেত্রে স্বামীকে শপথ করতে হবে। সে শপথ করলে তার বিবৃতিই মেনে নেয়া হবে। সুফিয়ান সাওরী ও

কূফাবাসী আলিমগণ উমার ও আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম মালিক বলেছেন, স্ত্রী যা নির্ধারণ করবে তাই হবে। ইমাম আহ্মাদেরও এই মত। ইমাম ইসহাক (রাহঃ) ইবনু উমার (রাঃ)-এর মত গ্রহণ করেছেন।

٧) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ طَلاَقَ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ দাসীর ক্ষেত্রে দুই তালাক

١١٨٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ طَلاَقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ». ضعيف: «ابن ماجه» (٢٠٨٠).

১১৮২। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দাসীর বেলায় দুই তালাক এবং তার ইদ্দাত দুই হাইযকাল। যঈফ, ইবনু মাজাহ (২০৮০)

এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। মুযাহির ইবনু আসলামের সূত্রেই শুধু এ হাদীসটি মারফূ বলে জানা যায়। এ হাদীসটি ব্যতীত মুযাহিরের বর্ণিত আর কোন হাদীস আছে কি-না তা আমরা অবগত নই। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ এ হাদীস অনুযায়ী অভিমত দিয়েছেন। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকেরও এই অভিমত।

١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلاَقِ الْمَعْتُوهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ বুদ্ধি ও স্মৃতি নষ্ট হওয়া লোকের তালাক

١١٩١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ: أَنْبَأَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ». **ضعيف جدا، والصحيح موقوف: «الإرواء» ‹٢٠٤٢›**

১১৯১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তালাক মাত্রই বলবৎ হয়, কিন্তু বুদ্ধি ও স্মৃতি নষ্ট হওয়া ব্যক্তির তালাক বলবৎ হয় না।

খুবই দুর্বল। সহীহ কথা হল হাদীসটি মাওকূফ, ইরওয়া (২০৪২)

আবূ ঈসা বলেন ঃ আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র আতা ইবনু আজলানের সূত্রেই মারফূ হিসাবে জেনেছি। কিন্তু তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল এবং হাদীস বর্ণনায় ভুলের শিকার হতেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ এ হাদীস অনুযায়ী মত দিয়েছেন। তাদের মতে নির্বোধ ব্যক্তির তালাক কার্যকর হয় না। কিন্তু যে উন্মাদ কখনও জ্ঞান ফিরে পায় আবার কখনও জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে সে যদি হুঁশ থাকাকালে তালাক দেয় তবে তা বলবৎ হবে।

١٦) بَابُ فِي عَدَدِ الطَّلَقَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ তালাকের সংখ্যা

١١٩٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ: وَاللهِ لَا أُطَلِّقُكِ، فَتَبِينِي مِنِّي وَلَا آوِيكِ أَبَدًا، قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَاكَ قَالَ: أُطَلِّقُكِ، فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعْتُكِ فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَسَكَتَتْ عَائِشَةُ

حَتَّىٰ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلَاقَ مُسْتَقْبَلًا مَنْ كَانَ طَلَّقَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ. ضعيف: «الإرواء» «١٦٢/٧».

১১৯২। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, লোকেরা (জাহিলী যুগে) যেমন ইচ্ছা নিজ স্ত্রীকে তালাক দিত। এমনকি সে শতবার বা ততোধিক তালাক দেবার পরও তাকে ইদ্দাতের মধ্যে ফেরত নিলে সে পুরা দস্তর তার বিবি বিবেচিত হত। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছল যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আল্লাহ্ তা'আলার শপথ! আমি তোমাকে এমন তালাকও দিব না যে, তুমি আমার নিকট হতে আলাদা হয়ে যাবে এবং তোমাকে কখনো (স্থান) সহায়তাও দিব না। তার স্ত্রী বলল, এ কেমন কথা? সে বলল, আমি তোমাকে তালাক দিব এবং ইদ্দাত শেষ হওয়ার আগে ফিরিয়ে নিব। তোমার সাথে বারবার এমনই করতে থাকব। স্ত্রীলোকটি আইশা (রাঃ)-এর নিকটে এসে তাকে এ ঘটনা জানালো। আইশা (রাঃ) নীরব রইলেন। এর মাঝে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাযির হলেন। তিনি তাঁকে ব্যাপারটি অবগত করলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকলেন। এসময় কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ "তালাক দুইবার। তারপর হয় তাকে যথারীতি ফিরিয়ে নিবে, অন্যথায় সঠিক পন্থায় মুক্ত করে দিবে"-(সূরা ঃ বাকারা- ২২৯)। আইশা (রাঃ) বলেন, এরপর থেকে যে লোক আগে তালাক দিয়েছে আর যে লোক দেয়নি উভয়ই ভবিষ্যতের জন্য নতুনভাবে তালাকের অধিকার লাভ করলো। **যঈফ, ইরওয়া (৭/১৬২)**

হিশাম ইবনু উরওয়া (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে উপরে উল্লেখিত হাদীসের মতই হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু এই সূত্রে উরওয়া (রাহঃ) আইশা (রাঃ)-এর উল্লেখ করেননি। এই বর্ণনাটি ইয়ালা ইবনু শাবীবের বর্ণিত হাদীসের তুলনায় অনেক বেশী সহীহ।

٢١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيْلَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ ঈলা প্রসঙ্গে

١٢٠١. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ الْبَصْرِيُّ: أَنْبَأَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ: أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: آلَىٰ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالاً وَجَعَلَ فِي الْيَمِيْنِ كَفَّارَةً، ضعيف: «الإرواء» ‹٤٧٥٢›

১২০১। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিবিদের সাথে ঈলা করে একটি হালাল বিষয়কে নিজের জন্য হারাম করে নিলেন তারপর এই হারামকে হালাল করলেন এবং পরে শপথ (ভঙ্গের)-এর কারণে কাফফারা দিলেন।

যঈফ, ইরওয়া (৪৭৫২)

এ অনুচ্ছেদে আনাস ও আবূ মূসা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ উল্লেখিত হাদীসটি আলী ইবনু মুসহির এবং অন্যান্যরা দাঊদ-এর সূত্রে ইমাম শাবী (রাহঃ) হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে মাসরূক ও আইশা (রাঃ)-এর উল্লেখ নেই। এই (মুরসাল) বর্ণনাটি মাসলামা ইবনু আলকামার বর্ণনার চেয়ে অনেক বেশী সহীহ। **কোন লোক চার মাস বা তার বেশী সময় নিজ বিবির নিকটে না যাওয়ার (সহবাস না করার) কসম করলে তাকে 'ঈলা' বলে।**

চার মাস চলে গেলে এবং এর মধ্যে স্ত্রীর নিকটে না গেলে তার পরিণতি কি হবে তা নিয়ে আলিমদের মাঝে মতের অমিল আছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও বিশেষজ্ঞ আলিমদের মতে চার মাস চলে যাবার পর সে ক্ষান্ত হবে এবং নির্ধারণ করবে যে, হয় তাকে ফেরত নিবে অথবা তালাক দিবে। মালিক ইবনু আনাস, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের এই অভিমত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর একদল সাহাবী ও বিশেষজ্ঞ আলিমদের মতে ঃ চার মাস চলে গেলে স্বাভাবিকভাবে এক বাইন তালাক হয়ে যাবে। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী ফাকীহগণের এই মত।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١٢- كِتَابُ الْبُيُوعِ

অধ্যায় ১২ ঃ ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য

٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي التُّجَّارِ، وَتَسْمِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ إِيَّاهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ ব্যবসায়ীদের প্রসঙ্গে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই নামকরণ করন প্রসঙ্গে

١٢٠٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ، مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ». ضعيف : «غاية المرام» ‹١٦٧›، «أحاديث البيوع».

১২০৯। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীরা (আখিরাতে) নাবীগণ, সিদ্দীকগণ (সত্যবাদীগণ) ও শহীদগণের সাথে থাকবে।

যঈফ, গায়াতুল মারাম (১৬৭) (বেচা-কেনার হাদীস)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এই হাদীসটি হাসান। শুধুমাত্র উপরোক্ত (সুফিয়ান-আবূ হামযা) সূত্রেই আমরা হাদীসটি অবগত হয়েছি। আবূ হামযার নাম আবদুল্লাহ, পিতা জাবির। তিনি বসরার বয়স্ক আলিম ছিলেন। সুওয়াইদ-ইবনুল মুবারাক হতে, তিনি সুফিয়ান হতে, তিনি আবূ হামযা (রাহঃ) হতে এই সনদেও উপরোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন।

١٢١٠. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ

رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى، فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُوْنَ، فَقَالَ : «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ!»، فَاسْتَجَابُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، وَرَفَعُوْا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ، فَقَالَ : «إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللّٰهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ». **ضعيف : «ابن ماجه» ‹٢١٤٦›.**

১২১০। ইসমাঈল ইবনু উবাইদ ইবনু রিফাআ (রাঃ) হতে পালাক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (রিফাআ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঈদের মাঠে রাওয়ানা হলেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকদের কেনা-বেচায় জড়িত দেখে বলেন ঃ হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে সাড়া দিল এবং নিজেদের ঘাড় ও চোখ উঠিয়ে তাঁর দিকে তাকালো। তিনি বললেন ঃ কিয়ামাতের দিন ব্যবসায়ীদের ফাসিক বা গুনাহগাররূপে উঠানো হবে, কিন্তু যেসব ব্যবসায়ী আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে, নির্ভুলভাবে কাজ করে এবং সততা ধারণ করে তারা এর ব্যতিক্রম। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (২১৪৬)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ। ইসমাঈলের পিতাকে উবাইদুল্লাহও বলা হয়।

٩) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيْزَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ ওজনপাত্র ও পরিমাপপাত্র প্রসঙ্গে

١٢١٧. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الطَّالَقَانِيُّ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لأَصْحَابِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيْزَانِ : «إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ أَمْرَيْنِ، هَلَكَتْ فِيْهِ الْأُمَمُ السَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ». **ضعيف : والصحيح موقوف : «المشكاة» ‹٢٨٩٠ - التحقيق الثاني›، «أحاديث البيوع».**

১২১৭। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওজন ও পরিমাপকারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ তোমাদের উপর (ওজন ও পরিমাপ করার) এমন দু'টি দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যাতে (ত্রুটি করার অপরাধে) তোমাদের আগেকার অনেক জাতি ধ্বংস হয়েছে। **যঈফ, সহীহ কথা হল হাদীসটি মাওকূফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (২৮৯০),** বেচা কেনার হাদীস

আবূ ঈসা বলেন, আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র হুসাইন ইবনু কাইসের সূত্রেই মারফূ হিসাবে জেনেছি। হুসাইনকে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ হাদীসটি সহীহ সনদে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মাওকূফ হিসেবেও বর্ণিত আছে।

١٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ بَيْعِ مَنْ يَزِيْدُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ যে অধিক মূল্য প্রস্তাব করে তার নিকটে বিক্রয় করা (নিলাম ডাক)

١٢١٨. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ شُمَيْطِ بْنِ عَجْلَانَ : حَدَّثَنَا الْأَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا، وَقَالَ : «مَنْ يَشْتَرِيْ هٰذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ؟»، فَقَالَ رَجُلٌ : أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مَنْ يَزِيْدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ مَنْ يَزِيْدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟»، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ، فَبَاعَهُمَا مِنْهُ. ضعيف : «ابن ماجه» ‹٢١٩٨›.

১২১৮। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উটের পিঠে বিছানোর) একটি ছালা (বা মোটা কাপড়) এবং একটি কাঠের পাত্র বেচার প্রস্তাব করেন এবং তিনি বলেন ঃ কে এই ছালা ও পাত্রটি কিনবে? এক লোক বলল, আমি এ দু'টি এক দিরহামে কিনতে চাই। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কে এক দিরহামের বেশী দিবে, কে এক দিরহামের বেশী দিবে? এক ব্যক্তি তাঁকে দুই দিরহাম দিয়ে তাঁর নিকট হতে জিনিস দু'টি কিনলো।
যঈফ, ইবনু মাজাহ (২১৯৮)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমরা শুধুমাত্র আখযারের সূত্রেই এ হাদীসটি অবগত হয়েছি। আবদুল্লাহ হানাফী যিনি আনাস (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার উপনাম আবূ বাক্র। একদল বিশেষজ্ঞ আলিম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করার মত দিয়েছেন। তাদের মতে গানীমাত ও ওয়ারিসী সম্পত্তি নিলাম ডাকের মাধ্যমে বিক্রয় করাতে কোন সমস্যা নেই। মুতামির-সহ একাধিক রাবী উক্ত হাদীস আখযারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٢٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الصَّرْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ মুদ্রার বিনিময়

١٢٤٢. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، فَآخُذُ مَكَانَهَا الْوَرِقَ، وَأَبِيعُ بِالْوَرِقِ، فَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ؟ فَقَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ». ضعيف : «ابن ماجه» ‹٢٢٦٢›.

১২৪২। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বাকী নামক বাজারে উটের ব্যবসা করতাম। আমি কখনও স্বর্ণ মুদ্রার বদলে উট বিক্রয় করতাম কিন্তু দাম নেয়ার সময় রৌপ্যমুদ্রা নিতাম। আবার কখনও রৌপ্য মুদ্রার বদলে তা বিক্রয় করতাম এবং দাম নেয়ার সময় স্বর্ণমুদ্রা নিতাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে তাঁকে হাফসা (রাঃ)-এর ঘর হতে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। আমি এ সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন ঃ এরূপ দাম গ্রহণ করায় কোন সমস্যা নেই। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (২২৬২)**

আবূ ঈসা বলেন, সিমাক ইবনু হারবের সূত্রেই আমরা এ হাদীসটি মারফূ হিসাবে জেনেছি। কিন্তু দাঊদ ইবনু আবূ হিন্দ সাঈদ ইবনু

জুবাইরের সূত্রে ইবনু উমারের এ হাদীসটি মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। একদল বিশেষজ্ঞ আলিম এই হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে স্বর্ণ মুদ্রার পরিবর্তে রৌপ্য মুদ্রা অথবা রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে স্বর্ণ মুদ্রা নিতে কোন সমস্যা নেই। ইমাম আহমাদ ও ইসহাকের এই মত। একদল সাহাবী ও তাবিঈর মতে এরূপ করা মাকরূহ।

٣٤) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ (কুরবানীর পশু বিক্রয় প্রসঙ্গে)

١٢٥٧. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِيْ حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ، يَشْتَرِيْ لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِيْنَارٍ، فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً، فَأُرْبِحَ فِيْهَا دِيْنَارًا، فَاشْتَرَى أُخْرَى مَكَانَهَا، فَجَاءَ بِالْأُضْحِيَّةِ وَالدِّيْنَارِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : «ضَحِّ بِالشَّاةِ، وَتَصَدَّقْ بِالدِّيْنَارِ». **ضعيف** :

«أحاديث البيوع».

১২৫৭। হাকীম ইবনু হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য এক দীনারে একটি কুরবানীর পশু কেনার উদ্দেশ্যে তাকে (বাজারে) পাঠান। তিনি (এক দীনারে) একটি পশু কিনে (তা আবার বিক্রয় করে) এক দীনার লাভ করেন। এর পরিবর্তে তিনি আর একটি পশু কিনেন। তারপর তিনি একটি পশু ও একটি দীনারসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে চলে আসেন। তিনি বললেন ঃ বকরীটা কুরবানী কর এবং দীনারটি দান-খাইরাত কর। **যঈফ, বেচা-কেনার হাদীস অধ্যায়।**

আবূ ঈসা বলেন, হাকীম ইবনু হিযামের হাদীসটি আমরা শুধু উল্লেখিত সূত্রেই জেনেছি। আমার মতে হাকীম ইবনু হিযাম (রাঃ)-এর নিকট হতে হাবীব ইবনু আবূ সাবিত কিছু শুনেননি।

٣٥) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّيْ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ মুকাতাব গোলামের নিকটে মূল্য পরিশোধের অর্থ থাকলে

١٢٦١. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ- مَوْلٰى أُمِّ سَلَمَةَ-، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّيْ، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ». **ضعيف** : «ابن ماجه» (٢٥٢٠).

১২৬১। উম্মু সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কোন মহিলার মুকাতাব ক্রীতদাসের নিকটে নিজেকে স্বাধীন করার মত সম্পদ থাকলে সে যেন তার থেকে পর্দা করে। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (২৫২০)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। বিশেষজ্ঞ আলিমদের মতে এ হাদীসের মর্মার্থ হল ঃ তাকওয়া ও পরহিযগারী হাসিলের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পর্দা করা কর্তব্য। তারা বলেন, মুকাতাব ক্রীতদাসের নিকটে নিজেকে মুক্ত করার মত সম্পদ থাকলে সে ক্রীতদাস হিসেবেই বিবেচিত। চুক্তি অনুযায়ী সকল দেনা মিটিয়ে দেবার পরই সে মুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

٣٩) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ أَنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ আরিয়া অর্থাৎ ধারে নিয়ে আসা জিনিস ফিরিয়ে দিতে হবে

١٢٦٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتّٰى تُؤَدِّيَ». قَالَ قَتَادَةُ ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ، فَقَالَ : فَهُوَ أَمِيْنُكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ- يَعْنِي : الْعَارِيَةَ-. **ضعيف** : «ابن ماجه» (٢٤٠٠).

১২৬৬। সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যা গ্রহণ করেছে তা ফিরিয়ে না দেয়া পর্যন্ত এর জন্য সে দায়বদ্ধ থাকবে। কাতাদা বলেন, পরবর্তীতে হাসান এ হাদীস ভুলে যান। ফলে তিনি বলেছেন, সে তোমার আমানাতদার, তার উপর এর ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হবে না অর্থাৎ তা আরিয়া। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (২৪০০)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈ এ হাদীস অনুসারে মত দিয়েছেন। অর্থাৎ কর্জ গ্রহণকারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। শাফিঈ ও আহ্‌মাদের এই মত। অপর একদল সাহাবী ও তাবিঈ বলেছেন, কর্জ গ্রহণকারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, কিন্তু আমানাতদাতার কথার খিলাপ করলে ক্ষতিপুরণ দিতে হবে। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলিমদের এই মত। ইসহাকও এই মত দিয়েছেন।

٤٩) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ كَرَاهِيَةِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯ ॥ কুকুর ও বিড়ালের বিক্রয় মূল্য গ্রহণ মাকরূহ

١٢٨٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَىٰ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَثَمَنِهِ. **ضعيف : «ابن ماجه» (٣٢٥٠).**

১২৮০। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিড়ালের গোশত খেতে এবং এর বিক্রয় মূল্য নিতে নিষেধ করেছেন। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩২৫০)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আবদুর রাযযাক ব্যতীত অন্য কোন বড় আলিম উমার ইবনু যাইদের নিকট হতে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

٥٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ كَرَاهِيَةِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ أَوْبَيْنَ الْوَالِدَةِ، وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২ ॥ বিক্রয়ের সময় দুই সহোদর ভাই অথবা মা ও সন্তানকে বিচ্ছিন্ন করা নিষেধ

١٢٨٤. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ ابْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ أَبِي شَبِيْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : وَهَبَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «يَا عَلِيُّ! مَا فَعَلَ غُلَامُكَ؟»، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ : «رُدَّهُ رُدَّهُ». **ضعيف : «ابن ماجه» ‹٢٢٤٩›، لكن ثبت مختصراً بلفظ آخر في «صحيح أبي داود» ‹٢٤١٥›.**

১২৮৪। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দু'জন ক্রীতদাস দান করেন। এরা ছিল আপন ভাই। আমি তাদের একজনকে বেচে দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আলী! তোমার আর একটি গোলাম কোথায়? আমি বিষয়টি তাঁকে জানালে তিনি বললেন ঃ তাকে ফেরত নিয়ে আস, তাকে ফেরত নিয়ে আস। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (২২৪৯) অন্য শব্দে সংক্ষিপ্তভাবে সহীহ সনদে আবূ দাউদে আছে। (২৪১৫)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈ কয়েদীদের বিক্রয় করার সময় (হাদীসে উল্লেখিত সম্পর্ক থাকলে) পরস্পর হতে আলাদা করতে মানা করেছেন। অবশ্য কিছু আলিম ইসলামী রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী কয়েদীদের একে অপরের নিকট হতে আলাদা করে বিক্রয় করার সম্মতি দিয়েছেন। কিন্তু প্রথম মতই বেশী সহীহ। ইবরাহীম নাখঈ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, তিনি মা ও তার সন্তানকে আলাদা আলাদাভাবে বিক্রয় করেছেন। তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি তার (সন্তানের মায়ের) সম্মতি নিয়ে তা করেছি।

٥٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الرُّخْصَةِ فِيْ أَكْلِ الثَّمَرَةِ لِلْمَارِّ بِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪ ॥ বাগানের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় ফল খাওয়ার অনুমতি

١٢٨٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى، عَنْ صَالِحِ ابْنِ أَبِيْ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : كُنْتُ أَرْمِيْ نَخْلَ الْأَنْصَارِ، فَأَخَذُوْنِيْ، فَذَهَبُوْا بِيْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : «يَا رَافِعُ! لِمَ تَرْمِيْ نَخْلَهُمْ؟»، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! الْجُوْعُ، قَالَ : «لَا تَرْمِ، وَكُلْ مَا وَقَعَ، أَشْبَعَكَ اللّٰهُ وَأَرْوَاكَ!». ضعيف : «ابن ماجه» ‹٢٢٩٩›.

১২৮৮। রাফি ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি আনসারদের খেজুর গাছে ঢিল ছুঁড়ে বেড়াতাম। তারা আমাকে গ্রেফতার করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে নিয়ে আসলে তিনি বললেন ঃ হে রাফি! তুমি তাদের খেজুর গাছে কেন ঢিল ছুঁড়? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ক্ষুধার কারণে। তিনি বললেন ঃ আর ঢিল ছুঁড়বে না, নীচে যা পড়বে তা খাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার পেট পূর্ণ করে দিন এবং তোমাকে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত করুন।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (২২৯৯)

এ হাদীসটি হাসান, গারীব সহীহ।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١٣ - كِتَابُ الْأَحْكَامِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ১৩ : বিধান ও বিচার ব্যবস্থা

١) بَابُ مَا جَاءَ : عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْقَاضِي

অনুচ্ছেদ : ১ ॥ কাযী (বিচারক) প্রসঙ্গে

١٣٢٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ : أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ : اذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ : أَوَ تُعَافِيْنِي يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟! قَالَ : فَمَا تَكْرَهُ مِنْ ذٰلِكَ، وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِيْ؟! قَالَ : إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «مَنْ كَانَ قَاضِيًا، فَقَضٰى بِالْعَدْلِ، فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافًا»، فَمَا أَرْجُوْ بَعْدَ ذٰلِكَ؟! وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ.

ضعيف : «تخريج المشكاة» (٣٧٤٣- التحقيق الثاني)، «التعليق الرغيب» (١٣٢/٢)، «التعليق على الأحاديث المختارة» رقم (٣٤٨ و ٣٤٩).

১৩২২। আবদুল্লাহ ইবনু মাওহাব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, উসমান (রাঃ) ইবনু উমার (রাঃ)-কে বলেন, যাও! লোকদের মাঝে বিচার-ফায়সালা কর। তিনি বললেন, হে মু'মিনদের নেতা! আমাকে কি মাফ করবেন? তিনি বললেন, এ পদটি তুমি কেন অপছন্দ করছ, অথচ তোমার পিতা বিচার-ফায়সালা করতেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি কাযী (বিচারক) নিযুক্ত হয়ে ইনসাফের উপর বিচার-ফায়সালা করলেও সে বরাবর আমল নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে (না তার কোন গুনাহ আছে আর না তার কোন সাওয়াব আছে)। এরপর আমি আর কি আশা করতে পারি? **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৩৭৪৩)। তা'লীকুর রাগীব (২/১৩২) তা'লীক আলা আহাদীস মুখতারাহ (৩৪৮, ৩৪৯)**

এ হাদীসের সাথে একটি ঘটনা আছে। এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, ইবনু উমার (রাঃ)-এর হাদীসটি গারীব। আমার মতে এ হাদীসের সনদ পরস্পর সংযুক্ত নয়। কেননা যে আবদুল মালিক হতে মুতামির রিওয়াত করেছেন তিনি হলেন আবদুল মালিক ইবনু আবূ জামীলা।

١٣٢٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ بِلَالِ ابْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ، وُكِّلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ، يُنْزِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا، فَيُسَدِّدُهُ». **ضعيف : «ابن ماجه» ‹٢٣٠٩›**

১৩২৩। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কাযীর পদ চেয়ে নেয় তার দায়দায়িত্ব তার উপরই চাপিয়ে দেয়া হয়। আর যাকে এই পদ গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয় আল্লাহ তা'আলা তার নিকট একজন ফিরিশতা পাঠিয়ে দেন যিনি তাকে ইনসাফের পথে থাকতে সহযোগীতা করেন। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (২৩০৯)**

١٣٢٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ بِلَالِ بْنِ مِرْدَاسٍ الْفَزَارِيِّ، عَنْ خَيْثَمَةَ- وَهُوَ الْبَصْرِيُّ-، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :

«مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ، وَسَأَلَ فِيْهِ شُفَعَاءَ، وُكِّلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ، أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ». **ضعيف : المصدر نفسه.**

১৩২৪। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি বিচারকের পদ চায় এবং অন্যদের দিয়ে তার জন্য সুপারিশ করায়, তাকে তার নিজের উপর ছেড়ে দেয়া হয় (এবং আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য হতে বঞ্চিত করা হয়)। আর যাকে জোর করে এ পদে বসানো হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য একজন ফিরিশতা পাঠিয়ে দেন, যিনি তাকে ইনসাফের পথে অনুপ্রাণিত করেন। **যঈফ, প্রাগুক্ত**

আবূ ঈসা বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। পূর্ববর্তী ইসরাঈলের হাদীসের তুলনায় এটি অনেক বেশী সহীহ।

٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْقَاضِي كَيْفَ يَقْضِي

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ বিচারক কিভাবে ফায়সালা করবে

١٣٢٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ : «كَيْفَ تَقْضِي؟»، فَقَالَ : أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللّٰهِ، قَالَ «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ؟» قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؟»، قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي، قَالَ : «الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

ضعيف : «الضعيفة» (٨٨١).

১৩২৭। মুআয (রাঃ)-এর সঙ্গীগণ হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয (রাঃ)-কে ইয়ামানে পাঠান। তিনি

প্রশ্ন করেন ঃ তুমি কিভাবে বিচার করবে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব অনুসারে বিচার করব। তিনি বললেন ঃ যদি আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবে পাওয়া না যায়? তিনি বললেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত (হাদীস) অনুসারে বিচার করব। তিনি বললেন ঃ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতেও না পাও? তিনি বললেন, আমার জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে ইজতিহাদ করব। তিনি বললেন ঃ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি আল্লাহ্র রাসূলের প্রতিনিধিকে এইরূপ যোগ্যতা দান করেছেন।যঈফ, যঈফা (৮৮১)

١٣٢٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو- ابْنِ أَخٍ لِلْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ-، عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ، عَنْ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ......... نَحْوَهُ. **انظر ما قبله.**

১৩২৮। মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার স্বীয় সনদে মুআয (রাঃ) হতে হান্নাদের হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। **দেখুন পূর্বের হাদীস**

আবূ ঈসা বলেছেন, শুধু উল্লেখিত সূত্রেই আমরা হাদীসটি প্রসঙ্গে জেনেছি। আমার মতে এ হাদীসের সনদ পরস্পর সংযুক্ত নয়। আবূ আওন আস-সাকাফীর নাম মুহাম্মাদ, পিতা উবাইদুল্লাহ।

٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْإِمَامِ الْعَادِلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ ন্যায়নিষ্ঠ ইমাম (শাসক)

١٣٢٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا، إِمَامٌ

عَادِلٌ، وَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللّٰهِ، وَأَبْعَدُهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا، إِمَامٌ جَائِرٌ».

ضعيف : «الروض» ‹٢/٣٥٦-٣٥٧›، «الضعيفة» ‹١١٥٦›، «المشكاة» ‹٣٧٠٤- التحقيق الثاني».

১৩২৯। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন লোকদের মাঝে ন্যায়নিষ্ঠ শাসকই আল্লাহ্ তা'আলার সবচাইতে প্রিয় ও নিকটে উপবেশনকারী হবে। তাদের মাঝে যালিম শাসকই আল্লাহ্ তা'আলার সবচাইতে ঘৃণিত এবং তাঁর নিকট হতে সবচেয়ে দূরে অবস্থানকারী হবে। **যঈফ, রাওয (২/৩৫৬-৩৫৭), যঈফা (১১৫৬) মিশকাত, তাহকীক ছানী (৩৭০৪)**

এ অনুচ্ছেদে ইবনু আবূ আওফা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আবূ সাঈদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি হাসান গারীব। শুধু উপরোক্ত সূত্রেই হাদীসটি আমরা জেনেছি।

٨) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ هَدَايَا الْأُمَرَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ সরকারী কর্মচারীদের উপঢৌকন গ্রহণ

١٣٣٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَلَمَّا سِرْتُ، أَرْسَلَ فِي أَثَرِي فَرُدِدْتُ، فَقَالَ : «أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لَا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولٌ {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}، لِهٰذَا دَعَوْتُكَ، فَامْضِ لِعَمَلِكَ». **ضعيف الإسناد.**

১৩৩৫। মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি

বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামানে পাঠান। আমি রাওনা হলে তিনি আমার পিছনে এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে আমাকে ফিরিয়ে আনলেন। তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি কি বুঝেছো আমি তোমাকে ডাকার জন্য কেন লোক পাঠালাম? তিনি বললেন, আমার অনুমতি ব্যতীত তুমি (লোকদের নিকট হতে উপহার হিসেবে) কিছু নিবে না। কেননা এটা আত্মসাৎ। যে ব্যক্তি আত্মসাৎ করবে সে কিয়ামাতের দিন আত্মসাতের মালসহ হাযির হবে। আমি তোমাকে এটা জানাবার উদ্দেশ্যে ডেকেছি। এখন নিজের কাজে রাওনা হয়ে যাও। **সনদ দুর্বল**

এ অনুচ্ছেদে আদী ইবনু আমীরাহ্ বুরাইদা, মুসতাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ, আবূ হুমাইদ ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, মুয়ায (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি গারীব। আবূ উসামা হতে দাঊদ আল-আওদীর সূত্রেই শুধু আমরা এ হাদীস জেনেছি।

٢٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِيمَنْ يُكْسَرُ لَهُ الشَّيْءُ مَا يُحكَمُ لَهُ مِنْ مَالِ الْكَاسِرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ কেউ অন্যের জিনিস ভেঙ্গে ফেললে তার ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত বিধান

١٣٦٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعَارَ قَصْعَةً، فَضَاعَتْ، فَضَمِنَهَا لَهُمْ.

ضعيف الإسناد جداً.

১৩৬০। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাটি ধার করে এনেছিলেন। তারপর সেটা ভেঙ্গে গেল (অথবা হারিয়ে গেল)। তিনি বাটির মালিককে ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন। **সনদ খুবই দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সুরক্ষিত নয়। আমার ধারণামতে সুআইদ পূর্বোক্ত সাওরী বর্ণিত হাদীসটিই বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন (কিন্তু সেটা সম্পূর্ণভাবে তার মনে ছিল না তাই তিনি এই হাদীসটি মিলিয়ে

ঝুলিয়ে বর্ণনা করেছেন)। এ ক্ষেত্রে সুফিয়ান সাওরীর হাদীসটিই অনেক বেশী সহীহ। আবূ দাউদের নাম উমার, পিতার নাম সা'দ।

٣٤) بَابُ مَا جَاءَ : أَنَّ الشَّرِيكَ شَفِيعٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ অংশীদার শুফআর অধিকারী

١٣٧١. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الشَّرِيكُ شَفِيعٌ، وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ». منكر : «الضعيفة» (١٠٠٩-١٠١٠).

১৩৭১। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শারীক শুফআর অধিকারী। প্রতিটা জিনিসেই শুফআ আছে। মুনকার, যঈফা (১০০৯, ১০১০)

আবূ ঈসা বলেন, আমরা শুধু আবূ হামযা আস-সুককারীর সূত্রেই এ হাদীস প্রসঙ্গে জেনেছি। একাধিক রাবী আবদুল আযীয ইবনু রুআইফির সূত্রে-ইবনু আবূ মুলাইকার বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উক্ত হাদীস মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং এটাই সহীহ। হান্নাদ-আবূ বাক্র ইবনু আইয়্যাশ হতে তিনি আবদুল আযীয ইবনু রুয়াইফি হতে তিনি ইবনু আবূ মুলাইকা হতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উক্ত মর্মে এরকম হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাতে "ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে" সূত্রের উল্লেখ নেই। একইভাবে একাধিক রাবী-আবদুল আযীয ইবনু রুআইফি হতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাতেও "ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে" সূত্রের উল্লেখ নেই। এই হাদীসটি আবূ হামযার সূত্রে বর্ণিত হাদীসের তুলনায় বেশী সহীহ মনে হয়। নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) রাবী আবূ হামযা ব্যতীত অন্য কারো এই ভুলটি হয়েছে। হান্নাদ-আবুল আহ্ওয়াস হতে তিনি আবদুল আযীয ইবনু রুয়াইফি হতে তিনি ইবনু আবূ মুলাইকা হতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আবূ বাক্র ইবনু আইয়্যাশের হাদীসের মতই

বর্ণনা করেছেন। বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ আলিমের মতে, শুধুমাত্র ঘর-বাড়ি ও স্থাবর সম্পত্তিতেই শুফআ দাবি করা যাবে। তাদের মতে যে কোন জিনিষেই শুফআ দাবি করা যাবে না। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলিমের মতে যে কোন জিনিষেই শুফআ দাবি করা যায়। কিন্তু প্রথম মতই অনেক বেশী সহীহ।

(শুফআ এর অর্থ হচ্ছে অগ্রাধিকার, অর্থাৎ কোন বস্তু ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে অংশীদার ব্যক্তির হক অগ্রাধিকার পাবে) অনুবাদক।

٤٢) بَابٌ مِنَ الْمُزَارَعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২ ॥ জমি ভাগচাষে দেয়া

١٣٨٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِيْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ، قَالَ : نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِنَا أَرْضٌ أَنْ يُّعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرَاجِهَا أَوْ بِدَرَاهِمَ، وَقَالَ : «إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِكُمْ أَرْضٌ، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَزْرَعْهَا».

صحيح : لكن ذكر الدراهم شاذ : «الإرواء» (٥/٢٩٨-٣٠٠)، «غاية المرام» (٣٥٥).

১৩৮৪। রাফি ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন একটি কাজ হতে বিরত থাকতে বলেছেন, যা ছিল আমাদের জন্য খুবই লাভজনক। তা হল ঃ আমাদের কারো যমি থাকলে তা উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ দেয়ার বিনিময়ে অথবা নগদ মূল্যে (কাউকে) চাষ করতে দেয়া। তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কারো উদ্বৃত্ত যমি থাকলে সে যেন তার ভাইকে তা ধার দেয় অথবা নিজে চাষ করে। সহীহ **"দারাহিম" শব্দের উল্লেখ শাজ।** ইরওয়া (৫/২৯৮-৩০০) গায়াতুল মারাম (৩৫৫)

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١٤- كِتَابُ الدِّيَاتِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

অধ্যায় ১৪ ঃ দিয়াত বা রক্তপণ

١) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الدِّيَةِ كَمْ هِيَ مِنَ الْإِبِلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ দিয়াত বাবদ প্রদত্ত উটের সংখ্যা কত

١٣٨٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي دِيَةِ الْخَطَإِ : عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورًا، وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ جَذَعَةً، وَعِشْرِينَ حِقَّةً. **ضعيف : «ابن ماجه» ‹٢٦٣١›..**

১৩৮৬। খিশ্‌ফ ইবনু মালিক (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি ইবনু মাসউদ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুলবশত হত্যার দিয়াত নিম্নোক্ত বয়সের এক শত উট নির্ধারণ করেছেন ঃ দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী বিশটি উষ্ট্রী ও বিশটি উট, তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী বিশটি উষ্ট্রী, চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী বিশটি উষ্ট্রী এবং পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী বিশটি উষ্ট্রী।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (২৬৩১)

এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হিশাম রিফাঈ-ইবনু আবূ যায়িদা ও আবূ খালিদ

আল-আহমার হতে তারা উভয়ে আল-হাজ্জাজ ইবনু আরতাত সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেন, আমরা শুধু উল্লেখিত সনদ সূত্রেই আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের হাদীসটি মারফূ হিসেবে পেয়েছি। আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে মাওকূফ হিসেবেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। একদল আলিম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাকেরও এই মত। দিয়াতের অর্থ তিন বছরে তিন কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। প্রত্যেক বছর মোট অংশের এক-তৃতীয়াংশ করে পরিশোধ করতে হবে। এ ব্যাপারে আলিমদের মাঝে ঐকমত্য আছে। তারা আরো বলেছেন, ভুল বশতঃ হত্যার দায়ে আকিলার উপর দিয়াত পরিশোধের দায়িত্ব চেপে যায়। তাদের কেউ কেউ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির পিতৃকূলের আত্মীয়কে আকিলা বলে। ইমাম মালিক ও শাফিঈর এই মত। অপর দল বলেছেন, দিয়াত শুধু পুরুষদের উপর ধার্য হয়, স্ত্রীলোক ও বালকদের উপর ধার্য হয় না। তাদের প্রত্যেকে এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ দায় বহন করবে। কেউ কেউ অর্ধ দীনারের কথা বলেছেন। এভাবে দিয়াতের সম্পূর্ণ অর্থ সংগ্রহ হয়ে গেলে তো ভাল, অন্যথায় দেখতে হবে তাদের নিকটাত্মীয় গোত্র আছে কি-না, থাকলে অবশিষ্ট দিয়াত তাদের উপর চাপানো হবে।

٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الدِّيَةِ كَمْ هِيَ مِنَ الدَّرَاهِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ দিয়াত বাবদ প্রদেয় দিরহামের পরিমাণ

١٣٨٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا. **ضعيف : «ابن ماجه» (٢٦٢٩).**

১৩৮৮। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়াতের পরিমাণ (মুদ্রায়) বার হাজার দিরহাম নির্ধারণ করেছেন। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (২৬২৯)**

١٣٨٩. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .... نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. **ضعيف : المصدر نفسه.**

১৩৮৯। সাঈদ ইবনু আবদুর রহমান আল-মাখযূমী-সুফিয়ান ইবনু উআইনা হতে, তিনি আমর ইবনু দীনার হতে, তিনি ইকরিমা (রাহঃ) এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ করেননি। **যঈফ, প্রাগুক্ত**

ইবনু উআইনার হাদীসের সনদ প্রসঙ্গে আরো অনেক তথ্য আছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ব্যতীত কেউ এ হাদীসটি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

একদল আলিম এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাকের এই মত (দিয়াতের পরিমাণ বার হাজার দিরহাম)। অপর একদল আলিম বলেছেন, দিয়াতের পরিমাণ দশ হাজার দিরহাম। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসীদের এই মত। ইমাম শাফিঈ বলেন, উটের মাধ্যমেই দিয়াত আদায় করতে হবে এবং এর পরিমাণ হবে এক শত উট অথবা তার মূল্য যা হয়।

٥) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْعَفْوِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ (দিয়াত) ক্ষমা প্রসঙ্গে

١٣٩٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ : حَدَّثَنَا أَبُو السَّفَرِ، قَالَ : دَقَّ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ سِنَّ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّ هَذَا دَقَّ سِنِّي، قَالَ مُعَاوِيَةُ : إِنَّا سَنُرْضِيكَ، وَأَلَحَّ

الْآخَرُ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَأَبْرَمَهُ، فَلَمْ يُرْضِهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : شَأْنَكَ بِصَاحِبِكَ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي - يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ، فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً»، قَالَ الْأَنْصَارِيُّ : أَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ : سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، قَالَ : فَإِنِّي أَذَرُهَا لَهُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ : لَا جَرَمَ لَا أُخَيِّبُكَ، فَأَمَرَ لَهُ بِمَالٍ. **ضعيف : «ابن ماجه» ‹٢٦٩٣›.**

১৩৯৩। আবুস সাফার (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, এক কুরাইশী এক আনসারীর দাঁত ভেঙ্গে ফেলে। সে মুআবিয়া (রাঃ)-এর আদালতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। সে মুআবিয়া (রাঃ)-কে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! এই ব্যক্তি আমার দাঁত ভেঙ্গেছে। মুআবিয়া (রাঃ) বলেন, আমরা তোমাকে সন্তুষ্ট করব। অপর (অভিযুক্ত) ব্যক্তি মুআবিয়া (রাঃ)-কে পীড়াপীড়ি করতে থাকলো এবং বাদীকে বিনিময় গ্রহণে বাধ্য করাতে চাইল কিন্তু তিনি তাকে রাজি করাতে পারলেন না। মুআবিয়া (রাঃ) তাকে বললেন, তোমার সাথীকে তোমার নিকট ছেড়ে দিলাম (তুমি তাকে মাফ করতে পার আবার কিসাসও গ্রহণ করতে পার)। এ সময় আবুদ দারদা (রাঃ) তার নিকটে বসা ছিলেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যা আমি স্বয়ং কানে শুনেছি এবং আমার অন্তর মনে রেখেছে ঃ "কোন ব্যক্তির শরীরের কোন অংশ (অন্যের দ্বারা) আহত হলে, তারপর সে (অভিযুক্তকে) মাফ করে দিলে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা আরো একধাপ বাড়িয়ে দেন এবং তার একটি গুনাহ মাফ করে দেন"। আনসারী ব্যক্তিটি তাকে প্রশ্ন করল, আপনি কি তা সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে শুনেছেন? তিনি বললেন, আমার

দুই কান তা শুনেছে এবং আমার অন্তর তা মনে রেখেছে। আনসারী বললেন, তাহলে আমি তাকে মাফ করলাম। মুআবিয়া (রাঃ) বললেন, আমি অবশ্যই তোমাকে বঞ্চিত করব না। তারপর তিনি তাকে কিছু মাল দেওয়ার নির্দেশ দেন। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (২৬৯৩)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। উল্লেখিত সূত্রেই শুধু আমরা তা জেনেছি। আবূস সাফার আবুদ দারদার নিকটে কিছু শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আবুস সাফারের নাম সাঈদ, পিতা আহমাদ, তাকে ইবনু মুহাম্মাদ আস-সাওরীও বলা হয়।

٩) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ يُقَادُ مِنْهُ أَمْ لاَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ বাবা তার ছেলেকে হত্যা করলে তার কিসাস হবে কি-না

١٣٩٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ : حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، قَالَ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقِيدُ الْأَبَ مِنِ ابْنِهِ، وَلاَ يُقِيدُ الاِبْنَ مِنْ أَبِيهِ. **ضعيف : «الإرواء» ‹٧/٢٧٢›.**

১৩৯৯। সুরাকা ইবনু মালিক ইবনু জু'শুম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত থেকে দেখেছি যে, তিনি বাবাকে হত্যার অপরাধে ছেলের উপর কিসাস (মৃত্যুদণ্ড) কার্যকর করতেন, কিন্তু ছেলেকে হত্যার অপরাধে বাবার উপর কিসাস কার্যকর করতেন না। **যঈফ, ইরওয়া (৭/২৭২)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ শুধু উল্লেখিত সনদ সূত্রেই এ হাদীসটি আমরা জেনেছি। এই হাদীসের সনদ সহীহ নয়। ইসমাঈল ইবনু আইয়্যাশ (রাহঃ) এই হাদীস মুসান্না ইবনুস সাব্বাহ হতে বর্ণনা করেছেন। মুসান্না ইবনুস সাব্বাহ হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল প্রমাণিত হয়েছেন। এ হাদীসটি আবূ খালিদ আল-আহমার-হাজ্জাজ ইবনু আরতা হতে, তিনি আমর ইবনু শুআইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও দাদার সূত্রে-উমার ইবনুল

খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট হতে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। আমর ইবনু শুআইব (রাহঃ) হতে এ হাদীস মুরসাল হিসেবেও বর্ণিত আছে। এ হাদীসের সনদে যথেষ্ট গরমিল (ইযতিরাব) আছে। বিশেষজ্ঞ আলিমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে, বাবা যদি তার ছেলেকে খুন করে তবে কিসাসের দণ্ড হিসেবে বাবাকে হত্যা করা হবে না। বাবা যদি তার ছেলের উপর যেনার অপবাদ (কাযাফ) আরোপ করে তবে তাকে অপবাদের শাস্তিও দেয়া হবে না।

١٢) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ (যিম্মীকে মুসলমানদের পক্ষ হতে দিয়াত প্রদান)

١٤٠٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِيْ سَعْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، وَدَى الْعَامِرِيَّيْنِ بِدِيَةِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَكَانَ لَهُمَا عَهْدٌ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. **ضعيف الإسناد.**

১৪০৪। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমির গোত্রের দুই ব্যক্তিকে মুসলমানদের মত একই রকম দিয়াত প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাদের নিরাপত্তা-চুক্তি ছিল। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। শুধুমাত্র উল্লেখিত সনদ সূত্রেই আমরা এ হাদীসটি জেনেছি। আবূ সা'দ আল-বাক্কালের নাম সাঈদ, পিতা আল-মারযুবান

١٨) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ কৃতদাস হত্যা করা প্রসঙ্গে

١٤١٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،

عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ». ضعيف : «ابن ماجه» (٢٦٦٣).

১৪১৪। সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করবে আমরা (কিসাস স্বরূপ) তাকে হত্যা করব। আর যে ব্যক্তি তার দাসকে অঙ্গহানি করবে আমরা তাকে অঙ্গহানি করব।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (২৬৬৩)

আবূ ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান গারীব। তাবেঈদের কিছু বিশেষজ্ঞ আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন, ইব্রাহীম নাখঈ তাদেরই একজন। হাসান বাসরী আতা ইবনু আবী রাবাহ এবং কিছু বিদ্বানগণের মতে আযাদ ব্যক্তিকে দাসের বদলে কিসাস গ্রহণ করা যাবে না। তা হত্যার পরিবর্তেই হোক বা অঙ্গের পরিবর্তেই হোক। আহমাদ ও ইসহাকের অভিমত ইহাই। কেউ কেউ বলেছেন কোন ব্যক্তি যদি নিজস্ব গোলাম হত্যা করে তবে মালিককে হত্যা করা যাবে না। আর যদি অন্যের গোলাম হত্যা করে তবে তাকে হত্যা করা যাবে। সুফিয়ান সাওরী ও কুফাবাসীদের ইহাই অভিমত।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

١٥ـ كِتَابُ الْحُدُوْدِ

অধ্যায় ১৫ ঃ দণ্ডবিধি

٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ دَرْءِ الْحُدُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ দণ্ড পরিহার প্রসঙ্গে

١٤٢٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الأَسْوَدِ أَبُوْ عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «ادْرَءُوْا الْحُدُوْدَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ، فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُ، فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوْبَةِ» **ضعيف** :

«المشكاة» (٣٥٧٠)، «الإرواء» (٢٣٥٥).

১৪২৪। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাধ্যানুযায়ী তোমরা মুসলমানদেরকে দণ্ড প্রদান পরিহার করে চল। কোন প্রকার সুযোগ থাকলে তাকে দণ্ড থেকে পরিত্রাণ দাও। কেননা ইমাম শাস্তি প্রদানে ভুল করার চাইতে মাফ করে দেয়ার ভুল উত্তম।

যঈফ, মিশকাত (৩৫৭০), ইরওয়া (২৩৫৫)

হাদীসটি হান্নাদ ওয়াকীর সূত্রে ইয়াযীদ ইবনু যিয়াদ হতে মুহাম্মাদ ইবনু রাবীয়ার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তা মারফু হিসেবে নয়। **এ বর্ণনাটিও দুর্বল**

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরাহ এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ)

হতেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইবনু রাবীয়ার সনদে উরওয়ার সূত্রে বর্ণিত আইশার এই হাদীস ছাড়া আইশার কোন মারফূ হাদীস আমাদের জানা নেই। ওয়াকী তার সনদে হাদীসটি বর্ণনা করছেন কিন্তু তিনি একে মারফূরূপে বর্ণনা করেন নাই। ওয়াকীর বর্ণনা অধিক সহীহ। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক সাহাবী হতে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইয়াযিদ ইবনু যিয়াদ হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। ইয়াযিদ ইবনু আবী যিয়াদ কুফী অধিক দৃঢ় ও অধিক অগ্রগামী।

١٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ حَدِّ السَّكْرَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ মাদক সেবনকারীর শাস্তি (হাদ্দ)

١٤٤٢. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا أَبِيْ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيْقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ضَرَبَ الْحَدَّ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِيْنَ. **ضعيف الإسناد.**

১৪৪২। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির উপর দু'টি জুতা দিয়ে চল্লিশ ঘা হাদ্দ কায়িম করেন। **সনদ দূর্বল**

মিসআর বলেন, আমার মনে হয় এটা মাদক সেবনের ঘটনা ছিল।

এ অনুচ্ছেদে আলী, আবদুর রহমান ইবনু আযহার, আবূ হুরাইরা, সায়িব, ইবনু আব্বাস ও উকবা ইবনুল হারিস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আবূ সাঈদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি হাসান। আবূ সিদ্দীকের নাম বাক্‌র, পিতা আমর, মতান্তরে পিতার নাম কাইস।

١٧) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ تَعْلِيْقِ يَدِ السَّارِقِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ চোরের (কাটা) হাত (তার ঘাড়ে) লটকানো

١٤٤٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَيْرِيْزٍ، قَالَ : سَأَلْتُ فَضَا

ابْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِيْ عُنُقِ السَّارِقِ، أَمِنَ السُّنَّةِ هُوَ؟ قَالَ : أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَارِقٍ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَعُلِّقَتْ فِيْ عُنُقِهِ.

ضعيف : «ابن ماجه» ‹٢٥٨٧›، «المشكاة» ‹٣٦٠٥- التحقيق الثاني›

১৪৪৭। আবদুর রহমান ইবনু মুহাইরীয (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি ফাযালা ইবনু উবাইদ (রাঃ)-কে চোরের (কাটা) হাত তার ঘাড়ের সাথে লটকে দেয়া প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম, এটা কি সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে একটি চোর ধরে আনা হলে তার হাত কেটে দেয়া হয়। তারপর তাঁর নির্দেশ মোতাবিক চোরের (কর্তিত) হাত তার ঘাড়ে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (২৫৮৭), মিশকাত, তাহকীক ছানী (৩৬০৫)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। উমার ইবনু আলী আল-মুকাদ্দামী- হতে হাজ্জাজ ইবনু আরতাত-এর সনদসূত্রেই শুধুমাত্র আমরা উক্ত হাদীস জেনেছি। আবদুর রহমান ইবনু মুহাইরীয (রাহঃ) আবদুল্লাহ ইবনু মুহাইরীযের ভাই। তিনি শামের অধিবাসী।

(٢١) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلٰى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ কোন লোক নিজ স্ত্রীর বাঁদীর উপর পতিত হলে (সংগম করলে)

١٤٥١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ، وَأَيُّوبَ بْنِ مِسْكِيْنٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ : رُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَجُلٌ وَقَعَ عَلٰى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ : لَأَقْضِيَنَّ فِيْهَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : لَئِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، لَأَجْلِدَنَّهُ مِئَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، رَجَمْتُهُ. **ضعيف : «ابن ماجه» ‹٢٥٥١›.**

১৪৫১। হাবীব ইবনু সালিম (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর বাঁদীর সাথে যেনা করলে তাকে নুমান ইবনু বাশীর (রাঃ)-এর নিকটে আনা হয়। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফায়সালার মতই ফায়সালা করব। যদি তার স্ত্রী এই বাঁদীকে তার জন্য হালাল করে দিয়ে থাকে তবে আমি এই ব্যক্তিকে এক শত বেত্রাঘাত করব। যদি সে তাকে স্বামীর জন্য হালাল করে না দিয়ে থাকে তবে আমি তাকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করব। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (২৫৫১)**

١٤٥٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ......... نَحْوَهُ. **انظر ما قبله.**

১৪৫২। আলী ইবনু হুজর-হুশাইম হতে, তিনি আবূ বিশর হতে, তিনি হাবীব ইবনু সালিম হতে, তিনি নুমান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে (উপরের হাদীসের) একই রকম বর্ণনা করেছেন। **দেখুন পূর্বের হাদীস**

কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ এ প্রসঙ্গে হাবীব ইবনু সালিমের নিকট লিখা হয়েছিল। আবূ বিশর এ হাদীসটি হাবীব ইবনু সালিমের নিকট হতে শুনেননি। তিনি এটা খালিদ ইবনু উরফুতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এ অনুচ্ছেদে সালামা ইবনুল মুহাব্বাক (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, নুমান (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের সনদে অস্থিরতা আছে। তিনি আরও বলেন, আমি মুহাম্মাদ (বুখারী)-কে বলতে শুনেছি যে, কাতাদা এ হাদীসটি হাবীব ইবনু সালিম হতে শুনেননি। তিনি খালিদ ইবনু উরফুতা (রাহঃ) হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর ক্রীতদাসীর সাথে যেনা করে তার শাস্তি প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ আলিমদের মাঝে মতের অমিল আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক বিশেষজ্ঞ সাহাবী, যেমন আলী ও ইবনু উমার (রাঃ)-এর মতে, তাকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করতে হবে।

ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, তার উপর হাদ্দ কার্যকর হবে না, বরং তাকে তাযীরের আওতায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাক (রাহঃ) নুমান (রাঃ)-এর হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী মত দিয়েছেন।

٢٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ عَلَى الزِّنَا

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ যে নারীকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হয়েছে

١٤٥٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَدَرَأَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا. وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا.

ضعيف : «المشكاة» (٣٥٧١).

১৪৫৩। আবদুল জাব্বার ইবনু ওয়াইল ইবনু হুজর (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (ওয়াইল ইবনু হুজর) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একটি স্ত্রীলোককে জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকটিকে হাদ্দ (যেনার শাস্তি) হতে মুক্তি দেন, কিন্তু তার ধর্ষণকারীর উপর হাদ্দ (যেনার শাস্তি) কার্যকর করেন। তিনি তার জন্য মোহর নির্ধারণ করেছেন কি-না রাবী তা বর্ণনা করেননি। **যঈফ, মিশকাত (৩৫৭১)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এর সনদ পরস্পর সংযুক্ত (মুত্তাসিল) নয়। অন্য সূত্রেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি, আবদুল জাব্বার তার পিতা ওয়াইলের নিকট হতে হাদীস শুনার কোন সুযোগই পাননি এবং তাকে দেখেনওনি। কথিত আছে যে, তিনি তার পিতার মৃত্যুর কয়েক মাস পর জন্মগ্রহণ করেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবীগণ ও তৎপরবর্তী আলিমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে, যে নারীকে জোরপূর্বক যেনায় লিপ্ত হতে বাধ্য করা হয় অর্থাৎ যাকে ধর্ষণ করা হয় সে হাদ্দমুক্ত (যেনার শাস্তিমুক্ত)।

٢٧) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ حَدِّ السَّاحِرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ যাদুকরের শাস্তি প্রসঙ্গে

١٤٦٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ». **ضعيف : «الضعيفة» ‹١٤٤٦›، «المشكاة» ‹٣٥٥١- التحقيق الثاني›.**

১৪৬০। জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাদুকরের শাস্তি হল তরবারির আঘাতে মৃত্যুদণ্ড। **যঈফ, যঈফা (১৪৪৬), মিশকাত, তাহকীক ছানী (৩৫৫১)**

আবূ ঈসা বলেন, শুধু উল্লেখিত সনদসূত্রেই আমরা এ হাদীস মারফূ হিসেবে জেনেছি। ইসমাঈল ইবনু মুসলিম আল-মক্কীকে তার স্মরণশক্তির দুর্বলতার কারণে হাদীস বিশারদগণ তাকে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু ইসমাঈল ইবনু মুসলিম আল-বাসরী প্রসঙ্গে ওয়াকী বলেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। হাসান বাসরীর সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। জুনদুব (রাঃ)-এর সূত্রে মাওকূফ হিসেবে বর্ণিত হাদীসটিই সহীহ।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও তৎপরবর্তী আলিমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। মালিক ইবনু আনাসও এই মত দিয়েছেন। শাফিঈ (রাহঃ) বলেছেন, যাদু যদি কুফরীর পর্যায়ভুক্ত হয় তবে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আর কুফরীর চেয়ে নিম্নতর পর্যায়ের হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না।

٢٨) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْغَالِّ مَا يُصْنَعُ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ গানীমাতের মাল আত্মসাৎকারীর শাস্তি

١٤٦١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ عَبْدِ

اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ غَلَّ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَأَحْرِقُوْا مَتَاعَهُ». قَالَ صَالِحٌ : فَدَخَلْتُ عَلَىٰ مَسْلَمَةَ، وَمَعَهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، فَوَجَدَ رَجُلاً قَدْ غَلَّ، فَحَدَّثَ سَالِمٌ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ، فَأَمَرَ بِهٖ، فَأُحْرِقَ مَتَاعُهُ، فَوُجِدَ فِيْ مَتَاعِهٖ مُصْحَفٌ، فَقَالَ سَالِمٌ : بِعْ هٰذَا، وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهٖ. ضعيف : «ضعيف أبي داود» ‹٤٦٨›، «المشكاة» ‹٣٦٣٣– التحقيق الثاني›، «تحقيق المختارة» ‹١٩١، ١٩٤›.

১৪৬১। উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যাকে আল্লাহ্ তা'আলার পথে (গানীমাত) আত্মসাৎ করতে দেখবে তার মালপত্র সব পুড়িয়ে দিবে। সালিহ (রাহঃ) বলেছেন, আমি মাসলামার নিকটে গেলাম। এ সময় সালিম ইবনু আবদুল্লাহ তার নিকটই ছিলেন। তিনি এক আত্মসাৎকারীকে পেলেন। সালিম (রাহঃ) তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস উল্লেখ করেন। তিনি তার মালপত্র পুড়িয়ে দেয়ার হুকুম দিলে তা পুড়িয়ে দেয়া হয়। তার মালপত্রের মধ্যে এক জিল্দ কুরআন পাওয়া গেলে সালিম (রাহঃ) বলেন, তা বিক্রয় করে তার মূল্য দান-খাইরাত করে দাও। **যঈফ, যঈফ আবূ দাউদ (৪৬৮), মিশকাত, তাহকীক ছানী (৩৬৩৩), তাহকীকুল মুখতারাহ (১৯১, ১৯৪)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। শুধুমাত্র উল্লেখিত সনদসূত্রেই আমরা এটা জেনেছি। কিছু বিশেষজ্ঞ আলিম এ হাদীস অনুযায়ী মত দিয়েছেন। ইমাম আওযাঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকের এই মত। আমি (তিরমিযী) মুহাম্মাদ বুখারীকে এ হাদীস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এ হাদীসটি সালিহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু যায়িদা বর্ণনা করেছেন। তার ডাকনাম আবূ ওয়াকিদ আল-লাইসী। তিনি একজন প্রত্যাখ্যাত রাবী। ইমাম বুখারী আরো বলেন, গানীমাতের মাল আত্মসাৎকারী প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো হাদীস আছে। কিন্তু তিনি তাতে তার মালপত্র পুড়িয়ে ফেলার হুকুম দেননি।

٢٩) بَابُ مَا جَاءَ : فِيمَنْ يَقُولُ لآخَرَ : يَا مُخَنَّثُ
অনুচ্ছেদঃ ২৯॥ কোন ব্যক্তি যদি অন্যকে বলে, হে মুখান্নাস (নপুংসক)

١٤٦٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : يَا يَهُودِيُّ! فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ، وَإِذَا قَالَ : يَا مُخَنَّثُ! فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ، فَاقْتُلُوهُ». **ضعيف : «المشكاة» ‹٣٦٣٢- التحقيق الثاني›.**

১৪৬২। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বলে, 'হে ইয়াহূদী' তখন তাকে বিশটি চাবুক মার। যখন সে বলে, 'হে নপুংসক' তখন তাকে বিশটি চাবুক মার। যে ব্যক্তি মাহ্‌রাম আত্মীয়ার সাথে যেনা করে তাকে হত্যা কর। **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৩৬৩২)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আমরা শুধু উল্লেখিত সনদেই জেনেছি। এ হাদীসের অধঃস্তন রাবী ইবরাহীম ইবনু ইসমাঈল হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

আমাদের সমমনা আলিমগণ এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তারা বলেছেন, যে ব্যক্তি জেনেশুনে মাহ্‌রাম আত্মীয়ার সাথে যেনা করে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ইমাম আহ্‌মাদ (রাহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের মাকে বিয়ে করে তাকে হত্যা করতে হবে। ইসহাক (রাহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মাহ্‌রাম আত্মীয়ার সাথে যেনা করে তাকে হত্যা করা হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ) ও কুররা ইবনু ইআস আল-মুযানী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ এক ব্যক্তি নিজের পিতার স্ত্রীকে (সৎমাকে) বিয়ে করলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করার হুকুম দেন।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١٦- كِتَابُ الصَّيْدِ

অধ্যায় ১৬ ঃ শিকার,(যবেহ ও খাদ্য)

٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ মাজূসীদের (অগ্নি-উপাসকদের) কুকুর দ্বারা শিকার

١٤٦٦. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيْسَى : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ : حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِيْ بَزَّةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : نُهِيْنَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوْسِ. **ضعيف : «ابن ماجه» (٣٢٠٩).**

১৪৬৬। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে মাজূসীদের (অগ্নি উপাসকদের) কুকুর দ্বারা শিকার খেতে বারণ করা হয়েছে। যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩২০৯)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। শুধু উপরোক্ত সূত্রেই আমরা এ হাদীসটি জেনেছি। বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ আলিম এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তারা মাজূসীদের কুকুরের কৃত শিকার খাওয়ার অনুমতি দেননি। কাসিম ইবনু আবী বায্যা হলেন কাসিম ইবনু নাফি, মক্কার অধিবাসী।

٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ صَيْدِ الْبُزَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ বাজ পাখি (বা শিকারী পাখির) শিকার খাওয়া

١٤٦٧. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَهَنَّادٌ، وَأَبُو عَمَّارٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا

عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْبَازِي؟ فَقَالَ : «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَكُلْ».

منكر : «صحيح أبي داود» (٢٥٤١).

১৪৬৭। আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বাজ পাখির শিকার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন ঃ সে যা তোমার জন্য ধরে রাখে তা খাও। **মুনকার; সহীহ আবূ দাউদ (২৫৪১)**

আবূ ঈসা বলেন, শুধুমাত্র শাবী হতে মুজালিদের সনদসূত্রেই আমরা এ হাদীসটি জেনেছি। আলিমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে বাজ, ঈগল ও শিকরার শিকার খাওয়াতে কোন সমস্যা নেই। মুজাহিদ (রাহঃ) বলেছেন, বাজ হল একটি শিকারী পাখি। এটা নখরযুক্ত প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "এবং যেসব শিকারী প্রাণীকে তোমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছ" (সূরা ঃ মাইদা– ৪)। তার মতে, শিকারী জন্তু বলতে যেসব কুকুর ও পাখি দিয়ে শিকার করা হয় তা বুঝায়। কিছু আলিম বাজ পাখির শিকার প্রসঙ্গে বলেছেন, পাখি তা হতে কিছু অংশ খেয়ে নিলেও তা খাওয়া জায়িয। তারা বলেছেন, একে প্রশিক্ষণ দেয়ার অর্থ হচ্ছে, একে ডাকা হলে ফিরে আসবে। কিছু আলিম এটা খাওয়া মাকরূহ বলেছেন। কিন্তু বেশীরভাগ ফিক্হবিদ আলিম বলেছেন, এই শিকার খাওয়া জায়িয যদিও পাখি তা থেকে কিছুটা খেয়েও নেয়।

١٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الذَّكَاةِ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ কণ্ঠনালী ও বুকের উপরিভাগে যবেহ করা

١٤٨١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ. (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قُلْتُ : يَا

رَسُوْلَ اللَّهِ! أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ، إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ قَالَ : «لَوْ طَعَنْتَ فِيْ فَخِذِهَا، لَأَجْزَأَ عَنْكَ». ضعيف : «ابن ماجه» (٣١٨٤).

১৪৮১। আবুল উশারা (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (পিতা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! যবেহ কি শুধু কণ্ঠনালী ও বক্ষস্থলের উপরিভাগেই (কণ্ঠনালীর শুরু এবং শেষ অংশের মধ্যবর্তী স্থানে) করতে হবে? তিনি বললেন ঃ তুমি যদি তার উরুতে আঘাত করতে পার তবে তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩১৮৪)

আহমাদ ইবনু মানী (রাহঃ) বলেন, ইয়াযীদ ইবনু হারূন বলেছেন, উরুতে যবেহ করা শুধুমাত্র জুরুরী অবস্থায় প্রযোজ্য। এ অনুচ্ছেদে রাফি ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। হাম্মাদ ইবনু সালামার সূত্রেই শুধুমাত্র আমরা এ হাদীস জেনেছি। আবুল উশারা (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীস ব্যতীত আর কোন হাদীস বর্ণিত আছে কি না তা আমাদের জানা নেই। বিশেষজ্ঞগণ আবুল উশারার নামে মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন তার নাম উসামা ইবনু কিহ্তাম, তিনি আবার ইয়াসার ইবনু বার্য বা ইবনু বাল্য বলেও কথিত। ভিন্নমতে তার নাম উতারিদ, তার দাদার সাথে সম্পর্কিত।

١٥) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ সাপ হত্যা করা

١٤٨٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ لَيْلَى، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى، قَالَ : قَالَ أَبُوْ لَيْلَى : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا ظَهَرَتِ الْحَيَّةُ فِي الْمَسْكَنِ، فَقُوْلُوْا لَهَا : إِنَّا نَسْأَلُكِ بِعَهْدِ نُوْحٍ، وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، أَنْ لَا تُؤْذِيَنَا، فَإِنْ

عَادَتْ، فَاقْتُلُوهَا». ضعيف : «الضعيفة» (١٥٠٨).

১৪৮৫। আবদুর রহমান ইবনু আবূ লাইলা (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবূ লাইলা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঘরের মধ্যে সাপ দেখা গেলে তোমরা বল, "আমরা নূহ (আঃ)-এর দোহাই ও সুলাইমান ইবনু দাউদ (আঃ)-এর দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি আমাদের কষ্ট দিও না। এরপরও তা দেখা গেলে তোমরা একে হত্যা কর। **যঈফ, যঈফা (১৫০৮)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা ইবনু আবূ লাইলার রিওয়াত হিসেবে সাবিত আল-বুনানীর সূত্রেই শুধু উল্লেখিত হাদীসটি জেনেছি।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١٧- كِتَابُ الْأَضَاحِيْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ১৭ ঃ কুরবানী

١) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ فَضْلِ الْأُضْحِيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ কুরবানীর ফাযীলাত

١٤٩٣. حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمْرٍو مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ الْحَذَّاءُ الْمَدَنِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ، أَحَبَّ إِلَى اللّٰهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا، وَأَشْعَارِهَا، وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا». **ضعيف : «ابن ماجه» ‹٣١٢٦›.**

১৪৯৩। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুরবানীর দিন মানুষ যে কাজ করে তার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচাইতে পছন্দনীয় হচ্ছে রক্ত প্রবাহিত করা (কুরবানী করা)। কিয়ামাতের দিন তা নিজের শিং, পশম ও ক্ষুরসহ হাযির হবে। তার (কুরবানীর পশুর) রক্ত যমিনে পড়ার আগেই আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে এক বিশেষ মর্যাদায় পৌঁছে যায়। অতএব তোমরা আনন্দিত মনে কুরবানী কর। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩১২৬)**

এ অনুচ্ছেদে ইমরান ইবনু হুসাইন ও যাইদ ইবনু আরকাম (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। শুধু উল্লেখিত সনদ সূত্রেই আমরা এ হাদীসটি হিশাম হতে বর্ণিত হিসেবে জেনেছি। আবুল মুসান্নার নাম সুলাইমান, পিতা ইয়াযীদ। ইবনু আবূ ফুদাইক তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "কুরবানীকারীর জন্য প্রতিটি লোমের বিনিময়ে সাওয়াব আছে। অপর এক বর্ণনায় আছে 'প্রতিটি শিং-এর বিনিময়ে।' **খুবই দুর্বল, মিশকাত (১৪৭৬)**

٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْأُضْحِيَّةِ عَنِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে কুরবানী করা

١٤٩٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ، فَقِيلَ لَهُ؟ فَقَالَ : أَمَرَنِي بِهِ ـ يَعْنِي : النَّبِيَّ ﷺ، فَلَا أَدَعُهُ أَبَدًا. **ضعيف الإسناد.**

১৪৯৫। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি দু'টি মেষ কুরবানী করতেন, একটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে এবং অপরটি নিজের পক্ষ হতে। এ ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই হুকুম করেছেন। অতএব আমি কখনও তা বাদ দেব না। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। শুধু শারীকের সূত্রেই আমরা এ হাদীস জেনেছি। একদল আলিম মৃতের পক্ষ হতে কুরবানী করার অনুমতি দিয়েছেন এবং অপর একদল তা জায়িয মনে করেন না। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রাহঃ) বলেন, মৃতের পক্ষ হতে কুরবানী করার পরিবর্তে দান-খাইরাত করাই আমি পছন্দ করি। তবে মৃতের পক্ষ হতে কুরবানী করা হলে তার সম্পূর্ণ গোশত দান করে দিতে হবে, নিজেরা খেতে পারবে না।

মুহাম্মাদ (বুখারী) বলেন ঃ আলী ইবনু আল মাদীনী বলেছেন ঃ এ হাদীটি শারীক ছাড়া অন্যরাও বর্ণনা করেছেন। আমি (তিরমিযী) বললাম আবুল হাসনার নাম কি ? তিনি তাকে চিনতে পারলেন না। মুসলিম বলেছেন তার নাম হাসান।

٦) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ যে ধরনের পশু কুরবানী করা মাকরূহ

١٤٩٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ الصَّائِدِيِّ- وَهُوَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا شَرْقَاءَ، وَلَا خَرْقَاءَ. ضعيف : «ابن ماجه» (٣١٤٢).

১৪৯৮। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন– আমরা যেন কুরবানীর পশুর চোখ-কান ভালো করে দেখে নেই। তিনি আমাদের আরো নির্দেশ দিয়েছেন– আমরা যেন এমন পশু দিয়ে কুরবানী না করি যার কানের অগ্রভাগ বা গোড়ার অংশ কাটা; যার কান ছিদ্র করে দেয়া হয়েছে বা যার কান লম্বালম্বিভাবে ফেড়ে দেয়া হয়েছে।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩১৪২)

অন্য একটি সূত্রেও আলী (রাঃ)-এর বরাতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তাতে অতিরিক্ত আছে, "মুকাবিলা", অর্থাৎ যার কান অগ্রভাগ কাটা, মুদাবারা অর্থ যার কানের গোড়ার অংশ কাটা, শারকা অর্থ কান ফাটা খারকা অর্থাৎ যার কান ছিদ্র করে দেয়া হয়েছে। **যঈফ**, দেখুন পূর্বের হাদীস

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। তিনি আরও বলেন ঃ শুরাইহ ইবনু নুমান কুফার অধিবাসী আলী (রাঃ)-এর শাগরিদ, শুরাইহ ইবনু হানী তিনিও কুফার অধিবাসী এবং আলী (রাঃ)-এর শাগরিদ তার পিতা সাহাবী ছিলেন। শুরাইহ ইবনুল হারিস আল-কিনদী তিনিও আলী

(রাঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরা সকলেই একই যুগের এবং সকলেই আলী (রাঃ)-এর শাগরিদ। "আন-নাস তাশ্‌রিফা" শব্দের অর্থ হল "আমরা ভালভাবে দেখি"।

٧) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ فِي الْأَضَاحِيِّ

অনুচ্ছেদঃ ৭॥ ছয় মাস বয়সের মেষ (ভেড়া, দুম্বা, ছাগল) কুরবানী করা

١٤٩٩. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ وَاقِدٍ، عَنْ كِدَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي كِبَاشٍ، قَالَ : جَلَبْتُ غَنَماً جُذْعَانًا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَكَسَدَتْ عَلَيَّ، فَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : «نِعْمَ- أَوْ نِعْمَتِ- الْأُضْحِيَّةُ، الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ»، قَالَ : فَانْتَهَبَهُ النَّاسُ. **ضعيف : «الضعيفة» (٦٤)، «المشكاة» (١٤٦٨)، «الإرواء» (١١٤٣).**

১৪৯৯। আবূ কিবাশ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি ছয়মাস বয়সের কিছু সংখ্যক মেষ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মাদীনায় আনলাম। কিন্তু সেগুলো বাজারে বিক্রয় হল না (মূল্য কমে গেল)। আমি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সাথে দেখা করে তাকে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "ছয় মাস বয়সের মেষ কুরবানীর জন্য কতই না উত্তম!" রাবী বলেন, (এ কথা শুনে) লোকেরা মেষগুলো সাথে সাথে ছিনিয়ে নিল (তাড়াহুড়া করে কিনে নিল)। **যঈফ, যঈফা (৬৪), মিশকাত (১৪৬৮), ইরওয়া (১১৪৩)**

এ অনুচ্ছেদে ইবনু আব্বাস, উম্মু বিলাল বিনতি হিলাল তার পিতার সূত্রে, জাবির, উকবা ইবনু আমির (রাঃ) এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো একজন সাহাবী হতে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি হাসান গারীব। এটি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে মাওকূফ হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে। উসমান ইবনু

ওয়াকিদ, তিনি হলেন ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ইবনুল খাত্তাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও তার পরবর্তী আলিমগণ এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তাঁদের মতে কুরবানীর জন্য ছয়মাস বয়সের ছাগল-ভেড়া যথেষ্ট।

٩) بَابُ فِي الضَّحِيَّةِ بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالأُذُنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ কান কাটা ও শিং ভাঙ্গা পশু দিয়ে কুরবানী

١٥٠٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جُرَيِّ بْنِ كُلَيْبٍ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : نَهَىٰ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُضَحَّىٰ بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالأُذُنِ. قَالَ قَتَادَةُ : فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؟ فَقَالَ : الْعَضْبُ : مَا بَلَغَ النِّصْفَ فَمَا فَوْقَ ذٰلِكَ. **ضعيف : «ابن ماجه» (٣١٤٥).**

১৫০৪। আলী (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিং ভাঙ্গা ও কান কাটা পশু কুরবানী করতে মানা করেছেন। কাতাদা (রাহঃ) বলেছেন, আমি এ প্রসঙ্গে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রাহঃ)-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, 'আল-আযব' দ্বারা শিং-এর অর্ধেক বা তার বেশী ভাঙ্গাকে বুঝায়। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩১৪৫)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

١١) بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَىٰ أَنَّ الأُضْحِيَّةَ سُنَّةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ কুরবানী করা সুন্নাত

١٥٠٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الأُضْحِيَّةِ : أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ : ضَحَّىٰ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ،

فَقَالَ : أَتَعْقِلُ؟! ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ. ضعيف : «المشكاة»

‹١٤٧٥– التحقيق الثاني›.

১৫০৬। জাবালা ইবনু সুহাইম (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি ইবনু উমার (রাঃ)-কে কুরবানী প্রসঙ্গে প্রশ্ন করল, এটা কি ওয়াজিব। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানী করেছেন এবং মুসলমানগণও (কুরবানী করেছেন)। সে আবার (একই বিষয়ে) প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, তুমি কি বুঝেছো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানী করেছেন এবং মুসলমানগণও।

যঈফ, মিশকাত তাহকীক ছানী (১৪৭৫)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আলিমগণ এ হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে কুরবানী ওয়াজিব নয়, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি সুন্নাত। তিনি এ কাজটি করা পছন্দ করতেন। সুফিয়ান সাওরী ও ইবনুল মুবারাকের এই মত।

١٥٠٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَهَنَّادٌ، قَالاَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجِ ابْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّي. ضعيف : انظر ما قبله.

১৫০৭। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদীনায় দশ বছর থেকেছেন এবং বরাবর (প্রতি বছর) কুরবানী করেছেন। **যঈফ, দেখুন পূর্বের হাদীস।**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

١٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الرُّخْصَةِ فِيْ أَكْلِهَا بَعْدَ ثَلاَثٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ তিন দিনের পরও কুরবানীর গোশত খাওয়ার অনুমতি প্রসঙ্গে

١٥١١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ

عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ : قُلْتُ لِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ : أَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ؟ قَالَتْ : لَا، وَلَكِنْ قَلَّ مَنْ كَانَ يُضَحِّي مِنَ النَّاسِ، فَأَحَبَّ أَنْ يَطْعَمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي، وَلَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ، فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ. ضعيف بهذا السياق : وأصله في «صحيح مسلم» : «الإرواء» (٤/٣٧٠).

১৫১১। আবিস ইবনু রবীআহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি উম্মুল মু'মিনীন (আইশা)-কে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কুরবানীর গোশত (তিন দিনের বেশী) খেতে মানা করেছিলেন? তিনি বললেন ঃ না, তবে কুরবানী করার মত সামর্থ্যবান লোকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। তাই তিনি চাচ্ছিলেন, যারা কুরবানী করতে সমর্থ হয়নি তারাও যেন গোশত খেতে পারে।আমরা কুরবানীর পশুর পায়া রেখে দিতাম এবং দশ দিন পরও তা খেতাম। এই **বর্ণনাটি দুর্বল, এর মূল বক্তব্য সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে। ইরওয়া (৪/৩৭০)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এখানে উম্মুল মু'মিনীন বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আইশা (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। উল্লেখিত হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে তাঁর নিকট হতে বর্ণিত হয়েছে।

١٧) بَابُ الْأَذَانِ فِيْ أُذُنِ الْمَوْلُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ সদ্য প্রসূত শিশুর কানে আযান দেয়া

١٥١٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَذَّنَ فِي

أَذَّنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ- حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ- بِالصَّلَاةِ. ضعيف : «الضعيفة» (٤٩٣/١)- الطبعة الجديدة.

১৫১৪। উবাইদুল্লাহ ইবনু আবূ রাফি (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (আবূ রাফি) বলেন, ফাতিমা (রাঃ) হাসান ইবনু আলী (রাঃ)-কে প্রসব করলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসানের কানে নামাযের আযানের মতই আযান দিতে দেখেছি।

যঈফ, যঈফা নতুন সংস্করণ (১/৪৯৩)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আকীকা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীস "ছেলে সন্তানের পক্ষ হতে সমবয়সী দু'টি বকরী এবং মেয়ে সন্তানের পক্ষ হতে একটি বকরী যবেহ করতে হবে" অনুযায়ী আমল করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি একটি বকরী দিয়ে হাসান ইবনু আলীর আকীকা করেছেন। একদল বিশেষজ্ঞ আলিম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করার পক্ষে মত দিয়েছেন।

١٨) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ (কুরবানীর উত্তম পশু ও উত্তম কাফন)

١٥١٧. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُفَيْرِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «خَيْرُ الْأُضْحِيَّةِ الْكَبْشُ، وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ». ضعيف : «ابن ماجه» (٣١٦٤).

১৫১৭। আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুরবানীর জন্য উত্তম পশু হল মেষ এবং উত্তম কাফন হল হুল্লা (হুল্লা অর্থ– নতুন কাপড় অথবা সমস্ত শরীর আবৃত করে এমন কাপড়)। যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩১৬৪)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। উফাইর ইবনু মা'দানকে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল সাব্যস্ত করা হয়েছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١٨- كِتَابُ النُّذُوْرِ وَالْأَيْمَانِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ১৮ ঃ মানত ও শপথ

٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ كَفَّارَةِ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ অনির্দিষ্ট মানতের কাফফারা

١٥٢٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ : حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ- مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : حَدَّثَنِيْ كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «كَفَّارَةُ النَّذْرِ- إِذَا لَمْ يُسَمَّ- كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ». **ضعيف : وهو صحيح دون قوله : «إذا لم يسم» : م : «الإرواء» (٢٥٨٦).**

১৫২৮। উকবা ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নাম উল্লেখ না করে মানত করা হলে তার কাফফারা শপথ ভঙ্গের কাফফারার মতই।

যঈফ, হাদীসে বর্ণিত "নাম উল্লেখ না করে" অংশ বাদে হাদীসটি সহীহ, ইরওয়া (২৫৮৬)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

١٦) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ (পায়ে হেটে যাওয়ার শপথ ভঙ্গ করার কাফফারা)

١٥٤٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الرُّعَيْنِيِّ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ الْيَحْصُبِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ أُخْتِيْ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِنَّ اللهَ لا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، فَلْتَرْكَبْ، وَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ». ضعيف : «ابن ماجه» (٢١٣٤).

১৫৪৪। উকবা ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার বোন খালি পায়ে, খালি মাথায় ওড়নাবিহীন অবস্থায় পায়ে হেটে বাইতুল্লাহ শরীফ যাওয়ার মানত করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার বোনের এমন কষ্ট স্বীকারে আল্লাহ্ তা'আলার কিছু যায় আসে না। সে যেন. সাওয়ার হয়ে ওড়না পরে যায় এবং তিন দিন রোযা রাখে।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (২১৩৪)

এ অনুচ্ছেদে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। একদল বিশেষজ্ঞ আলিম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাকও একই রকম কথা বলেছেন (তিন দিন রোযা রাখতে হবে)।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١٩- كِتَابُ السِّيَرِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ১৯ ঃ যুদ্ধাভিযান

١) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ যুদ্ধ শুরুর পূর্বে (শত্রুদেরকে) ইসলামের দাওয়াত দেয়া

١٥٤٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ : أَنَّ جَيْشًا مِنْ جُيُوْشِ الْمُسْلِمِيْنَ- كَانَ أَمِيْرَهُمْ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ- حَاصَرُوْا قَصْرًا مِنْ قُصُوْرِ فَارِسَ، فَقَالُوْا : يَا أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ! أَلاَ نَنْهَدُ إِلَيْهِمْ؟! قَالَ : دَعُوْنِي أَدْعُهُمْ كَمَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوهُمْ، فَأَتَاهُمْ سَلْمَانُ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ- مِنْكُمْ- فَارِسِيٌّ، تَرَوْنَ الْعَرَبَ يُطِيْعُوْنَنِي، فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ، فَلَكُمْ مِثْلُ الَّذِيْ لَنَا، وَعَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْنَا، وَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلاَّ دِيْنَكُمْ، تَرَكْنَاكُمْ عَلَيْهِ، وَأَعْطُوْنَا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُوْنَ، قَالَ : وَرَطَنَ إِلَيْهِمْ بِالْفَارِسِيَّةِ : وَأَنْتُمْ غَيْرُ مَحْمُوْدِيْنَ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ نَابَذْنَاكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، قَالُوْا : مَا نَحْنُ بِالَّذِيْ نُعْطِي الْجِزْيَةَ، وَلَكِنَّا نُقَاتِلُكُمْ، فَقَالُوْا : يَا أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ!أَلاَ نَنْهَدُ إِلَيْهِمْ؟! قَالَ : لاَ، فَدَعَاهُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلَىٰ مِثْلِ هٰذَا، ثُمَّ قَالَ : انْهَدُوْا إِلَيْهِمْ، قَالَ : فَنَهَدْنَا إِلَيْهِمْ، فَفَتَحْنَا ذٰلِكَ الْقَصْرَ. **ضعيف : «الإرواء» (٨٧/٥).**

১৫৪৮। আবুল বাখতারী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, মুসলমানদের কোন এক সেনাবাহিনী পারস্যের একটি দুর্গ অবরোধ করে। সালমান ফারসী (রাঃ) এই বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। সেনাবাহিনীর মুজাহিদগণ বললেন, হে আবদুল্লাহ্‌র পিতা! আমরা কি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব না? তিনি বললেন, আমি যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের (ইসলাম গ্রহণের) দাওয়াত দিতে শুনেছি, তোমরা আমাকেও সেভাবে দাওয়াত দিতে দাও। সালমান (রাঃ) তাদের নিকটে এসে বললেন, আমি তোমাদের মাঝেরই একজন পারস্যবাসী। তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আরবরা আমার আনুগত্য করছে। তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ কর তবে তোমরাও আমাদের মতই অধিকার পাবে এবং আমাদের উপর যে দায় আসে তোমাদের উপরও সেরকম দায় আসবে। তোমরা যদি এ দাওয়াত ক্ববূল করতে অসম্মত হও এবং তোমাদের ধর্মের উপর অবিচল থাকতে চাও, তবে আমরা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্মের উপর ছেড়ে দিব। কিন্তু এক্ষেত্রে তোমরা আমাদের অনুগত্য স্বীকার করে আমাদেরকে জিয্‌ইয়া দিবে। রাবী বলেন, তিনি তাদেরকে এ কথাগুলো ফারসী ভাষায় বলেন। (তিনি আরো বলেন) এই অবস্থায় তোমরা প্রশংসিত হবে না। তোমরা যদি এটাও (জিয্‌ইয়া প্রদান) অস্বীকার কর তবে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমানভাবে লড়বো। তারা বলল, আমরা জিয্‌ইয়া প্রদানে সম্মত নই, বরং আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। মুসলিম সেনানীগণ বললেন, হে আবদুল্লাহ্‌র পিতা! আমরা কি তাদেরকে আক্রমণ করব না? তিনি বললেন, না। রাবী বলেন, তিনি এভাবে তাদেরকে তিন দিন যাবত আহ্বান করতে থাকেন। তারপর তিনি মুসলিম বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন, প্রস্তুত হও এবং তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়। রাবী বলেন, আমরা তাদেরকে আক্রমণ করে সেই দুর্গ দখল করলাম। যঈফ, ইরওয়া (৫/৮৭)

এ অনুচ্ছেদে বুরাইদা, নুমান ইবনু মুকাররিন, ইবনু উমার ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। সালমান (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান। আমরা শুধু আতা ইবনুস সায়িবের সূত্রেই এ হাদীসটি জেনেছি। আমি মুহাম্মাদ (বুখারী)-কে বলতে শুনেছি, আবুল বাখতারী সালমান (রাঃ)-এর দেখা পাননি। কেননা তিনি আলী (রাঃ)-এর দেখা পাননি। আর সালমান (রাঃ) আলী (রাঃ)-এর পূর্বে মারা যান।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও

তার পরবর্তীগণ এ হাদীসের মতই মত দিয়েছেন। তাদের মতে, যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। ইসহাক ইবনু ইবরাহীমেরও এই মত। তিনি বলেন, যদি আক্রমণ করার পূর্বে শত্রুবাহিনীকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয় তবে তা উত্তম এবং তা তাদের মনে প্রভাব ও ভীতির সঞ্চার করবে। কিছু বিশেষজ্ঞ আলিম বলেন, আজকাল আর এরূপ দাওয়াত দেয়ার প্রয়োজন নেই। ইমাম আহ্মাদ বলেন, বর্তমানে এ ধরনের আহ্বান করার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখছি না। ইমাম শাফিঈ বলেন, শত্রুকে ইসলামের দাওয়াত না দেয়া পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু করা যাবে না। কিন্তু তাদেরকে তাড়াতাড়ি দাওয়াত গ্রহণ করার জন্য বলতে হবে। অবশ্য দাওয়াত না দিলেও কোন সমস্যা নেই। কেননা তাদের কাছে ইতিপূর্বেই ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে।

٢) باب

অনুচ্ছেদঃ ২॥ (আযান শুনলে বা মাসজিদ দেখলে আক্রমণ না করা)

١٥٤٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَدَنِيُّ الْمَكِّيُّ- وَيُكْنَى : بِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ، الرَّجُلُ الصَّالِحُ، هُوَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقٍ، عَنِ ابْنِ عِصَامٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ- وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ-، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا أَوْ سَرِيَّةً، يَقُولُ لَهُمْ : «إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا، أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا، فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا».

ضعيف : «ضعيف أبي داود» ‹٤٥٤›.

১৫৪৯। ইবনু ইসাম আল-মুযানী (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (ইসাম) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট বা বড় কোন যুদ্ধাভিযানে প্রেরণকালে সামরিক বাহিনীর সদস্যদেরকে বলতেন ঃ তোমরা কোন মাসজিদ দেখলে অথবা মুয়াযযিনের আযান শুনলে সেখানকার কাউকে হত্যা করবে না। **যঈফ, যঈফ আবূ দাউদ (৪৫৪)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এটি ইবনু উআইনার রিওয়ায়াত।

٧) بَابُ السَّرَايَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ সারিয়্যা (ক্ষুদ্র অভিযান) প্রসঙ্গে

١٥٥٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الأَزْدِيُّ الْبَصْرِيُّ، وَأَبُو عَمَّارٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ، وَلاَ يُغْلَبُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ». **ضعيف: «الصحيحة» ‹٩٨٦ ـ الطبعة الجديدة›.**

১৫৫৫। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সফরসঙ্গী চারজন হওয়া উত্তম, চার শত সৈনিক নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্র বাহিনী উত্তম, চার হাজার সৈনিক নিয়ে গঠিত পূর্ণ বাহিনী উত্তম এবং বার হাজার সৈন্য নিয়ে গঠিত বাহিনী সংখ্যাস্বল্পতার কারণে পরাজিত হবে না (পরাজিত হলে তা ঈমানের দুর্বলতার কারণেই)। **যঈফ, সহীহাহ নতুন সংস্করণ (৯৮৬)**

এ হাদীসটি হাসান গারীব। জারীর ইবনু হাযিম ব্যতীত আর কোন প্রবীণ রাবী এটাকে মুসনাদ হিসেবে বর্ণনা করেননি। যুহ্‌রী হতে এ হাদীসটি মুরসাল হিসেবেই বর্ণিত হয়েছে। হাব্বান ইবনু 'আলী আল-'আনাযী-'উকাইল হতে, তিনি যুহ্‌রী হতে, তিনি 'উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ হতে তিনি ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে লাইস ইবনু সাদ-'উকাইল সূত্রে, তিনি যুহরীর সূত্রে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাতে এটাকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

١٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَغْزُوْنَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ هَلْ يُسْهَمُ لَهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ যিম্মী (অমুসলিম নাগরিক) মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে গানীমাত পাবে কি-না

١٥٥٨. حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ إِلَىٰ بَدْرٍ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ، لَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ- يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ-، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : «أَلَسْتَ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ؟!»، قَالَ : لَا، قَالَ : «ارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِيْنَ بِمُشْرِكٍ». صحيح : «ابن ماجه» ‹٢٨٣٢› م.

১৫৫৮। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে রাওনা হলেন। তিনি ওয়াবারার প্রস্তরময় এলাকায় পৌঁছলে মুশরিক সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি তাঁর সাথে মিলিত হল। তার সাহসিকতা ও বীরত্বের খ্যাতি ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনবে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি ফিরে যাও, আমি কখনো কোন মুশরিকের সাহায্য নিব না।

সহীহ, ইবনু মাজাহ (২৮৩২), মুসলিম

এ হাদীসে আরো বক্তব্য আছে।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। কিছু বিশেষজ্ঞ আলিম এ হাদীসের মতই আমল করেছেন। তারা বলেন, যিম্মীদেরকে গানীমাতের অংশ দেয়া যাবে না, তারা মুসলমানদের সাথে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও না। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলিম বলেছেন, তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে তাদেরকে গানীমাত দেয়া হবে, যেমন যুহরীর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত

হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহূদী একগোষ্ঠী অমুসলিমকে গানিমাতের অংশ দিয়েছিলেন, যারা তার সাথে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন কুতাইবা ইবনু সাঈদ আব্দুল ওয়ারিস ইবনু সাঈদ হতে, তিনি আযরা ইবনু সাবিত হতে, তিনি যুহরী হতে। **সনদ দুর্বল**

١٢) باب في النفل

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ কোন সৈনিককে নাফল (অতিরিক্ত) প্রদান

١٥٦١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ، وَفِي الْقُفُولِ الثُّلُثَ. **ضعيف الإسناد.**

১৫৬১। উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আক্রমণের প্রথম ভাগে এক-চতুর্থাংশ এবং ফিরতি আক্রমণের ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ নাফল (অতিরিক্ত) দান করতেন। **সনদ দুর্বল**

এ অনুচ্ছেদে ইবনু আব্বাস, হাবীব ইবনু মাসলামা, মাআন ইবনু ইয়াযীদ, ইবনু উমার ও সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেছেন, উবাদা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি হাসান। উল্লেখিত হাদীসটি আবূ সাল্লাম হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবীর বরাতে বর্ণিত হয়েছে।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার যুলফিকার তালোয়াড়টি বদরের যুদ্ধের দিন (নফল) অতিরিক্ত দান হিসাবে দিয়েছিলেন। আর এ ব্যাপারেই তিনি উহুদ যুদ্ধের দিনে স্বপ্ন দেখেছিলেন। আবূ ঈসা বলেন ঃ এই হাদীসটি হাসান

গারীব। শুধুমাত্র ইবনু আবী যান্নাদের সূত্রেই আমরা হাদীসটি জানতে পেরেছি। গানিমাতের এক পঞ্চমাংশ হতে এই নফল প্রদান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম মালিক ইবনু আনাস বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক যুদ্ধেই এই নফল প্রদান করেন নাই। বরং কোন কোন যুদ্ধে তিনি তা প্রদান করেছেন। সুতরাং এটা ইমামের ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল। ইসহাক ইবনু মানসূর বলেনঃ আমি ইমাম আহমাদকে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আক্রমণের প্রথম ভাগে এক চতুর্থাংশ এবং ফিরতি আক্রমণে এক তৃতিয়াংশ প্রদান করতেন এক পঞ্চমাংশ বের করার পর ? তিনি বললেন ঃ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক পঞ্চমাংশ বের করার পর বাকী অংশ হতে অতিরিক্ত প্রদান করতেন। আবূ ঈসা বলেন ঃ এই অতিরিক্ত এক পঞ্চমাংশ হতে প্রদান করবে। যেমনটি ইবনু মুসাইয়্যিব বলেছেন, ইসহাক বলেন ঃ বক্তব্য মূলত এটাই।

٢١) باب ما جاء : في الغلول

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ গানীমাতের মাল আত্মসাৎ করা

١٥٧٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ، وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ : الْكَنْزِ، وَالْغُلُولِ، وَالدَّيْنِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ». **شاذ بهذه اللفظة : الصحيحة <٢٧٨٥>.**

১৫৭৩। সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তিনটি বিষয় হতে মুক্ত থাকা অবস্থায় তার রূহ তার দেহ হতে আলাদা হলে সে জান্নাতে যাবে ঃ সম্পদ পুঞ্জীভূত করা, গানীমাতের মাল আত্মসাৎ করা ও ঋণ।

হাদীসে বর্ণিত শব্দ শাজ, সহীহা (২৭৮৫)

সাঈদ তার বর্ণনায় আল-কান্‌য এবং আবূ আওয়ানা তার বর্ণনায়

আল-কিব্‌র (অহংকার) শব্দের উল্লেখ করেছেন। আবূ আওয়ানার বর্ণনায় "মা'দান" রাবীর উল্লেখ করেননি। সাঈদের বর্ণনাটি অনেকবেশী সহীহ।

٢٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِي قَبُوْلِ هَدَايَا الْمُشْرِكِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ মুশরিকদের দেয়া উপহার নেয়া

١٥٧٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ ثُوَيْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ كِسْرَى أَهْدَى لَهُ، فَقَبِلَ، وَأَنَّ الْمُلُوكَ أَهْدَوْا إِلَيْهِ، فَقَبِلَ مِنْهُمْ. **ضعيف جداً** : «التعليق على الروضة الندية» (٢/١٦٣).

১৫৭৬। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কিসরা (পারস্য সম্রাট) উপহার পাঠালে তিনি তা নেন। বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাগণ তাঁর জন্য উপহার পাঠালে তিনি তা গ্রহণ করেছেন।

খুবই দুর্বল, তা'লীক আলার রাওযাতুন নাদীয়্যাহ (২/১৬৩)

এ অনুচ্ছেদে জাবির (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। সুওয়াইর ইবনু আবূ ফাখিতার নাম সাঈদ, পিতার নাম ইলাকা। সুওয়াইর-এর উপনাম আবূ জাহ্‌ম।

٢٩) بَابُ مَا جَاءَ : فِي النُّزُوْلِ عَلَى الْحُكْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ সালিশ মেনে আত্মসমর্পণ

١٥٨٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبُو الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ : حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ بَشِيْرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «اقْتُلُوا شُيُوْخَ الْمُشْرِكِيْنَ

وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ». ضعيف : «المشكاة» (٣٩٥٢- التحقيق الثاني)، «ضعيف أبي داود» (٢٥٩).

১৫৮৩। সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "বয়স্ক মুশরিকদের হত্যা কর এবং তাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকদের জীবিত রাখ।"

যঈফ, মিশকাত তাহকীক ছানী (৩৯৫২) যঈফ আবূ দাউদ (২৫৯)

শারখ ঃ যার এখনও লজ্জাস্থানের লোম গজায়নি সে বালক।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। হাজ্জাজ ইবনু আরতাতও কাতাদার সূত্রে এ হাদীস এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

١٥٨٨. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ، وَأَخَذَهَا عُمَرُ مِنْ فَارِسَ، وَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ وَأَخَذَهَا عُثْمَانُ مِنَ الْفُرْسِ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هٰذَا فَقَالَ: هُوَ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مُرْسَلٌ: «الإرواء» (٥/٩٠)

১৫৮৮। সাইব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহরাইনের মাজূসীদের নিকট হতে জিয্‌ইয়া গ্রহণ করেন। উমার (রাঃ) পারস্যের মাজূসীদের নিকট হতে এবং উসমান (রাঃ) ফুর্‌স-এর মাজূসীদের নিকট হতে তা আদায় করেন।

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ আমি মুহাম্মাদ (বুখারী)-কে এই হাদীস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন ঃ মালিক যুহরীর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন।

অতএব হাদীসটি মুরসাল, ইরওয়া (৫/৯০)

٤٦) بَابُ مَا جَاءَ : فِي السَّاعَةِ الَّتِيْ يُسْتَحَبُّ فِيْهَا الْقِتَالُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫ ॥ যুদ্ধের উপযুক্ত সময়

١٦١٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، أَمْسَكَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَاتَلَ، فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ، أَمْسَكَ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ،قَاتَلَ حَتَّى الْعَصْرِ، ثُمَّ أَمْسَكَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ يُقَاتِلُ. قَالَ : وَكَانَ يُقَالُ : عِنْدَ ذٰلِكَ تَهِيْجُ رِيَاحُ النَّصْرِ، وَيَدْعُو الْمُؤْمِنُوْنَ لِجُيُوْشِهِمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ. **ضعيف : «المشكاة» ‹٣٩٣٤- التحقيق الثاني›.**

১৬১২। নুমান ইবনু মুকাররিন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। ফজর হয়ে গেলে সূর্য না উঠা পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ হতে বিরত থাকতেন এবং সূর্য উঠার পর যুদ্ধ শুরু করতেন। দিনের অর্ধেক চলে যাবার পর তিনি যুদ্ধ স্থগিত করতেন এবং সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে না পড়া পর্যন্ত তা বন্ধ রাখতেন। সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তিনি আবার যুদ্ধ শুরু করতেন এবং আসর পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখতেন। তারপর আসর নামায আদায়ের জন্য তা বন্ধ করতেন। নামায শেষে তিনি আবার যুদ্ধে নেমে যেতেন। বলা হত, এ সময় (আল্লাহ্ তা'আলার) সাহায্যের বায়ু প্রবাহিত হয় এবং মু'মিনগণ তাদের নামাযের মাঝে তাদের সেনাবাহিনীর জন্য দু'আ করতেন। **যঈফ, মিশকাত তাহকীক ছানী (৩৯৩৪)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি নুমান ইবনু মুকাররিন (রাঃ) হতে আরও একের অধিক অবিচ্ছিন্ন (মুত্তাসিল) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কাতাদা (রাহঃ) নুমান ইবনু মুকাররিনের দেখা পাননি। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর খিলাফাত কালে নুমান (রাঃ) মারা যান।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٢٠- كِتَابُ فَضَائِلِ الْجِهَادِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ২০ ঃ জিহাদের ফাযীলাত

١١) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ فَضْلِ الرَّمْيِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ আল্লাহ্‌র রাস্তায় তীর নিক্ষেপের ফাযীলাত

١٦٣٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ حُسَيْنٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ اللّٰهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةً الْجَنَّةَ : صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِيْ صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَالْمُمِدَّ بِهِ»، وَقَالَ : «ارْمُوْا، وَارْكَبُوْا، وَلَأَنْ تَرْمُوْا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوْا، كُلُّ مَا يَلْهُوْ بِهِ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ، إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ». **ضعيف : «ابن ماجه» (٢٨١١).**

১৬৩৭। আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রহমান ইবনু আবূ হুসাইন (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা একটি তীরের উসীলায় তিনজন লোককে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন ঃ তীর নির্মাতা যে নির্মাণকালে কল্যাণের আশা করেছে, (জিহাদে) এই তীর নিক্ষেপকারী এবং তা নিক্ষেপে সাহায্যকারী। তিনি আরো বলেন ঃ তোমরা তীরন্দাজী কর ও ঘোড়দৌড় শিক্ষা কর। তবে তোমাদের ঘোড়দৌড় শেখার তুলনায় তীরন্দাজী শিক্ষা করা আমার কাছে বেশী পছন্দনীয়। মুসলিম ব্যক্তির সকল ক্রীড়া-কৌতুকই বৃথা। তবে তীর

নিক্ষেপ, ঘোড়ার প্রশিক্ষণ এবং নিজ স্ত্রীর সাথে ক্রীড়া-কৌতুক বৃথা নয়। (কারণ) এগুলো হল উপকারী ও বিধি সম্মত। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (২৮১১)**

١٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ ثَوَابِ الشُّهَدَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ শহীদদের প্রতিদান

١٦٤٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنْ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ : شَهِيْدٌ، وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ، وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّٰهِ وَنَصَحَ لِمَوَالِيْهِ».

ضعيف : «التعليق الرغيب» (١/٢٦٨).

১৬৪২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সবার আগে যে তিনজন জান্নাতে যাবে তাদেরকে আমার সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। শহীদ, হারাম ও সংশয়পূর্ণ জিনিস হতে ও অপরের নিকটে হাত পাতা হতে দূরে অবস্থানকারী এবং উত্তমরূপে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাতকারী ও মনিবদের কল্যাণকামী গোলাম। **যঈফ, তা'লীকুর রাগীব (১/২৬৮)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

١٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ فَضْلِ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে শহীদদের মর্যাদা

١٦٤٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ أَبِيْ يَزِيْدَ الْخَوْلَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «الشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ : رَجُلٌ

مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيْمَانِ، لَقِيَ الْعَدُوَّ، فَصَدَقَ اللّٰهَ حَتَّى قُتِلَ، فَذٰلِكَ الَّذِي يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَعْيُنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هٰكَذَا»، وَرَفَعَ رَأْسَهُ، حَتَّى وَقَعَتْ قَلَنْسُوَتُهُ- قَالَ : فَمَا أَدْرِي : أَقَلَنْسُوَةَ عُمَرَ أَرَادَ أَمْ قَلَنْسُوَةَ النَّبِيِّ ﷺ؟، قَالَ : «وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيْمَانِ، لَقِيَ الْعَدُوَّ، فَكَأَنَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكِ طَلْحٍ مِنَ الْجُبْنِ، أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ، فَقَتَلَهُ، فَهُوَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا، وَآخَرَ سَيِّئًا، لَقِيَ الْعَدُوَّ، فَصَدَقَ اللّٰهَ حَتَّى قُتِلَ، فَذٰلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ، لَقِيَ الْعَدُوَّ، فَصَدَقَ اللّٰهَ حَتَّى قُتِلَ، فَذٰلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ». **ضعيف : «المشكاة»** (٣٨٥٨- االتحقيق الثاني)، **«الضعيفة»** (٢٠٠٤).

১৬৮৪। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ শহীদ চার প্রকারের। (১) উত্তম ঈমানের অধিকারী মু'মিন, যে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) সত্য বলে বিশ্বাস করে যুদ্ধ করে, অবশেষে মারা যায়। কিয়ামাতের দিন লোকেরা তার প্রতি এভাবে উপরে চোখ তুলে তাকাবে, এই বলে তিনি মাথা উপরের দিকে তুলে (বাস্তবরূপে) দেখালেন, এমনকি তাঁর মাথার টুপি পড়ে গেল। রাবী বলেন, এখানে উমারের টুপির কথা বলা হয়েছে না নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের টুপি বুঝানো হয়েছে তা আমার জানা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (২) আরেক ব্যক্তিও উত্তম ঈমানের অধিকারী মু'মিন। সেও শত্রুর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়, কিন্তু ভীরুতার কারণে তার দেহ এমনভাবে কম্পিত হতে থাকে যেন তাকে বাবলা গাছের কাঁটাযুক্ত ডাল দিয়ে মারা হয়েছে। একটি অদৃশ্য তীর এসে তার শরীরে বিদ্ধ হলে তার আঘাতে সে মারা গেল। এ হল দ্বিতীয়

পর্যায়ের শহীদ। (৩) আরেক মু'মিন ব্যক্তি তার ভাল কাজের সাথে কিছু খারাপ কাজও করে ফেলেছে। সে শত্রুর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা সত্য বলে বিশ্বাস করে যুদ্ধ করে অবশেষে মারা যায়। এ ব্যক্তি তৃতীয় পর্যায়ের শহীদ। (৪) অপর মু'মিন ব্যক্তি নিজের উপর যুলুম করেছে। সেও শত্রুর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা সত্য বলে বিশ্বাস করে যুদ্ধ করে, তারপর মারা যায়। এই ব্যক্তি চতুর্থ স্তরের শহীদ। **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৩৮৫৮), যঈফা (২০০৪)**

আবূ ঈসা বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু আতা ইবনু দীনারের বর্ণিত হাদীস হিসেবে এটি জেনেছি। আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, সাঈদ ইবনু আবূ আইউব (রাহঃ) আতা ইবনু দীনার হতে, তিনি বানূ খাওলানের কিছু শাইখের সূত্রে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই সূত্রে আবূ ইয়াযীদের উল্লেখ নেই। তিনি আরও বলেন ঃ আতা ইবনু দীনারের মধ্যে কোন দোষ নেই।

٢٦) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ فَضْلِ الْمُرَابِطِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ আল্লাহ্‌র পথে পাহারাদানের ফাযীলাত

١٦٦٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ بِغَيْرِ أَثَرٍ مِنْ جِهَادٍ، لَقِيَ اللّٰهَ وَفِيْهِ ثُلْمَةٌ». ضعيف : «ابن ماجه» ‹٢٧٦٣›.

১৬৬৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (নিজ দেহে) জিহাদের কোন চিহ্ন ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে হাযির হবে, তার দীনদারী ও কাজের মধ্যে বিরাট ত্রুটি থেকে যাবে।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (২৭৬৩)

আবূ ঈসা বলেন, ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম হতে ইসমাঈল ইবনু রাফি-এর সূত্রে এ হাদীসটি গারীব। ইসমাঈল ইবনু রাফিকে কোন কোন হাদীস বিশারদ দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি, তিনি নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) রাবী বা তার সমপর্যায়ভুক্ত (মুকারিবুল হাদীস)। উল্লেখিত হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে। সালমানের হাদীসের সনদ মুত্তাসিল নয়, কেননা মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির সালমানের সাক্ষাৎ পান নাই। এই হাদীসটি আইয়ূব ইবনু মূসার সূত্রে, তিনি মাকহুল হতে তিনি শুরাহবীল হতে তিনি সালমান হতে হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٢١- كِتَابُ الْجِهَادِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

অধ্যায় ২১ : জিহাদ

٧) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الصَّفِّ وَالتَّعْبِئَةِ عِنْدَ الْقِتَالِ

অনুচ্ছেদঃ ৭॥ যুদ্ধের সময় (সৈন্যদেরকে) সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত করা

١٦٧٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ، قَالَ : عَبَّأَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِبَدْرٍ لَيْلاً. ضعيف الإسناد.

১৬৭৭। আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে আমাদেরকে রাতের বেলা সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত করেছেন। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবূ আইউব (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু উপরোক্ত সনদসূত্রে এটি জেনেছি। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলকে এ হাদীস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি এ প্রসঙ্গে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (রাহঃ) সরাসরি ইকরিমা হতে হাদীস শুনেছেন। তিরমিযী বলেন, আমি ইমাম বুখারীর সাথে আমার সর্বপ্রথম সাক্ষাতে লক্ষ্য করি যে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু হুমাইদ আর-রাযী প্রসঙ্গে ভাল ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু পরে তিনি তাকে দুর্বল রাবী বলে আখ্যায়িত করেন।

١٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ صِفَةِ سَيْفِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ : ১২ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবারির বর্ণনা

١٦٨٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عُبَيْدَةَ

الْحَدَّادُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، قَالَ : صَنَعْتُ سَيْفِيْ عَلَى سَيْفِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، وَزَعَمَ سَمُرَةُ أَنَّهُ صَنَعَ سَيْفَهُ عَلَى سَيْفِ رَسُوْلِ ﷺ، وَكَانَ حَنَفِيًّا. **ضعيف : «مختصر الشمائل المحمدية» ‹٨٨›.**

১৬৮৩। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ আমি আমার তরবারি সামুরা (রাঃ)-এর তরবারির আকৃতিতে তৈরি করেছি। সামুরা (রাঃ) বলেন যে, তিনি তার তরবারি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবারির আদলে তৈরি করেছেন। তাঁর তরবারি ছিল বানূ হানীফ গোত্রের তরবারির মতই।

যঈফ, মুখতাসার শামায়িল মুহাম্মাদীয়া (৮৮)

আবূ 'ঈসা বলেছেনঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু উল্লেখিত সূত্রেই এ হাদীসটি জেনেছি। প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান (রাহঃ) উসমান ইবনু সা'দ আল-কাতিবের স্মৃতির সমালোচনা করে তাকে স্মৃতির দিক হতে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন।

١٦) بَابُ مَا جَاءَ : فِي السُّيُوفِ وَحِلْيَتِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ তরবারি ও তার অলংকরণ প্রসঙ্গে

١٦٩٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ أَبُوْ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ هُوْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَدِّهِ مَزِيْدَةَ، قَالَ : دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ. قَالَ طَالِبٌ : فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ؟ فَقَالَ : كَانَتْ قَبِيْعَةُ السَّيْفِ فِضَّةً. **ضعيف : «مختصر الشمائل المحمدية» ‹٨٧›، «الإرواء» ‹٣٠٦/٣›.**

১৬৯০। মাযীদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কায় যাওয়ার সময় তাঁর তরবারি ছিল সোনা-রূপা খচিত। (অধঃস্তন রাবী) তালিব

বলেন, আমি তাকে (হূদকে) রূপা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, তরবারির হাতলটি ছিল রৌপ্য খচিত। **যঈফ, মুখতাসার শামায়িল মুহাম্মাদীয়া (৮৭) ইরওয়া (৩/৩০৬)**

আবূ ‘ঈসা বলেনঃ এ অনুচ্ছেদে আনাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি গারীব। হূদ-এর নানার নাম ছিল মাযীদা আল-‘আসরী।

٢١) بَابُ مَا جَاءَ : مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ কোন্ ধরনের ঘোড়া অপছন্দনীয়

١٦٩٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَلْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ كَرِهَ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٢٧٩٠› م.**

১৬৯৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিকাল ঘোড়া অর্থাৎ তিন পা সাদা ও এক পা শরীরের রং বিশিষ্ট ঘোড়া অপছন্দ করেছেন। **সহীহ, ইবনু মাজাহ (৭২৯০) মুসলিম**

আবূ ‘ঈসা বলেছেনঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীস শুবা-‘আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ আল-খাসআমী হতে তিনি আবূ যুরআ হতে তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একই রকম বর্ণনা করেছেন। আবূ যুরআর নাম হারিম, পিতা ‘আমর ইবনু জারীর। মুহাম্মাদ ইবনু হুমাইদ আর-রাযী-জারীর হতে তিনি ‘উমারা ইবনুল কাকা‘ হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেনঃ ইবরাহীম নাখাঈ (রাহঃ) আমাকে বলেছেনঃ আপনি আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করলে আবূ যুরআর সূত্রে তা বর্ণনা করবেন। কারণ তিনি এক সময় আমার নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করেন। বেশ কয়েক বছর পর আমি আবার তাকে সেই হাদীস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি অক্ষরে অক্ষরে তা হুবহু বর্ণনা করেন, তাতে একটুও ত্রুটি করেননি। **যঈফ, সনদ বিচ্ছিন্ন**

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٢١- كِتَابُ الْجِهَادِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ২১ ঃ জিহাদ

٧) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الصَّفِّ وَالتَّعْبِئَةِ عِنْدَ الْقِتَالِ

অনুচ্ছেদঃ ৭॥ যুদ্ধের সময় (সৈন্যদেরকে) সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত করা

١٦٧٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ، قَالَ : عَبَّأَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِبَدْرٍ لَيْلاً. ضعيف الإسناد.

১৬৭৭। আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে আমাদেরকে রাতের বেলা সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত করেছেন। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবূ আইউব (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু উপরোক্ত সনদসূত্রে এটি জেনেছি। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলকে এ হাদীস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি এ প্রসঙ্গে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (রাহঃ) সরাসরি ইকরিমা হতে হাদীস শুনেছেন। তিরমিযী বলেন, আমি ইমাম বুখারীর সাথে আমার সর্বপ্রথম সাক্ষাতে লক্ষ্য করি যে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু হুমাইদ আর-রাযী প্রসঙ্গে ভাল ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু পরে তিনি তাকে দুর্বল রাবী বলে আখ্যায়িত করেন।

١٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ صِفَةِ سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবারির বর্ণনা

١٦٨٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ

٢٦) بَابُ مَا جَاءَ مَنْ يُسْتَعْمَلُ عَلَى الْحَرْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ কোন ব্যক্তিকে সেনাবাহিনীর কোন দায়িত্বে নিযুক্ত করা

١٧٠٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ : حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ الْجَوَّابِ أَبُو الْجَوَّابِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ جَيْشَيْنِ، وَأَمَّرَ عَلَى أَحَدِهِمَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَعَلَى الْآخَرِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ الْقِتَالُ، فَعَلِيٌّ، قَالَ : فَافْتَتَحَ عَلِيٌّ حِصْنًا، فَأَخَذَ مِنْهُ جَارِيَةً، فَكَتَبَ مَعِي خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، يَشِي بِهِ، فَقَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَرَأَ الْكِتَابَ، فَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ، ثُمَّ قَالَ : «مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ؟!»، قَالَ : قُلْتُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ، وَغَضَبِ رَسُولِهِ، وَإِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ، فَسَكَتَ. **ضعيف الإسناد.**

১৭০৪। বারাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি বাহিনী (যুদ্ধে) পাঠান। তিনি আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ)-কে এক দলের এবং খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রাঃ)-কে অন্য দলের অধিনায়ক নিয়োগ করেন। তিনি বলেন ঃ যুদ্ধ চলার সময় আলী পুরো বাহিনীর সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবে। রাবী বলেন, আলী (রাঃ) একটি দুর্গ দখল করেন এবং বন্দীদের মধ্য হতে একটি বাঁদী নিজের জন্য নিয়ে নেন। খালিদ (রাঃ) এই বিষয়ে তার সমালোচনা করে একটি চিঠি লিখে তা দিয়ে আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে পাঠান। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে (চিঠি নিয়ে) উপস্থিত হলাম। তিনি তা পড়লেন এবং তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং যাকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল

ভালোবাসেন তার প্রসঙ্গে তুমি কি ভাব! আমি বললাম, আমি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টি হতে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় চাই। আমি তো পত্রবাহক মাত্র। এ কথায় তিনি নীরব হলেন। সনদ দুর্বল

আবূ ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইবনু উমার (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান গারীব। আহওয়াস ইবনু জাওয়াবের সূত্রেই শুধুমাত্র আমরা এ হাদীস জেনেছি। হাদীসের শব্দ "ইয়াশী বিহি" অর্থ ঃ তার সমালোচনাযুক্ত।

٣٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ كَرَاهِيَةِ التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ وَالضَّرْبِ وَالْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ পশুর লড়াই অনুষ্ঠান এবং কোন প্রাণীর মুখে দাগ দেয়া বা আঘাত করা নিষেধ

١٧٠٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ. **ضعيف : «غاية المرام» (٣٨٣)، «ضعيف أبي داود» (٤٤٣).**

১৭০৮। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুর লড়াই বাধাতে মানা করেছেন। যঈফ, গায়াতুল মারাম (৩৮৩), যঈফ আবূ দাউদ (৪৪৩)

١٧٠٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ. **ضعيف : «غاية المرام» (٣٨).**

১৭০৯। মুজাহিদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুর লড়াই অনুষ্ঠান করতে মানা করেছেন।

যঈফ, গায়াতুল মারাম (৩৮)

এ বর্ণনায় ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর উল্লেখ নেই। অর্থাৎ এই সূত্রে হাদীসটি মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে এবং এটা কুতবার বর্ণনার তুলনায় অনেক বেশী সহীহ। শরীক-আমাশ হতে তিনি মুজাহিদ হতে তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে একই রকম বর্ণনা করেছেন। তাতে আবূ ইয়াহইয়ার উল্লেখ নেই। আবূ মুয়াবিয়া-আমাশ হতে তিনি মুজাহিদের সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ ইয়াহইয়ার নাম যাযান, তিনি কুফার অধিবাসী। এ অনুচ্ছেদে তালহা, জাবির, আবূ সাঈদ ও ইকরাশ ইবনু যুয়াইব (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْمَشُوْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ পরামর্শ করা

١٧١٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، وَجِيْءَ بِالأُسَارَى، قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «مَا تَقُولُونَ فِي هٰؤُلَاءِ الأَسَارَى؟». فذكر قصة في هذا الحديث طويلة. **ضعيف** : «الإرواء» (٥/٤٧-٤٨).

১৭১৪। আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধকালে যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে আসা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এসব বন্দীর ব্যাপারে তোমাদের কি মত? এরপর রাবী দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা করেন। **যঈফ, ইরওয়া (৫/৪৭-৪৮)**

আবূ ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে উমার, আবূ আইউব, আনাস ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান। আবূ উবাইদা তার পিতা হতে হাদীস শুনার সুযোগ পাননি। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা নিজ সঙ্গীদের সাথে অধিক পরামর্শকারী আমি আর কাউকে দেখিনি।"

٣٥) بَابُ مَا جَاءَ : لاَ تُفَادَى جِيْفَةُ الأَسِيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ বন্দীর লাশের কোন বিনিময় নেই

١٧١٥. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ أَرَادُوا أَنْ يَشْتَرُوا جَسَدَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، فَأَبَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيْعَهُمْ إِيَّاهُ. ضعيف الإسناد.

১৭১৫। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একদা মুশরিকরা তাদের এক মুশরিকের লাশ কিনতে চাইল। কিন্তু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকটে লাশ বিক্রয় করতে অস্বীকার করেন। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধু হাকামের রিওয়ায়াত হিসেবেই জেনেছি। হাজ্জাজ ইবনু আরতাতও এটিকে হাকামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেছেন, ইবনু আবূ লাইলার কোন হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম বুখারী বলেন, ইবনু আবূ লাইলা ব্যক্তিগতভাবে খুবই সৎলোক। কিন্তু তার সহীহ হাদীসগুলো দুর্বল হাদীসগুলো হতে আলাদা করা কঠিন। তাই আমি তার নিকট হতে হাদীসই বর্ণনা করি না। ইবনু আবূ লাইলা ব্যক্তিগতভাবে সত্যবাদী ও ফিক্হ্বিদ, কিন্তু তিনি সনদের বর্ণনায় গোলমাল করেন। সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, আমাদের ফিক্হ্বিদ হলেন ইবনু আবূ লাইলা ও আবদুল্লাহ ইবনু শুবরুমা। **বিচ্ছিন্ন সনদ সহীহ**

٣٦) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালানো

١٧١٦. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ

اللهِ ﷺ فِيْ سَرِيَّةٍ، فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً، فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ، فَاخْتَبَيْنَا بِهَا، وَقُلْنَا : هَلَكْنَا، ثُمَّ أَتَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ! نَحْنُ الْفَرَّارُوْنَ، قَالَ : «بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُوْنَ، وَأَنَا فِئَتُكُمْ». **ضعيف : «الإرواء»** ‹١٢٠٣›.

১৭১৬। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের একটি বাহিনী অভিযানে পাঠান। (শত্রুর আক্রমণে) এক পর্যায়ে আমাদের কিছু লোক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আমরা মাদীনায় ফিরে এসে (লজ্জায়) আত্মগোপন করে থাকলাম আর (মনে মনে) বললাম, আমরা ধ্বংস হয়ে গেছি। তারপর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে তাঁকে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) পলায়নকারী। তিনি বললেন ঃ বরং তোমরা (নিজেদের ইমামের কাছে) পুনঃ প্রত্যাবর্তনকারী এবং আমি তোমাদের দলের সাথেই আছি।

যঈফ, ইরওয়া (১২০৩)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু ইয়াযীদ ইবনু আবূ যিয়াদের সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি। “ফাহাসান-নাসু হাইসাতান”-এর অর্থ ঃ “তারা যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালালো”। “বাল আনতুমুল আক্কারূন” অর্থ “যারা নেতার সাহায্যের জন্য তার নিকটে ফিরে আসে”, এটা যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলানো উদ্দেশ্য নয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٢٢- كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّيْنَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

অধ্যায় ২২ ঃ পোশাক–পরিচ্ছদ

١٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ لُبْسِ الصُّوْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ পশমী কাপড় পরা

١٧٣٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيْفَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «كَانَ عَلَى مُوْسَى- يَوْمَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ- كِسَاءُ صُوْفٍ، وَجُبَّةُ صُوْفٍ، وَكُمَّةُ صُوْفٍ، وَسَرَاوِيْلُ صُوْفٍ، وَكَانَتْ نَعْلَاهُ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ». **ضعيف جداً : «الضعيفة» ‹٤٠٨٢›.**

১৭৩৪। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মূসা (আঃ)-এর সাথে যেদিন তাঁর প্রতিপালক কথা বলেছিলেন সেদিন তাঁর পরনে ছিল পশমী চাদর, পশমী জুব্বা, পশমী টুপি ও পশমী পাজামা। তাঁর জুতা দু'টি ছিল মৃত গাধার চামড়া দিয়ে তৈরী। **খুবই দুর্বল, যঈফ (৪০৮২)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু হুমাইদ ইবনু আলী আল-আ'রাজের সূত্রে এ হাদীস জেনেছি। ইমাম বুখারী বলেন, হুমাইদ ইবনু আলী আল-আ'রাজ একজন প্রত্যাখ্যাত রাবী। কিন্তু হুমাইদ ইবনু কাইস আল-আ'রাজ ছিলেন মুজাহিদের সহচর। তিনি ছিলেন মক্কার অধিবাসী এবং নির্ভরযোগ্য রাবী। ছোট টুপিকে 'কুম্মা' বলা হয়।

١٦) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ لُبْسِ الْخَاتَمِ فِي الْيَمِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ ডান হাতে আংটি পরিধান করা

١٧٤٦. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ : أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالاَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ، نَزَعَ خَاتَمَهُ.

ضعيف : «ابن ماجه» ‹٣٠٣›.

১৭৪৬। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মলত্যাগ করতে যাওয়ার সময় তাঁর আংটি খুলে রাখতেন। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩০৩)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٢٨) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْقُمُصِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ জামা প্রসঙ্গে

١٧٦٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافُ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيُّ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ : كَانَ كُمُّ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الرُّسْغِ. **ضعيف :**

«مختصر الشمائل» ‹٤٧›، «الضعيفة» ‹٣٤٥٧›.

১৭৬৫। আসমা বিনতু ইয়াযীদ ইবনু সাকান আল-আনসারিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামার হাতা কব্জি পর্যন্ত লম্বা ছিল।

যঈফ, মুখতাসার শামায়িল (৪৭) যঈফা (৩৪৫৭)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٦) بَابُ مَا جَاءَ : مِنَ الرُّخْصَةِ فِي الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ এক পায়ে জুতা পরে চলার অনুমতি

١٧٧٧. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ- كُوفِيٌّ : حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : رُبَّمَا مَشَى النَّبِيُّ ﷺ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ. منكر : «المشكاة» <٤٤١٦>.

১৭৭৭। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, খুব কমই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক পায়ে জুতা পরে হেঁটেছেন।
মুনকার, মিশকাত (৪৪১৬)

٣٨) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ تَرْقِيْعِ الثَّوْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮ ॥ পরনের পোশাকে তালি দেয়া

١٧٨٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَىٰ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، وَأَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالَا : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِذَا أَرَدْتِ اللُّحُوقَ بِيْ، فَلْيَكْفِكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ، وَإِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءِ، وَلَا تَسْتَخْلِقِي ثَوْباً حَتَّى تُرَقِّعِيْهِ». ضعيف جداً : «الضعيفة» <١٢٩٤>، «التعليق الرغيب» <٩٨/٤>، «المشكاة» <٤٣٤٤- التحقيق الثاني>.

১৭৮০। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ তুমি যদি আমার সাথে মিলিত হতে চাও তবে একজন সফরকারীর মত পাথেয় নিয়ে দুনিয়াতে খুশি থাক। আর তুমি ধনীদের সাথে উঠা-বসা ও মেলামেশার ব্যাপারে

সতর্ক থাক। তোমার পরনের পোশাক পুরাতন হলেও তাতে তালি না লাগানো পর্যন্ত তা বাতিল করো না।

খুবই দুর্বল, যঈফা (১২৯৪), তা'লীকুর রাগীব (৪/৯৮), মিশকাত, তাহকীক ছানী (৪৩৪৪)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। শুধু সালিহ ইবনু হাসসানের সূত্রেই আমরা এ হাদীস জেনেছি। ইমাম বুখারী (রাহঃ) বলেছেন, সালিহ ইবনু হাসসান একজন প্রত্যাখ্যাত রাবী। কিন্তু সালিহ ইবনু আবূ হাসসান সিকাহ রাবী, তার সূত্রে ইবনু আবূ যিব হাদীস বর্ণনা করেছেন। "ধনীদের সাথে উঠা-বসার ব্যাপারে সতর্ক থাক", এই বাক্যের তাৎপর্য আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসের মতইঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কেউ যদি দেখে যে, অন্য কোন ব্যক্তিকে তার চেয়ে সুন্দর দৈহিক গঠন ও ধন-সম্পদের অধিকারী করা হয়েছে, তবে সে যেন এই ক্ষেত্রে তার নিজের তুলনায় যাকে কম দেয়া হয়েছে এবং যার উপর তাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, তার দিকে দেখে। তাহলে সে (নিজের প্রতি) আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাকে তুচ্ছজ্ঞান করবে না।"

আওন ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু উতবা (রাঃ) বলেন, আমি ধনীদের সাথে উঠা-বসা করি। আমি নিজের চাইতে বেশী বিষণ্ন অন্য কাউকে অনুভব করি না। (আমার ভারাক্রান্ত হৃদয় হওয়ার কারণ এই যে) তাদের যান-বাহন ও পোশাক-পরিচ্ছদ আমার চেয়েও অনেক ভাল দেখতে পাই। আর আমি যখন গরীব লোকদের সাথে মেলামেশা করি তখন অনেক বেশী শান্তি অনুভব করি।

٤٠) بَابُ كَيْفَ كَانَ كِمَامُ الصَّحَابَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০ ॥ সাহাবীদের টুপি কেমন ছিল?

١٧٨٢. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ- وَهُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُسْرٍ-، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيَّ يَقُولُ : كَانَتْ كِمَامُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بُطْحًا. **ضعيف : «المشكاة»** ‹٤٣٣٣- التحقيق الثاني›.

১৭৮২। আবূ সাঈদ আবদুল্লাহ ইবনু বুসর (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি আবূ কাবশা আনমারী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের টুপি ছিল মাথা জুঁড়ে বিস্তৃত। **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৪৩৩৩)**

আবূ ঈসা বলেছেন, এ হাদীসটি মুনকার। হাদীস বিশারদদের মতে আবদুল্লাহ ইবনু বুসর হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ প্রমুখ তাকে দুর্বল বলেছেন। বুত্হুন শব্দের অর্থ প্রশস্ত।

٤٢) بَابُ الْعَمَائِمِ عَلَى الْقَلاَنِسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২ ॥ টুপির উপর পাগড়ী বাঁধা

١٧٨٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْقَلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ ﷺ، فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ رُكَانَةُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «إِنَّ فَرْقَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ، الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلاَنِسِ».

ضعيف : «المشكاة» <٤٣٤٠>، «الارواء» <١٥٠٣>.

১৭৮৪। আবূ জাফর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু রুকানা (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রুকানা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কুস্তি লড়েন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভূপাতিত করেন। রুকানা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমাদের ও মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য হল টুপির উপর পাগড়ী পরা।

যঈফ, মিশকাত (৪৩৪০), ইরওয়া (১৫০৩)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এর সনদ সঠিক নয়। আমরা আবুল হাসান আসকালানীকেও চিনি না এবং ইবনু রুকানাকেও না।

٤٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْخَاتَمِ الْحَدِيْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩ ॥ লোহার আংটি

١٧٨٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، وَأَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ، فَقَالَ : «ارْمِ عَنْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ؟!»، ثُمَّ جَاءَهُ، وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ : «مَا لِيْ أَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ الْأَصْنَامِ؟!»، ثُمَّ أَتَاهُ، وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ : «مَالِيْ أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟!»، قَالَ : مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ : «مِنْ وَرِقٍ، وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا». **ضعيف : «المشكاة» (٤٣٩٦)، «آداب الزفاف» (١٢٨).**

১৭৮৫। আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদা (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। বুরাইদা (রাঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তি লোহার আংটি পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এলে তিনি বলেন ঃ তোমার কাছ থেকে জাহান্নামবাসীদের অলংকার ফেলে দাও। সে ফিরে গিয়ে আবার পিতলের আংটি পরে তাঁর নিকটে এলে তিনি বললেন ঃ কি ব্যাপার! আমি তোমার হতে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি? এবার সে ফিরে গিয়ে সোনার আংটি পরে তাঁর নিকটে এলে তিনি বললেন ঃ কি ব্যাপার! আমি তোমাকে জান্নাতীদের অলংকার পরা দেখতে পাচ্ছি? তখন সে বলল, আমি কিসের আংটি বানাব? তিনি বললেন ঃ এক মিসকালের (সাড়ে চার মাসা) কম রূপা দিয়ে আংটি বানাও। **যঈফ, মিশকাত (৪৩৯৬), আদাবু যিফাফ (১২৮)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর এবং আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিম (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবদুল্লাহ ইবনু মুসলিমের ডাকনাম আবূ তাইবা আল-মারওয়াযী।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٢٣- كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ২৩ ঃ আহার ও খাদ্যদ্রব্য

٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ أَكْلِ الضَّبُعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ ভালুক খাওয়া

١٧٩٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ أَبِيْ أُمَيَّةَ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ أَخِيْهِ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ؟ فَقَالَ : «أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟!»، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الذِّئْبِ؟ فَقَالَ : «أَوَ يَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيْهِ خَيْرٌ؟!». **ضعيف : «ابن ماجه» ‹٣٢٣٧›.**

১৭৯২। খুযাইমা ইবনু জাযয়ি (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে ভালুক খাওয়া প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন ঃ ভালুক কেউ খায় নাকি? আমি তাঁকে নেকড়ে বাঘ খাওয়া প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন ঃ কোন উত্তম লোক নেকড়ে বাঘ খায় নাকি ? **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩২৩৭)**

আবূ ঈসা বলেছেন, এ হাদীসের সনদ মযবুত নয়। আমরা শুধুমাত্র ইসমাঈল ইবনু মুসলিমের মাধ্যমে আব্দুল করিমের সূত্রেই হাদীসটি জানতে পেরেছি। কিছু হাদীস বিশারদ এ হাদীসের রাবী ইসমাঈলও আবদুল কারীম আবূ উমাইয়্যার সমালোচনা করেছেন। তিনি কাইস ইবনুল মুখারিকের পুত্র। কিন্তু মালিক আল-জাযারীর পুত্র আবদুল কারীম সিকাহ রাবী।

١١) بَابُ مَا جَاءَ : فِي اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ খাদ্যগ্রাস (লোকমা) নিচে পড়ে গেলে

١٨٠٤. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْمُعَلَّى بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي أُمُّ عَاصِمٍ -وَكَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِسِنَانِ ابْنِ سَلَمَةَ-، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ الْخَيْرِ؛ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ، ثُمَّ لَحِسَهَا، اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ». **ضعيف : «ابن ماجه» ‹٣٢٧١›.**

১৮০৪। উম্মু আসিম (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা নুবাইশা আল-খাইর (রাঃ) আমাদের নিকটে এলেন, আমরা একটি পাত্রে খাবার খাচ্ছিলাম। তিনি আমাদের নিকটে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি পাত্রে খাবার পর তা চেটে খেলে পাত্রটি তার জন্য (আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে) ক্ষমা প্রার্থনা করে। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩২৭১)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। শুধুমাত্র মুআল্লা ইবনু রাশিদের সূত্রেই আমরা হাদীসটি জানতে পেরেছি। ইবনু হারুন-সহ আরো কিছু রাবী এ হাদীসটি শুধু মুআল্লা ইবনু রাশিদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

١٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الرُّخْصَةِ فِيْ أَكْلِ الثُّوْمِ مَطْبُوْخًا

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ রান্না করা রসুন খাওয়ার অনুমতি আছে

١٨٠٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ أَكْلُ الثُّومِ إِلَّا مَطْبُوخًا.

ضعيف : المصدر نفسه.

১৮০৯। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রান্না করা ব্যতীত রসুন খাওয়া ঠিক নয়। **যঈফ, প্রাগুক্ত**

আবূ ঈসা বলেছেন, এ হাদীসের সনদ খুব একটা মজবুত নয়। আলী (রাঃ)-এর বিবৃতি হিসেবেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। শারীকের এ হাদীসটি মুরসাল হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ বলেছেন, আল-জাররাহ ইবনু মালীহ সত্যবাদী এবং আল-জাররাহ ইবনুয যাহ্হাক হাদীস শাস্ত্রে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি।

١٨١١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ : الثُّومُ مِنْ طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ. **ضعيف الإسناد مقطوع.**

১৮১১। আবুল আলিয়া হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রসুন হালাল খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। **সনদ দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন।**

আবূ খালদার নাম খালিদ ইবনু দীনার। হাদীস বিশারদদের নিকট তিনি বিশ্বস্থ রাবী। তিনি আনাস ইবনু মালিকের দেখা পেয়েছেন এবং তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবুল আলিয়ার নাম রুফাঈ আর-রিয়াহী। আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী বলেন, আবূ খালদাহ একজন উত্তম মুসলিম ছিলেন।

١٩) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْأَكْلِ مَعَ الْمَجْذُومِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ কুষ্ঠ রোগীর সাথে একত্রে খাওয়া

١٨١٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْقَرُ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَا : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ. أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ، فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ، ثُمَّ قَالَ : «كُلْ، بِسْمِ اللّٰهِ، ثِقَةً بِاللّٰهِ، وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ». **ضعيف : «ابن ماجه» ‹٣٥٤٢›.**

১৮১৭। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কুষ্ঠ রোগীর হাত ধরে তাকে নিজের সাথে একই পাত্রে খাওয়াতে বসান। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নামে আল্লাহ্ তা'আলার উপর আস্থা রেখে এবং (প্রতিটি ব্যাপারে) তাঁর উপর ভরসা করে খাও। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩৫৪২)**

আবূ ঈসা বলেছেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু ইউনুস ইবনু মুহাম্মাদ-আল-মুফায্যাল ইবনু ফাযালার সূত্রে বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমেই এ প্রসঙ্গে জেনেছি। মুফায্যাল ইবনু ফাযালা (রাহঃ) বসরার একজন শাইখ (হাদীসের উস্তাদ)। আর অপর একজন আল-মুফায্যাল ইবনু ফাযালা আছেন তিনিও বসরার শাইখ এবং তিনি বসরার এই শাইখের চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ। শুবাও এ হাদীসটি হাবীব ইবনুশ শহীদ-ইবনু বুরাইদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে আছে, উমার (রাঃ) জনৈক কুষ্ঠ রোগীর হাত ধরলেন.....। আমার মতে শুবার হাদীসটিই অনেক বেশী সুপ্রমাণিত ও সহীহ।

٢٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الدُّعَاءِ عَلَى الْجَرَادِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ কীট-পতঙ্গকে বদদু'আ করা

١٨٢٣. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُلَاثَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَا : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دَعَا عَلَى الْجَرَادِ، قَالَ : «اللَّهُمَّ أَهْلِكِ الْجَرَادَ، اقْتُلْ كِبَارَهُ، وَأَهْلِكْ صِغَارَهُ، وَأَفْسِدْ بَيْضَهُ، وَاقْطَعْ دَابِرَهُ، وَخُذْ بِأَفْوَاهِهِمْ عَنْ مَعَاشِنَا، وَأَرْزَاقِنَا إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ! كَيْفَ تَدْعُو عَلَى جُنْدٍ مِنْ أَجْنَادِ اللّٰهِ بِقَطْعِ دَابِرِهِ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّهَا نَثْرَةُ حُوتٍ فِي الْبَحْرِ».

১৮২৩। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ ও আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তারা উভয়ে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঙ্গপালকে বদদু'আ করলে এভাবে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! পঙ্গপালকে ধ্বংস করুন, এদের বড়গুলোকে হত্যা করুন, ছোটগুলোকে ধ্বংস করুন, এর ডিমগুলো বিনষ্ট করুন এবং তা সমূলে নিশ্চিহ্ন করুন, আমাদের জীবনযাত্রার উপকরণ ও রিযিক হতে সেগুলোর মুখ ফিরিয়ে রাখুন। অবশ্যই আপনি দু'আ শ্রবণকারী"। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত একটি দলের মূলোচ্ছেদের জন্য দু'আ করতে পারেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ওগুলো হচ্ছে সমুদ্রের মাছের ঝাঁকের ন্যায়।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু উপরোক্ত সূত্রেই এই হাদীস প্রসঙ্গে জেনেছি। মূসা ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আত-তাইমীর সমালোচনা করা হয়েছে। তিনি বহু গারীব ও মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী। তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম নির্ভরযোগ্য রাবী এবং তিনি মাদীনার অধিবাসী।

٢٦) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ أَكْلِ الْحُبَارَى

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ হুবারার গোশত খাওয়া

١٨٢٨. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَفِيْنَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : أَكَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَحْمَ حُبَارَى. **ضعيف :** «الإرواء» (٢٥٠٠).

১৮২৮। ইবরাহীম ইবনু উমার ইবনু সাফীনা (রাঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, সাফীনা (রাঃ) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুবারার গোশত খেয়েছি। **যঈফ, ইরওয়া (২৫০০)**

আবূ ঈসা বলেছেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু উল্লেখিত সনদসূত্রেই উক্ত হাদীস জেনেছি। ইবনু আবূ ফুদাইক (রাহঃ) ইবরাহীম (বুরাইদ ইবনু উমার ইবনু সাফীনাহ বলেও কথিত) ইবনু উমার ইবনু সাফীনার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ إِكْثَارِ مَاءِ الْمَرَقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ তরকারীতে ঝোল বেশী রাখা

١٨٣٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ لَحْمًا، فَلْيُكْثِرْ مَرَقَتَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَحْمًا، أَصَابَ مَرَقَةً، وَهُوَ أَحَدُ اللَّحْمَيْنِ».

ضعيف : «الضعيفة» (٢٣٤١).

১৮৩২। আলকামা ইবনু আবদুল্লাহ আল-মুযানী (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (আবদুল্লাহ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ গোশত কিনলে (রান্নার সময়) সে যেন তাতে বেশী ঝোল রাখে। কারো ভাগে গোশত না পড়লেও সে যেন অন্তত ঝোল খেতে পায়। এটাও গোশতের অন্তর্ভুক্ত।

যঈফ, যঈফা (২৩৪১)

এ অনুচ্ছেদে আবূ যার (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেছেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু উল্লেখিত সনদসূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু ফাযাআর হাদীস হিসেবে এটি জেনেছি। তিনি ছিলেন স্বপ্নের ব্যাখ্যাকার। সুলাইমান ইবনু হারব মুহাম্মাদ ইবনু ফাযাআর সমালোচনা করেছেন। আলকামা ইবনু আবদুল্লাহ হলেন বাক্‌র ইবনু আবদুল্লাহ আল-মুযানীর ভাই।

٣٢) بَابُ مَا جَاءَ : أَنَّهُ قَالَ : «انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا»

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ গোশত দাঁত দিয়ে ভাল করে চিবিয়ে খাওয়া

١٨٣٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ : زَوَّجَنِي أَبِي، فَدَعَا أُنَاسًا فِيهِمْ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا، فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ». **ضعيف : «الضعيفة»** ‹٢١٩٣›.

১৮৩৫। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমার পিতা (হারিস) আমাকে বিয়ে করিয়ে দেন। এ উপলক্ষে তিনি কিছু লোককে দাওয়াত করেন। তাদের মধ্যে সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া (রাঃ)-ও ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গোশত দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে বা কেটে কেটে খাও। কেননা তা খুবই সুস্বাদু ও তৃপ্তিদায়ক। **যঈফ, যঈফা** (২১৯৩)

আবূ ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আইশা ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি আমরা শুধুমাত্র আবদুল কারীমের সূত্রেই জেনেছি। একদল বিশেষজ্ঞ আলিম আবদুল কারীমের স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন। আইউব সাখতিয়ানী তাদের অন্যতম।

٣٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِي أَيِّ اللَّحْمِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ গোশত বেশী পছন্দ করতেন?

١٨٣٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ أَبُو عَبَّادٍ : حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ يَحْيَى- مِنْ وَلَدِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ-، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ

عَائِشَةَ، قَالَتْ : مَا كَانَ الذِّرَاعُ أَحَبَّ اللَّحْمِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَكِنْ كَانَ لَا يَجِدُ اللَّحْمَ إِلَّا غِبًّا، فَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهِ، لِأَنَّهُ أَعْجَلُهَا نُضْجًا. منكر : «مختصر الشمائل» (١٤٤).

১৮৩৮। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বাহুর গোশত অন্য সব অংশের গোশতের চেয়ে বেশী প্রিয় ছিল তা নয়, বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, অনেক দিন পরপর তিনি গোশত খাওয়ার সুযোগ পেতেন। এজন্যই তাঁকে বাহুর গোশত পরিবেশন করা হত। কেননা বাহুর গোশত তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয় এবং গলে যায়। **মুনকার, মুখতাসার শামায়িল (১৪৪)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র উল্লেখিত (সনদ) সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি।

٣٩) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ، وَبَعْدَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ খাওয়ার আগে ও পরে ওযূ করা

١٨٤٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ. (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجُرْجَانِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ- الْمَعْنَى وَاحِدٌ-، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ- يَعْنِي : الرُّمَّانِيَّ-، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ : قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ : أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «بَرَكَةُ الطَّعَامِ : الْوُضُوءُ قَبْلَهُ، وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ». ضعيف : «الضعيفة» (١٦٨)، «مختصر الشمائل» (١٥٩).

১৮৪৬। সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি তাওরাত কিতাবে পড়েছি, খাওয়ার পর ওযূ করার মধ্যেই খাওয়ার

বারকাত আছে। আমি ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বললাম এবং আমি তাওরাত কিতাবে যা পড়েছি তাও তাঁকে জানালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ খাওয়া-দাওয়ার আগে ও পরে ওযূ করার মধ্যেই বারকাত আছে।

যঈফ, যঈফা (১৬৮), মুখতাসার, শামায়িল (১৫৯)

আবূ ঈসা বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে আনাস ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি আরও বলেছেন ঃ আমরা শুধু কাইস ইবনুর রাবীর সূত্রেই এ হাদীসটি জেনেছি। কাইস হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। আবূ হাশিম আর-রুম্মানীর নাম ইয়াহ্ইয়া, পিতা দীনার।

٤١) بَابُ مَا جَاءَ : فِي التَّسْمِيَةِ فِي الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলা

١٨٤٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سَوِيَّةَ أَبُو الْهُذَيْلِ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عِكْرَاشٍ، عَنْ أَبِيهِ عِكْرَاشِ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ : بَعَثَنِي بَنُو مُرَّةَ ابْنِ عُبَيْدٍ بِصَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ، فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، قَالَ : ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ «هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟»، فَأُتِينَا بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةِ الثَّرِيدِ وَالْوَذْرِ، وَأَقْبَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهَا فَخَبَطْتُ بِيَدِي مِنْ نَوَاحِيهَا، وَأَكَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقَبَضَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَدِي الْيُمْنَى، ثُمَّ قَالَ : «يَا عِكْرَاشُ! كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ»، ثُمَّ أُتِينَا بِطَبَقٍ فِيهِ أَلْوَانُ الرُّطَبِ- أَوْ مِنْ أَلْوَانِ الرُّطَبِ، عُبَيْدُ اللّٰهِ شَكَّ، قَالَ-، فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَجَالَتْ

يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الطَّبَقِ، وَقَالَ : «يَا عِكْرَاشُ! كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ، فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ»، ثُمَّ أُتِينَا بِمَاءٍ، فَغَسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِبَلَلِ كَفَّيْهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ، وَقَالَ : «يَا عِكْرَاشُ! هٰذَا الْوُضُوءُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ». ضعيف : «ابن ماجه» (٣٢٧٤).

১৮৪৮। ইকরাশ ইবনু যুয়াইব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, মুররা ইবনু উবাইদ গোত্রের লোকেরা তাদের ধন-সম্পদের যাকাতসহ আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে পাঠায়। আমি মাদীনায় গিয়ে তাঁর নিকটে হাযির হলাম। তখন আমি তাঁকে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে বসা অবস্থায় পেলাম। তিনি আমার হাত ধরে উম্মু সালামা (রাঃ)-এর ঘরে নিয়ে যান। তিনি প্রশ্ন করেন ঃ কোন খাবার আছে কি? আমাদের সামনে একটি বড় পিয়ালা আনা হল। এর মধ্যে গোশতের টুকরা ও সারীদ (ঝোলে ভিজানো রুটি) ভর্তি ছিল। আমরা তা থেকে খেতে লাগলাম। আমি পাত্রের এদিক-সেদিক থেকে নিয়ে খাচ্ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সামনে থেকে নিয়ে খাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর বাঁ হাত দিয়ে আমার ডান হাত ধরে বললেন ঃ হে ইকরাশ! এক জায়গা হতে খাও। কেননা সম্পূর্ণটাই একই খাদ্য। তারপর আমাদের সামনে আরেকটি পিয়ালা আনা হল। এর মধ্যে বিভিন্ন রকমের কাঁচা-পাকা খেজুর ছিল। আমি আমার সামনে থেকেই খেতে থাকলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের এদিক-সেদিক থেকে নিয়ে খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন ঃ হে ইকরাশ! তুমি পাত্রের যে কোন জায়গা হতে খেতে পার। কেননা সব খেজুর এক রকম নয়। তারপর আমাদের জন্য পানি দেয়া হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উভয় হাত ধুলেন এবং ভিজা হাত দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল, দুই হাত ও মাথা মুছলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ হে ইকরাশ! আগুন যে জিনিস পরিবর্তন করে দিয়েছে (তা খাওয়ার পর) এটাই হল ওযূ। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩২৭৪)**

আবূ ঈসা বলেছেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু আলা ইবনুল ফাযলের সূত্রে এ হাদীস প্রসঙ্গে জেনেছি। তিনি এককভাবে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসটি ব্যতীত ইকরাশ (রাঃ) হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর কোন হাদীস বর্ণিত আছে কি-না তা আমাদের জানা নেই।

٤٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ أَكْلِ الدُّبَّاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২ ॥ কদু (লাউ) তরকারী খাওয়া

١٨٤٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ طَالُوتَ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ يَأْكُلُ الْقَرْعَ، وَهُوَ يَقُوْلُ : يَا لَكِ شَجَرَةً، مَا أَحَبَّكِ إِلَيَّ، لِحُبِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِيَّاكِ! ضعيف الإسناد.

১৮৪৯। আবূ তালূত (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-এর নিকটে গেলাম। তিনি তখন কদুর তরকারী খাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, হে কদু গাছ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে পছন্দ করতেন বলেই আমি তোমাকে পছন্দ করি। **সনদ দুর্বল**

এ অনুচ্ছেদে হাকীম ইবনু জাবির (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেছেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গারীব।

٤٥) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫ ॥ খাবার খাওয়ানোর ফাযীলাত

١٨٥٤. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَاضْرِبُوا الْهَامَ، تُورَثُوا الْجِنَانَ». ضعيف : «الإرواء» ‹٢٣٨/٣›، «الضعيفة» ‹١٣٢٤›.

১৮৫৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সালাম আদান-প্রদানের ব্যাপক প্রসার ঘটাও, অন্যকে খাবার খাওয়াও এবং মাথার উপর আঘাত কর (জিহাদ কর) যাতে জান্নাতসমূহের উত্তরাধিকারী হতে পার।

যঈফ, ইরওয়া (৩/২৩৮), যঈফা (১৩২৪)

এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনু আমর, আবদুল্লাহ ইবনু উমার, আনাস, আবদুল্লাহ ইবনু সালাম, আবদুর রহমান ইবনু আইশ ও শুরাইহ্ ইবনু হানী হতে তার পিতার সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ ও ইবনু যিয়াদ-আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সূত্রে গারীব।

٤٦) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ فَضْلِ الْعَشَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬ ॥ রাতের খাবারের গুরুত্ব

١٨٥٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا، عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَلَّاقٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «تَعَشَّوْا، وَلَوْ بِكَفٍّ مِنْ حَشَفٍ، فَإِنَّ تَرْكَ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ». ضعيف : «الضعيفة» ‹١١٦›.

১৮৫৬। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা অবশ্যই রাতের খাবার খাবে তা একমুঠ খেজুর হলেও। কেননা রাতের খাবার বাদ দেয়া বার্ধক্যের কারণ। **যঈফ, যঈফা (১১৬)**

আবূ ঈসা বলেছেন, এটি একটি প্রত্যাখ্যাত (মুনকার) হাদীস। আমরা শুধু উল্লেখিত সূত্রে এটি জেনেছি। রাবী আনবাসাকে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাছাড়া আবদুল মালিক ইবনু আল্লাক একজন অখ্যাত-অপরিচিত রাবী।

٤٨) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ كَرَاهِيَةِ الْبَيْتُوْتَةِ وَفِيْ يَدِهِ رِيْحُ غَمَرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮ ॥ খাবারের পর হাতের চর্বি পরিষ্কার না করে রাত কাটানো মাকরূহ

١٨٥٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ الْوَلِيْدِ الْمَدَنِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ لَحَّاسٌ، فَاحْذَرُوْهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، مَنْ بَاتَ وَفِيْ يَدِهِ رِيْحُ غَمَرٍ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ». **موضوع :** «الضعيفة» ‹٥٥٣٣›، «الروض النضير» ‹٢/٢٢٥›.

১৮৫৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শাইতান ঘ্রাণ অনুভব করতে খুবই দক্ষ এবং লোভী। তোমরা নিজেদের ব্যাপারে এই শাইতান হতে সতর্ক হও। কোন ব্যক্তি খাদ্যের চর্বি ইত্যাদির ঘ্রাণ হাত থেকে দূর না করে রাত যাপন করলে এবং এতে তার কোন ক্ষতি হলে সে এজন্য নিজেকেই যেন তিরস্কার করে। **মাওযূ, যঈফা (৫৫৩৩) রাওযুন নাযীর (২/২২৫)**

আবূ ঈসা বলেছেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গারীব। এ হাদীসটি সুহাইল ইবনু আবূ সালিহ-তার পিতা-আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতেও বর্ণিত আছে।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٢٤- كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ২৪ ঃ পানপাত্র ও পানীয়

١٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِي التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ পানপাত্র হতে পান করার সময় শ্বাস নেয়া

١٨٨٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ سِنَانٍ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنٍ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَا تَشْرَبُوْا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيْرِ، وَلَكِنِ اشْرَبُوْا مَثْنَى وَثُلَاثَ، وَسَمُّوْا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوْا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ».

ضعيف : «المشكاة» ‹٤٢٧٨– التحقيق الثاني›.

১৮৮৫। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা এক চুমুকে উটের মত পানি পান করো না; বরং দুই-তিনবারে (শ্বাস নিয়ে) পান কর। তোমরা যখন পান করবে আল্লাহ্ তা'আলার নাম নিবে (বিসমিল্লাহ বলবে) এবং যখন পান শেষ করবে তখন আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করবে (আলহামদুলিল্লাহ বলবে)। **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৪২৭৮)**

আবূ ঈসা বলেছেন, এ হাদীসটি গারীব। ইয়াযীদ ইবনু সিনান আল-জাযারীর উপনাম আবূ ফারওয়া আর-রুহাবী।

١٤) بَابُ مَا ذُكِرَ مِنَ الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ দুই নিঃশ্বাসে পান করা

١٨٨٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا شَرِبَ، تَنَفَّسَ مَرَّتَيْنِ. **ضعيف : «ابن ماجه» ‹٣٤١٧›.**

১৮৮৬। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পান করতেন, দুইবার নিঃশ্বাস নিতেন। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩৪১৭)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু রিশদীন ইবনু কুরাইবের সূত্রেই এ হাদীস প্রসঙ্গে জেনেছি। তিনি আরও বলেছেন, আমি আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রহমানের নিকট রিশদীন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম– রাবী হিসেবে রিশদীন ও মুহাম্মাদ ইবনু কুরাইবের মধ্যে কে বেশী শক্তিশালী? তিনি বললেন, এরা খুবই কাছাকাছি, তবে আমার মতে রিশদীন অগ্রগণ্য। তিনি আরও বলেছেন, আমি এ প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, রিশদীনের তুলনায় মুহাম্মাদ অগ্রগণ্য। আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমানের মত আমার অভিমতও এই যে, তাদের উভয়ের মধ্যে রিশদীন বেশী অগ্রগণ্য ও প্রকৃষ্টতর। তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর দেখা পেয়েছেন। তারা উভয়ে সহোদর ভাই এবং তাদের অনেক মুনকার রিওয়ায়াতও আছে।

١٨) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الرُّخْصَةِ فِي ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ মশকের মুখ উল্টে ধরে পানি পান করার অনুমতি প্রসঙ্গে

١٨٩١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُنَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ إِلَىٰ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ، فَخَنَثَهَا، ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فِيهَا. منكر : «ضعيف أبي داود».

১৮৯১। ঈসা ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (পিতা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি একটি ঝুলন্ত মশকের দিকে উঠে যান এবং এর মুখ উল্টে ধরে তা থেকে পানি পান করেন।
মুনকার, যঈফ আবূ দাঊদ

এ অনুচ্ছেদে উম্মু সুলাইম হতেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসের সনদ সহীহ নয়। (অধঃস্তন রাবী) আবদুল্লাহ ইবনু উমারের স্মৃতিশক্তি দুর্বল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া তিনি ঈসার নিকটে হাদীস শুনার সুযোগ পেয়েছেন কি-না তা আমি (তিরমিযী) জানি না।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٢٥- كتاب البر والصلة عن رسول الله ﷺ

অধ্যায় ২৫ ঃ সদ্ব্যবহার ও পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করা

١١) بَابُ مَا جَاءَ : فِي حُبِّ الْوَلَدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা

١٩١٠. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي سُوَيْدٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : زَعَمَتِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ قَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مُحْتَضِنٌ أَحَدَ ابْنَيِ ابْنَتِهِ، وَهُوَ يَقُولُ : «إِنَّكُمْ لَتُبَخِّلُونَ، وَتُجَبِّنُونَ، وَتُجَهِّلُونَ، وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللَّهِ». **ضعيف** : **«الضعيفة»** (٣٢١٤).

১৯১০। উমার ইবনু আবদুল আযীয (রাহঃ) বলেছেন, খাওলা বিনতি হাকীম (রাঃ) একজন সৎকর্মশীলা মহিলা। তিনি বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যা ফাতিমা (রাঃ)-এর দুই ছেলের একজনকে কোলে করে বাহিরে এলেন। তখন তিনি বলেন ঃ (সন্তানের মুহাব্বাতে) তোমরাই কৃপণতা, কাপুরষতা ও অজ্ঞতার কারণ হও। তোমরা হলে আল্লাহ্ তা'আলার বাগানের সুগন্ধি ফুল। **যঈফ, যঈফা (৩২১৪)**

এ অনুচ্ছেদে ইবনু উমার ও আশআস ইবনু কাইস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, শুধু উল্লেখিত সনদসূত্রেই আমরা এ

হাদীসটি জেনেছি। খাওলা বিনতি হাকীম (রাঃ) হতে উমার ইবনু আবদুল আযীয (রাহঃ) সরাসরি হাদীস শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

١٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْبَنَاتِ وَ الْأَخَوَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ কন্যা সন্তান ও বোনদের উদ্দেশ্যে খরচ করা

١٩١٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «لاَ يَكُوْنُ لِأَحَدِكُمْ ثَلاَثُ بَنَاتٍ- أَوْ ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ-، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ، إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ». **ضعيف : انظرما قبله.**

১৯১২। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যারই তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি বোন আছে, সে তাদের সাথে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করলে জান্নাতে যাবে। **যঈফ, দেখুন পূর্বের হাদীস**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে আইশা, উকবা ইবনু আমির, আনাস, জাবির, ইবনু আব্বাস, (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ সাঈদ আল-খুদরী-এর নাম সা'দ ইবনু মালিক ইবনু সিনান। সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর পিতা মালিক ইবনু উহাইব। কোন কোন রাবী এ সনদে একজন রাবীকে যোগ করেছেন (তিনি হলেন সাঈদ ইবনু আবদুর রাহমান ও আবূ সাঈদ (রাঃ)-এর মাঝখানে আইউব ইবনু বাশীর)।

١٩١٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَيُوبَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْشَى، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ :

«مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ- أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ-، أَوِ ابْنَتَانِ- أَوْ أُخْتَانِ-، فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ، وَاتَّقَى اللّٰهَ فِيهِنَّ، فَلَهُ الْجَنَّةُ». **ضعيف بهذا اللفظ : «الصحيحة» تحت الحديث (٢٩٤).**

১৯১৬। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি বোন আছে, অথবা দু'টি মেয়ে অথবা দু'টি বোন আছে, সে তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করলে এবং তাদের (অধিকার) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করলে তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত আছে।

বর্ণিত শব্দে হাদীসটি যঈফ, সাহীহা (২৯৪)

আবূ ঈসা বলেছেন, এ হাদীসটি গারীব।

١٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ رَحْمَةِ الْيَتِيْمِ، وَكَفَالَتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ ইয়াতীমের প্রতি দয়া প্রদর্শন এবং তার লালন-পালন

١٩١٧. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِيْ يُحَدِّثُ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ، إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ لَهُ». **ضعيف : «التعليق الرغيب» (٣/٢٣٠)، «الضعيفة» (٥٣٤٥).**

১৯১৭। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি মুসলমানদের কোন ইয়াতীমকে এনে নিজের পানাহারে শরীক করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যদি সে ক্ষমার অযোগ্য কোন গুনাহ না করে।

যঈফ, তা'লীকুর রাগীব (৩/২৩০), যঈফা (৫৩৪৫)

এ অনুচ্ছেদে মুররা আল-ফিহ্‌রী, আবূ হুরাইরা, আবূ উমামা, সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ হানাশের নাম হুসাইন ইবনু কাইস, উপনাম আবূ আলী আর-রাহবী। সুলাইমান আত-তাইমী বলেছেন, হাদীস বিশারদদের মতে হানাশ হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল।

١٥) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ رَحْمَةِ الصِّبْيَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ শিশুদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা

١٩٢١. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، عَنْ شَرِيْكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا، وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا، وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ، وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ». **ضعيف : «المشكاة» (٤٩٧٠)، «التعليق الرغيب» (١٧٣/٣).**

১৯২১। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না বড়দের সম্মান করে না, সৎকাজের নির্দেশ দেয় না এবং অসৎ কাজে বাধা দেয় না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

যঈফ, মিশকাত (৪৯৭০), তা'লীকুর রাগীব (৩/১৭৩)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমর ইবনু শুয়াইবের সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের হাদীসটি সাহীহ। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর হতেও হাদীসটি অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। একদল বিশেষজ্ঞ আলিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী 'লাইসা মিন্না'-এর অর্থ বলেছেন, "আমাদের নিয়ম-নীতি ও শিষ্টাচারের অনুসারী নয়"। সুফিয়ান সাওরী লাইসা মিন্না-এর অর্থ 'লাইসা মিসলানা' (আমাদের মত নয়) করা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, এর অর্থ হল– আমাদের দলভুক্ত নয়।

١٨) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ شَفَقَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ মুসলমানের পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা পোষণ

١٩٢٩. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى ابْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ أَحَدَكُمْ مِرْآةُ أَخِيْهِ، فَإِنْ رَأَى بِهِ أَذًى، فَلْيُمِطْهُ عَنْهُ».

ضعيف جداً : «الضعيفة» <١٨٨٩>.

১৯২৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ মুসলিম ভাইয়ের আয়নাস্বরূপ। অতএব সে যদি তার মধ্যে কোন দাগ (ত্রুটি) লক্ষ্য করে, তবে তা যেন দূর করে দেয়।

খুবই দুর্বল, যঈফা (১৮৮৯)

আবূ ঈসা বলেন ঃ শুবা (রাহঃ) ইয়াহইয়া ইবনু উবাইদুল্লাহকে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলেছেন। এ অনুচ্ছেদে আনাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٦) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ পারস্পরিক সুসম্পর্ক স্থাপন

١٩٣٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ. (ح) وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، وَأَبُوْ أَحْمَدَ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِيْ ثَلَاثٍ : يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا،

وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ». وَقَالَ مَحْمُودٌ فِي حَدِيثِهِ : «لاَ يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلاَّ فِيْ ثَلاَثٍ». **صحيح دون قوله : «ليرضيها» : «الصحيحة» (٥٤٥) : م نحوه، عن أم كلثوم.**

১৯৩৯। আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত মিথ্যা বলা জায়িয নয়। (এক) স্ত্রীকে খুশি করার উদ্দেশ্যে তার সাথে স্বামীর কিছু বলা, (দুই) যুদ্ধের সময় এবং (তিন) লোকদের পরস্পরের মাঝে সন্ধি স্থাপন করার জন্য মিথ্যা কথা বলা। অধঃস্তন রাবী মাহমূদ তার হাদীসে বলেছেন, তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোথাও মিথ্যা বলা ঠিক নয়। **হাদীসে বর্ণিত "লিইউরযিয়াহা" তাকে খুশী করার জন্য অংশটুকু ব্যতীত হাদীসটি সহীহ, সাহীহা (৫৪৫) মুসলিমে উম্মুকুলছুম হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। ইবনু খুসাইমের সূত্র ব্যতীত আসমা (রাঃ) বর্ণিত এ হাদীস আমরা অন্য কোন সূত্রে অবহিত নই। দাউদ ইবনু আবূ হিন্দা-শাহ্র ইবনু হাওশাব-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে আসমা (রাঃ)-এর উল্লেখ নেই। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা-ইবনু আবূ যাইদা-দাউদ সূত্রে উক্ত হাদীস আমার নিকট একই রকম বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে আবূ বাক্র সিদ্দীক (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٧) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْخِيَانَةِ وَالْغِشِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা

١٩٤١. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِيُّ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْكِنْدِيُّ : حَدَّثَنَا فَرْقَدٌ السَّبَخِيُّ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيْلَ الْهَمْدَانِيِّ- وَهُوَ الطَّيِّبُ-، عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ

ﷺ : «مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا، أَوْ مَكَرَ بِهِ». ضعيف : «الضعيفة <١٩٠٣>.

১৯৪১। আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের ক্ষতিসাধন করে অথবা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে সে অভিশপ্ত। **যঈফ, যঈফা (১৯০৩)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٢٩) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْإِحْسَانِ إِلَى الْخَدَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ খাদেমদের সাথে সদয় ব্যবহার করা

١٩٤٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّامِ ابْنِ يَحْيَى، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ». ضعيف : «ابن ماجه» <٣٦٩١>.

১৯৪৬। আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অধীনস্থদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে যেতে পারবে না। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩৬৯১)**

আবূ ঈসা বলেছেন, এ হাদীসটি গারীব। আইউব সাখতিয়ানী প্রমুখ হাদীস বিশারদ ফারকাদের স্মৃতিশক্তির সমালোচনা করেছেন।

٣٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ أَدَبِ الْخَادِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ খাদেমের অপরাধ ক্ষমা করা এবং তাদের প্রতি উদার হওয়া

١٩٥٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ، فَذَكَرَ اللهَ، فَارْفَعُوْا أَيْدِيَكُمْ». ضعيف : «الضعيفة» (١٤٤١).

১৯৫০। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন তার খাদিমকে মারে এবং সে (খাদিম) আল্লাহ্ তা'আলার দোহাই দেয়, তখন তোমাদের হাত তুলে নাও (মারধর বন্ধ কর)।

যঈফ, যঈফা (১৪৪১)

আবূ ঈসা বলেন ঃ আবূ হারূন আল-আবদীর নাম উমারা ইবনু জুওয়াইন। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ বলেছেন, শুবা আবূ হারূন আল-আবদীকে দুর্বল রাবী বলে উল্লেখ করেছেন। ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, ইবনু আওন আমৃত্যু আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ أَدَبِ الْوَلَدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ সন্তানদের শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া

١٩٥١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ نَاصِحٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «لأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجلُ ولَدَهُ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ». **ضعيف : «الضعيفة»** (١٨٨٧).

১৯৫১। জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিজের সন্তানকে শিষ্টাচার ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া এক 'সা' পরিমাণ বস্তু দান-খাইরাত করার চেয়েও উত্তম। **যঈফ, যঈফা (১৮৮৭)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। হাদীস বিশারদদের মতে নাসিহ আবুল আলা আল-কূফী খুব একটা মজবুত রাবী নন। উল্লেখিত

হাদীসটি শুধুমাত্র এই সূত্রেই জানা গেছে। বসরাবাসী শাইখ নাসিহ– যিনি আম্মার ইবনু আবী আম্মার এবং অন্যান্য শাইখ হতে হাদীস বর্ণনা করেন, এই কুফী নাসিহ-এর তুলনায় বেশী শক্তিশালী।

١٩٥٢. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازُ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ، أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ».

ضعيف : «الضعيفة» ‹١١٢١›، «نقد الكتاني» ‹ص ٢٠›

১৯৫২। আইউব ইবনু মূসা (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন পিতা তার সন্তানকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার চেয়ে বেশী উত্তম কোন জিনিস দিতে পারে না।

যঈফ, যঈফা (১১২১) নাকদুল কাত্তানী পৃঃ (২০)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু আমির ইবনু আবূ আমির আল-খায্যায-এর সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি। আমিরের পিতা সালিহ ইবনু রুসতুম। আইউব ইবনু মূসা হলেন ইবনু আমর ইবনু সাঈদ আল-আসী। আমার মতে এটি মুরসাল হাদীস।

٤٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِي السَّخَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০ ॥ দানশীলতা

١٩٦١. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللهِ، قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ، وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللهِ، بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، قَرِيبٌ مِنَ

النَّارِ، وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ، أَحَبُّ إِلَى اللهِ- عَزَّ وَجَلَّ- مِنْ عَالِمٍ بَخِيلٍ».

ضعيف جداً : «الضعيفة» (١٥٤).

১৯৬১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম হতে দূরবর্তী। কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা হতে দূরবর্তী, জান্নাত হতে দূরবর্তী, মানুষের নিকট হতেও দূরবর্তী, কিন্তু জাহান্নামের নিকটবর্তী। আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে কৃপণ আলেম ব্যক্তির চেয়ে মূর্খ দানশীল ব্যক্তি বেশী প্রিয়। **খুবই দুর্বল, যঈফা (১৫৪)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। শুধু সাঈদ ইবনু মুহাম্মাদের বরাতেই আমরা ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ-আল-আ'রাজ হতে আবূ হুরাইরা (রাঃ) সূত্রে এ হাদীস জেনেছি। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ হতে এই হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাঈদ ইবনু মুহাম্মাদের ব্যাপারে মতের অমিল করা হয়েছে। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ-আইশা (রাঃ) সূত্রে এই বিষয়ে কিছু মুরসাল হাদীসও বর্ণিত আছে।

٤١) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْبَخِيلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ কৃপণতা

١٩٦٢. حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ : حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَالِبٍ الْحُدَّانِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «خَصْلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ : الْبُخْلُ، وَسُوءُ الْخُلُقِ». **ضعيف : «الضعيفة» (١١١٩)، «نقد الكتاني» (٣٣/٣٢).**

১৯৬২। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি

বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তির মধ্যে দু'টি স্বভাবের (চারিত্রিক দোষ) সমাবেশ হতে পারে না ঃ কৃপণতা ও চরিত্রহীনতা। **যঈফ, যঈফা (১১১৯)**। নাকদুল কাত্তানী (৩৩/৩৩)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। শুধু সাদাকা ইবনু মূসার সূত্রে আমরা এ হাদীস জেনেছি। এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٩٦٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَىٰ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّبِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا بَخِيلٌ». **ضعيف : «أحاديث البيوع».**

১৯৬৩। আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতারক-ধোঁকাবাজ, কৃপণ ও উপকার করে তার খোটা দানকারী জান্নাতে যেতে পারবে না।

যঈফ (বেচা-কেনা সংক্রান্ত হাদীস)

আবূ ঈসা বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٤٦) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬ ॥ সত্য এবং মিথ্যা প্রসঙ্গে

١٩٧٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَىٰ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ هَارُونَ الْغَسَّانِيِّ : حَدَّثَكُمْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ، تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيلًا، مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ». **ضعيف جداً : «الضعيفة» ‹١٨٢٨›.**

১৯৭২। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন বান্দা যখন মিথ্যা কথা বলে তখন

তার মিথ্যা কথনের দুর্গন্ধের কারণে ফেরেশতা এক মাইল (বা দৃষ্টি সীমার বাইরে) দূরে সরে যায়। **খুবই দুর্বল, যঈফা (১৮২৮)**

ইয়াহ্ইয়া বলেন ঃ আবদুর রহীম ইবনু হারূন কি তার স্বীকারোক্তি করেছেন? ইয়াহ্ইয়া ইবনু মূসা বলেন, হ্যাঁ।

আবূ ঈসা বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান, উত্তম, গারীব। শুধু উল্লেখিত সূত্রেই আমরা এ হাদীস জেনেছি। এটি আবদুর রহীম ইবনু হারূনের একক রিওয়ায়াত।

٥٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ دَعْوَةِ الْأَخِ لأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০ ॥ এক ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে অপর ভাইয়ের দু'আ

١٩٨٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَا دَعْوَةٌ أَسْرَعُ إِجَابَةً، مِنْ دَعْوَةِ غَائِبٍ لِغَائِبٍ». **ضعيف : «ضعيف أبي داود» <٢/٢٦٩>.**

১৯৮০। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য অপর অনুপস্থিত ব্যক্তির দু'আর চেয়ে বেশী দ্রুত আর কোন দু'আ ক্ববূল হয় না। **যঈফ, যঈফ আবূ দাঊদ (২/২৬৯)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু উল্লেখিত সনদসূত্রেই এ হাদীস জেনেছি। আবদুর রহমান ইবনু যিয়াদ আল-ইফরীকী হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদের ডাকনাম আবূ আবদুর রহমান আল-হুবুলী।

٥٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ فَضْلِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪ ॥ সৎকর্মশীল গোলামের মর্যাদা

١٩٨٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «ثَلَاثَةٌ عَلَىٰ كُثْبَانِ الْمِسْكِ- أُرَاهُ قَالَ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ : عَبْدٌ أَدَّىٰ حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا، وَهُمْ بِهِ رَاضُوْنَ، وَرَجُلٌ يُنَادِيْ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ». **ضعيف : «المشكاة» ‹٦٦٦›.**

১৯৮৬। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি কিয়ামাতের দিন কস্তরীর টিলার উপর থাকবে। (এক) যে ক্রীতদাস আল্লাহ্ তা'আলার হাকও আদায় করে এবং মনিবের হাকও আদায় করে, (দুই) যে ইমামের উপর তার মুসল্লিগণ সন্তুষ্ট এবং (তিন) যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে পাঁচবার নামাযের জন্য আহ্বান জানায়। **যঈফ, মিশকাত (৬৬৬)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। সুফিয়ান হতে আবুল ইয়াকজান-এর সূত্রেই শুধু আমরা এ হাদীস প্রসঙ্গে জেনেছি। আবুল ইয়াকজানের নাম উসমান ইবনু কাইস, মতান্তরে ইবনু উমাইর এবং এটাই প্রসিদ্ধ।

٥٨) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْمِرَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮ ॥ ঝগড়া-বিবাদ প্রসঙ্গে

١٩٩٣. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ : حَدَّثَنِيْ سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ، بُنِيَ لَهُ فِيْ رَبَضِ

الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ، بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِهَا، وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلاَهَا». **ضعيف بهذا اللفظ : «ابن ماجه» ‹٥١›.**

১৯৯৩। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বাতিল ও জঘন্য মিথ্যা বলা ছেড়ে দিল, তার জন্য জান্নাতের মধ্যে এক পাশে প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। যে ব্যক্তি ন্যায়ানুগ হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া-বিবাদ ছেড়ে দিল, তার জন্য জান্নাতের মাঝখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। যে ব্যক্তি নিজের চরিত্র উন্নত করে তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ জায়গাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। **এই শব্দে হাদীসটি যঈফ, ইবনু মাজাহ (৫১)**

আবূ ঈসা বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র সালামা ইবনু ওয়ারদান হতে আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-এর সূত্রে জেনেছি।

١٩٩٤. حَدَّثَنَا فَضَالَةُ بْنُ الْفَضْلِ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «كَفَى بِكَ إِثْمًا، أَنْ لاَ تَزَالَ مُخَاصِمًا». **ضعيف : «الضعيفة» ‹٤٠٩٦›.**

১৯৯৪। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঝগড়াটে হওয়াই তোমার পাপিষ্ঠ হওয়ার জন্য যথেষ্ঠ। **যঈফ, যঈফা (৪০৯৬)**

আবূ ঈসা বলেছেন, এ হাদীসটি গারীব। শুধু উপরোক্ত সূত্রেই আমরা এ হাদীস জেনেছি।

١٩٩٥. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ اللَّيْثِ- وَهُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ-، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «لَا تُمَارِ أَخَاكَ، وَلَا تُمَازِحْهُ، وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدَةً، فَتُخْلِفَهُ». ضعيف : «المشكاة» ‹٤٨٩٢– التحقيق الثاني›.

১৯৯৫। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করো না, তাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করো না এবং তার সাথে এরূপ ওয়াদা করো না যা তুমি পরে ভেঙ্গে ফেলবে। **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৪৮৯২)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গারীব। আমার মতে আব্দুল মালিক হলেন ইবনু বাশীর।

٦١) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْكِبْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১ ॥ অহংকার প্রসঙ্গে

٢٠٠٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ، حَتَّى يُكْتَبَ فِي الْجَبَّارِيْنَ، فَيُصِيْبُهُ مَا أَصَابَهُمْ». ضعيف : «الضعيفة» ‹١٩١٤›.

২০০০। সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি নিজেকে বড় বলে ভাবতে ভাবতে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যায় শেষ পর্যন্ত সে অহংকারীদের তালিকাভুক্ত হয়ে যায়। ফলে অহংকারীদের যে পরিণতি হয় তারও তাই হয়। **যঈফ, যঈফা (১৯১৪)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٦٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْإِحْسَانِ وَ الْعَفْوِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২ ॥ ইহ্‌সান (অনুগ্রহ) এবং ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন

٢٠٠٧. حَدَّثَنَا أَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَا تَكُوْنُوْا إِمَّعَةً، تَقُوْلُوْنَ : إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ، أَحْسَنَّا، وَإِنْ ظَلَمُوْا، ظَلَمْنَا، وَلٰكِنْ وَطِّنُوْا أَنْفُسَكُمْ، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ، أَنْ تُحْسِنُوْا، وَإِنْ أَسَاءُوْا، فَلَا تَظْلِمُوْا». **ضعيف : «نقد الكتاني» ‹٢٦›، «المشكاة» ‹٥١٢٩›.**

২০০৭। হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা অনুকরণপ্রিয় হয়ো না যে, তোমরা এরূপ বলবে ঃ লোকরা যদি আমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে তাহলে আমরাও ভাল ব্যবহার করব। যদি তারা আমাদের সাথে যুলুম করে তাহলে আমরাও যুলুম করব। বরং তোমরা নিজেদের অন্তরে এ কথা বদ্ধমূল করে নাও যে, লোকেরা তোমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করলে তোমরাও ভাল ব্যবহার করবে। তারা তোমাদের সাথে অন্যায় ব্যবহার করলেও তোমরা যুলুমের পথ বেছে নিবে না।

যঈফ, নাকদুল কাত্তানী (২৬) মিশকাত (৫১২৯)

আবূ ঈসা বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। শুধু উল্লেখিত সনদসূত্রেই আমরা এটা জেনেছি।

٦٦) بَابُ مَا جَاءَ : فِي التَّأَنِّي وَالْعَجَلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬ ॥ ধীর-স্থিরতা ও তাড়াহুড়া

٢٠١٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسٍ

ابْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْأَنَاةُ مِنَ اللَّهِ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ». ضعيف : «المشكاة» ‹٥٠٥٥- التحقيق الثاني›.

২০১২। সাহল ইবনু সা'দ আস-সায়িদী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ধৈর্য ও স্থিরতা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে, আর তাড়াহুড়া শাইতানের পক্ষ হতে। **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৫০৫৫)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। একদল হাদীস বিশারদ আবদুল মুহাইমিনের সমালোচনা করেছেন। তারা বলেছেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। আল-আশাজ্জ-এর নাম আল-মুনযির, পিতা আয়িয।

٧٥) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ إِجْلَالِ الْكَبِيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫ ॥ বড়দের সম্মান করা

٢٠٢٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ بَيَانٍ الْعُقَيْلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّحَّالِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهِ، إِلَّا قَيَّضَ اللَّهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ». ضعيف : «الضعيفة» ‹٣٠٤›، «المشكاة» ‹٤٩٧١›.

২০২২। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে যুবক প্রবীণ ব্যক্তিকে সম্মান করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন যে তাকে তার প্রবীণ বয়সে সম্মান করবে।

যঈফ, যঈফা (৩০৪), মিশকাত (৪৯৭১)

আবূ ঈসা বলেছেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র এই শাইখ

অর্থাৎ ইয়াযীদ ইবনু বাইয়ানের সূত্রেই এই হাদীস জেনেছি। সনদে আবুর রিজাল আনসারী নামক আরও একজন রাবী আছেন।

٨٦) بَابُ مَا جَاءَ : فِي التَّجَارِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৬ ॥ অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে

٢٠٣٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَا حَلِيْمَ إِلَّا ذُوْ عَثْرَةٍ، وَلَا حَكِيْمَ إِلَّا ذُوْ تَجْرِبَةٍ». قَالَ أَبُوْ عِيْسَىٰ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ. **ضعيف : «المشكاة» (٥٠٥٦).**

২০৩৩। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই সহনশীল ও ধৈর্যশীল হয় এবং অভিজ্ঞতা ছাড়া বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান হওয়া যায় না। **যঈফ, মিশকাত (৫০৫৬)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু উল্লেখিত সনদসূত্রেই এ হাদীসটি জেনেছি।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٢٦- كِتَابُ الطِّبِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ২৬ : চিকিৎসা

٣) بَابُ مَا جَاءَ : مَا يُطْعَمُ الْمَرِيْضُ

অনুচ্ছেদ : ৩ ॥ রোগীর পথ্য

٢٠٣٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بَرَكَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعْكُ، أَمَرَ بِالْحِسَاءِ، فَصُنِعَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ، فَحَسَوْا مِنْهُ، وَكَانَ يَقُوْلُ : «إِنَّهُ لَيَرْتُقُ فُؤَادَ الْحَزِيْنِ، وَيَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيْمِ، كَمَا تَسْرُوْ إِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا». **ضعيف : «ابن ماجه» (٣٤٤٥).**

২০৩৯। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের লোকদের জ্বর হলে তিনি দুধ ও ময়দা সহযোগে তরল পথ্য বানানোর নির্দেশ দিতেন। তা বানানো হলে তিনি পরিবারের লোকদের নির্দেশ দিতেন এটা হতে রোগীকে পান করাতে। তিনি বলতেন : এটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে শক্তি যোগায় এবং রোগীর মনের ক্লেশ ও দুঃখ দূর করে। যেমন তোমাদের কোন মহিলা পানি দ্বারা তার মুখমণ্ডলের ময়লা পরিষ্কার করে থাকে। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩৪৪৫)**

আবূ ঈসা বলেন : এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি ইবনুল মুবারাক-ইউনুস হতে তিনি যুহরী হতে তিনি উরওয়া হতে তিনি আইশা (রাঃ) হতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন।

٩) بَابُ مَا جَاءَ : فِي السَّعُوطِ وَغَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ নস্য (নাক দিয়ে ব্যবহার্য ঔষধ) ইত্যাদি প্রসঙ্গে

٢٠٤٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدُّويِهِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ الشُّعَيْثِيُّ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ : السَّعُوطُ، وَاللَّدُودُ، وَالْحِجَامَةُ، وَالْمَشِيُّ»، فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ، لَدَّهُ أَصْحَابُهُ، فَلَمَّا فَرَغُوا، قَالَ : «لُدُّوهُمْ»، قَالَ : فَلُدُّوا كُلُّهُمْ، غَيْرَ الْعَبَّاسِ. **ضعيف :** «المشكاة» ‹٤٤٧٣– التحقيق الثاني›.

২০৪৭। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে সব ঔষধ তোমরা ব্যবহার কর তার মধ্যে উত্তম ঔষধ হচ্ছে নস্য, মুখ দিয়ে সেবন করার ঔষধ, রক্তমোক্ষণ ও জোলাপ (বিরেচক ঔষধ)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হলে সাহাবীগণ তাঁকে মুখ দিয়ে ঔষধ সেবন করান। তারা অবসর হলে তিনি বলেন ঃ এদের সবাইকে লাদু (মুখ দিয়ে সেব্য ঔষধ) সেবন করাও। রাবী বলেন, আব্বাস (রাঃ) ব্যতীত সবাইকে লাদু সেবন করানো হয়। **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৪৪৭৩)**

٢٠٤٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ : اللَّدُودُ، وَالسَّعُوطُ، وَالْحِجَامَةُ، وَالْمَشِيُّ، وَخَيْرُ مَا اكْتَحَلْتُمْ بِهِ الإِثْمِدُ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ»، وَكَانَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مُكْحُلَةٌ، يَكْتَحِلُ بِهَا عِنْدَ النَّوْمِ ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ. **ضعيف : إلا فقرة الاكتحال بالإثمد فصحيحة : «ابن ماجه» ‹٣٤٩٥، ٣٤٩٧، ٣٤٩٩›.**

২০৪৮। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যেসব ঔষধ ব্যবহার কর তার মধ্যে উত্তম ঔষধ হচ্ছে, লাদুদ, নস্য, রক্তমোক্ষণ ও জোলাপ। তোমরা যে সুরমা ব্যবহার কর তার মধ্যে উত্তম হচ্ছে ইসমিদ নামক সুরমা। কেননা এটা চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি করে এবং চোখের পাতার পশম গজায়। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সুরমাদানী ছিল। তিনি ঘুমানোর পূর্বে তা থেকে উভয় চোখে তিনবার করে সুরমা লাগাতেন। **যঈফ, "ইসমিদ সুরমা লাগানো" অংশটুকু সহীহ। ইবনু মাজাহ (৩৪৯৫, ৩৪৯৭, ৩৪৯৯)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এটি আব্বাস ইবনু মানসূর (রহঃ) বর্ণিত হাদীস।

١٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْحِجَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ রক্তমোক্ষণ

٢٠٥٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ غِلْمَةٌ ثَلَاثَةٌ حَجَّامُونَ، فَكَانَ اثْنَانِ مِنْهُمْ يُغِلَّانِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ، وَوَاحِدٌ يَحْجِمُهُ وَيَحْجِمُ أَهْلَهُ. **ضعيف الإسناد.**

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : «نِعْمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ، يُذْهِبُ الدَّمَ، وَيُخِفُّ الصُّلْبَ، وَيَجْلُو عَنِ الْبَصَرِ». **ضعيف : «ابن ماجه» (٣٤٧٨).**

২০৫৩। ইকরিমা (রাহঃ) বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর তিনটি গোলাম ছিল। এরা রক্তমোক্ষণের কাজ করত। এদের মধ্যে দু'টি গোলাম তার ও পরিবারের উপার্জনের উদ্দেশ্যে অর্থের বিনিময়ে রক্তমোক্ষণ করত এবং অপরটি ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও তার পরিবারের লোকদের রক্তমোক্ষণ করত। **সনদ দুর্বল**

রাবী বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলতেন, আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রক্তমোক্ষণে অভিজ্ঞ দাস কতইনা ভাল! সে খারাপ রক্ত বের করে দিয়ে (উপার্জনের মাধ্যমে) পিঠের বোঝা হালকা করে এবং চোখের ময়লা দূর করে। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩৪৭৮)**

ইবনু আব্বাস (রাঃ) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজে যাবার সময় তিনি ফেরেশতাদের যে দলকেই অতিক্রম করেন তারা বলেন, "আপনি অবশ্যই রক্তমোক্ষণ করাবেন"। **সহীহ**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ঃ সতের, উনিশ ও একুশ তারিখে তোমাদের রক্তমোক্ষণ করানো উত্তম। তিনি আরো বলেছেন ঃ তোমরা যেসমস্ত ঔষধ ব্যবহার কর তার মধ্যে উত্তম ঔষধ হচ্ছে নস্য, লাদুদ, রক্তমোক্ষণ ও জোলাপ। সহীহ

আব্বাস (রাঃ) ও তার সঙ্গীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুখ দিয়ে ঔষধ সেবন করান। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কে আমাকে ঔষধ সেবন করিয়েছে? সবই এ কথায় চুপ থাকলেন। তিনি বলেন, যারা ঘরের মধ্যে উপস্থিত আছে তাদের মধ্যে তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ) ব্যতীত আর সবাইকে লাদু পান করানো হবে। "তাঁকে আব্বাস (রাঃ) লাদুদ করেছেন" এই অংশ ব্যতীত সহীহ, আর ঐ অংশটুকু মুনকার। কেননা ঐ অংশটুকু আইশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস "আব্বাস ব্যতীত, কারণ তিনি তোমাদের নিকট উপস্থিত নেই"-এর বিপরীত।

নাসরের মতে লাদূদ ও ওয়াজূর সমার্থবোধক। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আব্বাস ইবনু মানসূরের সূত্রেই শুধুমাত্র আমরা এ হাদীস প্রসঙ্গে জেনেছি। এ অনুচ্ছেদে আইশা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٩) بَابُ مَا جَاءَ : أَنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ وَالْغُسْلُ لَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ বদনজর সত্য এবং এজন্য গোসল করা

٢٠٦١. حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ

أَبُو غَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ : حَدَّثَنِي حَيَّةُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ : حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُـــوْلُ : «لاَ شَيْءَ فِي الْهَـــامِ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ». ضعيف : «الضعيفة» ‹٤٨٠٤›، لكن قوله : «العين حق» صحيح : «الصحيحة» ‹١٢٤٨›ق.

২০৬১। হাইয়্যা ইবনু হাবিস আত-তামীমী (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ হাম্ম বলতে কিছু নেই এবং বদনজর সত্য। **যঈফ, যঈফা (৪৮০৪)। "আল-আইনু হাক্কুন" অংশটুকু সহীহ। সহীহা (১২৪৮)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব।

٢١) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الرُّقَى وَالأَدْوِيَةِ
অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ ঝাড়ফুঁক ও ঔষধের বর্ণনা

٢٠٦٥. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي خِزَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيهَا، وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ، وَتُقَاةً نَتَّقِيهَا، هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ : «هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ». ضعيف : «ابن ماجه» ‹٣٤٣٧›.

২০৬৫। আবূ খিযামা (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা যে ঝাড়ফুঁক করি, ঔষধ ব্যবহার করি এবং বিভিন্ন রকম সাবধানতা অবলম্বন করে থাকি, এগুলো কি আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত ভাগ্যকে বাতিল করতে পারে? এ ব্যাপারে আপনার কি মত? তিনি বললেন ঃ এগুলোও আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত ভাগ্যের অন্তর্ভুক্ত। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩৪৩৭)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْكَمْأَةِ وَالْعَجْوَةِ

অনুচ্ছেদঃ ২২॥ ছত্রাক (ব্যাঙের ছাতা) এবং আজওয়া খেজুর প্রসঙ্গে

٢٠٦٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُعَاذٌ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : أَخَذْتُ ثَلاثَةَ أَكْمُؤٍ، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، فَعَصَرْتُهُنَّ، فَجَعَلْتُ مَاءَهُنَّ فِي قَارُورَةٍ، فَكَحَلْتُ بِهِ جَارِيَةً لِي، فَبَرَأَتْ. **ضعيف الإسناد مع وقفه.**

২০৬৯। কাতাদাহ (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি তিনটি অথবা ৫টি অথবা ৭টি ছত্রাক নিয়ে এর রস বের করলাম, তারপর রস টুকু বোতলে রেখে দিলাম, তারপর উহাদ্বারা আমার এক দাসীর চোখে সুরমা লাগালে তার চোখ ভাল হয়ে গেল। **সনদ দুর্বল, মাওকূফ**

٢٠٧٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُعَاذٌ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ : الشُّونِيزُ دَوَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلاَّ السَّامَ. **ضعيف الإسناد.**

২০৭০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ কালো জিরা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ। **সনদ দুর্বল**

কাতাদা (রাহঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক দিন (কালো জিরার) ২১টি দানা নিবে। ঐগুলি একটি ন্যাকড়ায় নিয়ে তাহা ভিজিয়ে রাখবে। তারপর প্রত্যেকদিন নাকের ডান ছিদ্রে দুই ফুঁটা বাম ছিদ্রে এক ফুঁটা পানি দিবে। আবার ২য় দিন বামছিদ্রে দুই ফুঁটা এবং ডানছিদ্রে এক ফুঁটা পানি দিবে, ৩য় দিন ডান ছিদ্রে ২ ফুঁটা এবং বাম ছিদ্রে ১ ফুঁটা দিবে। **সনদ দুর্বল, মাওকূফ।**

"ইয়া খুজু" এই শব্দ বাদে সহীহ মারফূ হাদীস রয়েছে। সহীহা (১৯০৫)

٢٦) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ (জ্বর ও বেদনা উপশমের দু'আ)

٢٠٧٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ- مِنَ الْحُمَّى، وَمِنَ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا- أَنْ يَقُوْلَ : «بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ، أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ». **ضعيف : «المشكاة» (١٥٥٤).**

২০৭৫। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জ্বর ও অন্যান্য সকল প্রকার ব্যথায় এই দু'আ পাঠের তালিম দিতেন ঃ মহান "আল্লাহ্ তা'আলার নামে, আমি মহান আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করি রক্তচাপের আক্রমণ হতে এবং জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুনের ক্ষতি হতে। **যঈফ, মিশকাত (১৫৫৪)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। শুধুমাত্র ইবরাহীম ইবনু ইসমাঈল ইবনু আবূ হাবীবার সূত্রেই আমরা এ হাদীস জেনেছি। ইবরাহীম ইবনু ইসমাঈলকে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলা হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে "ইরকিন ইয়াআর" (যে শিরা ফরকায় বা লাফায়)।

٢٨) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ دَوَاءِ ذَاتِ الْجَنْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ নিউমোনিয়া বা ফুসফুসের প্রদাহের ঔষধ

٢٠٧٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ. قَالَ قَتَادَةُ : يَلُدُّهُ، وَيَلُدُّهُ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِيْ يَشْتَكِيْهِ. **ضعيف : «ابن ماجه» (٣٤٦٧).**

২০৭৮। যাইদ ইবনু আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফুসফুসের প্রদাহে যাইতূন ও ওয়ারসের (ওষধি বিশেষ) প্রশংসা করতেন। কাতাদা (রাহঃ) বলেন, দেহের যে দিক আক্রান্ত, এ ঔষধ চামচ দিয়ে মুখের সেদিক দিয়ে ঢালতে হবে।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩৪৬৭)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ আবদুল্লাহ্‌র নাম মাইমূন, তিনি বসরার মুহাদ্দিস।

٢٠٧٩. حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُذْرِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ : حَدَّثَنَا مَيْمُونٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَتَدَاوَى مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ وَالزَّيْتِ. **ضعيف : انظر ما قبله.**

২০৭৯। যাইদ ইবনু আরকাম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুসতে বাহ্‌রী (চন্দন কাঠ) ও যাইতূনের তৈল দিয়ে নিউমোনিয়ার চিকিৎসা করার নির্দেশ (পরামর্শ) দিয়েছেন। **দুর্বল, দেখুন পূর্বের হাদীস**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব সহীহ। মাইমূন হতে যাইদ ইবনু আরকাম (রাঃ) সূত্রেই শুধুমাত্র আমরা এ হাদীস প্রসঙ্গে জেনেছি। মাইমূন হতে একাধিক রাবী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। "যাতুল জান্‌ব" অর্থ "আস-সিল্লু" (ফুসফুসের প্রদাহ, যদ্দরুন রোগী দুর্বল হয়ে যায়।)

٣٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِي السَّنَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ সোনামুখী গাছ ও এর পাতা

٢٠٨١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ : حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَهَا : «بِمَ تَسْتَمْشِينَ؟»، قَالَتْ : بِالشُّبْرُمِ، قَالَ : «حَارٌّ جَارٌّ»، قَالَتْ : ثُمَّ اسْتَمْشَيْتُ بِالسَّنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَوْ أَنَّ شَيْئًا كَانَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ، لَكَانَ فِي السَّنَا». **ضعيف : «المشكاة»** ‹٤٥٣٧›.

২০৮১। আসমা বিনতু উমাইস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রশ্ন করেন ঃ তোমরা কি দিয়ে জোলাপ দাও? তিনি বললেন, শুবরুম (ছোলার মত এক প্রকার দানা) দিয়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এটা তো খুব গরম ঔষধ। আসমা (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি সোনামুখী গাছের পাতা দিয়ে জোলাপ দেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'মৃত্যু' নামক রোগের নিরাময় যদি কোন জিনিস দিয়ে সম্ভব হত তবে সোনামুখী গাছ দিয়েই তা সম্ভব হত। **যঈফ, মিশকাত (৪৫৩৭)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٣٣) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ (জ্বরের তদবীর)

٢٠٨٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْقَرُ الرِّبَاطِيُّ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : حَدَّثَنَا مَرْزُوقٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيُّ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ- رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ : أَخْبَرَنَا ثَوْبَانُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمُ الْحُمَّى، فَإِنَّ الْحُمَّى قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيُطْفِئْهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ، فَلْيَسْتَنْقِعْ نَهَرًا جَارِيًا، لِيَسْتَقْبِلْ جِرْيَتَهُ، فَيَقُولُ : بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ! اشْفِ عَبْدَكَ، وَصَدِّقْ

رَسُوْلَكَ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ، فَلْيَغْتَمِسْ فِيْهِ ثَلاَثَ غَمَسَاتٍ، ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِيْ ثَلاَثٍ، فَخَمْسٍ، وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِيْ خَمْسٍ، فَسَبْعٍ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِيْ سَبْعٍ، فَتِسْعٍ، فَإِنَّهَا لاَ تَكَادُ تَجَاوَزُ تِسْعاً، بِإِذْنِ اللّٰهِ». ضعيف : «الضعيفة» ‹٢٣٣٩›.

২০৮৪। সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জ্বর হল জাহান্নামের একটি টুকরা। তোমাদের কারো জ্বর হলে সে যেন তা পানি ঢেলে নিভায়। (এর নিয়ম হচ্ছে) ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রবাহমান ঝর্ণায় নেমে স্রোত প্রবাহের দিকে মুখ করে সে বলবে, "আল্লাহ্ তা'আলার নামে, হে আল্লাহ! তোমার বান্দাকে রোগমুক্ত করে দাও এবং তোমার রাসূলকে সত্যবাদী প্রমাণ কর"। তারপর ঝর্ণার পানিতে তিনবার ডুব দিবে। তিন দিন এরূপ করবে। তিন দিনেও যদি জ্বর না ছাড়ে তবে পাঁচ দিন এরকম করবে। পাঁচ দিনেও ভাল না হলে সাত দিন এরকম করবে। সাত দিনেও ভাল না হলে নয় দিন করবে। আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে জ্বর নয় দিনের বেশী অতিক্রম করতে পারবে না। **যঈফ, যঈফা (২৩৩৯)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব।

٢٠٨٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوَقَّرِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرِيْضِ إِذَا بَرَأَ وَصَحَّ كَالْبَرَدَةِ تَقَعُ مِنَ السَّمَاءِ فِيْ صَفَائِهَا وَلَوْنِهَا». ‹موضوع›

২০৮৬। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অসুস্থ ব্যক্তি যখন সুস্থ্য হয়ে ভাল হয়ে যায় তার উদাহরণ হল আকাশ হতে পতিত স্বচ্ছ পরিষ্কার শিশিরের মত। মাওযূ

٣٥) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ (রুগ্ন ব্যক্তিকে বেঁচে থাকার আশান্বিত করা)

٢٠٨٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُوْنِيُّ، عَنْ مُوْسَىٰ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ، فَنَفِّسُوْا لَهُ فِيْ أَجَلِهِ، فَإِنَّ ذٰلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَيُطَيِّبُ نَفْسَهُ». ضعيف جداً. «الضعيفة» ‹١٨٤›.

২০৮৭। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে তাকে বেঁচে থাকারই আশান্বিত করবে। তা যদিও কোন কিছুকে (তাকদীরকে) রোধ করতে পারবে না তবুও তার মনটা এতে প্রফুল্ল হবে, শান্তি পাবে। খুবই দুর্বল। যঈফা (১৮৪)

আবূ ঈসা বলেনঃ এ হাদীসটি গারীব।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٢٧- كِتَابُ الْفَرَائِضِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

অধ্যায় ঃ ২৭ ঃ ফারাইয

٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ تَعْلِيْمِ الْفَرَائِضِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ ফারাইয শিক্ষা করা

٢٠٩١. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ، وَعَلِّمُوا النَّاسَ، فَإِنِّيْ مَقْبُوضٌ». **ضعيف** : «المشكاة» ‹٢٤٤›، «الإرواء» ‹١٦٦٤›.

২০৯১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা মীরাস বন্টন নীতি ও কুরআন শিক্ষা কর এবং তা অন্য লোকদেরও শিক্ষা দাও। কেননা আমি তো অবশ্যই মরণশীল। **যঈফ, মিশকাত (২৪৪)। ইরওয়া (১৬৬৪)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদে গরমিল আছে। এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন আবূ উসামা-আওফ হতে তিনি জনৈক ব্যক্তি হতে তিনি সুলাইমান ইবনু জাবির হতে তিনি ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে। আল-হুসাইন ইবনু হুরাইস-আবূ উসামা হতে তিনি আওফ হতে উক্ত মর্মে একই রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম আল-আসাদীকে আহ্মাদ ইবনু হাম্বল (রাহঃ) প্রমুখ হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলেছেন।

(٩) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ مِيْرَاثِ الْجَدِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে দাদার অংশ

٢٠٩٩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنِيْ مَاتَ، فَمَا لِيْ فِيْ مِيْرَاثِهِ؟ قَالَ : «لَكَ السُّدُسُ»، فَلَمَّا وَلَّى، دَعَاهُ، فَقَالَ : «لَكَ سُدُسٌ آخَرُ»، فَلَمَّا وَلَّى، دَعَاهُ، قَالَ : «إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ». ضعيف : «ضعيف أبي داود» (٥٠٠).

২০৯৯। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বলল, আমার এক ছেলে (নাতি) মারা গেছে। তার রেখে যাওয়া সম্পদের আমি কি অংশ পাব? তিনি বললেন ঃ তুমি এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। লোকটি যখন চলে যাচ্ছিল, তিনি তাকে ডেকে বললেন ঃ তুমি আরো এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। সে যখন আবার চলে যাচ্ছিল, তিনি তাকে ডেকে বলেন ঃ পরবর্তী এক-ষষ্ঠাংশ তোমার জন্য অতিরিক্ত রিযিকস্বরূপ (অতিরিক্ত ওয়ারিস থাকলে তুমি তা পেতে না)। **যঈফ, যঈফ আবূ দাউদ (৫০০)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ অনুচ্ছেদে মাকিল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ দাদী-নানীর অংশ

٢١٠٠. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ- قَالَ مَرَّةً : قَالَ قَبِيْصَةُ، وَقَالَ مَرَّةً : رَجُلٌ- عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ : قَالَ

جَاءَتِ الْجَدَّةُ أُمُّ الأُمِّ، وَأُمُّ الأَبِ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي، أَوِ ابْنَ بِنْتِي مَاتَ، وَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ لِي فِي كِتَابِ اللهِ حَقًّا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا أَجِدُ لَكِ فِي الْكِتَابِ مِنْ حَقٍّ، وَمَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ لَكِ بِشَيْءٍ، وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ، قَالَ : فَسَأَلَ النَّاسَ؟ فَشَهِدَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ، قَالَ : وَمَنْ سَمِعَ ذٰلِكَ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ : فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ، ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَىٰ الَّتِي تُخَالِفُهَا إِلَىٰ عُمَرَ. قَالَ سُفْيَانُ : وَزَادَنِي فِيهِ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ- وَلَمْ أَحْفَظْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلٰكِنْ حَفِظْتُهُ مِنْ مَعْمَرٍ : أَنَّ عُمَرَ قَالَ : إِنِ اجْتَمَعْتُمَا، فَهُوَ لَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا انْفَرَدَتْ بِهِ، فَهُوَ لَهَا. **ضعيف : «الإرواء»**

‹١٦٨٠›، «ضعيف أبي داود» ‹٤٩٧›.

২১০০। কাবীসা ইবনু যুওয়াইব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক দাদী অথবা নানী আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, আমার পৌত্র অথবা দৌহিত্র মারা গেছে। আমাকে জানানো হয়েছে যে, কুরআনে আমার জন্য অংশ নির্ধারিত রয়েছে। আবূ বাক্‌র (রাঃ) বললেন, আমি কুরআনে তোমার জন্য নির্ধারিত কোন অংশ দেখতে পাচ্ছি না এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও তোমার (দাদীর প্রাপ্য অংশের) ব্যাপারে কোন ফায়সালা দিতে শুনিনি। অতএব আমি লোকদের কাছে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করে নিব। তিনি লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন। মুগীরা ইবনু শুবা (রাঃ) সাক্ষ্য দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (দাদীকে) ছয় ভাগের এক অংশ দান করেছেন। তিনি বললেন, তোমার সাথে এটা আর কে শুনেছে? তিনি (মুগীরা) বললেন, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা (রাঃ)। রাবী বলেন, তিনি (আবূ বাক্‌র) তাকে (দাদীকে) ছয় ভাগের এক অংশ দান করলেন।

পরবর্তী কালে আর এক দাদী বা নানী উমার (রাঃ)-এর নিকটে আসে। সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা বললেন, মামার যুহ্‌রীর সূত্রে আমাকে আরো বলেছেন, কিন্তু আমি তা যুহ্‌রীর সূত্রে কখনো মুখস্ত করিনি, বরং আমি মামারের সূত্রে তা মুখস্ত করেছি। উমার (রাঃ) বলেন, তোমরা (দাদী-নানী) উভয়ে যদি বেঁচে থাক তবে এটা (এক-ষষ্ঠাংশ) তোমাদের উভয়ের মাঝে বণ্টিত হবে। আর তোমাদের দুইজনের মধ্যে যদি একজন বর্তমান থাকে তবে এটা সে একাই পাবে।

যঈফ, ইরওয়া (১৬৮০) যঈফ আবূ দাউদ (৪৯৭)

٢١٠١. حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ : جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا؟ قَالَ : فَقَالَ لَهَا : مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللّٰهِ شَيْءٌ، وَمَا لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ شَيْءٌ، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ؟ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ، فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ ابْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ : ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا؟ فَقَالَ : مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللّٰهِ شَيْءٌ، وَلٰكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ، فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ، فَهُوَ لَهَا. **ضعيف** : انظر ما قبله.

২১০১। কাবীসা ইবনু যুওয়াইব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক দাদী আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর নিকটে এসে তার মীরাস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে। তিনি তাকে বললেন, তোমার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার কিতাবে

কিছু নির্ধারিত নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতেও তোমার সম্পর্কে কিছু নেই। তুমি চলে যাও, আমি লোকদের নিকটে প্রশ্ন করে ব্যাপারটি জেনে নেই। তিনি লোকদের প্রশ্ন করলে মুগীরা ইবনু শুবা (রাঃ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে হাযির থাকা অবস্থায় তিনি তাকে (দাদীকে) ছয় ভাগের এক অংশ দান করার ফাইসালা দিয়েছেন। তিনি (আবূ বাক্‌র) প্রশ্ন করলেন, তোমার সাথে আরো কেউ ছিল কি? তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা (রাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে মুগীরা ইবনু শুবা (রাঃ)-এর মতই কথা বললেন। অতএব আবূ বাক্‌র (রাঃ) তাকে ছয় ভাগের এক অংশ দেয়ার বিধান জারি করেন। পরবর্তী কালে অপর এক দাদী এসে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর কাছে তার মীরাস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবে তোমার জন্য কোন অংশ নির্ধারিত নেই। তবে তোমার জন্য ঐ ছয় ভাগের এক অংশ নির্ধারিত আছে। তোমরা (দাদী-নানী) যদি উভয়ে বেঁচে থাক তবে এটা (ছয় ভাগের এক অংশ) তোমাদের উভয়ের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হবে। আর তোমাদের উভয়ের মধ্যে যদি একজন বেঁচে থাকে তবে এটা সে একাই পাবে। **দুর্বল, দেখুন পূর্বের হাদীস**

এ অনুচ্ছেদে বুরাইদা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। ইবনু উয়াইনার হাদীসের তুলনায় এটি অনেক বেশী সহীহ্।

١١) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ দাদীর পুত্রের সাথে একত্রে দাদীর মীরাস

٢١٠٢. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ : قَالَ فِي الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا : إِنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا، وَابْنُهَا حَيٌّ. **ضعيف : «الإرواء» ‹١٦٨٧›.**

২১০২। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি

এমন এক দাদী সম্পর্কে বলেন যার পুত্রও তার সাথে জীবিত ছিল। সে ছিল প্রথম দাদী, যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পুত্রের বর্তমানে তাকে ছয় ভাগের এক অংশ দিয়েছেন। যঈফ, ইরওয়া (১৬৮৭)

আবূ ঈসা বলেন, আমরা শুধুমাত্র উল্লেখিত সূত্রেই এ হাদীসটি মারফূ হিসাবে জেনেছি। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সাহাবী দাদীকে তার পুত্রের বর্তমানে উত্তোরাধিকারী ঘোষণা করেছেন। তাদের অপর দল এক্ষেত্রে তাকে উত্তোরাধিকারী ঘোষণা করেননি।

١٤) بَابُ فِيْ مِيْرَاثِ الْمَوْلَى الأَسْفَلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ মুক্তদাসের উত্তরাধিকার

٢١٠٦. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلاً مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا، إِلاَّ عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِيْرَاثَهُ.

ضعيف : «ابن ماجه» ‹٢٧٤١›.

২১০৬। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি উত্তোরাধিকারহীন অবস্থায় মারা যায়। তার একটি মুক্তদাস ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি দান করেন।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (২৭৪১)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আলিমদের মতে, কোন ব্যক্তি আসাবা না রেখে (উত্তোরাধিকারহীন অবস্থায়) মারা গেলে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি মুসলমানদের বাইতুল মালে (সরকারী তহবিলে) জমা হবে।

٢٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْمَنْ يَرِثُ الْوَلاَءَ

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ ওয়ালার ওয়ারিস কে হবে

٢١١٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ

أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ».

ضعيف : «المشكاة» ‹٣٠٦٦– التحقيق الثاني›.

২১১৪। আমর ইবনু শুআইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি মালের উত্তোরাধিকারী হবে সে-ই ওয়ালার উত্তোরাধিকারী হবে (অর্থাৎ যে গোলাম মুক্ত করার মূল্য পরিশোধ করবে সে-ই গোলামের রেখে যাওয়া সম্পত্তির উত্তোরাধিকারী হবে)।

যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৩০৬৬)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ তেমন মজবুত নয়।

٢٣) بَابُ مَا جَاءَ : مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ ওয়ালাআতে মহিলাদের মীরাস

٢١١٥. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ أَبُوْ مُوْسَى الْمُسْتَمْلِيُّ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ النَّصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ». **ضعيف : «ابن ماجه» ‹٢٧٤٢›.**

২১১৫। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্ত্রীলোকেরা (এককভাবে) তিন ধরনের মীরাসী সম্পত্তির ওয়ারিস হতে পারে ঃ নিজের আযাদকৃত গোলামের, যে শিশুকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পেয়ে সে তুলে নিয়ে লালন-পালন করেছে তার এবং যে শিশু সম্পর্কে সে লিআন করেছে তার।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (২৭৪২)

আবূ ঈসা বলেছেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। মুহাম্মাদ ইবনু হারব-এর সূত্রেই আমরা এ হাদীস প্রসঙ্গে জেনেছি।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٣٨- كِتَابُ الْوَصَايَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ২৮ ঃ ওসিয়াত

٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الضِّرَارِ فِي الْوَصِيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ ওসিয়াতের মাধ্যমে ক্ষতিসাধন

٢١١٧. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ شَهْرِ ابْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ، وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ سِتِّيْنَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوتُ، فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ، فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ». ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللّٰهِ}، إِلَىٰ قَوْلِهِ : {ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}. **ضعيف : «ابن ماجه» ‹٢٧٠٤›.**

২১১৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক ষাট বছর ধরে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যমূলক কাজ করল। তারপর তাদের মৃত্যু হাযির হলে তারা ওসিয়াতের মাধ্যমে ক্ষতিকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন নির্ধারিত হয়ে যায়। (শাহর ইবনু হাওশাব বলেন) তারপর আবূ হুরাইরা (রাঃ) আমার উপস্থিতিতে এ আয়াত পাঠ করেন ঃ

"যখন ওসিয়াত পূরণ করা হবে এবং (মৃত ব্যক্তির অনাদায়ী) ঋণ পরিশোধ করা হবে। অবশ্য তা (ওসিয়াত) যেন ক্ষতিকর না হয়। ওসিয়াত প্রসঙ্গে এটা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ.... প্রকৃতপক্ষে এটা বিরাট সাফল্য"। (সূরা ঃ নিসা-১২,১৩) যঈফ, ইবনু মাজাহ (২৭০৪)

আবূ ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান গারীব। আল-আশআস ইবনু জাবির হতে যে নাসর ইবনু আলী হাদীস বর্ণনা করেন তিনি হলেন নাসর ইবনু আলী আল-জাহযামীর দাদা।

٧) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ، أَوْ يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ মৃত্যুর সময় কেউ দান-খায়রাত করলে বা গোলাম আযাদ করলে

٢١٢٣. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيْبَةَ الطَّائِيِّ، قَالَ : أَوْصَى إِلَيَّ أَخِي بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ، فَلَقِيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَقُلْتُ : إِنَّ أَخِي أَوْصَى إِلَيَّ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ، فَأَيْنَ تَرَى لِيْ وَضْعَهُ؟ فِي الْفُقَرَاءِ، أَوِ الْمَسَاكِيْنِ، أَوِ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَقَالَ : أَمَّا أَنَا، فَلَوْ كُنْتُ، لَمْ أَعْدِلْ بِالْمُجَاهِدِيْنَ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : «مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ، كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِيْ إِذَا شَبِعَ». ضعيف : «الضعيفة» ‹١٣٢٢›، «المشكاة» ‹١٨٧١– التحقيق الثاني›.

২১২৩। আবূ হাবীবা আত-তাঈ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার ভাই তার সম্পদের একটা অংশ আমার জন্য ওসিয়াত করে যান। আমি আবুদ দারদা (রাঃ)-এর সাথে দেখা করে বললাম, আমার ভাই তার সম্পত্তির একটা অংশ আমার জন্য ওসিয়াত করে গেছেন। এ

ব্যাপারে আপনার কি মত? আমি কি তা ফকীর-মিসকীনদের জন্য খরচ করব, না আল্লাহ্ তা'আলার পথের সৈনিকদের জন্য খরচ করব? তিনি বললেন, যদি আমি হতাম তবে এ ব্যাপারে আমি মুজাহিদদের মুকাবিলায় অন্য কাউকে অগ্রাধিকার দিতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় (গোলাম) মুক্ত করে সে হচ্ছে এমন ব্যক্তির মত যে তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পর উপহার দেয়।

যঈফ, যঈফা (১৩২২), মিশকাত, তাহকীক ছানী (১৮৭১)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٢٩- كِتَابُ الْوَلَاءِ وَالْهِبَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

অধ্যায় ২৯ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে ওয়ালাআ ও হেবার বর্ণনা

٦) بَابٌ فِي حَثِّ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى التَّهَادِي

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ উপঢৌকন আদান-প্রদানে নাবী ﷺ-এর উৎসাহ প্রদান

٢١٣٠. حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ، وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ شِقَّ فِرْسِنِ شَاةٍ». **ضعيف : «المشكاة» (٣٠٢٨)، لكن الشطر الثاني منهُ صحيح : ق.**

২১৩০। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা একজন অন্যজনকে উপহার দাও। উপহার মনের ময়লা দূর করে। এক প্রতিবেশিনী অপর প্রতিবেশিনীকে বকরীর পায়ের এক টুকরা ক্ষুর হলেও তা উপহার দিতে যেন অবহেলা না করে। **(য‘ঈফ, মিশকাত ৩০২৮ হাদীসের ২য় অংশ এক প্রতিবেশিনী শেষ.. শেষ পর্যন্ত সহীহ, বুখারী, মুসলিম।)**

আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গারীব। একদল বিশেষজ্ঞ ‘আলিম আবূ মা’শারের স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন। আবূ মা’শারের নাম নাজীহ, বানূ হাশিমের মুক্তদাস।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٣٠- كِتَابُ الْقَدَرِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৩০ ঃ তাকদীর

١٢) بَابُ مَا جَاءَ : لَا تَرُدُّ الرُّقَىٰ، وَلَا الدَّوَاءُ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ شَيْئًا

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ ঝাড়ফুঁক বা ঔষধ কোন কিছুই আল্লাহ নির্ধারিত তাকদীর রদ করতে পারে না

٢١٤٨. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي خِزَامَةَ، عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيْهَا، وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ، وَتُقَاةً نَتَّقِيْهَا، هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ شَيْئًا؟ فَقَالَ : «هِيَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ».

ضعيف : مضى ‹١٩٨٣›.

২১৪৮। আবূ খিযামা (রাহঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বলেন, আমরা এই যে ঝাড়ফুঁক করাই বা ঔষধ ব্যবহারে চিকিৎসা গ্রহণ করি বা অন্য কোন উপায়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেই এগুলো কি আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারিত ভাগ্যের কিছু বাতিল করতে পারে বলে আপনি মনে করেন? তিনি বললেন ঃ তোমাদের এসব চেষ্টা-তদবীরও আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত ভাগ্যের অন্তর্গত। যঈফ, (১৯৮৩) নং হাদীস পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি যুহ্‌রী ব্যতীত আরো কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না। অবশ্য একাধিক রাবী এ হাদীসটি সুফিয়ান (রাহঃ)-এর সূত্রে যুহরী হতে তিনি আবূ খিযামা হতে তার

পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনাটি অনেক বেশী সহীহ্। আর অনেকেই যুহ্‌রী (রাহঃ) হতে তিনি আবূ খিযামা হতে তার পিতার সূত্রে এরকমই বর্ণনা করেছেন।

١٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْقَدَرِيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ তাকদীরে অবিশ্বাসী কাদারিয়াদের প্রসঙ্গে

٢١٤٩. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَبِيبٍ، وَعَلِيُّ بْنُ نِزَارٍ، عَنْ نِزَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ : الْمُرْجِئَةُ، وَالْقَدَرِيَّةُ». **ضعيف : «المشكاة»** ‹١٠٥›. **«الظلال»** ‹٣٣٤، ٣٣٥›.

২১৪৯। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের দুই ধরনের লোক, যাদের জন্য ইসলামের কোন অংশ নেই ঃ মুরজিআ ও কাদারিয়া। **যঈফ, মিশকাত (১০৫) আযৃযিলাল (৩৩৪, ৩৩৫)**

আবূ ঈসা বলেন, এই অনুচ্ছেদে উমার, ইবনু উমার ও রাফি ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটি হাসান গারীব। মুহাম্মাদ ইবনু রাফি-মুহাম্মাদ ইবনু বিশর হতে তিনি সাল্লাম ইবনু আবূ আমরাহ হতে তিনি ইকরিমা হতে তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একই রকম বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু রাফি বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু বিশর-আলী ইবনু নিযার হতে তিনি নিযার হতে তিনি ইকরিমা হতে তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উপরে বর্ণিত হাদীসের মত বর্ণনা করেছেন।

١٥) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الرِّضَا بِالْقَضَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ আল্লাহ্‌র ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা

٢١٥١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ : رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللّٰهُ لَهُ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ : تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللّٰهِ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ : سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللّٰهُ لَهُ». **ضعيف : «الضعيفة» (١٩٠٦)، «التعليق الرغيب» (١/٢٤٤).**

২১৫১। সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আদম-সন্তানের জন্য আল্লাহ যা ফায়সালা করে রেখেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকাই হল তার সৌভাগ্য। আর আল্লাহ তা'আলার নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করা ছেড়ে দেয়াই হচ্ছে তার দুর্ভাগ্য এবং আল্লাহ তা'আলার ফায়সালার উপর নাখোশ হওয়াও তার দুর্ভাগ্য। **যঈফ, যঈফা (১৯০৬), তা'লীকুর রাগীব (১/২৪৪)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। শুধুমাত্র মুহাম্মাদ ইবনু আবূ হুমাইদের সূত্রেই আমরা এ হাদীস জেনেছি। তাকে হাম্মাদ ইবনু আবূ হুমাইদও বলা হয়। তিনি হলেন আবূ ইবরাহীম আল-মাদানী। হাদীসবেত্তাদের মতে তিনি তেমন মজবুত রাবী নন।

١٧) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ (তাকদীর অবিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহ ও নাবীগণের অভিসম্পাত)

٢١٥٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْمَوَالِي الْمُزَنِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،

قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ، وَلَعَنَهُمُ اللهُ، وَكُلُّ نَبِيٍّ كَانَ : الزَّائِدُ فِيْ كِتَابِ اللهِ، وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللهِ، وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبَرُوْتِ لِيُعِزَّ بِذٰلِكَ مَنْ أَذَلَّ اللهُ، وَيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّ اللهُ، وَالْمُسْتَحِلُّ لِحُرَمِ اللهِ، وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِيْ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِيْ». **ضعيف : «ظلال الجنة» <٤٤>.**

২১৫৪। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ছয় শ্রেণীর লোককে আমি অভিসম্পাত করছি। আল্লাহ তা'আলা এবং সকল নাবী (আঃ) এদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। তারা হল ঃ আল্লাহ তা'আলার কিতাবের বিকৃতিসাধনকারী, আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত তাকদীর অস্বীকারকারী, আল্লাহ যাকে অপদস্ত করেছেন তাকে সম্মানিত করার এবং যাকে ইজ্জত দিয়েছেন তাকে অপমান করার জন্য ক্ষমতা দখলকারী, আল্লাহ তা'আলার হেরেমে (হেরেম শরীফে) রক্তপাতকারী, আমার বংশধরের রক্তপাত আল্লাহ তা'আলা যা হারাম করেছেন তার রক্তপাতকারী এবং আমার প্রদর্শিত পথ (সুন্নাত) ত্যাগকারী। **যঈফ, যিলালুল জুন্নাহ্ (৪৪)**

আবূ ঈসা বলেন, আবদুর রহমান ইবনু আবুল মাওয়ালী উপরোক্ত হাদীস উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদুর রহমান ইবনু মাওহিব হতে তিনি আমরাহ্ হতে তিনি আইশা (রাঃ) হতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এভাবেই বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, হাফ্স ইবনু গিয়াস প্রমুখ-উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদুর রহমান ইবনু মাওহিব হতে তিনি আলী ইবনুল হুসাইন হতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ হাদীস মুরসালরুপে বর্ণনা করেছেন এবং এই সূত্রটিই বেশী সহীহ।

بسم الله الرحمن الرحيم
রহম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٣١- كِتَابُ الْفِتَنِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৩১ ঃ কলহ ও বিপর্যয়

٧) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ لُزُوْمِ الْجَمَاعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ সংঘবদ্ধ হয়ে থাকার প্রয়োজনীয়তা

٢١٦٧. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنِيَ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِيْ- أَوْ قَالَ : أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى ضَلاَلَةٍ، وَيَدُ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ، شَذَّ إِلَى النَّارِ». صحيح : دون «ومن شذ» : «المشكاة» (٣/١١)، «الظلال» (٨٠).

২১৬৭। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতকে অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতকে কখনও গোমরাহীর উপর সমবেত করবেন না। আর জামা'আতের উপর আল্লাহ তা'আলার হাত (সাহায্য) প্রসারিত। যে ব্যক্তি (মুসলিম সমাজ হতে) আলাদা হয়ে গেছে, সে বিচ্ছিন্নভাবেই জাহান্নামে যাবে। **হাদীসে বর্ণিত "মান সাজ্জা" অংশ বাদে হাদীসটি সহীহ। মিশকাত (৩/১১), আযযিলাল (৮০)**

আবূ ঈসা বলেন, উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীসটি গারীব। সুলাইমান আল-মাদানী বলতে আমার মতে সুলাইমান ইবনু সুফিয়ানকে বুঝায়। আবূ দাঊদ আত-তায়ালিসী, আবূ আমির আল-আকাদী প্রমুখ বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা আরো বলেন, হাদীস বিশারদগণের মতে 'আল-জামাআত' বলতে ফিক্‌হ ও হাদীসসহ

অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক বিশেষজ্ঞ আলিমগণের জামা'আতকে বুঝায় (জনগণকে তাদের সাথে সংঘবদ্ধ থাকতে হবে)। আমি আল-জারূদ ইবনু মুআযকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ আমি আলী ইবনুল হাসানকে বলতে শুনেছি, আমি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের নিকট জামা'আত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করি। তিনি বললেন, আবূ বাক্র ও উমার (রাঃ)-এর দলকে বুঝায়। তাকে বলা হল, তারা তো মারা গেছেন। তিনি বলেন, অমুক এবং অমুক। তাকে বলা হল, অমুক ও অমুকও তো মারা গেছেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, আবূ হামযা আস-সুক্কারী হলেন জামা'আত (কেন্দ্রবিন্দু)। আবূ ঈসা বলেন, আবূ হামযার নাম মুহাম্মাদ, পিতা মাইমূন। তিনি ছিলেন একজন সৎকর্মপরায়ণ বুযুর্গ। তিনি তার জীবদ্দশায় আমাদের নিকট একথা বলেন।

٩) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ সৎকাজের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ

٢١٧٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَنْصَارِيُّ الْأَشْهَلِيُّ -، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ، حَتَّى تَقْتُلُوا إِمَامَكُمْ، وَتَجْتَلِدُوا بِأَسْيَافِكُمْ، وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ». ضعيف : «ابن ماجه» (٤٠٤٣).

২১৭০। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ইমামকে হত্যা করবে এবং পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হবে এবং নিকৃষ্টতম ব্যক্তিরা তোমাদের দুনিয়ার হর্তাকর্তা হবে, ততক্ষণ কিয়ামাত সংঘটিত হবে না।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (৪০৪৩)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমর ইবনু আবূ আমরের সূত্রেই শুধুমাত্র আমরা এ হাদীসটি জেনেছি।

١٦) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ (জিহ্‌বা হবে তরবারির চাইতেও মারাত্মক)

٢١٧٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سِيمِينَ كُوشَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «تَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ، قَتْلَاهَا فِي النَّارِ، اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنَ السَّيْفِ». **ضعيف : «ابن ماجه»** .‹٣٩٦٧›

২১৭৮। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন এক ফিতনার সৃষ্টি হবে, যা পুরো আরবকে গ্রাস করবে। এতে নিহত ব্যক্তিরা হবে জাহান্নামী। তখন জিহ্‌বা হবে তরবারির চাইতেও মারাত্মক।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩৯৬৭)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি, এ হাদীস ব্যতীত যিয়াদ ইবনু 'সীমীন কোশের' বর্ণিত আরো হাদীস আছে বলে আমাদের জানা নেই। হাম্মাদ ইবনু সালামা (রাহঃ) লাইস হতে মারফূরূপে এবং হাম্মাদ ইবনু যাইদ (রাহঃ) লাইস হতে মাওকূফ হিসেবে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٦) بَابُ مَا جَاءَ : مَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ কিয়ামাত পর্যন্ত যা ঘটবে, সে প্রসঙ্গে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের অবহিত করেছেন

٢١٩١. حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ

أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا صَلَاةَ الْعَصْرِ بِنَهَارٍ، ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا، فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا يَكُوْنُ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ، إِلَّا أَخْبَرَنَا بِهِ، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ، وَكَانَ فِيْمَا قَالَ : «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا، فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ، أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ»، وَكَانَ فِيْمَا قَالَ : «أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ، أَنْ يَقُوْلَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ» قَالَ : فَبَكَىٰ أَبُوْ سَعِيْدٍ، فَقَالَ : قَدْ- وَاللّٰهِ- رَأَيْنَا أَشْيَاءَ، فَهِبْنَا، فَكَانَ فِيْمَا قَالَ : «أَلَا إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ، وَلَا غَدْرَةَ أَعْظَمَ مِنْ غَدْرَةِ إِمَامِ عَامَّةٍ، يُرْكَزُ لِوَاؤُهُ عِنْدَ اسْتِهِ»، فَكَانَ فِيْمَا حَفِظْنَا يَوْمَئِذٍ : «أَلَا إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِقُوْا عَلَىٰ طَبَقَاتٍ شَتَّىٰ : فَمِنْهُمْ مَنْ يُوْلَدُ مُؤْمِنًا، وَيَحْيَا مُؤْمِنًا، وَيَمُوْتُ مُؤْمِنًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوْلَدُ كَافِرًا، وَيَحْيَا كَافِرًا، وَيَمُوْتُ كَافِرًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوْلَدُ مُؤْمِنًا، وَيَحْيَا مُؤْمِنًا، وَيَمُوْتُ كَافِرًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوْلَدُ كَافِرًا، وَيَحْيَا كَافِرًا، وَيَمُوْتُ مُؤْمِنًا، أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمُ الْبَطِيْءَ الْغَضَبِ سَرِيْعَ الْفَيْءِ، وَمِنْهُمْ سَرِيْعُ الْغَضَبِ سَرِيْعُ الْفَيْءِ، فَتِلْكَ بِتِلْكَ ، أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ سَرِيْعَ الْغَضَبِ بَطِيْءَ الْفَيْءِ، أَلَا وَخَيْرُهُمْ بَطِيْءُ الْغَضَبِ سَرِيْعُ الْفَيْءِ، أَلَا وَشَرُّهُمْ سَرِيْعُ الْغَضَبِ بَطِيْءُ الْفَيْءِ، أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ حَسَنَ الْقَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَبِ، وَمِنْهُمْ سَيِّئُ الْقَضَاءِ حَسَنُ الطَّلَبِ، وَمِنْهُمْ حَسَنُ الْقَضَاءِ سَيِّئُ الطَّلَبِ، فَتِلْكَ بِتِلْكَ، أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمُ السَّيِّئَ الْقَضَاءِ السَّيِّئَ الطَّلَبِ، أَلَا

وَخَيْرُهُمُ الْحَسَنُ الْقَضَاءِ الْحَسَنُ الطَّلَبِ، أَلاَ وَشَرُّهُمْ سَيِّئُ الْقَضَاءِ، سَيِّئُ الطَّلَبِ أَلاَ وَإِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ فِيْ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، أَمَا رَأَيْتُمْ إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ، وَانْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ؟! فَمَنْ أَحَسَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ، فَلْيَلْصَقْ بِالْأَرْضِ»، قَالَ : وَجَعَلْنَا نَلْتَفِتُ إِلَى الشَّمْسِ، هَلْ بَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَلاَ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيْمَا مَضَى مِنْهَا، إِلاَّ كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْمَا مَضَى مِنْهُ». **ضعيف : «الرد على بليق» ‹٨٦›،**

لكن بعض فقراته صحيح، فانظر مثلاً ‹٤٠٠٠› وم‹١٧٢-١٧٣›.

২১৯১। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে একটু বেশী বেলা থাকতেই আসরের নামায আদায় করেন, তারপর ভাষণ দিতে দাঁড়ান। উক্ত ভাষণে কিয়ামাত পর্যন্ত যেসব ঘটনা ঘটবে সেই প্রসঙ্গেই তিনি আমাদেরকে জানিয়েদেন। কেউ সেগুলো মনে রেখেছে এবং কেউ আবার তা ভুলে গেছে। তাঁর ভাষণে তিনি যা বলেছিলেন তার মধ্যে ছিল ঃ দুনিয়াটা সবুজ-শ্যামল ও সুমিষ্ট (আকর্ষণীয়), আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এর উত্তোরাধিকার বানিয়েছেন। সুতরাং তোমরা কি করছ তা তিনি লক্ষ্য রাখছেন। শোন! দুনিয়া ও নারীদের ব্যাপারে সাবধান। তিনি আরো বলেন ঃ সাবধান! কেউ যখন কোন সত্য কথা জানবে, তখন তাকে মানুষের ভয় যেন সেই সত্য বলা থেকে বিরত না রাখে। রাবী বলেন, এই কথা বলে আবূ সাঈদ (রাঃ) কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম! আমরা এরকম কত কাজ হতে দেখেছি কিন্তু তা বলতে মানুষকে ভয় করেছি। তিনি আরো বলেন ঃ জেনে রাখ! কিয়ামাতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য তার বিশ্বাসঘাতকতার পরিমাণ অনুযায়ী একটি করে পতাকা স্থাপন করা হবে। মুসলিম রাষ্ট্রনায়কের বিশ্বাসঘাতকতার চাইতে ভীষণ কোন বিশ্বাসঘাতকতা নেই। তার এই পতাকা তার নিতম্বের কাছে স্থাপন করা হবে। সেদিনের আরও

যেসব কথা আমরা মনে রেখেছি তার মধ্যে ছিল ঃ শুনে রাখ! আদম-সন্তানদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের এক দল তো মু'মিন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছে, মু'মিন অবস্থায় জীবন যাপন করেছে এবং মু'মিন অবস্থাতেই মারা গেছে। তাদের অপর দল কাফির অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন, কাফির অবস্থায় জীবন কাটিয়েছে এবং কাফির অবস্থায়ই মারা গেছে। অপর দল মু'মিন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন, মু'মিন অবস্থায় জীবন যাপন করেছে এবং কাফির অবস্থায় মারা গেছে। অপর দল আবার কাফির অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছে, কাফির অবস্থায় জীবন যাপন করেছে এবং মু'মিন অবস্থায় মারা গেছে। জেনে রাখ! মানুষের মধ্যে কারো রাগ আসে দেরিতে এবং চলে যায় খুব তাড়াতাড়ি। আবার কারো রাগ আসে তাড়াতাড়ি এবং চলেও যায় তাড়াতাড়ি। সুতরাং এর জন্য এই। জেনে রাখ! তাদের মধ্যে কারো রাগ আসে খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু চলে যায় খুব দেরিতে। জেনে রাখ! তাদের মধ্যে উত্তম হল যাদের রাগ আসে দেরিতে এবং চলে যায় খুব তাড়াতাড়ি। আর তারাই খুব নিকৃষ্ট, যাদের রাগ আসে খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু চলে যায় দেরিতে। জেনে রাখ! মানুষের মধ্যে কেউ পাওনা পরিশোধের বেলায়ও ভালো আবার পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রেও ভদ্র। আবার কেউ পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট কিন্তু পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে ভদ্র। আবার কেউ পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে ভদ্র কিন্তু আদায়ের ক্ষেত্রে অভদ্র। এক্ষেত্রে একটি অপরটির পরিপূরক হয়ে যায়। জেনে রাখ! তাদের মধ্যে কারো পাওনা পরিশোধ নিকৃষ্ট এবং সে তাগাদা প্রদানের ক্ষেত্রে অভদ্র। জেনে রেখ সেই সবচেয়ে ভাল, যে পাওনা পরিশোধের বেলায় ভাল এবং পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রেও ভদ্র। জেনে রাখ! তাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি খুবই খারাপ যার পাওনা পরিশোধও নিকৃষ্ট এবং যে তাগাদা প্রদানেও অভদ্র। জেনে রাখ! রাগ মানুষের অন্তরের অগ্নিষ্ফুলিংগর মত। তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, রাগান্বিত ব্যক্তির চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ ধারণ করে এবং তার ঘাড়ের শিরাগুলো ফুলে উঠে। সুতরাং তোমাদের কেউ এরূপ অনুভব করলে সে যেন মাটিতে লুটিয়ে যায় (তাহলে রাগ কমে যাবে)। রাবী বলেন, আমরা সূর্যের দিকে তাকাতে লাগলাম যে, তা এখনো অবশিষ্ট আছে কি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জেনে রাখ! তোমাদের

এই দুনিয়ার যতটুকু অতীত হয়ে গেছে, সেই হিসাবে এতটুকুও আর অবশিষ্ট নেই যতটুকু আজকে এই দিনের অতিবাহিত হয়েছে তার তুলনায় যতটুকু অবশিষ্ট আছে। **যঈফ, রাদ্দুন আলা বালিক (৮৬), কিন্তু এই হাদীসের কিছু অংশ সহীহ, দেখুন হাদীস নং (৪০০০), এবং মুসলিম (৮/১৭২-১৭৩)**

এ অনুচ্ছেদে হুযাইফা, আবূ মারইয়াম (রাঃ) আবূ যাইদ ইবনু আখতাব, মুগীরা ইবনু শুবা, হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। তারা বর্ণনা করেন যে, কিয়ামাত পর্যন্ত যেসব ঘটনা সংঘটিত হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো তাদের নিকট বলেছেন। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٨) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ عَلاَمَةِ حُلُوْلِ الْمَسْخِ وَالْخَسْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮ ॥ ভূমিধস ও চেহারা বিকৃতির পূর্ব লক্ষণ

٢٢١٠. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التِّرْمِذِيُّ : حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ أَبُوْ فَضَالَةَ الشَّامِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِيْ خَمْسَ عَشَرَةَ خَصْلَةً، حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ»، فَقِيْلَ : وَمَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : «إِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دُوَلاً، وَالأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، وَبَرَّ صَدِيْقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ، وَلُبِسَ الْحَرِيْرُ، وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، وَلَعَنَ آخِرُ هٰذِهِ الأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَلْيَرْتَقِبُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ، أَوْ خَسْفًا، وَمَسْخًا». **ضعيف : «المشكاة» (٥٤٥١).**

২২১০। আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি

বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাত যখন পনেরটি বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়বে তখন তাদের উপর বিপদ -মুসীবত এসে পড়বে। প্রশ্ন করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেগুলো কি কি? তিনি বললেন ঃ যখন গানীমাতের মাল ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হবে, আমানাত লুটের মালে পরিণত হবে, যাকাত জরিমানারূপে গণ্য হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং তার মায়ের অবাধ্য হবে, বন্ধুর সাথে ভালো ব্যবহার করবে কিন্তু পিতার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে, মাসজিদে শোরগোল করা হবে, সবচাইতে খারাপ চরিত্রের লোক হবে তার সম্প্রদায়ের নেতা, কোন লোককে তার অনিষ্টতার ভয়ে সম্মান করা হবে, মদ পান করা হবে, রেশমী বস্ত্র পরিধান করা হবে, নর্তকী-গায়িকাদের প্রতিষ্ঠিত করা হবে, বাদ্যযন্ত্রসমূহের কদর করা হবে এবং এই উম্মাতের শেষ যামানার লোকেরা তাদের পূর্ব যুগের লোকদের অভিসম্পাত করবে, তখন তোমরা একটি অগ্নিবায়ু অথবা ভূমিধস অথবা চেহারা বিকৃতির আযাবের অপেক্ষা করবে। **যঈফ, মিশকাত (৫৪৫১)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র উক্ত সূত্রেই এটিকে আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসরূপে জেনেছি। আল-ফারাজ ইবনু ফাযালা (রাহঃ) ব্যতীত আর কেউ এ হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ আল-আনসারী (রাহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। কোন কোন হাদীসবেত্তা আল-ফারাজ ইবনু ফাযালার সমালোচনা করেছেন এবং স্মৃতিশক্তির দিক থেকে তাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। ওয়াকী (রাহঃ) এবং আরো কিছু রাবী তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٢١١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، عَنِ الْمُسْتَلِمِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رُمَيْحٍ الْجُذَامِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلاً، وَالأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، وَظَهَرَتِ الأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ،

وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، وَزَلْزَلَةً، وَخَسْفًا، وَمَسْخًا، وَقَذْفًا، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامِ بَالٍ، قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ». ضعيف : «المشكاة» (٥٤٥٠).

২২১১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন গানীমাতের (যুদ্ধলব্ধ) মাল ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হবে, আমানাতের মাল লুটের মালে পরিণত হবে, যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে, ধর্ম বিবর্জিত শিক্ষার প্রচলন হবে, পুরুষ স্ত্রীর অনুগত হয়ে যাবে কিন্তু নিজ মায়ের অবাধ্য হবে, বন্ধু-বান্ধবকে কাছে টেনে নিবে, কিন্তু পিতাকে দূরে ঠেলে দিবে, মাসজিদে কলরব ও হট্টগোল করবে, পাপাচারীরা গোত্রের নেতা হবে, নিকৃষ্ট লোক সমাজের কর্ণধার হবে, কোন মানুষের অনিষ্ট হতে বাঁচার জন্য তাকে সম্মান দেখানো হবে, গায়িকা-নর্তকী ও বাদ্যযন্ত্রের বিস্তার ঘটবে, মদপান করা হবে, এই উম্মাতের শেষ যামানার লোকেরা তাদের পূর্ববর্তী মনীষীদের অভিসম্পাত করবে, তখন তোমরা অগ্নিবায়ু, ভূমিধস, ভূমিকম্প, চেহারা বিকৃতি ও পাথর বর্ষণরূপ শাস্তির এবং আরো আলামতের অপেক্ষা করবে যা একের পর এক নিপতিত হতে থাকবে, যেমন পুরানো পুঁতির মালা ছিড়ে গেলে একের পর এক তার পুঁতি ঝরে পড়তে থাকে।

যঈফ, মিশকাত (৫৪৫০)

আবূ ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আলী (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি।

٣٩) بَابُ مَا جَاءَ : فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ- يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীঃ আমার প্রেরণ ও কিয়ামাত এই দুই আঙ্গুলের মত কাছাকাছি

٢٢١٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا

يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَرْحَبِيُّ : حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ ابْنِ شَدَّادٍ- الْفِهْرِيِّ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «بُعِثْتُ فِي نَفَسِ السَّاعَةِ، فَسَبَقْتُهَا كَمَا سَبَقَتْ هٰذِهِ هٰذِهِ». لِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى. **ضعيف : «المشكاة» (٥٥١٣).**

২২১৩। আল-মুস্‌তাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ আল-ফিহ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তো কিয়ামাতের শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে (কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার নিকটতর সময়ে) প্রেরিত হয়েছি। আমি তার অগ্রে এসেছি মাত্র যেমন এটি ও এটি অর্থাৎ তর্জনী ও মধ্যমার মাঝে যতটুকু দূরত্ব (আমার ও কিয়ামাতের মধ্যে সে রকমই নিকটতর দূরত্ব)। **যঈফ, মিশকাত (৫৫১৩)**

আবূ ঈসা বলেন, আল-মুসতাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ (রাঃ)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি গারীব। কেননা এই সূত্রেই শুধুমাত্র আমরা এ হাদীস প্রসঙ্গে জেনেছি।

৫৫) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الدَّجَّالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫ ॥ দাজ্জাল প্রসঙ্গে

٢٢٣٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ بَعْدَ نُوحٍ، إِلَّا قَدْ أَنْذَرَ الدَّجَّالَ قَوْمَهُ، وَإِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ»، فَوَصَفَهُ لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : «لَعَلَّهُ سَيُدْرِكُهُ بَعْضُ مَنْ رَآنِي، أَوْ سَمِعَ كَلَامِي»، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّٰهِ! فَكَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ : «مِثْلُهَا-

يَعْنِي : الْيَوْمَ-، أَوْ خَيْرٌ». ضعيف : «المشكاة» ‹٥٤٨٦- التحقيق الثاني›.

২২৩৪। আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নূহ্ (আঃ)-এর পর হতে এমন কোন নাবী আসেননি যিনি দাজ্জাল প্রসঙ্গে তাঁর জাতিকে সতর্ক করেননি। আর আমিও তোমাদেরকে তার (দাজ্জাল) প্রসঙ্গে সতর্ক করে দিচ্ছি। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকটে দাজ্জালের পরিচয় বর্ণনা করলেন তারপর তিনি বললেন, যারা আমাকে দেখেছে বা আমার কথা শুনেছে তাদের কেউ হয়ত তার সাক্ষাত পাবে। উপস্থিত জনতা প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে সময় আমাদের অন্তরের অবস্থা কেমন হবে? তিনি বললেন ঃ বর্তমানে যে রকম আছে সেই রকম বা তার চেয়েও ভাল হবে।

যঈফ, মিশকাত তাহকীক ছানী (৫৪৮৬)

আবূ ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনু বুসর, আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস আল-জুযাঈ আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল, ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস হিসাবে এটি হাসান গারীব।

٥٨) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ عَلَامَاتِ خُرُوْجِ الدَّجَّالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮ ॥ দাজ্জাল আবির্ভাবের নিদর্শনসমূহ

٢٢٣٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ : حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ الْوَلِيْدِ ابْنِ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ قُطَيْبٍ السَّكُوْنِيِّ، عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ- صَاحِبِ مُعَاذٍ-، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «الْمَلْحَمَةُ الْعُظْمَى، وَفَتْحُ

الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، وَخُرُوجُ الدَّجَالِ، فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ»، **ضعيف : «ابن ماجه»** (٤٠٩٢).

২২৩৮। মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মহা হত্যাকাণ্ড, কনস্টান্টিনোপল বিজয় এবং দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে সাত মাসের মধ্যে।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (৪০৯২)

আবূ ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে সা'ব ইবনু জাসসামা, আবদুল্লাহ ইবনু বুসর, আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ও আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান গারীব। শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই আমরা এ হাদীস জেনেছি।

٦٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِي ذِكْرِ ابْنِ صَائِدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩ ॥ ইবনু সায়িদ প্রসঙ্গে

٢٢٤٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «يَمْكُثُ أَبُو الدَّجَالِ وَأُمُّهُ ثَلَاثِينَ عَامًا، لَا يُولَدُ لَهُمَا وَلَدٌ، ثُمَّ يُولَدُ لَهُمَا غُلَامٌ أَعْوَرُ، أَضَرُّ شَيْءٍ، وَأَقَلُّهُ مَنْفَعَةً، تَنَامُ عَيْنَاهُ، وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ»، ثُمَّ نَعَتَ لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَبَوَيْهِ، فَقَالَ : «أَبُوهُ طُوَالٌ ضَرْبُ اللَّحْمِ، كَأَنَّ أَنْفَهُ مِنْقَارٌ، وَأُمُّهُ فِرْضَاخِيَّةٌ طَوِيلَةُ الْيَدَيْنِ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ : فَسَمِعْنَا بِمَوْلُودٍ فِي الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ، فَذَهَبْتُ أَنَا وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبَوَيْهِ، فَإِذَا نَعْتُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِيهِمَا، فَقُلْنَا : هَلْ لَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَا : مَكَثْنَا ثَلَاثِينَ عَامًا لَا يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ، ثُمَّ وُلِدَ لَنَا غُلَامٌ أَعْوَرُ،

أَضَرُّ شَيْءٍ، وَأَقَلُّهُ مَنْفَعَةً، تَنَامُ عَيْنَاهُ، وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ، قَالَ : فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمَا، فَإِذَا هُوَ مُنْجَدِلٌ فِي الشَّمْسِ فِيْ قَطِيفَةٍ لَهُ، وَلَهُ هَمْهَمَةٌ، فَتَكَشَّفَ عَنْ رَأْسِهِ، فَقَالَ : مَا قُلْتُمَا؟ قُلْنَا : وَهَلْ سَمِعْتَ مَا قُلْنَا، قَالَ : نَعَمْ، تَنَامُ عَيْنَايَ، وَلاَ يَنَامُ قَلْبِيْ. **ضعيف : «المشكاة» ‹٥٥٠٢- التحقيق الثاني›.**

২২৪৮। আবদুর রহমান ইবনু আবূ বাক্‌রা (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দাজ্জালের পিতা-মাতার ত্রিশ বছর পর্যন্ত কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করবে না। তারপর একটি কানা ছেলে জন্ম নেবে। সে হবে খুবই ক্ষতিকর এবং অত্যন্ত অনুপকারী। তার দুই চোখ ঘুমালেও তার অন্তর ঘুমাবে না। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকটে তার পিতা-মাতার বিবরণ দিলেন। তিনি বললেন ঃ তার পিতার দৈহিক আকৃতি হবে লম্বাটে, হালকা-পাতলা গড়নের এবং তার নাকটা হবে পাখীর ঠোঁটের মত লম্বা। আর তার মা হবে স্থূলকায়, মোটা ও লম্বা হস্তবিশিষ্টা। আবূ বাক্‌রা (রাঃ) বলেন, তারপর এক সময় আমরা শুনতে পেলাম যে, মাদীনার ইয়াহূদী পরিবারে একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। তখন আমি ও যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) সেখানে গেলাম। আমরা তার পিতা-মাতার নিকট উপস্থিত হলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণিত বিবরণ তাদের মাঝে দেখতে পেলাম। আমরা প্রশ্ন করলাম, আপনাদের কোন সন্তান আছে কি? তারা বলল, আমাদের ত্রিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। অবশেষে আমাদের একটি কানা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, কিন্তু সে অধিক ক্ষতিকর এবং কম উপকারী। তার দু'চোখ ঘুমায় কিন্তু তার অন্তর ঘুমায় না। রাবী বলেন, আমরা তাদের নিকট হতে বের হয়ে এসে দেখলাম সে রোদে চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে এবং বিড়বিড় করছে। সে তার চাদর হতে মাথা বের করে প্রশ্ন করল, তোমরা কি বলেছ? আমরা বললাম, তুমি কি

আমাদের কথা শুনতে পেরেছ? সে বলল, হ্যাঁ। কেননা আমার দু'চোখ ঘুমিয়ে থাকলেও আমার অন্তর ঘুমায় না। **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৫৫০৩)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। শুধুমাত্র হাম্মাদ ইবনু সালমার সূত্রেই আমরা এ হাদীস জেনেছি।

৭৮) بَابٌ

অনুচ্ছেদঃ ৭৮ ॥ (শাসকের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করতে হবে)

٢٢٦٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الأَشْقَرُ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالاَ : حَدَّثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ، وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، فَظَهْرُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلاَءَكُمْ، وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، فَبَطْنُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا». **ضعيف : «المشكاة» ‹٥٣٦٨– التحقيق الثاني›.**

২২৬৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যকার উত্তম লোক তোমাদের শাসক হবে তোমাদের সম্পদশালীরা দানশীল হবে এবং তোমাদের কর্ম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হবে, তখন ভূতলের তুলনায় ভূপৃষ্ঠই তোমাদের জন্য উত্তম হবে। আর যখন তোমাদের মধ্যকার খারাপ লোক তোমাদের শাসক হবে, তোমাদের সম্পদশালীরা কৃপণ হবে এবং তোমাদের কার্যবলী তোমাদের নারীদের উপর ন্যস্ত করা হবে তখন ভূতলই ভূপৃষ্ঠের তুলনায় তোমাদের জন্য উত্তম হবে (অর্থাৎ জীবনের চেয়ে মৃত্যুই উত্তম)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র সালিহ

আল-মুররীর সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি। সালিহ-এর রিওয়ায়াত অত্যন্ত গারীব (অখ্যাত) যার কোন সমর্থক পাওয়া যায় না। তিনি সজ্জন হলেও হাদীসের ব্যাপারে তাকে অনুসরণ করা যায় না।

٧٩) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৯ ॥ (কর্তব্যকর্মের এক-দশমাংশ ত্যাগ করলেই ধ্বংস)

٢٢٦٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تَخْرُجُ مِنْ خُرَاسَانَ رَايَاتٌ سُودٌ، لاَ يَرُدُّهَا شَيْءٌ، حَتَّى تُنْصَبَ بِإِيلِيَاءَ». **ضعيف الإسناد.**

২২৬৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ খুরাসানের দিক হতে কালো পতাকাবাহীগণ আবির্ভূত হবে (মাহ্দীর সমর্থনে)। অবশেষে সেগুলো ইলিয়া (বাইতুল মাকদিস)-এ স্থাপিত হবে এবং কোন কিছুই তা ফিরাতে পারবে না। **সনদ দুর্বল**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٣٢- كِتَابُ الرُّؤْيَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৩২ ঃ স্বপ্ন ও তার তাৎপর্য

٣) بَابُ قَوْلِهِ : {لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ আল্লাহ্‌র বাণী– পার্থিব জীবনে তাদের জন্য আছে সুসংবাদ

٢٢٧٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «أَصْدَقُ الرُّؤْيَا، بِالْأَسْحَارِ». **ضعيف : «الضعيفة» ‹١٧٣٢›.**

২২৭৪। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ভোররাতের স্বপ্নই বেশী সত্য হয়।

যঈফ, যঈফা (১৭৩২)

١٠) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ الْمِيْزَانَ وَالدَّلْوَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ স্বপ্নে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁড়িপাল্লা ও বালতি দর্শন

٢٢٨٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ وَرَقَةَ؟ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيْجَةُ : إِنَّهُ كَانَ صَدَّقَكَ، وَلٰكِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أُرِيْتُهُ فِيْ

الْمَنَامِ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُ بَيَاضٍ، وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَلِكَ». **ضعيف** : «المشكاة» (٤٦٢٣).

২২৮৮। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়ারাকা ইবনু নাওফল প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয় (তিনি কি জান্নাতী না জাহান্নামী)। খাদীজা (রাঃ) তাঁকে বলেন, তিনি তো আপনাকে সত্য বলে সমর্থন করেছিলেন এবং আপনার নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বেই মারা যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তাকে সাদা পোশাক পরে থাকা অবস্থায় স্বপ্নে দেখেছি। তিনি জাহান্নামী হলে তার পরিধানে অন্য রংয়ের পোশাক থাকত। **যঈফ, মিশকাত (৪৬২৩)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আর হাদীস বিশারদদের মতে উসমান ইবনু আবদুর রহমান খুব একটা মজবুত রাবী নন।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٣٣- كِتَابُ الشَّهَادَاتِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৩৩ : সাক্ষ্য প্রদান

٢) بَابُ مَا جَاءَ : فِيمَنْ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

অনুচ্ছেদ : ২ ॥ যেসব লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়

٢٢٩٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيّ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلاَ خَائِنَةٍ، وَلاَ مَجْلُودٍ حَدًّا، وَلاَ مَجْلُودَةٍ وَلاَ ذِي غِمْرٍ لأَخِيْهِ، وَلاَ مُجَرَّبِ شَهَادَةٍ، وَلاَ الْقَانِعِ أَهْلَ الْبَيْتِ لَهُمْ، وَلاَ ظَنِيْنٍ فِيْ وَلاَءٍ، وَلاَ قَرَابَةٍ». قال الفزاري : القانع : التابع. **ضعيف : «الإرواء» ‹٢٦٧٥›، «المشكاة» ‹٣٧٨١- التحقيق الثاني›.**

২২৯৮। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : খিয়ানাতকারী পুরুষ ও নারীর সাক্ষ্য, যেনার অপবাদ আরোপের শাস্তি ভোগকারী পুরুষ ও নারীর সাক্ষ্য, বিপক্ষের প্রতি শত্রুতা পোষণকারীর সাক্ষ্য, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীর সাক্ষ্য, কোন পরিবারের পক্ষে তাদের অধীনস্থ লোকদের সাক্ষ্য এবং ওয়ালাআ ও আত্মীয়তার মিথ্যা পরিচয়দানের অপবাদে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

ফাযারী বলেন, “আল-কানি” শব্দের অর্থ অধীনস্থ।

যঈফ, ইরওয়া (২৬৭৫) মিশকাত, তাহকীক ছানী (৩৭৮১)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র ইয়াযীদ ইবনু যিয়াদ আদ-দিমাশকীর সূত্রেই এই হাদীস প্রসঙ্গে জেনেছি। ইয়াযীদ

হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল হিসাবে গণ্য। তার সূত্র ব্যতীত যুহ্‌রী (রাহঃ)-এর রিওয়ায়াত হিসাবেও আমরা এ হাদীস জানতে পারিনি। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। উপরোক্ত হাদীসের সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত অর্থ সম্পর্কেও আমাদের কিছু জানা নেই এবং এর সনদসূত্রও আমাদের মতে সহীহ্ নয়।

বিশেষজ্ঞ আলিমগণের এ হাদীস অনুযায়ী কর্মপন্থা এই যে, নিকটাত্মীয়ের পক্ষে অপর নিকটাত্মীয়ের সাক্ষ্য বৈধ হবে। তবে সন্তানের সাক্ষ্য পিতার পক্ষে এবং পিতার সাক্ষ্য সন্তানের পক্ষে জায়িয কি না এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতের অমিল আছে। বেশিরভাগ আলিমের মতে পিতার পক্ষে সন্তানের সাক্ষ্য এবং সন্তানের পক্ষে পিতার সাক্ষ্য জায়িয নয়। কোন কোন আলিমের মতে আদেল অর্থাৎ ন্যায়নিষ্ঠ হলে সন্তানের সাক্ষ্য পিতার অনুকূলে এবং পিতার সাক্ষ্য সন্তানের পক্ষে জায়িয। আর ভাইয়ের পক্ষে ভাইয়ের সাক্ষ্য এবং নিকটাত্মীয়ের সাক্ষ্য অপর নিকটাত্মীয়ের পক্ষে জায়িয হওয়ার বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। ইমাম শাফিঈ (রাহঃ) বলেন, শত্রুর বিরুদ্ধে শত্রুর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, সে আদেল অর্থাৎ ন্যায়নিষ্ঠ হলেও। তিনি তার মতের সমর্থনে আবদুর রহমান ইবনুল আ'রাজ (রাহঃ) হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণিত হাদীস পেশ করেছেন ঃ "বিদ্বেষ পোষণকারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়"। অনুরূপ "লা তাজূযু শাহাদাতু গিমরিন" হাদীসের মর্মও তাই।

٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ شَهَادَةِ الزُّوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান

٢٢٩٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ، عَنْ فَاتِكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ إِشْرَاكًا بِاللهِ»، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ}. ضعيف : «ابن ماجه» ‹٢٣٧٢›.

২২৯৯। আইমান ইবনু খুরাইম (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সময় ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ হে লোকসকল! মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শারীক করার সম-পর্যায়ের (অপরাধ) গণ্য করা হয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ "তোমরা মূর্তিপূজার অপবিত্রতা বর্জন কর এবং মিথ্যা বলাও বর্জন কর"। (সূরা ঃ হাজ্জ – ৩০) যঈফ, ইবনু মাজাহ (২৩৭২)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এ হাদীসটি আমরা শুধুমাত্র সুফিয়ান ইবনু যিয়াদের সূত্রেই জেনেছি। সুফিয়ান হতে এ হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে রাবীগণের মতের অমিল আছে। আইমান ইবনু খুরাইম (রাহঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে কোন কিছু শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

٢٣٠٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ- وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ الْعُصْفُرِيُّ-، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَسَدِيِّ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَامَ قَائِمًا، فَقَالَ : «عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللهِ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ : {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. ضعيف : «الضعيفة» (١١١٠).

২৩০০। খুরাইম ইবনু ফাতিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায আদায় করলেন। নামায শেষে তিনি দাঁড়িয়ে বলেন ঃ মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদানকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শারীক করার সমতুল্য গণ্য করা হয়েছে। তিনি একথা তিনবার বললেন। তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ "তোমরা মিথ্যা বলা পরিহার কর"। (সূরা ঃ হাজ্জ – ৩০) যঈফ, যঈফা (১১১০)

আবূ ঈসা বলেন ঃ এই বর্ণনাটি আমার মতে অধিক সহীহ। খুরাইম ইবনু ফাতিক একজন সাহাবী। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٣٤- كِتَابُ الزُّهْدِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

অধ্যায় ৩৪ : পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি

٣) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْمُبَادَرَةِ بِالْعَمَلِ

অনুচ্ছেদ : ৩ ॥ সৎকাজের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাওয়া

٢٣٠٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُصْعَبٍ، عَنْ مُحْرِزِ بْنِ هَارُوْنَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : «بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا : هَلْ تَنْتَظِرُوْنَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا، أَوْ غِنًى مُطْغِيًا، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفَنِّدًا، أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا، أَوِ الدَّجَّالَ، فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوِ السَّاعَةَ، فَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ». ضعيف : «الضعيفة» ‹١٦٦٦›.

২৩০৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা কার্য্য সম্পাদনে সাতটি বিষয়ের অগ্রগামী হও। তোমরা কি এমন দারিদ্র্যের অপেক্ষায় আছ যা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলিয়ে দেয় অথবা এরূপ ধনবান হওয়ার যা আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যাচারে লিপ্ত করে অথবা এমন রোগের যা স্বাস্থ্যকে ধ্বংস করে দেয় অথবা নির্বোধে পরিণতকারী বার্ধক্যের অথবা এমন মৃত্যুর যা হঠাৎ করেই এসে যায় অথবা অপেক্ষা করছো দাজ্জালের অপেক্ষমাণ অদৃশ্য অমঙ্গলের অথবা কিয়ামাতের? আর কিয়ামাত তো আরো বিভিষিকাময়, আরো তিক্ত। **যঈফ, যঈফা (১৬৬৬)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। মুহ্রিয ইবনু হারূনের বরাত ব্যতীত আ'রাজ হতে আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস

হিসাবে আমরা এটি প্রসঙ্গে জানতে পারিনি। বিশর ইবনু উমার প্রমুখ এই হাদীস মুহ্রিয ইবনু হারূনের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মা'মার এই হাদীসটি এমন ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেছেন যিনি সাঈদ আল-মাকবুরীর নিকট শুনেছেন। তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে পূর্বোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। এখানে ইউনতাযারু এর পরিবর্তে তানতাযিরুনা শব্দ উল্লেখ করেছেন।

١١) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ (বেহুদা কথা বলা)

٢٣١٦. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ : حَدَّثَنَا أَبِيْ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ- يَعْنِيْ : رَجُلًا : أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَوَلَا تَدْرِيْ، فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيْمَا لَا يَعْنِيْهِ، أَوْ بَخِلَ بِمَا لَا يَنْقُصُهُ». **ضعيف** :

«التعليق الرغيب» (١١/٤).

২৩১৬। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী মারা গেলে এক ব্যক্তি বলল, জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি তো জান না, হয়ত সে বেহুদা কথা বলেছে অথবা যা দান করলে তার কোন ক্ষতি হত না তাতেও সে কৃপণতা করেছে? **যঈফ, তা'লীকুর রাগীব (৪/১১)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব।

٢٩) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الزَّهَادَةِ فِي الدُّنْيَا

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি

٢٣٤٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ حَلْبَسٍ، عَنْ أَبِيْ

إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا، لَيْسَتْ بِتَحْرِيمِ الْحَلاَلِ، وَلاَ إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَلَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا : أَنْ لاَ تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْثَقَ مِمَّا فِي يَدَيِ اللَّهِ، وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ، إِذَا أَنْتَ أُصِبْتَ بِهَا، أَرْغَبَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أُبْقِيَتْ لَكَ».

ضعيف جداً : «ابن ماجه» (٤١٠٠).

২৩৪০। আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হালাল বস্তুকে হারাম করে নেয়া এবং ধন-সম্পদ ধ্বংস করার নাম দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি (যুহ্‌দ) নয়, বরং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি হল ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে যা আছে তার চাইতে তোমার হাতে যা আছে তার উপর বেশী নির্ভরশীল না হওয়া এবং তুমি কোন বিপদে পরলে তার বিনিময়ে সাওয়াবের আশার তুলনায় বিপদে না পরাটা তোমার নিকট অধিকতর কাঙ্ক্ষিত না হওয়া।

খুবই দুর্বল, ইবনু মাজাহ (৪১০০)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সনদেই হাদীসটি জেনেছি। আবূ ইদরীস আল-খাওলানীর নাম আয়িযুল্লাহ, পিতা আবদুল্লাহ। আমর ইবনু ওয়াকিদ একজন প্রত্যাখ্যাত রাবী।

٣٠) بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ (বাসস্থান, বস্ত্র, খাদ্য ও পানীয়ের অধিকার)

٢٣٤١. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا حُرَيْثُ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : حَدَّثَنِي حِمْرَانُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «لَيْسَ لاِبْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ : بَيْتٌ يَسْكُنُهُ، وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ،

وَجِلْفُ الْخُبْزِ، وَالْمَاءُ». **ضعيف : «الضعيفة» (١٠٦٣)، «نقد الكتاني» (ص٢٢).**

২৩৪১। উসমান ইবনু আফফান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মানুষের জন্য এই কয়টি বস্তু ছাড়া আর কোন অধিকার নেই ঃ তার বসবাসের জন্য একটি ঘর ও লজ্জা নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় এবং এক টুকরা রুটি ও পানি।

যঈফ, যঈফা (১০৬৩), না কদুল কাত্তানী (পৃঃ ২২)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এটি হল আল-হুরাইস ইবনুস সায়িবের রিওয়ায়াত। (তিনি আরও বলেন) আমি আবূ দাঊদ সুলাইমান ইবনু সালম আল-বালখীকে বলতে শুনেছি, আন-নাযর ইবনু শুমাইল বলেন, 'জিলফুল খুব্‌য' এমন রুটি যার সাথে তরকারী নেই।

٣٥) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْكَفَافِ، وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ প্রয়োজনের ন্যূনতম পরিমাণে সন্তুষ্ট থাকা এবং ধৈর্য ধারণ করা

٢٣٤٧. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِيَائِي عِنْدِي، لَمُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ، ذُو حَظٍّ مِنَ الصَّلاَةِ، أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ، لاَ يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، فَصَبَرَ عَلَى ذٰلِكَ»، ثُمَّ نَقَرَ بِيَدِهِ، فَقَالَ : «عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ، قَلَّتْ بَوَاكِيهِ، قَلَّ تُرَاثُهُ». **ضعيف : «المشكاة» (٥١٨٩ - التحقيق الثاني).**

وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا، قُلْتُ : لَا يَا رَبِّ! وَلٰكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا، وَأَجُوعُ يَوْمًا»، وَقَالَ ثَلَاثًا– أَوْ نَحْوَ هٰذَا : «فَإِذَا جُعْتُ، تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، وَإِذَا شَبِعْتُ، شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ». **ضعيف : «المشكاة» (٥١٩٠– التحقيق الثاني)».**

২৩৪৭। আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ঈর্ষনীয় হল সেই মু'মিন ব্যক্তি যার অবস্থা খুবই হালকা (স্বল্প সম্পদ এবং পরিবারের সদস্য সংখ্যাও কম) এবং যে নামাযে মনোযোগী, সুচারুরূপে তার প্রভুর ইবাদাত করে, একান্ত নিভৃতেও তাঁর অনুগত থাকে, মানুষের মাঝে অখ্যাত, তার দিকে অংগুলি সংকেত করা হয় না, আর ন্যূনতম প্রয়োজন মাফিক তার রিযিক এবং তাতেই ধৈর্য ধারণকারী। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাতের ইংগিতে বলেন ঃ শীঘ্রই তার মৃত্যু হয়, তার জন্য ক্রন্দনকারীর সংখ্যাও কম, তার রেখে যাওয়া সম্পদও খুব সামান্য। **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৫১৮৯)**

একই সনদসূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার রব আমার নিকট মক্কার বাতহা অর্থাৎ কংকরময় এলাকা আমার জন্য স্বর্ণে পরিণত করার প্রস্তাব করেন। আমি বললাম, হে আমার রব! প্রয়োজন নেই, বরং আমি একদিন তৃপ্তির সাথে খাবো আর একদিন ক্ষুধার্ত থাকব। একই কথা তিনি তিনবার বা তদ্রূপ বললেন। যখন ক্ষুধার্ত থাকব তখন বিনীতভাবে তোমার নিকটে প্রার্থনা করব ও তোমাকেই মনে করব এবং যখন তৃপ্তির সাথে খাবো তখন তোমার শুকরিয়া আদায় করব ও তোমার প্রশংসা করব। **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৫১৯০)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে ফাযালা ইবনু

উবাইদ হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আল-কাসিম (রাযিঃ) তিনি আবদুর রহমানের পুত্র এবং উপনাম আবূ আবদির রহমান, মতান্তরে আবূ আবদিল মালিক। তিনি আবদুর রহমান ইবনু খালিদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মু'আবিয়ার মুক্তদাস। তিনি সিরিয়ার অধিবাসী এবং বিশ্বস্ত রাবী। আর 'আলী ইবনু ইয়াযীদ হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল এবং তার উপনাম আবূ আবদিল মালিক।

٣٨) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ مَعِيْشَةِ النَّبِيِّ ﷺ وأهله

অনুচ্ছেদঃ ৩৮ ॥ নাবী ﷺ ও তাঁর পরিবারের আর্থিক অবস্থা

٢٣٥٦. حَدَّثَنَا أَحمدُ بْنَ مَنِيعٍ : حَدَّثنا عبادُ بنُ عَبَّادٍ، عَنْ مجَالِدٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَنْ مسرُوقٍ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَدَعَتْ لِيْ بِطَعَامٍ، وَقَالَتْ : مَا أَشْبَعُ مِنْ طَعَامٍ، فَأَشَاءُ أَنْ أَبْكِيَ، إِلاَّ بَكَيْتُ، قَالَ : قُلْتُ : لِمَ؟! قَالَتْ : أَذْكر الْحَالَ الَّتِيْ فَارَقَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الدُّنْيَا، وَاللّٰهِ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ ولحم مَرَّتَيْنِ فِيْ يَوْمٍ. **ضعيف : «التعليق الرغيب» ‹٤/١٠٩›، «مختصر الشمائل» ‹١٢٨›.**

২৩৫৬। মাসরূক (রাহ্ঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ কোন এক সময় আমি 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর নিকট গেলাম। তিনি আমার জন্য খাবার আনালেন। পরে তিনি বললেন ঃ আমি যখনি পেট পুরে খাবার খাই তখনি আমি কাঁদতে চাইলে কাঁদতে পারি। আমি প্রশ্ন করলাম, তা কেন? তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যে অবস্থায় দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছেন সে কথা মনে পড়ে। আল্লাহ্ তা'আলার শপথ! তিনি কোন দিনই দু'বার গোশত ও রুটি দ্বারা পেট ভরে খেতে পাননি।

(যঈফ, তা'লীকুর রাগীব ৪/১০৯, মুখতাসার শামায়িল ১২৮)

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٩) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ مَعِيْشَةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের আর্থিক অবস্থা

٢٣٧١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ : حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ حَاتِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيْ طَلْحَةَ، قَالَ : شَكَوْنَا إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْجُوْعَ، وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُوْنِنَا، عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ، فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ حَجَرَيْنِ. **ضعيف : «مختصر الشمائل» ‹١١٢›.**

২৩৭১। আবূ তালহা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে অনাহারের অভিযোগ করলাম এবং নিজেদের পেটের কাপড় উঠিয়ে একটা পাথর (বাঁধা) দেখালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর পেটের কাপড় উঠিয়ে আমাদেরকে দু'টি পাথর বাঁধা দেখালেন।

যঈফ, মুখতাসার শামায়িল (১১২)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি।

٤٢) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২ ॥ (দিরহাম ও দীনারের দাসগণ অভিশপ্ত)

٢٣٧٥. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ يُوْنُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «لُعِنَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ، لُعِنَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ». **ضعيف: «المشكاة» ‹٥١٨٠- التحقيق الثاني›.**

২৩৭৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দীনার ও দিরহামের দাসগণ অভিশপ্ত।

আবূ ঈসা বলেন ঃ উপরোক্ত বর্ণনায় হাদীসটি হাসান গারীব। এই হাদীসটি অন্য সূত্রেও আবূ সালিহ হতে তিনি আবূ হুরাইরা হতে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপভাবে আরও পূর্ণ ও দীর্ঘ্য বর্ণিত হয়েছে। **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৫১৮০)**

٤٨) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮ ॥ লোক দেখানো ও নাম বাড়ানোর জন্য আমল প্রসঙ্গে

٢٣٨٣. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنِي الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَيْفٍ الضَّبِّيِّ، عَنْ أَبِي مُعَانٍ الْبَصْرِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جُبِّ الْحَزَنِ»، قَالُوا : يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا جُبُّ الْحَزَنِ؟ قَالَ : «وَادٍ فِيْ جَهَنَّمَ، تَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ»، قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَنْ يَدْخُلُهُ؟ قَالَ : «الْقُرَّاءُ الْمُرَاءُوْنَ بِأَعْمَالِهِمْ». **ضعيف** : «ابن ماجه» ‹٢٥٦›.

২৩৮৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা 'জুব্বুল হুযন' হতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা কর। তারা প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'জুব্বুল হুযন' কি? তিনি বললেন ঃ তা জাহান্নামের মধ্যকার একটি উপত্যকা, যা থেকে স্বয়ং জাহান্নামও দৈনিক শতবার আশ্রয় প্রার্থনা করে। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাতে কে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন ঃ যেসব কুরআন পাঠক লোক দেখানো আমল করে। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (২৫৬)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٤٩) بَابُ عَمَلِ السِّرِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯ ॥ একান্ত গোপনে আমল করা

٢٣٨٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد : حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ، فَيُسِرُّهُ، فَإِذَا اطُّلِعَ عَلَيْهِ، أَعْجَبَهُ ذٰلِكَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَهُ أَجْرَانِ : أَجْرُ السِّرِّ وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ». **ضعيف : «ابن ماجه» ‹٤٢٢٦›.**

২৩৮৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন লোক খুবই গোপনে কোন আমল করে কিন্তু অন্যরা তা জেনে ফেললে তাতেও তার আনন্দ লাগে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব, একটি গোপনে আমল করার জন্য এবং অপরটি প্রকাশ হয়ে পড়ার জন্য। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৪২২৬)**

আবূ ঈসা বলেন ঃ এই হাদীসটি হাসান গারীব। আ'মাশ প্রমুখ হাবীব ইবনু আবী ছাবিত হতে তিনি আবূ সালিহ হতে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুর্সালরূপে বর্ণনা করেছেন। আ'মাশের সাথীগণ আবূ হুরাইরার উল্লেখ করেন নাই।

আবূ ঈসা বলেন ঃ অন্যরা জেনে ফেললে তাতেও তার আনন্দ লাগে এর ব্যাখ্যায় কতক মনিষী বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে ভাল কাজের জন্য প্রশংসা করায় সে আনন্দ লাভ করে, এই জন্য যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরাই পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী তবে তার আনন্দের কারণ যদি এটা হয় যে, মানুষ তাকে ভাল মনে করে তাকে সম্মান করবে তা হলে এটা লোক দেখানোর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যাবে। কিছু মনিষী বলেছেন ঃ তার আনন্দ হওয়ার কারণ হল, অন্যরাও তার অনুকরণে আমল করলে সে তাতে সাওয়াব পাবে।

٥٣/م) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ إِعْلاَمِ الْحُبِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩ ॥ ভালোবাসার কথা অবহিত করা

٢٣٩٢/م. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَقُتَيْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ الْقَصِيرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَامَةَ الضَّبِّيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِذَا آخَى الرَّجُلَ الرَّجُلَ، فَلْيَسْأَلْهُ عَنِ اسْمِهِ، وَاسْمِ أَبِيْهِ، وَمِمَّنْ هُوَ؟ فَإِنَّهُ أَوْصَلُ لِلْمَوَدَّةِ». **ضعيف : «الضعيفة» ‹١٧٢٦›.**

২৩৯২। ইয়াযীদ ইবনু নুআমা আয-যাব্বী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি কারো সাথে ভাইয়ের সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইলে সে যেন তার নাম, পিতার নাম ও গোত্র বা বংশের নাম জিজ্ঞেস করে নেয়। কেননা তা ভালোবাসার সম্পর্ক ঠিক রাখার জন্য খুব বেশী কার্যকরী হয়।

যঈফ, যঈফা (১৭২৬)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই হাদীসটি জেনেছি। ইয়াযীদ ইবনু নুআমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সরাসরি কিছু শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ইবনু উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এই হাদীসের অনুরূপ বিষয়বস্তুসম্বলিত হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু এটির সনদসূত্রও তেমন সহীহ নয়।

٥٨) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮ ॥ (দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়া)

٢٤٠٣. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوْتُ، إِلَّا نَدِمَ»، قَالُوْا : وَمَا نَدَامَتُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! قَالَ : «إِنْ كَانَ مُحْسِنًا، نَدِمَ أَنْ لَا يَكُوْنَ ازْدَادَ، وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا، نَدِمَ أَنْ لَا يَكُوْنَ نَزَعَ». **ضعيف جداً : «المشكاة»** (٥٥٤٥).

২৪০৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর অনুতপ্ত হবে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিসের জন্য অনুতপ্ত হবে? তিনি বললেন ঃ মৃত লোকটি সৎকর্মশীল হলে সে এই বলে অনুতপ্ত হবে যে, সে আরো বেশী (আমল) করল না কেন। আর সে অন্যায়কারী (পাপী) হলে এই বলে অনুতপ্ত হবে যে, সে কেন অন্যায় থেকে বিরত থাকলো না। **খুবই দুর্বল, মিশকাত (৫৫৪৫)**

আবূ ঈসা বলেন, এ সূত্রেই আমরা হাদীসটি জেনেছি। শুবা (রাহঃ) এই হাদীসের রাবী ইয়াহ্ইয়া ইবনু উবাইদুল্লাহ্ ইবনু মাওহাবের সমালোচনা করেছেন। তিনি মদীনাবাসী।

٥٩) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯ ॥ (একদল লোক পার্থিব স্বার্থে ধর্মকে প্রতারণার উপায় বানাবে। এদের মুখে মিষ্টি বুলি অন্তরে বিষ)

٢٤٠٤. حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «يَخْرُجُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ، يَخْتِلُوْنَ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ، يَلْبَسُوْنَ لِلنَّاسِ جُلُوْدَ الضَّأْنِ مِنَ اللِّيْنِ، أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ السُّكَّرِ، وَقُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الذِّئَابِ، يَقُوْلُ اللّٰهُ -عَزَّ وَجَلَّ- : أَبِيْ يَغْتَرُّوْنَ؟! أَمْ عَلَيَّ

يَجْتَرِئُونَ؟! فَبِي حَلَفْتُ، لَأَبْعَثَنَّ عَلَى أُولَئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً، تَدَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا». ضعيف جداً : «التعليق الرغيب» (٣٢/١).

২৪০৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শেষ যামানায় কিছু লোকের উদ্ভব হবে যারা পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ধর্মকে প্রতারণার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবে। তারা জনগণের সামনে ভেড়ার চামড়ার মত কোমল পোশাক পরবে। তাদের মুখের ভাষা হবে চিনির চেয়ে মিষ্টি; কিন্তু তাদের হৃদয় হবে নেকড়ে বাঘের মত হিংস্র। আল্লাহ তা'আলা তাদের বলবেন ঃ তোমরা কি আমার বিষয়ে ধোঁকায় পড়ে আছ, নাকি আমার প্রতি ধৃষ্টতা দেখাচ্ছ? আমার শপথ! আমি তাদের উপর তাদের মধ্য হতেই এমন বিপর্যয় আপতিত করব, যা তাদের খুবই সহনশীল ব্যক্তিদের পর্যন্ত হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ছাড়বে। **খুবই দুর্বল, তা'লীকুর রাগীব (১/৩২)**

আবূ ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইবনু উমার (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٤٠٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ : أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ -تَعَالَى- قَالَ : لَقَدْ خَلَقْتُ خَلْقًا أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبِرِ، فَبِي حَلَفْتُ، لَأُتِيحَنَّهُمْ فِتْنَةً، تَدَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا، فَبِي يَغْتَرُّونَ؟! أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرِئُونَ؟!». ضعيف : المصدر نفسه.

২৪০৫। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ "আমি এমন মাখলুকও সৃষ্টি করেছি, যাদের মুখের ভাষা মধুর চাইতে মিষ্টি; কিন্তু তাদের হৃদয় তেতো ফলের চাইতেও তিক্ত। আমার সত্তার শপথ! আমি

তাদেরকে এমন এক মারাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে ছেড়ে দেব যে, তা তাদের অধিক সহনশীল ব্যক্তিকেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ছাড়বে। তারা কি আমার সাথে প্রতারণা করছে নাকি আমার প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে ? **যঈফ, প্রাগুক্ত**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং ইবনু উমার (রাঃ)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে গারীব। আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি।

(٦١) بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১ ॥ (আল্লাহ্‌র যিকিরশূন্য কথায় অন্তর কঠোর হয়ে যায়)

٢٤١١. حَدَّثَنَا أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي ثَلْجٍ الْبَغْدَادِيُّ- صَاحِبُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لاَ تُكْثِرُوْا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلاَمِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللّٰهِ الْقَلْبُ الْقَاسِيْ». **ضعيف : «الضعيفة» ‹٩٢٠›، «المشكاة» ‹٢٢٧٦- التحقيق الثاني».**

২৪১১। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার যিকির ছাড়া বেশী কথা বলো না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার যিকির ছাড়া বেশী কথা বললে অন্তর কঠিন হয়ে যায়। আর নিঃসন্দেহে কঠিন অন্তরের লোকই আল্লাহ তা'আলা থেকে সবচেয়ে বেশী দূরে থাকে।

যঈফ, যঈফা (৯২০), মিশকাত, তাহকীক ছানী (২২৭৬)

আবূ বাক্‌র ইবনু আবুন নাযর-আবুন নাযর হতে তিনি ইবরাহীম ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু হাতিব হতে তিনি আবদুল্লাহ ইবনু দীনার হতে তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীসের মতই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেন,

এ হাদীসটি হাসান গারীব। ইবরাহীম ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু হাতিবের সূত্রেই শুধুমাত্র আমরা এ হাদীস জেনেছি।

٦٢) بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২ ॥ (উপকারী কথাই লাভজনক)

٢٤١٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ حَسَّانَ الْمَخْزُومِيَّ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي أُمُّ صَالِحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ- زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ، إِلَّا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ، أَوْ ذِكْرُ اللَّهِ». **ضعيف** : «ابن ماجه» (٣٩٧٤).

২৪১২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মানুষের প্রতিটি কথা তার জন্য অপকারী, উপকারী নয়। তবে সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ এবং আল্লাহ্ তা'আলার যিকিরই তার জন্য লাভজনক। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৩৯৭৪)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধুমাত্র মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু খুনাইসের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি জেনেছি।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٣٥- كِتَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْوَرَعِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ঃ ৩৫ ॥ কিয়ামাতের বর্ণনা

٤) بَابُ مَا جَاءَ : فِي الْعَرْضِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ কিয়ামাত ও মর্মস্পর্শী বিষয়

٢٤٢٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرْضَاتٍ : فَأَمَّا عَرْضَتَانِ، فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيْرُ، وَأَمَّا الْعَرْضَةُ الثَّالِثَةُ، فَعِنْدَ ذٰلِكَ تَطِيْرُ الصُّحُفُ فِي الْأَيْدِي، فَآخِذٌ بِيَمِيْنِهِ، وَآخِذٌ بِشِمَالِهِ». ضعيف : «ابن ماجه» ‹٤٢٧٧›.

২৪২৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন মানুষকে তিনবার হাযির করা হবে। দুইবারের হাযিরা হবে ঝগড়া-বিবাদ ও বিভিন্ন ওযর-আপত্তি শুনানী প্রসঙ্গে এবং তৃতীয়বারের হাযিরাতে প্রত্যেকের (নিজ নিজ) আমলনামা উড়তে থাকবে। কেউ তা পাবে ডান হাতে আর কেউ পাবে বাম হাতে। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৪২৭৭)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে সহীহ নয়। কারণ হাসান বাসরী (রাহঃ) আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে সরাসরি কিছু শুনেননি। কিছু রাবী আলী আর-রিফাঈর সূত্রে আল-হাসান হতে তিনি আবূ মূসা (রাঃ) হতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনাটিও সহীহ নয়, কারণ হাসান আবূ মূসার নিকট হাদীস শুনেন নাই।

٦) بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ (দুনিয়ার সঞ্চিত সম্পদ পরকালে ব্যয় করার আকাঙ্খা)

٢٤٢٧. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «يُجَاءُ بِابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأَنَّهُ بَذَجٌ، فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ : أَعْطَيْتُكَ، وَخَوَّلْتُكَ، وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ، فَمَاذَا صَنَعْتَ؟ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ! جَمَعْتُهُ وَثَمَّرْتُهُ، فَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ، فَارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ! فَيَقُولُ لَهُ : أَرِنِي مَا قَدَّمْتَ؟ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ! جَمَعْتُهُ، وَثَمَّرْتُهُ، فَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ، فَارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ كُلِّهِ! فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا، فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ».

ضعيف : «التعليق الرغيب» (٣/١١).

২৪২৭। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামাতের দিন আদম-সন্তানকে ভেড়ার (সদ্য প্রসূত) বাচ্চার ন্যায় অবস্থায় হাযির করা হবে। তারপর তাকে আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড় করানো হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রশ্ন করবেন, আমি তোমাকে ক্ষেত-খামার, দাস-দাসী ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দান করেছিলাম এবং আরো বিভিন্ন ধরনের অনুগ্রহ দিয়েছিলাম। তুমি কি আমল করে এসেছ ? সে বলবে, হে রব! আমি সেগুলো সঞ্চয় করে রেখেছি, বহু গুণে বৃদ্ধি করেছি এবং যা ছিল তার চাইতে অনেক বাড়িয়ে রেখে এসেছি। আমাকে একটুখানি ফেরত যেতে দিন, আমি সেগুলো আপনার নিকটে নিয়ে আসব। তিনি তাকে বলবেন, তুমি কি কি আমল করে এসেছ আগে তা আমাকে দেখাও। সে তখন বলবে, হে রব। সেগুলো তো আমি জমা করে রেখে এসেছি, যা ছিলো তার চাইতে বহু গুণে বৃদ্ধি করে রেখে এসেছি। সুতরাং আমাকে একটিবার ফেরত যেতে দিন, আমি তার সবগুলো আপনার নিকটে নিয়ে

আসব। তিনি তাকে বলবেন, তুমি কি আমল করে এসেছ তা আমাকে দেখাও, অতঃপর দেখা যাবে সে এমন এক বান্দা, যে কোন ভাল কাজই করে নাই, ফলে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। যঈফ, তা'লীকুর রাগীব (৩/১১)

আবূ ঈসা বলেন, একাধিক রাবী উপরোক্ত হাদীসটি হাসান বাসরী (রাহঃ)-এর বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তারা এটিকে মুসনাদ হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেননি। রাবী ইসমাঈল ইবনু মুসলিম তার স্মরণশক্তির দুর্বলতার জন্য সমালোচিত। এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা ও আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٧) بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ (পৃথিবী তার বৃত্তান্ত পেশ করবে)

٢٤٢٩. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا}، قَالَ : «أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا؟»، قَالُوا : اَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : «فَإِنَّ أَخْبَارَهَا : أَنْ تَشْهَدَ عَلَىٰ كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا، أَنْ تَقُولَ : عَمِلَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا»، قَالَ : «فَهٰذِهِ أَخْبَارُهَا».

ضعيف الإسناد.

২৪২৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "যেদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত পরিবেশন করবে" (সূরা ঃ যিলযাল – ৪) তিলাওয়াত করে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জান পৃথিবীর পরিবেশনযোগ্য বৃত্তান্ত কি ? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, তার বৃত্তান্ত এই যে, সে সমস্ত নারী-পুরুষের সেইসব কাজের সাক্ষ্য দিবে, যা

তারা তার উপরে করেছে। সে বলবে, অমুক দিন অমুক ব্যক্তি এই এই কাজ করেছে। এভাবে সে সাক্ষ্য দেবে। তিনি বললেন, এটাই হবে পৃথিবীর পেশকৃত বৃত্তান্ত। দুর্বল সনদ

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٩) بَابُ مَا جَاءَ : فِيْ شَأْنِ الصِّرَاطِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ পুলসিরাতের অবস্থা

٢٤٣٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «شِعَارُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الصِّرَاطِ : رَبِّ! سَلِّمْ سَلِّمْ».

ضعيف : «الضعيفة» <١٩٧٣>.

২৪৩২। মুগীরা ইবনু শুবা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পুলসিরাত পার হওয়ার সময় মু'মিনদের নিদর্শন হবে ঃ হে প্রভু! রক্ষা কর রক্ষা কর।

যঈফ, যঈফা (১৯৭৩)

আবূ ঈসা বলেন, মুগীরা ইবনু শুবা (রাঃ)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি গারীব। শুধুমাত্র আবদুর রহমান ইবনু ইসহাকের সূত্রেই আমরা এ হাদীস জেনেছি। এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٢) بَابٌ مِنْهُ
অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ (উসমান (রাঃ) কিয়ামাতের দিন মুযার ও রাবীয়া গোত্রের সমপরিমাণ লোকের জন্য সুপারিশ করবেন)

٢٤٣٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ الْكُوْفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ جِسْرٍ أَبِيْ جَعْفَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ : «يَشْفَعُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِثْلِ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ». ضعيف الإسناد مرسل.

২৪৩৯। হাসান বাসরী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উসমান ইবনু আফফান (রাঃ) কিয়ামাতের দিন রবীআ ও মুদার গোত্রের সমসংখ্যক লোকের জন্য সুপারিশ করবে। **দুর্বল সনদ, মুর্সাল**

٢٤٤٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَىٰ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِئَامِ مِنَ النَّاسِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيْلَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ، حَتَّىٰ يَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ». ضعيف : «المشكاة» (٥٦٠٢).

২৪৪০। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে কেউ বিরাট জনগোষ্ঠীর জন্য সুপারিশ করবে, কেউ একটি গোত্রের জন্য, কেউ একটি ছোট দলের জন্য, কেউ একজন লোকের জন্য সুপারিশ করবে এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। **যঈফ, মিশকাত (৫৬০২)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

١٧) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ (অহংকারী ব্যক্তি অত্যন্ত খারাপ)

٢٤٤٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ الْأَزْدِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا هَاشِمٌ- وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنِيْ زَيْدٌ الْخَثْعَمِيُّ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةِ، قَالَتْ : سَمِعْتُ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَخَيَّلَ وَاخْتَالَ، وَنَسِيَ الْكَبِيْرَ الْمُتَعَالَ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاعْتَدٰى، وَنَسِيَ الْجَبَّارَ الْأَعْلٰى، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ سَهَا وَلَهَا، وَنَسِيَ الْمَقَابِرَ وَالْبِلٰى، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ عَتَا وَطَغٰى، وَنَسِيَ الْمُبْتَدَا وَالْمُنْتَهٰى، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدِّيْنَ بِالشُّبُهَاتِ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ طَمَعٌ يَقُوْدُهُ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ هَوًى يُضِلُّهُ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ رَغَبٌ يُذِلُّهُ». ضعيف : «المشكاة» ‹٥١١٥- التحقيق الثاني›، «الضعيفة» ‹٢٠٢٦›، «الظلال» ‹٩- ١٠›.

২৪৪৮। আসমা বিনতু উমাইস আল-খাসআমিয়্যা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ যে নিজেকে বড় মনে করে এবং অহংকার করে আর আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলে যায়। সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ, যে যালিম হয়ে যুলুম করে এবং পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলে যায়। সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ, যে সত্যবিমুখ হয়ে অনর্থক কাজে লিপ্ত হয় এবং গোরস্থান ও মাটিতে মিশে যাওয়ার কথা ভুলে যায়। সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ, যে বিদ্রোহী হয়ে অবাধ্যতা করে এবং তার সূচনা ও পরিণতিকে ভুলে যায়। আর সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ যে দীনের বিনিময়ে দুনিয়া হাসিল করার পথ অবলম্বন করে। আর সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ যে সন্দেহজনক বিষয়ের উপর আমল করে দীনের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করে। সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ যে লালসার গোলাম হয়ে যায়, লালসা তাকে টেনে নিয়ে যায়। সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ যাকে তার প্রবৃত্তি ভুল পথে পরিচালিত করে। সেই ব্যক্তি কতই না খারাপ যাকে প্রবৃত্তির চাহিদা লাঞ্ছিত করে।

যঈফ, মিশকাত তাহকীক ছানী (৫১১৫), যঈফা (২০২৬) যিলাল (৯-১০)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই আমরা এ হাদীস জেনেছি। এর সনদ তেমন মজবুত নয়।

١٨) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ (ক্ষুধার্ত ঈমানদারকে খাদ্য খাওয়ালে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন)

٢٤٤٩). حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبُ : حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ- ابْنُ أُخْتِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : حَدَّثَنَا أَبُو الْجَارُودِ الأَعْمَى- وَاسْمُهُ : زِيَادُ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْهَمَدَانِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ، أَطْعَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَإٍ، سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَا مُؤْمِنًا عَلَى عُرْيٍ، كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ». **ضعيف : «المشكاة» ‹١٩١٣›، «ضعيف أبي داود» ‹٣٠٠›.**

২৪৪৯। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ঈমানদার ব্যক্তি কোন ক্ষুধার্ত ঈমানদার ব্যক্তিকে খাদ্য দান করে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন। যে মু'মিন ব্যক্তি কোন তৃষ্ণার্ত মু'মিন ব্যক্তিকে পানি পান করাবে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে সীলমোহর করা খাঁটি "রাহীক মাখতূম" পান করাবেন। যে মু'মিন ব্যক্তি কোন বস্ত্রহীন মু'মিন ব্যক্তিকে পোশাক দান করে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের সবুজ পোশাক পরাবেন। **যঈফ, মিশকাত (১৯১৩), যঈফ আবূ দাউদ (৩০০)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এ হাদীসটি আতিয়্যা হতে আবূ সাঈদ (রাঃ) সূত্রে মাওকূফরূপে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের মতে মাওকূফ বর্ণনাটি অনেক বেশী সহীহ ও সমাঞ্জস্যপূর্ণ।

١٩) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ (বৈধ অক্ষতিকর বিষয় ছেড়ে দেওয়ার ফাযীলাত)

٢٤٥١. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَقِيْلٍ الثَّقَفِيُّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَقِيْلٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ : حَدَّثَنِي رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ، وَعَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ- وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ، حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ، حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ». ضعيف : «ابن ماجه» ‹٤٢١٥›.

২৪৫১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আতিয়্যা আস-সাদী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন বান্দা ক্ষতিকর কাজে জড়িয়ে পরার ভয়ে বৈধ অক্ষতিকর বিষয় না ছেড়ে দেয়া পর্যন্ত মুত্তাকীদের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারবে না। **যঈফ, ইবনু মাজাহ (৪২১৫)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই আমরা এ হাদীস প্রসঙ্গে জেনেছি।

٢٥) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ (কোন ব্যক্তি বুদ্ধিমান)

٢٤٥٩. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ : حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ. (ح). وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «الْكَيِّسُ مَنْ

دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ». ضعيف : «ابن ماجه» (٤٢٦٠).

২৪৫৯। শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান যে নিজের নাফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য কাজ করে। আর সেই ব্যক্তি নির্বোধ ও অক্ষম যে তার নাফসের দাবির অনুসরণ করে আর আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে বৃথা আশা পোষণ করে।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (৪২৬০)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। "মান দানা নাফ্সাহু" বাক্যাংশের তাৎপর্য এই যে, কিয়ামাতের দিন আত্মাকে হিসাবের সম্মুখীন করার পূর্বেই যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নিজের নাফ্সের হিসাব-নিকাশ নেয়। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, "হিসাবের সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের হিসাব নাও এবং মহা সমাবেশে হাযির হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তার হিসাব-নিকাশ নেয়, কিয়ামাতের দিন তার হিসাব অত্যন্ত হালকা ও সহজ হবে"। মাইমূন ইবনু মিহরান বলেন, কোন ব্যক্তি খাঁটি মুত্তাকী হতে পারবে না যে পর্যন্ত না সে আত্মসমালোচনা করবে। যেমন কোন ব্যক্তি তার শরীকের নিকট হতে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব নেয় যে, সে খাদ্যদ্রব্য ও কাপড়-চোপড় কোত্থেকে কত মূল্যে সংগ্রহ করেছে।

٢٦) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ (মৃত্যুকে অধিক পরিমাণ স্মরণ করার ফাযীলাত)

٢٤٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَدُّوَيْهِ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ الْعُرَنِيُّ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُصَلَّاهُ فَرَأَى نَاسًا كَأَنَّهُمْ يَكْتَشِرُونَ، قَالَ : أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ، لَشَغَلَكُمْ عَمَّا

أرى، فأكثروا من ذكر هاذم اللذات، الموت، فإنه لم يأت على القبر يوم، إلا تكلم فيه، فيقول : أنا بيت الغربة، وأنا بيت الوحدة، وأنا بيت التراب، وأنا بيت الدود، فإذا دفن العبد المؤمن، قال له القبر : مرحبا وأهلا! أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم، وصرت إلي، فسترى صنيعي بك- قال، فيتسع له مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة، وإذا دفن العبد الفاجر- أو الكافر-، قال له القبر : لا مرحبا، ولا أهلا! أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم، وصرت إلي، فسترى صنيعي بك- قال : فيلتئم عليه حتى يلتقي عليه، وتختلف أضلاعه- قال : قال رسول الله ﷺ بأصابعه، فأدخل بعضها في جوف بعض- قال- ويقيض الله له سبعين تنينا، لو أن واحدا منها نفخ في الأرض، ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا، فينهشنه ويخدشنه، حتى يفضى به إلى الحساب- قال : قال رسول الله ﷺ : «إنما القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار».

ضعيف جداً : «الضعيفة» ‹٤٩٩٠›، لكن جملة «هاذم اللذات» صحيحة، فانظر الحديث ‹٢٤٠٩›.

২৪৬০। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জানাযার) নামাযে এসে দেখেন যে, কিছু লোক হাসাহাসি করছে। তিনি বললেন, ওহে! তোমরা যদি জীবনের স্বাদ ছিন্নকারী মৃত্যুকে বেশী বেশী মনে করতে তাহলে আমি তোমাদের যে অবস্থায় দেখছি অবশ্যই তা থেকে বিরত

থাকতে। তোমরা জীবনের স্বাদ ছিন্নকারী মৃত্যুকে খুব বেশী স্মরণ কর। কেননা কবর প্রতিদিন দুনিয়াবাসীকে সম্বোধন করে বলতে থাকে, আমি প্রবাসী মুসাফিরের বাড়ী, আমি নির্জন কুটির, আমি মাটির ঘর, আমি পোকা-মাকড় ও কীট-পতঙ্গের আস্তানা। তারপর কোন ঈমানদারকে যখন দাফন করা হয় তখন কবর তাকে বলে, 'মারহাবা, স্বাগতম', আমার পিঠের উপর যত লোক চলাফেরা করেছে তাদের মধ্যে তুমিই ছিলে আমার নিকট সবচাইতে প্রিয়। আজ তোমাকেই আমার নিকট সমর্পণ করা হয়েছে, আর তুমি আমার কাছেই এসেছ। সুতরাং তুমি শীঘ্রই দেখবে যে, আমি তোমার সাথে কেমন সৌজন্যমূলক ব্যবহার করি। তারপর কবর তার জন্য দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে যাবে এবং জান্নাতের দিকে তার একটি দরজা খুলে দেয়া হবে। আর অপরাধী পাপী কিংবা কাফিরকে যখন দাফন করা হয় তখন কবর তাকে বলে, তোমার আগমন অশুভ ও তোমার জন্য স্বাগতম নেই। কেননা আমার উপর যত লোক চলাফেরা করেছে তাদের মধ্যে তুমিই ছিলে আমার নিকট সবচইতে ঘৃণিত ও অপ্রিয়। আজ তোমাকেই আমার নিকট সমর্পণ করা হয়েছে এবং তুমি আমার নিকট ফিরে এসেছ। সুতরাং শীঘ্রই দেখবে, আমি তোমার সাথে কেমন জঘন্য আচরণ করি। এই বলে সে সংকুচিত হয়ে যাবে এবং তার উপর একেবারে চেপে যাবে, ফলে তার পাঁজরের হাড়সমূহ পরস্পরের মধ্যে ঢুকে যাবে। রাবী বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাতের আংগুলসমূহ অপর হাতের আংগুলে ঢুকিয়ে বললেন, 'এভাবে'। তিনি আরও বললেন, তার জন্য এরূপ সত্তরটি অজগর সাপ নিয়োগ করা হবে, তার মধ্যে একটি সাপও যদি যমিনে একবার ফুঁ দেয় তাহলে এতে কোন কিছুই উৎপন্ন হবে না। তারপর হিসাব-নিকাশ না হওয়া পর্যন্ত সে অজগরগুলো তাকে দংশন করতে থাকবে, খামচাতে থাকবে। রাবী (আবূ সাঈদ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কবর হল জান্নাতের উদ্যানসমূহের একটি উদ্যান, অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি গর্ত।

খুবই দুর্বল, যঈফা (৪৯৯০), স্বাদ কর্তনকারী অংশটুকু সহীহ, সহীহা (২৪০৯)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি।

٣٤) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ (যা দান করা হয় তা-ই অবশিষ্ট থাকে)

٢٤٧٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ : خَرَجْتُ فِي يَوْمٍ شَاتٍ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَدْ أَخَذْتُ إِهَابًا مَعْطُوبًا، فَحَوَّلْتُ وَسَطَهُ، فَأَدْخَلْتُهُ عُنُقِي، وَشَدَدْتُ وَسَطِي، فَحَزَمْتُهُ بِخُوصِ النَّخْلِ، وَإِنِّي لَشَدِيدُ الْجُوعِ، وَلَوْ كَانَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَعَامٌ، لَطَعِمْتُ مِنْهُ، فَخَرَجْتُ أَلْتَمِسُ شَيْئًا، فَمَرَرْتُ بِيَهُودِيٍّ فِي مَالٍ لَهُ، وَهُوَ يَسْقِي بِبَكَرَةٍ لَهُ، فَاطَّلَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ ثُلْمَةٍ فِي الْحَائِطِ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا أَعْرَابِيُّ! هَلْ لَكَ فِي كُلِّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ؟ قُلْتُ : نَعَمْ، فَافْتَحِ الْبَابَ حَتَّى أَدْخُلَ، فَفَتَحَ، فَدَخَلْتُ، فَأَعْطَانِي دَلْوَهُ، فَكُلَّمَا نَزَعْتُ دَلْوًا، أَعْطَانِي تَمْرَةً، حَتَّى إِذَا امْتَلَأَتْ كَفِّي، أَرْسَلْتُ دَلْوَهُ، وَقُلْتُ : حَسْبِي، فَأَكَلْتُهَا، ثُمَّ جَرَعْتُ مِنَ الْمَاءِ، فَشَرِبْتُ، ثُمَّ جِئْتُ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيهِ. **ضعيف : «التعليق الرغيب» ‹٣/١٠٩-١١٠›.**

২৪৭৩। আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) বলেন, আমি এক শীতের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর হতে বের হলাম। এর পূর্বে আমি একটি লোমহীন চামড়া নিয়ে তা মাঝামাঝি কেটে গলায় ঢুকালাম এবং খেজুরের পাতা দিয়ে কোমরে শক্ত করে বাঁধলাম। আমি তখন খুব বেশী ক্ষুধার্ত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে কোন খাদ্যসামগ্রী থাকলে তা অবশ্য খেয়ে ফেলতাম।

আমি খাদ্যের খোঁজে বের হয়ে গেলাম। তারপর জনৈক ইয়াহূদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, সে তার বাগানে (কপিকল জাতীয়) চরকির সাহায্যে কুয়া হতে পানি তুলছিল। আমি প্রাচীরের একটি ছিদ্র দিয়ে তাকে দেখলাম। সে প্রশ্ন করল, হে বিদুঈন! কি চাও ? তুমি প্রতি বালতির বিনিময়ে একটি করে খেজুর পাবে, আমার বাগানের পানি তুলে দিবে কি ? আমি বললাম, হ্যাঁ, দরজা খোল, আমি ভেতরে আসি। সে দরজা খুললে আমি ভেতরে গেলাম। তারপর সে একটি বালতি এনে দিল। আমি বালতি ভরে পানি উঠাতে লাগলাম আর সে প্রতি বালতিতে একটি করে খেজুর দিতে লাগল। অবশেষে খেজুরে আমার হাতের মুঠি ভরে গেল। আমি তখন বালতি রেখে দিয়ে বললাম, আমার যথেষ্ট হয়েছে। আমি খেজুরগুলো খেয়ে পানি পান করলাম এবং মাসজিদে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেখানে পেলাম। **যঈফ, তা'লীকুর রাগীব (৩/১০৯, ১১০)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٢٤٧٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ أَصَابَهُمْ جُوْعٌ، فَأَعْطَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَمْرَةً تَمْرَةً. شاذ : «ابن ماجه» ‹٤١٥٧›.

২৪৭৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একবার তাদেরকে দুর্ভিক্ষে পেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে একটি করে খেজুর দেন। **শাজ, ইবনু মাজাহ (৪১৫৭)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

(٣٥) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ (দারিদ্রতা স্বচ্ছলতার চাইতে উত্তম)

٢٤٧٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ : حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ : حَدَّثَنِيْ

مَنْ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ يَقُوْلُ : إِنَّا لَجُلُوْسٌ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ طَلَعَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، مَا عَلَيْهِ إِلَّا بُرْدَةٌ لَهُ مَرْقُوعَةٌ بِفَرْوٍ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، بَكَىٰ لِلَّذِيْ كَانَ فِيْهِ مِنَ النِّعْمَةِ، وَالَّذِيْ هُوَ الْيَوْمَ فِيْهِ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «كَيْفَ بِكُمْ إِذَا غَدَا أَحَدُكُمْ فِيْ حُلَّةٍ، وَرَاحَ فِيْ حُلَّةٍ وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةٌ، وَرُفِعَتْ أُخْرَى، وَسَتَرْتُمْ بُيُوْتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ؟»، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنَّا الْيَوْمَ، نَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ، وَنُكْفَى الْمُؤْنَةَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَأَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ». **ضعيف : «المشكاة» (٥٣٦٦- التحقيق الثاني) وانظر الحديث (٢٥٩١).**

২৪৭৬। আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাসজিদে বসা ছিলাম। এমন সময় চামড়ার তালিযুক্ত একটি ছেড়া চাদর গায়ে জড়িয়ে মুসআব ইবনু উমাইর (রাঃ) এসে আমাদের সামনে হাযির হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বর্তমান করুণ অবস্থা দেখে এবং তার পূর্বের স্বচ্ছল অবস্থার কথা মনে করে কেঁদে ফেললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে সময় তোমাদের কি অবস্থা হবে, যখন তোমাদের কেউ সকালে এক জোড়া পোশাক পরবে আর বিকেলে পরবে অন্য জোড়া। আর তার সামনে খাদ্যভর্তি একটি পেয়ালা রাখা হবে আর অন্যটি উঠিয়ে নেয়া হবে। তোমরা তোমাদের ঘরগুলো এমনভাবে পর্দায় ঢেকে রাখবে, যেভাবে কা'বা ঘরকে গেলাফে ঢেকে রাখা হয়। সাহাবীগণ আরয করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা তো তখন বর্তমানের চাইতে অনেক স্বচ্ছল থাকব। বিপদাপদ ও অভাব-অনটন হতে নিরাপদ থাকব। ফলে ইবাদাত

বন্দিগীর জন্য যথেষ্ট অবসর পাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ বরং বর্তমানটাই তোমাদের জন্য তখনকার তুলনায় অনেক ভালো। **যঈফ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৫৩৬৬) দেখুন হাদীস নং (২৫৯১)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। ইয়াযীদ ইবনু যিয়াদ হলেন ইবনু মাইসারা, তিনি মাদীনার অধিবাসী। মালিক ইবনু আনাস-সহ একাধিক বিশেষজ্ঞ আলিম তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ইয়াযীদ ইবনু যিয়াদ আদ-দিমাশকী যুহরীর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তার সূত্রে ওয়াকী, মারওয়ান ইবনু মুআবিয়া হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর কূফার অধিবাসী ইয়াযীদ ইবনু আবূ যিয়াদের সূত্রে সুফিয়ান, শুবা, ইবনু উআইনা-সহ একাধিক ইমাম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٩) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ (দালানকোঠা বিপদের কারণ)

٢٤٨٠. حَدَّثَنَا الْجَارُوْدُ بْنُ مُعَاذٍ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ، قَالَ : الْبِنَاءُ كُلُّهُ وَبَالٌ، قُلْتُ . أَرَأَيْتَ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ؟! قَالَ : لَا أَجْرَ، وَلَا وِزْرَ. **ضعيف الإسناد مقطوع.**

২৪৮০। ইবরাহীম নাখঈ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ দালান কোঠা সবই বিপদের কারণ। আবূ হামযা বলেন ঃ আমি প্রশ্ন করলাম যা না হইলেই নয় সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? তিনি বললেন ঃ এতে সাওয়াবও নেই, গোনাহ্ও নেই। **দুর্বল সনদ, বিচ্ছিন্ন।**

٤٠) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০ ॥ (জীবন যাপনের জন্য ব্যয় আল্লাহ'র রাস্তায় ব্যয়ের সমতুল্য)

٢٤٨٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ : حَدَّثَنَا زَافِرُ بْنُ

سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ شَبِيْبِ بْنِ بَشِيْرٍ- هٰكَذَا قَالَ : شَبِيْبُ بْنُ بَشِيْرٍ، وَإِنَّمَا هُوَ : شَبِيْبُ بْنُ بِشْرٍ-، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «النَّفَقَةُ كُلُّهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، إِلَّا الْبِنَاءَ، فَلَا خَيْرَ فِيْهِ».

ضعيف : «الضعيفة» (١٠٦١)، «التعليق الرغيب» (١١٣/٢).

২৪৮২। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দালানকোঠা নির্মাণের খরচ ব্যতীত জীবন যাপনের সকল খরচই আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় বলে পরিগণিত। দালানকোঠা নির্মাণের খরচের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। **যঈফ, যঈফা (১০৬১), তা'লীকুর রাগীব (২/১১৩)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব।

অধ্যায় ৩৫-এর পরবর্তী ৭ টি অনুচ্ছেদ যঈফ ২য় খণ্ডে দেওয়া হয়েছে

وختاما سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

সবশেষে নাবীদের উপর সালাম ও আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা।